আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস

(হিজরী ১৩২ / ৭৫০ খ্রি পর্যন্ত)

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

www.nagorikpathagar.org

আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস

(হিজরী ১৩২ / খ্রি. ৭৫০ পর্যন্ত)

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : যুলহিজ্জা ১৪৩৬
আশ্বিন ১৪২২
অকটোবর ২০১৫

প্রচ্ছদ : জাহাঙ্গীর আলম।

মুদ্রণ :
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় : চারশত বিশ টাকা মাত্র

Arbi Khutba Sahityer Etihas Written by Dr Mohammad Abdul Mabud and published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road, Dhaka-1205, Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition October 2015 Price Taka 420.00 only.

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

ভাষা মহান আল্লাহর এক অপার সৃষ্টি। ভাষা দিয়েই আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। অন্যের কাছে নিজের মতামত ও অভিব্যক্তি তুলে ধরি। বিশেষ করে খুতবা বা বক্তৃতার মাধ্যমে আমরা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের দিকে অন্যদেরকে আহ্বান করি। কারো ভাষাশৈলিতার দ্বারাই আমরা তার চিন্তাধারা ও মতামতের প্রতি আসক্ত হই। এ দিক থেকে পৃথিবীর সব ভাষাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তবে মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান আলকোরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ায় এ ভাষার গুরুত্বের মাত্রা বেড়ে গেছে। শুধু আরবী ভাষাভাষীই নয়, অন্যরাও এ ভাষা চর্চা করছে। তাছাড়া ইসলামের কিছু মৌলিক 'ইবাদাত যেমন- সালাত, তিলাওয়াত, জুমু'আহ ও 'ঈদের খুতবা ইত্যাদির কারণে মুসলিম মাত্রই আরবীকে কিছু না কিছু চর্চা করতে হয়। আরব অনারব নির্বিশেষে সকলের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণে প্রথম থেকেই আরবী খুতবার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। আর তাই আরবী খুতবা সাহিত্যে প্রতিনিয়ত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সেই জাহিলী যুগ থেকে শুরু করে ইসলামের সোনালী যুগ, পরবর্তী খালীফাদের যুগ এবং তৎপরবর্তী যুগেও আরবী খুতবা সাহিত্যের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। বক্ষমান গবেষণাকর্মে এছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহ যথা- গ্রীক, রোমান, পারসিক ও ভারতীয়দের খুতবা প্রতিভা এবং পূর্বেকার নাবী ও রাসূলগণের খুতবা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সুসাহিত্যিক ও ভাষাপন্ডিত ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ নিজে সৌদি আরবে অধ্যয়নকালেই বিষয়টির প্রতি নজর দেন। আরবদের সাহিত্য চর্চা, বাগ্মিতা ও প্রতিভা কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি বিষয়টিকে আরো সুবিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন। গবেষণাকর্মটি তাই সুধী পাঠকমহলে জ্ঞান ও চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বইটির কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানাবার জন্য সম্মানীত পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে "আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস" শীর্ষক বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

এ পৃথিবীতে মানুষ ভাষা সাথে করে নিয়ে এসেছে। কারণ মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার কোন বিকল্প নেই। সে ভাষার রূপ ও বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন। মানুষের তার মনের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তাই যে দিন মানুষ এ ধরণীতে এসেছে সে দিনই ভাষার জন্ম হয়েছে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মনুষের ভাষারও উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলার এ সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ একমাত্র প্রাণী যে কথা বলতে পারে এবং নিজের চিন্তা, মত ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। আর তা কেবল ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষ তার আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনাকে অতি সুন্দর ও সার্থক ভাবে প্রকাশ করতে চায় যাতে অন্যরা মুগ্ধ হয়। এ জন্য সে তার ভাষাকে সব সময় পরিপাটি ও পরিমার্জিত করতে চেয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় মানুষের ভাষা হয়ে উঠেছে সুন্দর ও সবল।

অন্যের নিকট নিজেকে ব্যক্ত করার ইচ্ছা মানুষের স্বভাবগত। আর এই ব্যক্ত করতে গিয়ে সে বিভিন্ন পদ্ধতি ও পন্থা বেছে নেয়। ইশারা-ইঙ্গিত করে, অভিনয় করে, ছবি আঁকে, ভাস্কর্য নির্মাণ করে, কবিতা লেখে, সাহিত্য সৃষ্টি করে, তার বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে এবং শ্রোতাদের মুখোমুখি বক্তৃতা-ভাষণ দেয়। নিজেকে ব্যক্ত ও অন্যকে প্রভাবিত করার যত পদ্ধতি ও কলা- কৌশল আজ পর্যন্ত মানুষ আয়ত্ব করতে পেরেছে তার মধ্যে খুতবা তথা বক্তৃতা-ভাষণই সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে বেশি কার্যকর পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। সেই আদিতেও এর কার্যকারিতা ও গুরুত্ব যেমন ছিল, মানব জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা তেমনই আছে। এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উথান-পতন ও বিবর্তনে খুতবার ভূমিকা চিরকালই অপরিসীম।

পৃথিবীর ইতিহাসে আরবগণ যেমন একটি প্রাচীন জাতি, তেমনি আরবী ভাষারও রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। আরবী সাহিত্যের প্রাপ্ত ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয় প্রাক-ইসলামী যুগ হতে।

আরবজাতি যেদিন থেকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করেছে, সেদিন থেকেই নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে এবং অন্যকে নিজের মতে আনতে চেয়েছে। আর ভাষার মাধ্যমেই তাদেরকে তা করতে হয়েছে। যখন থেকে তারা আরবী ভাষায় কথা বলেছে তখন থেকে তাদেরকে আরবী ভাষাতেই সে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে। তাদের গোত্রীয় সমাজে, যাযাবর বেদুঈন জীবনে অথবা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর নাগরিক জীবনে, সর্বাবস্থায় তারা অন্যান্য জাতি- গোষ্ঠীর মত নানা ভাবে নিজেদের মত ব্যক্ত করতে চেয়েছে। সেই নানা

www.nagorikpathagar.org

ভাবের মধ্যে খুতবা সব সময় প্রধান ও প্রথমই থেকেছে। আরব জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায়, গোত্রীয় জীবনে, বেদুঈন যাযাবর জীবনে এবং নাগরিক সভ্যতার জীবনে সবসময় নান উপলক্ষে মত ও চিন্তা প্রকাশের জন্য, অন্যকে স্বমতে আনার জন্য খুতবার উপরই তাদেরকে নির্ভর করতে হয়েছে। কারণ ইতিহাসের একটা পর্যায় পর্যন্ত তারা ছিল নিরক্ষর। তাই মৌখিক ভাষা ও সাহিত্যের উপরই তাদের নির্ভরশীলতা ছিল পূর্ণ মাত্রায়। আর এ কারণেই তাদের খুতবার সীমাহীন উন্নতি ঘটেছে।

খুতবা আরব জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রাক ইসলামী যুগের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, আরবের সাহিত্য সেবীরা এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলনসমূহে প্রচুর খুতবা সংকলিত দেখা যায়, যার সাহিত্য ও শিল্পমূল্য অপরিসীম। আরবী খুতবার এ গুরুত্ব আমি অনুধাবন করি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (আল জামি'আ আল ইসলামিয়্যা বিল মাদীনা আল মুনাওয়ারা) অধ্যয়নকালে। সেখানে আমার পাঠ্য বিষয়সমূহের একটি ছিল আল খিতাবা। বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে গিয়ে লক্ষ্য করি, আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় এ ক্ষেত্রে যতটুকু গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন ও গবেষণা হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি। তাই আমি আমার গবেষণার জন্য এ ক্ষেত্রটি নির্বাচন করি।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আরব জাতির ইতিহাসে নতুন গতিধারা সৃষ্টি হয়। আরব জন-জীবনের মোড় ঘুরে যায়। জাহিলী আরববাসীর জীবন ছিল গোত্রীয়। ইসলাম আসার পর সে জীবনের সীমাবদ্ধতা বিদূরিত হয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের পরবর্তী যুগে মাত্র একশ' বছরের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্ত প্রশান্ত মহাসাগর এবং অন্যদিকে পশ্চিম প্রান্ত আটলান্টিক মহাসাগর অর্থাৎ মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপব্যাপী মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। তাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তনে খুতবা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আরবী সাহিত্যের যে কোন পাঠক ও গবেষকের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

আমার এ গবেষণার পরিধি ও পরিসর হলো জাহিলী যুগের যে সময়কাল থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে হি. ১৩২/খ্রি. ৭৫০ সন পর্যন্ত।

এ গবেষণা পত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, আরবী খুতবা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশে আম্বিয়া কিরামের বিশেষ অবদান রয়েছে। এ পৃথিবীতে তাঁরা এসেছিলেন মানব জাতির নিকট সত্যের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্যে এবং সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে। এ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বাকপটুতা ও বাগ্মিতা শক্তি পূর্ণ মাত্রায় দান করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

প্রাক ইসলামী যুগে আরবে সর্ব দিক দিয়ে খুতবার উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়। এ যুগে খতীবরা নানা উপলক্ষে ও উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। এক পক্ষের প্রশংসা ও অপর পক্ষের নিন্দা প্রকাশমূলক খুতবা, শত্রুর প্রতি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা, যুদ্ধের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করা এবং গোত্রীয় লোকদের হৃদয়ে আত্মমর্যাবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে খুতবা, সন্ধি ও শান্তি স্থাপন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির আহ্বান জানিয়ে খুতবা, রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট আরব প্রতিনিধি দল যেতেন এবং আভিজাত্য, অভিনন্দন, শোক-সমবেদনা ইত্যাদি নানা উপলক্ষে প্রদত্ত খুতবা, উকাজ মেলায় আগত সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে নীতিকথা ও দীনে ইবরাহীম (আ)-এর উপদেশমূলক খুতবার মাধ্যমে তাদেরকে বিপথগামিতা থেকে সঠিক পথে আসার আহ্বান জানিয়ে খুতবা, বিয়ে-শাদী উপলক্ষে প্রদত্ত খুতবা, জীবনের শেষ মুহূর্তে কোন ব্যক্তির তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অথবা গোত্র প্রধানের তার গোত্রের সদস্যদের প্রতি অন্তিম উপদেশমূলক খুতবা, কাহিনদের ভবিষ্যদ্বাণী করে খুতবা ইত্যাদি এ যুগে আমরা লক্ষ্য করি। এ যুগের খতীবরা মাথায় পাগড়ী পরে হাতে যষ্ঠি নিয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় খুতবা দিতেন। তবে বিয়ের খুতবা বসে দিতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুতবার আরো উন্নতি হয়, গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং বিষয়বস্তু ও রীতি পদ্ধতিতে নতুনত্ব আসে। আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীন প্রচারের মূল হাতিয়ার ছিলো খুতবা। তিনি বিশুদ্ধতম, সহজ-সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় চমৎকার ভঙ্গিতে খুতবার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন এবং আল্লাহর দিকে ডাকতেন। যারা ইসলামে প্রবেশ করতো, তাদেরকে খুতবার মাধ্যমে শরী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা করে সত্য-সঠিক হিদায়াতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এছাড়া এ যুগের ওয়া'আজ-নসীহতমূলক জুম'আর, ঈদ ও হজ্জের খুতবা, জিহাদের খুতবা, বাহাছ-মুনজারার খুতবা, বিজয়ের খুতবা, পরামর্শমূলক খুতবা, খলীফা উছমান (রা) ও 'আলী (রা)-এর সময়কালীন আভ্যন্তরীণ গোলযোগমূলক খুতবা, খিলাফত ও বিলায়াত-এর খুতবা, ইসলামী ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে খুতবা, প্রতিনিধি মিশনের আগমন উপলক্ষে খুতবা, ওয়াসীয়াতমূলক খুতবা, বিয়ের খুতবা, সমবেদনা ও অভিনন্দনমূলক খুতবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উমায়্যা যুগে বিভিন্ন দল-গোষ্ঠীর উত্থানে খুতবার সীমাহীন উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে রাজনৈতিক খুতবার দারুণ উন্নতি হয়। খারিজীরা সৈনিকদের আল্লাহর পথে ও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এমন উৎসাহমূলক খুতবা দিতেন। তাদের খুতবা ছিল দীনী ভাব ও বিষয়ে সমৃদ্ধ। অসংখ্য জ্বালাময়ী উপদেশমূলক খুতবার মাধ্যমে শী'আরা স্বৈরাচারী উমায়্যা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে জনগণকে ক্ষেপিয়ে

www.nagorikpathagar.org

তুলতেন। এ দিকে বিপ্লবপন্থী খতীবরা সৈনিকদেরকে উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে খুতবা দিতেন। উমায়্যা খলীফাগণ ও তাঁদের ওয়ালীগণের খুতবায় ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকি দেয়া হয়েছে তাদেরকে যারা উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। দীনী ওয়া'আজ-নসীহতমূলক খুতবা, বাহাছ মুনজারার খুতবা, জুমু'আ ও ঈদের নামাজের খুতবা, অভিনন্দন ও শোক প্রকাশমূলক খুতবা, কুসসাস বা কাহিনী বর্ণনাকারীদের খুতবা, সভা-সমাবেশ ও প্রতিনিধি মিশনের আগমন উপলক্ষে খুতবা এ যুগে ব্যাপক রূপ ধারণ করে। এ যুগের শেষের দিকে খুতবা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে আব্বাসীয় যুগের সূচনাপর্বে খুতবা আবার শক্তি অর্জন করে এবং তার পূর্বের ভূমিকায় ফিরে আসে।

আমার এ গবেষণায় উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সবিস্তর আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহ, যথা : গ্রীক, রোমান, পারসিক ও ভারতীয়দের খুতবা প্রতিভা এবং আম্বিয়া কিরামের খুতবা বিষয়ে একটি অধ্যায়ে কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মে অনেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। যাঁদের কাছে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী তাঁরা হলেন আমার তিনজন পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক : ড. মুহাম্মদ ইসহাক, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ও ড. সাহেরা খাতুন। শিরনামটি নির্ধারণ করেন ড. মুহাম্মদ ইসহাক। তাঁরা আমাদেরকে চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা দু'আ করি, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁদেরকে জান্নাতবাসী করুন!

গবেষণাধর্মী লেখার যেসকল নিয়ম-নীতি আছে আমি তা মেনে চলার চেষ্টা করেছি। সূত্রসমূহও যথাযথভাবে উল্লেখ করেছি। পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জির সংযোজন করেছি। তা সত্ত্বেও ভাষাগত, তথ্যগত বা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি যদি পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাহলে তা আমাকে জানানোর জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফীক দান করুন!

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ : খুতবা

আল খিতাবা ও আল খুতবার আভিধানিক অর্থ ॥ ১৩
পারিভাষিক অর্থ ॥ ১৫
খুতবায় আবেগ অনুভূতির ভূমিকা ॥ ১৭
যুক্তিবিদ ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে আল-খিতাবা ॥ ১৮
আল-খিতাবার বিষয়বস্তু ॥ ২০
আল-খিতাবার প্রয়োজনীয়তা ॥ ২১
খুতবার প্রকার ॥ ২৩
খিতাবা ও প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ॥ ২৪
আল-জাহিজের মত ॥ ২৯
খিতাবা শাস্ত্রে প্রাচীন পারস্যের স্থান ॥ ৩০
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতির মধ্যে খিতাবার চর্চা ॥ ৩৪
খিতাবা শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধকরণ ॥ ৩৬
বর্তমান সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত প্রাচীনতম খুতবা ॥ ৩৯
খিতাবা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ॥ ৪০
নূহ (আ) ॥ ৪৩
ইবরাহীম (আ) ॥ ৪৭
লূত (আ) ॥ ৫৫
হূদ (আ) ॥ ৫৭
সালিহ (আ) ॥ ৬১
শু'আয়ব (আ) ॥ ৬৪
মূসা কালীমুল্লাহ (আ) ॥ ৬৯
দাঊদ (আ) ॥ ৭৭
সুলায়মান (আ) ॥ ৮০
'ঈসা রূহুল্লাহ (আ) ॥ ৮৫
ইয়াহইয়া (আ) ॥ ৯৫
শা'ইয়া' (আ) ॥ ৯৬

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় ২ : জাহিলী যুগ

জাহিলী যুগের পরিচিতি, পরিসর ও আল-জাহিলিয়্যা শব্দের অর্থ ॥ ৯৭
'আল-জাহিলিয়্যা' শব্দের অর্থ ॥ ৯৭
জাহিলী 'আরবী গদ্য সাহিত্য ॥ ১০১
জাহিলী 'আরব জাতি ও খুতবা ॥ ১০৫
জাহিলী যুগের খুতবার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ ॥ ১১৫
জাহিলী খুতবার প্রাচীন সূত্রসমূহ ॥ ১১৭
জাহিলী খুতবার উপলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ॥ ১১৭
(ক) পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং গর্ব-অহঙ্কার প্রকাশ মূলক খুতবা ॥ ১১৭
(খ) যুদ্ধ বিষয়ক খুতবা ॥ ১২২
(গ) সন্ধি ও শান্তি স্থাপন এবং বিরোধ নিষ্পত্তিমূলক খুতবা ॥ ১২৩
(ঘ) প্রতিনিধি দলসমূহের খুতবা ॥ ১২৫
(ঙ) ধর্মীয় উপদেশমূলক খুতবা ॥ ১৪০
(চ) বিয়ে-শাদী উপলক্ষে প্রদত্ত খুতবা ॥ ১৪৪
(ছ) অন্তিম উপদেশ বাণী ॥ ১৪৬
(জ) কাহিনদের খুতবা ॥ ১৫২
(ঝ) 'আরব ঐক্যের আহবান সম্বলিত খুতবা ॥ ১৫৫
জাহিলী খুতবা ও খতীবের সার্বিক অবস্থা ॥ ১৫৬
(ক) খুতবা দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত ॥ ১৫৬
(খ) কবি ও খতীবের মর্যাদা ॥ ১৫৮
(গ) খুতবা ও কবিতার সাদৃশ্য ॥ ১৬২
খুতবা দানের নিয়ম-পদ্ধতি ॥ ১৬৩
(ক) উঁচু স্থানে দাঁড়ানো ॥ ১৬৩
(খ) লাঠি ও ছড়ির ব্যবহার ॥ ১৬৩
(গ) মাথায় পাগড়ি পরা ॥ ১৬৫
(ঘ) খতীবদের দৃষ্টিনন্দন চেহারা ॥ ১৬৫
(ঙ) খতীবদের আচরণ: প্রশংসিত ও নিন্দিত ॥ ১৬৬
জাহিলী খুতবার ভাব ও ভাষা ॥ ১৬৯
জাহিলী খতীবদের সংখ্যা ॥ ১৭৪
জাহিলী 'আরবে শ্রেষ্ঠ খতীবদের জন্ম হয় যে ভাবে ॥ ১৭৫
জাহিলী যুগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ খতীবদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥ ১৭৬
লুকমান 'আদ ॥ ১৭৬

www.nagorikpathagar.org

কা'ব ইবন লুআয় ॥ ১৭৭
'আমর ইবন কুলসূম ॥ ১৭৮
যুহায়র ইবন জানাব ইবন হুবল ॥ ১৮০
যুল ইসবা' আল 'আদওয়ানী ॥ ১৮৩
দুওয়ায়দ ইবন যায়দ আল-হিময়ারী ॥ ১৮৫
'আমির ইবন আজ-জারিব আল-'আদওয়ানী ॥ ১৮৬
আল-হারিস ইবন কা'ব আল-মুযহিজী ॥ ১৮৮
আকসাম ইবন সায়ফী ॥ ১৮৯
হাজিব ইবন যুরারা (রা) ॥ ১৯২
'আমর ইবন আল-আহ্তাম আল-মিনকারী ॥ ১৯৪
কুস্সু ইবন সা'ইদা আল-ইয়াদী ॥ ১৯৬
'আমির ইবন আত-তুফায়ল ॥ ১৯৯
'আলকামা ইবন 'উলাছা ॥ ২০১
'আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ॥ ২০৩

অধ্যায় ৩ : ইসলামের প্রাথমিক যুগ

এ যুগের পরিধি ও বিস্তৃতি ॥ ২১১
এ যুগের খুতবার সার্বিক অবস্থা ॥ ২১৫
খুতবার স্থান ও মর্যাদা ॥ ২২৩
খুতবার উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য ॥ ২২৪
(ক) দা'ওয়াত ইলাল্লাহ ॥ ২২৪
(খ) শারী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা ॥ ২৩১
(গ) পরামর্শ ও আলোচনা ॥ ২৩৮
(ঘ) আল-জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ॥ ২৫৫
(ঙ) আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ॥ ২৬১
(চ) খিলাফাত ও বিলায়ত-এর খুতবা ॥ ২৬৯
(ছ) ঐক্য ও সংহতির আহ্বান ॥ ২৭৬
(জ) ওয়াসীয়াত বা উপদেশ ॥ ২৮০
(ঝ) প্রতিনিধি মিশনের আগমন উপলক্ষে খুতবা ॥ ২৮৫
(ঞ) বিয়ের খুতবা ॥ ২৮৯
(ট) বাহাস-মুনাজারা বা তর্ক-বিতর্ক ॥ ২৯১
(ঠ) সমবেদনা ও সান্ত্বনা এবং অভিনন্দনমূলক খুতবা ॥ ২৯৮

www.nagorikpathagar.org

খুতবার উন্নতি ও বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ ॥ ২৯৯
(ক) আল-কুরআন আল-কারীম ॥ ৩০০
(খ) আল-হাদীছ আন-নাবাবী ॥ ৩০৭
(গ) সুষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ॥ ৩১১
(ঘ) সভ্যতা ॥ ৩১১
(ঙ) ব্যক্তি স্বাধীনতা ॥ ৩১২
(চ) খতীবদের পূর্ব প্রস্তুতি ॥ ৩১৪
(ছ) দীনী ওয়া'আজ-নসীহত ॥ ৩১৬
খুতবার সার্বিক বৈশিষ্ট্য ॥ ৩১৬
(ক) শব্দ ॥ ৩১৬
(খ) ভাব ও অর্থ ॥ ৩২১
(গ) সাজা' গদ্য-রীতির স্বল্পতা ॥ ৩২৮
খুতবার আকার-আকৃতি ॥ ৩৩০
খুতবার স্টাইল বা রীতি-পদ্ধতি ॥ ৩৩৩
খতীবদের আচরণ ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৪৫
খতীবদের বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৪৭
শ্রেষ্ঠ খতীব ও বর্ণিত খুতবা ॥ ৩৫০

অধ্যায় ৪ : উমায়্যা যুগ

উমায়্যা যুগের পরিধি ও বিস্তৃতি ॥ ৩৫৫
খুতবার উন্নতি ও বিকাশের কারণ ॥ ৩৫৮
প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক খতীবগণ ॥ ৩৬৪
(ক) খারিজী খতীবগণ ॥ ৩৬৫
(খ) শী'আ খতীবগণ ॥ ৩৭৪
(গ) বিপ্লবপন্থী খতীবগণ ॥ ৩৮২
(ঘ) উমায়্যা শাসকদের খতীবগণ ॥ ৩৮৪
সভা-সমাবেশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রসিদ্ধ খতীবগণ ॥ ৩৯৯
দীনী ওয়া'আজ-নসীহত ও বাহাস-মুনাজারার প্রসিদ্ধ খতীবগণ ॥ ৪১১
খুতবার আকার-আকৃতি ॥ ৪২৮
এ যুগের প্রাপ্ত খুতবার সংখ্যা ॥ ৪৩২

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৪৩৩

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় - ১ : খুতবা

আল খিতাবা ও আল খুতবার আভিধানিক অর্থ

আল খিতাবা ও আল খুতবা দু'টি আরবী শব্দ। আরবী বর্ণমালার خ – ط – ب এই তিনটি বর্ণ শব্দদু'টির মূল ধাতু। الخِطَابَةُ শব্দটি الخِطَاب এর স্ত্রী লিঙ্গ এবং خَاطَبَ يُخَاطِبُ এর ক্রিয়ামূল। অর্থ : কথা বলা,[১] দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথা বলা, যেখানে একজন হবে বক্তা ও অন্যরা শ্রোতা[২]। যেমন আরবরা বলে থাকে :[৩] خَاطَبَهُ مُخَاطَبَةً وخِطَابًا 'সে তাকে একটি কথা বলেছে।'

কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির সাথে যে কথাটি বলে, الخِطَاب দ্বারা তাই বুঝায়। আল কুরআনে একাধিক স্থানে শব্দটি এ অর্থে এসেছে যেমন :[৪] لَايَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا. 'আল্লাহর সাথে কথা বলার অধিকার তারা রাখেনা।' অন্য এক স্থানে এসেছে :[৫] فَصْلَ الْخِطَاب. - এমন সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথা যা অতি স্পষ্ট। কাউকে বললে সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে এবং কোন কিছুই অস্পষ্ট থাকে না।[৬] এখানেও الخِطَاب দ্বারা কথা বুঝানো হয়েছে।

কুদামা ইবন জা'ফার (৩৩৭ হি. / খ্রি. ৯৫৮) বলেন : الخطابة শব্দটির উদ্ভব হয়েছে خَطَبْتُ أَخْطُبُ خِطَابَةً থেকে। যেমন বলা হয়ে থাকে كَتَبْتُ أَكْتُبُ كِتَابَةً। শব্দটি اَلْخَطْبُ মূল থেকে এসেছে। যার অর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঘটনা, অবস্থা ও ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঘটনাবলী ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুতবা দান করা হয়, এ কারণে তা খুতবা নামে অভিহিত হয়েছে। আর এর কর্তৃবাচক বিশেষ্য خَاطِبٌ। আর খুতবাদানের যোগ্যতা সম্পন্ন কারো স্বভাবজাত গুণ বুঝানোর জন্য বলা হয় خَطِيْبٌ (খাতীব)। শুধু তাকেই خَطِيْبٌ বলা হয় যার ভিতর খুতবা দানের যোগ্যতা তার অন্যান্য গুণকে ডিঙ্গিয়ে যায় এবং এটা তার একটি আর্ট বা শিল্পে পরিণত হয়।[৭] বাংলায় যাকে বলা হয় বাগ্মী বা বক্তা, আরবীতে তাকেই বলা হয় اَلْخَطِيْبُ (আল-খাতীব)।

اَلْخُطْبَةُ হলো- ক্রিয়ামূলের একবচন। যেমন : اَلْقَوْمَةُ থেকে اَلْقِيَام, اَلضَّرْبَةُ থেকে اَلضَّرْبُ। আর এর বহুবচন خُطَبٌ। যেমন : جُمْعَةٌ ও جُمَعٌ ।

---

১. ইবন মানজুর, লিসানুল 'আরাব, (বৈরূতঃ দারু লিসান আল-'আরাব), খ. ১, পৃ. ৮৫৫
২. আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাককারী, কিতাব আল-মিসবাহ আল-মুনীর, (মিসরঃ আল- মাতবা'আ আল-মুনীরিয়্যা, সং. ৩, ১৯২০), পৃ. ২৬৭
৩. ফারীদ ওয়াজদী, কানয আল-'উলূম ওয়া আল-লুগা, (মিসরঃ ১৯৫০), পৃ. ৫৪
৪. আল কুরআন, ৭৮ : ৩৭
৫. প্রাগুক্ত, ৩৮ : ২০
৬. মাহমূদ ইবন 'উমার আল-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-'আরাবী), খ. ৪, পৃ. ৮০
৭. কুদামা ইবন জা'ফার, কিতাবু নাকদ আন-নাছর, (কায়রোঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা, ১৯৩৩), পৃ. ৮৩-৮৪

www.nagorikpathagar.org

আরবরা বলে থাকে :

خَطَبَ الْخَاطِبُ على المنبر يَخْطُبُ خَطَابَةً وَخُطْبَةً

খতীব যা বলেন, তার নাম খুতবা। অনেকে খতীবের কাথাকে খাতাবা (خَطَابَة) বলা শুদ্ধ নয় বলেছেন।[৮] সুতরাং اَلْخُطْبَةُ শব্দটি ক্রিয়ামূল হলেও অর্থ হবে কর্মবাচক বিশেষ্য اَلْخُطُوْبَةُ এর। যেমন : فُعْلَةٌ অর্থ مَفْعُوْلَةٌ ও نُسْخَةٌ অর্থ مَنْسُوْخَةٌ। اَلْخُطْبَةُ এর বহুবচন اَلْخُطَبُ ও اَلْخُطْبَاتُ এবং اَلْخَطِيْبُ এর বহুবচন اَلْخُطَبَاءُ।[৯]

শব্দটির উল্লেখিত রূপ ছাড়াও আরো রূপান্তর ঘটে এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকটি দেখানো হলো :

(১) কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে বলা হয় :[১০] خَطَبَ الْمَرْأَةَ يَخْطُبُهَا خَطْبًا وَخِطْبَةً। এখানে اَلْخِطْبَةُ অর্থ কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দান করা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে[১১] "مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ"। বিয়ের প্রস্তাবকারীকে اَلْخِطْبُ (بكسر الخاء) এবং প্রস্তাবিত পাত্রীকে (بكسر الخاء) اَلْخِطْبَةُ বলা হয়। হাদীছে এসেছে:[১২] لَايَخْطُبُ أحدُكُمْ على خِطْبَةِ أَخِيْهِ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবিত পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে না। خِطْبَةً এর বহুবচন أخطابٌ। তবে اَلْخِطْبَةُ দ্বারা খুতবাদানকালীন খতীবের বিশেষ ভঙ্গি ও অবস্থাকেও বুঝায়। যেমন : أَلْجِلْسَةُ ও اَلْعِقْدَةُ দ্বারা বসার বিশেষ স্টাইলকে বুঝায়।

(২) اَلْخَطْبُ একটি ক্রিয়ামূল যার অর্থ কারণ। কোন ব্যক্তি কোন কাজ করলে তাকে প্রশ্ন করা হয়- مَاخَطْبُكَ؟ কি কারণে তুমি এ কাজটি করেছো?[১৩] এ অর্থে আল কুরআনেও এসেছে :[১৪] فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ। গুরুত্বপূর্ণ এমন কোন বিষয়, যেখানে বহু কথা বলা বা আলোচনা করা প্রয়োজন সে অর্থেও শব্দটির ব্যবহার আছে।[১৫] যেমন : فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ;[১৬] مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهِ।[১৭]

(৩) যদি ক্রিয়ার রূপ فَعَّلَ ও اَفْعَلَ এর আকারে خَطَّبَ ও أَخْطَبَ হয়, তাহলে তার অর্থ হবে উত্তর দান করা। হাদীছে এসেছে[১৮] ' إنه لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَّبَ أن يُخَطَّبَ '।

---

৮. ফীরূয আবাদী, তাজ আল-'আরূস, সম. আল-মুরতাদা আল-হুসায়নী, খ. ১, পৃ. ২৩৮

৯. কিতাব আল-মিসবাহ আল-মুনীর, পৃ. ২৬৭, ৮৫৫

১০. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীব আল-কুরআন, (মিসরঃ আল-মাতাবা'আ আল-মায়মানিয়্যা, সং. ৩), পৃ. ১৫০

১১. আল-কুরআন, ২: ২৩৫

১২. আল-ইমাম আল-মালিক; আল-মুওয়াত্তা, (মিসরঃ মাতবা'আতু মুসতাফা), খ. ২, পৃ. ২। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছেঃ لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أويأذن له الخاطب (আল-ইমাম আল-বুখারী, সাহীহ আল বুখারী, বাংলা অনুবাদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২), খ. ৫, পৃ. ৫৫

১৩. আল-কাশ্‌শাফ, খ. ৩, পৃ. ৮৪

১৪. আল- কুরআন, ২০: ৯৫

১৫. আল-মুফরাদাত ফী গারীব আল-কুরআন, পৃ. ১৫০

১৬. আল-কুরআন, ১৫ : ৫৭

১৭. প্রাগুক্ত, ১২ : ৫১

১৮. তার প্রস্তাবের জবাব দান করা উচিত। (লিসান আল-'আরাব, খ. ১, পৃ. ৮৫৫; তাজ আল-'আরূস, খ. ১, পৃ. ২৩৮)

www.nagorikpathagar.org

(৪) خَطْبٌ ধাতুর মূল অর্থ দু'টি। (ক) দু'ব্যক্তির পরস্পর কথা বলা, (খ) দু'টি ভিন্ন রং।[১৯] যেমন : الأخْطَبُ এমন গাধাকে বলে যার উপর দিক সবুজ। এ জাতীয় প্রতিটি রংকে বলা হয় أخْطَبُ।[২০] আল ফাররা (হি. ২০৭/খ্রি. ৮২৩) বলেন : যে মাদী গাধার পিঠে কালো দাগ থাকে তাকে বলে الْخَطْبَاءُ এবং এ রঙের গাধাকে أخْطَبُ বলে।[২১]

পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে আল-খিতাবা একটি শাস্ত্রের নাম এবং সেই শাস্ত্র অবলম্বনে যে কথা বলা হয় তাই আল-খুতবা। বাংলায় আমরা যাকে বক্তৃতা, ভাষণ ও অভিভাষণ বলি 'আরবীতে তাকে বলে আল-খুতবা। অনেকে বলেছেন, আল-খিতাবা আল-খুতবা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আল-খুতবা হলো:[২২]

هى الكلام المنثورالمسجوع أو المزدوج أو المرسل الذى يقصد به التأثير والإقناع.

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের শাখাগুলি থেকে পৃথক করে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করতে পারে আল-খিতাবার এমন পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। এখনে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো :

১. هى الكلام النفسى الموجه به نحو الغير للإفهام[২৩]

'আল-খিতাবা অভ্যন্তরস্থ এমন কথা যা অন্যকে বুঝানোর জন্যে বলা হয়।'

এ সংজ্ঞাটি অতি ব্যাপক। কারণ, মনের ভাব প্রকাশের জন্যে যে কথা অন্যকে বলা হয় তা কেবল আল-খিতাবার মধ্যেই সীমিত নয় বরং সব ধরনের কথা এর আওতায় এসে যায়। সুতরাং সংজ্ঞাটিকে যথাযথ বলা যায় না।

২. আল-খিতাবা হলো খতীবের এমন এক প্রবল শক্তি যা দ্বারা তিনি শ্রোতাদের মন-মানস প্রভাবিত করেন, তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করে তোলেন এবং তাদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে নানা ভাবে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে থাকেন।[২৪]

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী খিতাবা মানুষের একটি স্বভাবজাত ক্ষমতার নাম। যা দ্বারা শ্রোতার মন-মানস প্রভাবিত করা এবং তাকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার বোধ ও অনুভূতিকে সম্বোধন করা হয়। যাতে শ্রোতা খতীবের মতামতের প্রতি আস্থাবান হয়ে পূর্ণরূপে তা মেনে নেয়।

---

১৯. আহমাদ ইবন ফারিস, মু'জামু মাকায়ীস আল-লুগা, (কায়রোঃ দারু ইয়াহইয়া আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা, সং ১), খ. ১, পৃ. ১৯৮
২০. আল-জাওহারী, আস-সিহাহ, (বৈরূতঃ দার আল-'ইল্‌ম লিল-মালায়ীন), খ. ১, পৃ. ১২১
২১. মু'জামু মাকায়ীস আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৯৯
২২. মুহাম্মদ আবূ যাহরা, আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা ফী আযাহারে 'উসুরিহা, (দার আল- ফিক্‌র আল-'আরাবী, সং ২, ১৯৮০), পৃ. ১৯
২৩. লুয়িস শীখু, কিতাবু 'ইল্‌ম আল-আদাব, (বৈরূতঃ মাতাবা'আতু আল-আবা' আল-য়াসূ'ইয়্যীন, সং ৩, ১৮৯০), পৃ. ৭
২৪. মুহাম্মদ আবূ যাহরা', আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা ফী আযাহারে 'উসুরিহা 'ইন্দা আল-'আরাব, পৃ. ১৯

www.nagorikpathagar.org

৩. ড. আহমাদ মুহাম্মাদ আল-হূফী সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:[২৫]

هى فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته

'আল-খিতাবা হলো জনতার মুখোমুখি কথা বলা এবং তাদেরকে প্রভাবিত ও মুগ্ধ করার একটি শাস্ত্রের নাম।'

আর ড. নাকূলা ফায়্যাদ সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:[২৬]

الخطابة ضرب من الكلام يرادبه التأثير من طريق السمع والبصر معا.

'আল-খিতাবা এক ধরনের কথা, যার উদ্দেশ্য হলো, একই সাথে শোনা ও দেখার পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলা।'

৪. অনেকে আল-খিতাবার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:[২৭]

إن الخطابة فن من فنون القول وقسم من أقسام النثرولون من ألوانه الفنية تختص بالجماهير بقصد الاستمالة والتأثير.

'আল-খিতাবা হচ্ছে কথাশিল্পের একটি শাখা, গদ্য শিল্পের একটি শ্রেণী যা জনগণকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করণের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত।'

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলো হতে আল-খিতাবার কয়েকটি মৌলিক উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, ক. আল-খিতাবা একটি কথা শিল্প। খ. এ শিল্পের জন্যে শ্রোতা ও বক্তার মুখোমুখি উপস্থিতি প্রয়োজন। গ. এ শিল্পের জন্যে জনতা তথা শ্রোতৃমণ্ডলী থাকা অপরিহার্য। ঘ. এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শ্রোতাদের আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করা। এছাড়া আরো জানা যায়, আল-খিতাবা এক ধরনের স্বভাবজাত যোগ্যতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নাম এবং খতীব কোন পাঠক বা উপস্থাপক নন। তিনি তাঁর বাগ্মিতা ক্ষমতা দ্বারা শ্রোতাদের মন জয় করেন।

এ উপাদানগুলোর কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে খুতবা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হারাবে। তখন তা আর খুতবা নামে অভিহিত হবার যোগ্য থাকবে না। যদি তা শিল্পমান-সম্পন্ন না হয়, অথবা যদি হয় অভিজ্ঞতাশূন্য তাহলে তা হবে অর্থহীন কিছু কথামালা। আর যদি কাউকে সম্বোধন করা না হয় তাহলে তা হবে পাঠ বা আবৃত্তি। আর যদি জনগণই না থাকে তাহলে সে বক্তব্য হবে আলোচনা বা অন্য কিছু। আর যদি কোন রকম প্রভাবই ফেলতে না পারে তাহলে তা হবে পণ্ডশ্রম ও সময়ের অপচয়। আর কথা যদি বাগ্মিতাপূর্ণ না হয় তাহলে তো উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে।

---

২৫. ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হূফী, ফান্নু আল-খিতাবা, (কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর, সং. ৪), পৃ. ৫; ড. আবদুল কুদ্দুস ও আহমাদ তাওফীক কুলায়ব, আল-বালাগা ওয়া আন-নাকদ, (রিয়াদ, জামি'আ আল-ইমাম মুহাম্মদ ইবন সা'উদ আল-ইসলামিয়্যা, সং. ২, ১৪১২ হি.), পৃ. ১৭০

২৬. ড. নাকূলা ফায়্যাদ, আল-খিতাবা, (মিসর: ইদারাতু আল-হিলাল, ১৯৩০), পৃ. ৫

২৭. ড. 'আবদ আল-মুন'ইম খাফাজী ও ড. সালাহ আল-দীন, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়া আল-ইসলাম, (কায়রো: মাকতাবা আল-কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়্যা), পৃ. ৬৪; ড. শাওকী হামাদা, আল-খিতাবা (মদীনা: আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়্যা, ১৩৯৮হি.), পৃ. ৬

www.nagorikpathagar.org

খুতবায় আবেগ অনুভূতির ভূমিকা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো স্বমতে আনায়ন ও প্রভাবিত করণ। যাতে শ্রোতা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় এবং শ্রোতা যাতে তার কোন নেতিবাচক বা ইতিবাচক ভূমিকা থেকে বিপরীত ভূমিকায় ফিরে আসে। সুতরাং এর প্রধান লক্ষ্য, শ্রোতার মস্তিস্কের স্থবির চিন্তাগুলোকে পরিবর্তন সাধন করে তার মধ্যে উচ্ছসিত আবেগের সৃষ্টি করা। ফলে সে তার স্বাভাবিক বিশ্বাসের সময়ে যেসব কাজ করেনি, এখন সে তা অনায়াসে করে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে মানব মস্তিস্কের যে কোন চিন্তা বা দর্শন, তা যতই উন্নত বা মহৎ হোক না কেন, তা মানুষের কর্মতৎপরতার ওপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না - যতক্ষণ না তা শক্তিশালী ও জীবন্ত আবেগে পরিণত হয়। যে আবেগ সেই স্থবির চিন্তাকে একটি চূড়ান্ত কর্মে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। অবচেতন মনে প্রতিটি মানুষই তো উপলব্ধি করে থাকে, কল্যাণ অকল্যাণ থেকে, সম্মান অসম্মান থেকে এবং সত্য মিথ্যা থেকে উত্তম। কিন্তু যতক্ষণ না তা আত্মপ্রত্যয় ও আবেগের উচ্ছাসে উচ্ছসিত হয় ততক্ষণ মানুষের আচরণ তা দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তার হৃদয়ে আবেগের বন্যা প্রবাহিত হলে সে সত্য ও কল্যাণের নিমিত্তে কাজ করতে পারে। সে তখন উপলব্ধি করে এর সাথেই তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অন্য কোন কিছুর সাথে নয়। সে তখন তার জন্যে সংগ্রাম করতে পারে, তার জন্যে পারে জীবন দান করতে। সত্যকে জানলেই কেউ তার জন্য শহীদ হতে পারে না বরং তার জন্য প্রয়োজন হয় দৃঢ়তা, জীবন দান ও পবিত্রতার একটা মনোভাব

একজন খতীব তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর এই স্থবির চিন্তা ও চেতনাকে একটি উচ্ছসিত আবেগ ও অনুভূতিতে রূপান্তরিত করেন। এ জন্যে তিনি বিভিন্ন ধরনের উপায়-উপকরণ ও পন্থা-পদ্ধতির সহায়তা নিয়ে থাকেন। 'আলী (রা) জিহাদের খুতবায় মুজাহিদদের সামনে তাকওয়ার ভাবটি তেমন তুলে ধরার চেষ্টা করতেন না, যেমনটি তিনি করতেন তাদের আবেগকে উদ্বেলিত করার চেষ্টা। তিনি তাদের সামনে বেহেশত-দোযখ এবং জিহাদে গমনে অনিচ্ছুকদের লাঞ্ছনার একটি চিত্র তুলে ধরতেন। ফলে তারা অলসতা, অবাধ্যতা ও ধৈর্য্যহীনতার নেতিবাচক ভূমিকা পরিহার করে জিহাদে ধৈর্য্য ও আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।

কোন জাতির উন্নতি এবং এ সৃষ্টি জগত সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও অনুধ্যানের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের নিকট খুতবার গুরুত্ব কম বা বেশী হয়। খুতবা তার প্রকৃতি বা স্বভাবগত দিক দিয়ে কবিতার নিকটবর্তী, যদিও আকার আঙ্গিকের দিক দিয়ে গদ্যের কাছাকাছি। কারণ কবিতা মনে যে ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত ও উচ্ছসিত হয়- তা ব্যক্ত করে, পক্ষান্তরে গদ্য সাহিত্য মন যা উপলব্ধি ও ধারণ করে তাই প্রকাশ করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

যুক্তিবিদ ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে আল-খিতাবা

প্রাচীন দার্শনিকদের মতে আল-খিতাবার জন্যে মৌলিক নীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্বলিত এমন কিছু বিদ্যা আছে কেউ তা অর্জন ও অনুসরণে সক্ষম হলে একজন খতীব বলে বিবেচিত হবে। তাঁদের অনেকে শাস্ত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন:[২৮]

إنه مجموع قوانين يتعرف بها الدارس طرق التأثير وحسن الاقناع بالخطاب.

এ বিদ্যা এমন কিছু নিয়ম-পদ্ধতির সমষ্টি যা পাঠ করলে একজন পাঠক খুতবার মাধ্যমে মানুষকে সুন্দর ভাবে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করার পন্থা ও পদ্ধতিসমূহ জানতে পারে।

গ্রীক দার্শনিকদের অনেকে আল-খিতাবার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:[২৯]

وهى صناعة تتكلف الإقناع الممكن فى كل مقولة من المقولات.

আল-খিতাবা এমন একটি আর্ট বা শিল্প যা মাকুলাগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য তুষ্ট করণের কাজ করে থাকে।

আল-খিতাবা অন্য কোন শিল্প বা শাস্ত্রের মত দশ মাকূলার[৩০] কোন একটি এবং বিশেষ কোন জাতি বা শ্রেণীর সাথে বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত নয় বরং তা সকল মাকূলা ও সকল জাতি ও শ্রেণীকেই পরিবেষ্টন করে এবং তাদের সবগুলির ক্ষেত্রেই তুষ্ট ও তৃপ্তকরণের দায়িত্ব পালন করে। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র রোগ মুক্ত করার লক্ষ্যে মানব দেহের অবস্থা কেমন-কেবল এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। পক্ষান্তরে আল-খিতাবা বস্তুর শুধু একটি নয় বরং সকল প্রশ্নের ব্যাপারেই পরিতৃপ্ত করে। লুয়িস শীখূ-এর ভাষায়:[৩১]

إن الخطابة لاتختص كباقى الصناعات بمقولة من المقولات العشر
ولجنس خاص لكنها تشمل كل المقولات وكل الأجناس فتكلف
الإقناع فيها جميعا.

যা হোক, দার্শনিকদের মতে, এই বিদ্যা কথার সাহায্যে মানুষকে তুষ্ট ও প্রভাবিত করণের উপায় ও পদ্ধতি সমূহ জানার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। তাছাড়া খতীবের গুণ-বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত, কি উচিত নয়, কোন সময় কোন কথা বলা কর্তব্য, শব্দ চয়ন ও ভাষা ব্যবহার পদ্ধতি কেমন হবে, খুতবার বিভিন্ন অংশ কিভাবে সাজাতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিও এ বিদ্যা গুরুত্ব আরোপ করে। যাদের খুতবা দানের যোগ্যতা আছে এ বিদ্যার

২৮. আল-খিতাবা উসুলহা তারীখুহা, পৃ. ৯
২৯. কিতাবু 'ইলম আল-আদাব, পৃ. ৭ ; মুহাম্মাদ-ফারীদ ওয়াজদী, দাইরাতু মা'আরিফ আল-কারন আল-'ইশরীন, মাত'বাআতু দাইরাতু মা'আরিফ আল-কারন আল-'ইশরীন, সং. ২, ১৯২৪, খ. ৩, পৃ. ৭০৯
৩০. দার্শনিকদের মতে 'মাকুলা' দশটি। 'মাকুলা' এমন কিছু কথা বা প্রশ্ন যা বস্তুর সত্ত্বা অথবা অবস্থাসমূহের পরিচয় তুলে ধরে। যথাঃ বস্তুর মৌলিক উপাদান, পরিমাণ, অবস্থা, অন্য বস্তুর সাথে সম্পর্ক, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, স্থান, কাল, আকার-আকৃতি ও অবস্থান।
৩১. কিতাবু 'ইলম আল-আদাব, পৃ. ৮

www.nagorikpathagar.org

সাহায্যে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা আরো শাণিত, তীক্ষ্ণ ও পরিশীলিত করে তুলতে পারে। প্লেটো (খ্রি. পূ. ৩৪৭) আল-খিতাবা দ্বারা এই অর্থ বুঝেছিলেন। আর এই অর্থ তাঁর পূর্বে ও তার সময়কালে প্রচলিত ছিল। তিনি মনে করতেন, আল-খিতাবা হচ্ছে কথা শিল্পের নানা পদ্ধতি ও তার প্রভাবিত করণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অধ্যয়নের নাম।[৩২]

খ্রি. পূ. ৫ম শতকের শেষের দিকে খিতাবা ছিল গ্রীকদের নিকট একটি বাস্তব বিষয়। সে সময় সফিস্ট গোষ্ঠীর দার্শনিকরা এই শাস্ত্রকে স্বার্থ সিদ্ধির উপায় বলে মনে করতেন। তারা এর মাধ্যমে একজন মানুষ কিভাবে বিচার বা অন্যকে সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে ফেলতে পারে, সেই পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। তেমনি ভাবে এর মাধ্যমে জন-প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং জনগণকেও বিভিন্ন বিষয়ে কিভাবে সন্দিহান করে তুলতে পারে তাও শিক্ষা দিতেন। তবে প্লেটো খিতাবা শাস্ত্রকে সন্দেহ সৃষ্টির উপায় ও মাধ্যম বলে মনে করতেন না। বরং এটাকে পূর্ণতা অর্জনের একটি উপায় বলে বিশ্বাস করতেন।[৩৩] তাঁর মতে বিশুদ্ধ খিতাবা জনগণ অথবা বিচারককে সন্দিহান করে তোলা বা ধোঁকা দানের কোন শাস্ত্র নয় বরং তা প্রকৃত জ্ঞানে উপনীত হওয়ার একটি পন্থা। তিনি আরও মনে করেন, দর্শনের সাথে খিতাবার সাদৃশ্য আছে। আর সত্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কবিতার চেয়ে খিতাবা অধিকতর উপযোগী। এ কারণে তিনি লিখনের চেয়ে কথনের গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।[৩৪]

প্লেটো আরও মনে করতেন, খিতাবা বা বক্তৃতা মন্দ হয় তখন, যখন তা এমন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয়, যে যা জানেনা তাই বলতে থাকে। তার এই অজ্ঞতা ঢাকার জন্যে তার অর্থহীন সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার মণ্ডিত বাক্যের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। তখন তা সুন্দর কথামালা তৈরির অনুশীলনী ছাড়া আর কিছুই হবে না। অথবা সে খিতাবা এমন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয়, যে সত্যকে জেনেও বলে না বরং না জানার ভান করে। সে ক্ষেত্রে সে মূলতঃ তার শ্রোতাদের এক প্রকার চমৎকার কথা বলার কসরত দেখায়। উপরিউক্ত উভয় প্রকার খিতাবা বা বক্তৃতা দ্বারা সঠিক জ্ঞানে উপনীত হতে কোন প্রকার সাহায্য করে না বরং তা বিপথে চালিত করার একটি উপায়ে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তা কোন শিল্প বলে বিবেচিত হবে না। তা হবে শিল্প বিবর্জিত কোন কর্ম।[৩৫]

ইবন সীনা (১০৩০/৪২৮) বলেন, দার্শনিকগণ খিতাবা ও কবিতাকে যুক্তিবিদ্যা শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কারণ যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য হলো একটি প্রতিজ্ঞায় উপনীত করানো। যদি সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌছায় তখন তা হয় প্রমাণ। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা প্রমাণে পৌছায়। আর যদি সন্দেহে উপনীত করে অথবা সত্যভাষী ব্যক্তি বলেছে তাই সত্য, এমন সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় তাহলে তা হবে খিতাবা বা বক্তৃতা।[৩৬]

---

৩২. ড. গুনায়মী হিলাল, আন-নাকদুল আদাবী আল-হাদীস, (কায়রো: দারু নাহদা), পৃ. ৩৫
৩৩. ড. জাহুর আহমাদ আজহার, ফাসাহাতে নাবাবী, (লাহোর: ইসলামিক পাবলিকেশন্স, সং. ২, ১৯৮৮), পৃ. ৪১
৩৪. আন-নাকদুল আদাবী আল-হাদীস, পৃ. ৩৭
৩৫. আন-নাকদুল আদাবী আল-হাদীস, পৃ. ৩৫-৩৬
৩৬. আল-খিতাবা উসুলুহা, তারীখুহা, ফী আযহারে 'উসুরিহা, পৃ. ১৯

www.nagorikpathagar.org

আল-খিতাবার বিষয়বস্তু

আল-খিতাবা মূলত বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত নয়। অন্যান্য শিল্প ও শাস্ত্র যেমন বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, আল-খিতাবা তেমন নয়। যাবতীয় বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। এরিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) বলেছেন, খিতাবার নির্দিষ্ট কোন বিষয় নেই। যাবতীয় জ্ঞান, যাবতীয় জিনিস–তা তুচ্ছ হোক বা মহৎ, যুক্তিগ্রাহ্য হোক বা ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য–সবই এর বিষয় হতে পারে। এ কারণে একজন খতীবের জ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে বিচরণ থাকতে হয়। প্রতিদিনই তার জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটাতে হয়।[৩৭]

এরিস্টটল যথার্থই বলেছেন। কারণ সাধারণ যে কোন বিষয় অথবা সাধারণের সাথে সম্পর্ক আছে এমন সব কিছু আল-খিতাবার বিষয় হবার যোগ্য। যেমন দেশ প্রেম, ন্যায়বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এ জাতীয় সকল বিষয় আল-খিতাবার বিষয়–বস্তু হতে পারে। শুধু তাই নয় বরং ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় সমূহও এর বিষয়–বস্তু হতে পারে। যেমন–পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ, লেন-দেন ইত্যাদির মত নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা। এগুলির মীমাংসার স্থান হলো আদালত। আর আদালত হলো খুতবা ও বাগ্মিতারই অঙ্গন। ইবন রুশদ (খ্রি. ১১৯৮-১২৫৬) এরিস্টটলের 'আল-খুতবা' গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ করতে গিয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন:[৩৮]

'প্রতিটি মানুষকেই এক প্রকার অলঙ্কার মণ্ডিত কথা–অনেকখানি তার চূড়ান্ত পর্যায়ের– ব্যবহার করতে দেখা যায়। একজন ব্যবসায়ী তার পণ্যের প্রতি মানুষকে এমন বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় আহবান জানায় যাতে আকৃষ্টকরণের সকল ধ্বনি ও শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তেমনি ভাবে যে কোন ব্যাপার ও বিষয়ের প্রতি প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তি তার বিশেষ ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহারের চেষ্টা করে। তার দ্বারা সে তার উদ্দীষ্ট বিষয়ের প্রতি অন্যকে আগ্রহী করে তুলতে চায়। আমরা যদি উদার দৃষ্টিতে দেখি তাহলে এ জাতীয় সকল কথা ও প্রকাশ ভঙ্গিকেই খিতাবা নামে অভিহিত করতে পারি।' যাই হোক ইবন রুশদের এ মন্তব্য দ্বারা আল-খিতাবার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার পরিধি ও পরিমাণ বুঝা যায়। আর একথাও বুঝা যায় যে, আল-খিতাবা জীবনের কোন বিশেষ দিক ও গণ্ডির মধ্যে সীমিত নয়। যদিও খিতাবাশাস্ত্রবিদরা এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগ ও শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

---

৩৭. কিতাবু 'ইলম আল-আদাব, পৃ. ৯
৩৮. আল-খিতাবা, উসুলহা, তারীখুহা, পৃ. ২১

www.nagorikpathagar.org

আল-খিতাবার প্রয়োজনীয়তা

আল-খিতাবার প্রয়োজন বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। একে নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় এবং প্রধান শর্তরূপে গণ্য করা হয়। খুতবা দানের যোগ্যতা একজন মানুষকে পূর্ণতা দান করে এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। ইবন সীনা বলেছেন: 'একজন খতীব তাঁর শ্রোতাদেরকে দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। এ পৃথিবীতে তারা কিভাবে চলবে এবং পরকালে তাদের কিসে শান্তি হবে, তার দিক নির্দেশনাও তাঁরা দিয়ে থাকেন'।[৩৯] খিতাবার প্রয়োজন ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ পৃথিবীতে যত নাবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের অনুসারী যত বড় বড় 'আলিম বিগত হয়েছেন, বর্তমান আছেন এবং সকল বড় রাজা-বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক সকলেরই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপকরণ হলো খিতাবা। খুতবার বড় প্রয়োজন ও উপকার এই যে, যে ক্ষেত্রে মানুষকে বুঝানো ও তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টির জন্যে দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি-তর্ক অকেজো হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে খুতবাই একমাত্র অবলম্বন বলে স্বীকৃত।

এরিস্টটল বলেছেন: 'এ জগতের সকল মানুষ এমন নয় যে, যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তাদের মনে কাঙ্খিত প্রত্যয় সৃষ্টি করা যায়। কারণ অনেক সময় মানুষ সত্যের পরিপন্থী প্রচলিত প্রথা ও বিশ্বাসের উপর বেড়ে উঠে। তাদের মত ও পথের বিরোধিতা না করে যদি চলা ও বলা যায় তাহলে তাদের সন্তুষ্টি ও আনুগত্য লাভ করা সহজ হয়। কারণ তাদের স্বভাব-প্রকৃতি যুক্তি-প্রমাণ মেনে নেবার উপযোগী হয়ে মোটেই গড়ে ওঠেনি। তাই খুব অল্প সময়ে তাদের আজন্ম লালিত বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রথা দূর করে তাদের মধ্যে নতুন বিশ্বাস ও কর্মধারা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র খুতবা মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত। কারণ খুতবার পথ ও পন্থা যুক্তি-তর্কের পথ-পন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন'।[৪০]

এছাড়াও খুতবার বহুবিধ প্রয়োজন ও উপকার আছে। বহু সমস্যা ও ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা হয় এর মাধ্যমে। একটি খুতবা শত্রুর শত্রুতা দূর করে, বীর পুরুষদের অন্তরে বীরত্ব ও সাহসিকতার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সত্যের পতাকা উড্ডীন করে, মিথ্যার ঝাণ্ডা অবনমিত করে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের অপসারণ করে। অত্যাচারিতের আহাজারি প্রকাশের ও সত্যের দা'ওয়াত পৌঁছানোর সহজতর উপায়। এ কারণে হযরত মূসা (আ)কে আল্লাহ তা'আলা যখন ফির'আউনের নিকট যেয়ে সত্যের দা'ওয়াত দানের

---

৩৯. 'আলী মাহফুজ, আল-খিতাবা, (মদীনা: আল-মাকতাবা আল-ইসলামিয়্যা, সং. ৪), পৃ. ১২
৪০. আল-খিতাবা উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২১; দাইরাতু মা'আরিফ আল- কারণ আল- 'ইশরীন, খ. ৩, পৃ. ৭১০

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশ দিলেন তখন তিনি এই দু'আ করেন:[৪১]

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

হে আমার পালনকর্তা, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করুন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করুন, যাতে (লোকেরা) আমার কথা বুঝতে পারে।

এ পৃথিবীতে যে কোন আদর্শের ধারক-বাহক, যে কোন চিন্তা-দর্শনের প্রবক্তা, অথবা যত বড় সংস্কারকই হোক না কেন, কারো পক্ষেই বক্তৃতা-ভাষণ ছাড়া বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আল-কুরআনে নবী-রাসূলদের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, তাঁদের প্রত্যেকেই মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্যে খিতাবার উপর নির্ভর করেছেন। তেমনি ভাবে তাঁদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরাও ব্যবহার করেছে একই হাতিয়ার।[৪২]

মানব ইতিহাসের উপর সার্বিক দৃষ্টিপাত করলে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, প্রতিটি স্থান এবং প্রতিটি যুগে মানুষের সামনে দুইটি মাত্র সাধারণ সমস্যা ছিল। ১. সম্মান ও শান্তির স্বাধীন জীবন। ২. পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জীবিকা। আর সেই সাথে একথাও সত্য যে, এ অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে মানুষ যখনই কোন আন্দোলন গড়ে তুলেছে তখন তার সূচনা, অগ্রগতি ও সফলতার পশ্চাতে সর্বদাই কোন না কোন জ্বালাময়ী বাগ্মিতাপূর্ণ খুতবা অবদান রেখেছে। আজও পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা এবং অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু আদায়ের সংগ্রামে জিহ্বা ও কলম প্রধান হাতিয়ার বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের সকল বড় বড় বিপ্লব ও পরিবর্তন, যা জুলুম অত্যাচারের প্রাসাদ এবং অন্যায় অসত্যের ভিত্তি-মূলকে চুরমার করে দিয়েছে, তার মূলে ছিল বক্তৃতা-ভাষণ। উদাহরণস্বরূপ আমরা ফরাসী বিপ্লবের কথা বলতে পারি। এ বিপ্লবের নায়করা ছিলেন এক একজন তুখোড় বক্তা। কারণ খিতাবা এমন এক বিস্ময়কর শক্তি যা সৈনিকদের সাহসকে আরও উসকে দেয় এবং তাদেরকে মৃত্যুর মুখোমুখি নিয়ে দাঁড় করায়। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, প্রাচীন ও আধুনিক জগতের সকল বিজয়ী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এক একজন অনলবর্ষী বক্তা। যেমন, ব্রিক্লিস (খ্রি. পৃ. ৪৯৯-৪২৯), ইউলিউস কায়জার (খ্রি. পৃ. ১০০-৪৪), নেপোলিয়ন (১৭৬৯-১৮২১), 'আলী ইবন আবী তালিব (৬৬১/৪০), খালিদ ইবন ওয়ালীদ (৬৬২/৪১), তারিক ইবন যিয়াদ (খ্রি. ৭২০), 'আমর ইবন আল-'আস (হি. ৪৩/ খ্রি. ৬৬৪) প্রমুখ।

---

৪১. আল-কুরআন, ২০ : ২৫-২৮
৪২. দ্র. আল-কুরআন, ১০ : ৭১-৭২; ১১ : ২৫-৩০; ৩৬ : ২০-২৪; ৭১ : ১-১৩, ২১-২৮

www.nagorikpathagar.org

এ জগতে যাঁরা খতীব হিসেবে সফল হয়েছেন, জনগণ তাঁদের অনুগত হয়েছে। তাঁদের আঙ্গুলি হেলনে তারা উঠাবসা করেছে। বিশেষত গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকে। কারণ তাঁরা যুক্তি-প্রমাণ ও বাগ্মিতার জাদুকরী শক্তির বলে জনগণকে সম্মোহিত করতে সক্ষম হন। সুতরাং এই খিতাবা যেমন ব্যক্তিগত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের পন্থা, তেমনি সাধারণের উপকার সাধনেরও উপায়।

খিতাবা একটি সমাজ-বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে খিতাবাও উন্নতি লাভ করে, সমাজ গতিহীন হয়ে পড়লে এও দুর্বল হয়ে পড়ে। ইবন সীনা বলেছেন– 'খিতাবা শাস্ত্রের উপকারিতা বিশাল। কারণ জনসাধারণকে সত্যের দিকে আনার জন্যে যুক্তি-প্রমাণ খুব বেশী ফলদায়ক হয় না। খুতবাই এ ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।'[৪৩] খুতবা অস্ত্রের ন্যায়। কখনো অস্ত্রের সাথেই চলে, কখনো অস্ত্রের কাজ সেই করে, আবার অনেক সময় অস্ত্রকে শাণিত করে তোলে এবং ধ্বংস, হত্যাসহ নানা ধরনের অপকর্মের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

খুতবার প্রকার

এরিস্টটল তাঁর 'আল-খিতাবা' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে খুতবাকে কয়েকটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন।[৪৪] তিনিই সর্ব প্রথম খুতবার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যাবতীয় খুতবাকে তিনটি শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বিস্তারিত বর্ণনাও দিয়েছেন। সেই শ্রেণী তিনটি হলো: ১. পরামর্শমূলক, ২. বিচার-ফয়সালামূলক, ৩. দলিল–প্রমাণ উপস্থাপন মূলক। তিনটি মৌলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে তিনি এ ভাগটি করেছেন। সেই উপাদান তিনটি হলো: ১. খতীব, ২. শ্রোতা, ৩. বিষয়বস্তু।[৪৫]

পরামর্শমূলক খুতবায় খতীব উপদেশ দানকারীর ভঙ্গিতে কিছু বিষয় মেনে চলতে বা গ্রহণ করতে যেমন পরামর্শ দান করেন, তেমনিভাবে কিছু বিষয় বর্জন ও পরিহার করার জন্যে উপদেশ দেন। এ জাতীয় খুতবার সম্পর্ক হয় ভবিষ্যৎকালের সাথে। বিচার-ফয়সালামূলক খুতবার খতীব কখনো অভিযোগকারীর ভূমিকায় আক্রমণাত্মকভাবে কথা বলেন, আবার কখনো ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ জাতীয় খুতবার সম্পর্ক হয় অতীতকালে সংঘটিত বিষয়সমূহের সাথে। আর যুক্তি-তর্ক ও দলিল-প্রমাণ

---

৪৩. 'আলী মাহফূজ, আল-খিতাবা, পৃ. ১৪

৪৪. আল-খিতাবা লি আরিসতূ, 'আরবী: ইবরাহীম সালামা, (কায়রো: লুজনাতু আত-তা'লীফ ওয়া আন-নাশ্‌র, ১৯৫০), খ. ১, পৃ. ১৬১

৪৫. ঈলিয়া হাবী, ফানুনু আল-খিতাবা ওয়া তাতাওউরুহু 'ইন্দা আল- 'আরাব, (বৈরূত: দারু আছ-ছাকাফা), পৃ. ২৩, ৬২

www.nagorikpathagar.org

উপস্থাপনমূলক খুতবার সম্পর্ক হয় বর্তমান সময়ের কোন বিষয়ের সাথে। এ জাতীয় খুতবায় খতীব কখনো উপদেশের ভঙ্গিতে উৎসাহ দেন এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। আবার কখানো নিন্দা জানানোর পদ্ধতিও অবলম্বন করে থাকেন। এরিস্টটলের মতে, এই তিন শ্রেণীর সকল খুতবায় খতীবের জন্যে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী মনোমুগ্ধকর ও ফলপ্রসূ ভঙ্গি ও স্টাইল অবলম্বন করা অপরিহার্য।[৪৬]

খুতবার বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও কালের উপর ভিত্তি করে এরিস্টটলের এই বিভক্তি সমালোচনার উর্দ্ধে না হলেও শত শত বছর পর্যন্ত মানুষের নিকট এটা মৌলিক বিভক্তি বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। আধুনিক কালের পণ্ডিতরা এরিস্টটলের ন্যায় কাল ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে খিতাবার শ্রেণী ভাগ করেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন, খুতবার পরিবেশ-পরিস্থিতি, সর্বোপরি খতীবের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য থেকেই খুতবা কোন শ্রেণীর হবে তা নির্ণিত হয়। যেমন জনসমাবেশে রাষ্ট্রের সাধারণ কোন বিষয়ে যে খুতবা দেয়া হয়, তা রাজনৈতিক খুতবা। আদালতে বিচারকের এজলাসে যে খুতবা দেয়া হয়, তা বিচারমূলক খুতবা। কোন সমাবেশে কারো সম্বর্ধনা বা কারো প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে যে খুতবা দেয়া হয়, তা হয় প্রশংসামূলক খুতবা। আর যদি সামাজিক সংস্কারমূলক কোন বিষয়ের কোন খুতবা হয়, তাহলে তা সামাজিক খুতবা।

তাছাড়া এরিস্টটল আরও দুই প্রকার খুতবা- ধর্মীয় ও সামরিক- উপেক্ষা করেছেন। এই দুই প্রকার খুতবাকে তাঁর ঐ তিন শ্রেণীর খুতবার মধ্যে সন্নিবেশ করা খুবই কঠিন।

খিতাবার আধুনিক বিভক্তি খুবই স্বাভাবিক প্রকৃতির। এ বিভক্তি করা হয়েছে, খুতবার বিষয়বস্তু ও খোদ খতীবের প্রবণতা ও গতি-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে। এই আধুনিক বিভক্তিতে খুতবার প্রকার হবে এ রকম- ১. রাজনৈতিক, ২. বিচার ফয়সালা মূলক, ৩. সামরিক, ৪. সভা-সমাবেশ মূলক, ৫. ধর্মীয়। তবে এই প্রকার বা শ্রেণীভাগ এমন নয় যে, একটি আরেকটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন কোন খতীব কারো সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের খুতবায় রাজনৈতিক কোন বিষয়ের কথা বলতে পারেন। তেমনি ভাবে আদালতের আঙ্গিনায় খুতবা দিতে গিয়ে শিক্ষামূলক কোন বিষয়ের প্রসঙ্গও টেনে আনতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে খুতবাটি তার আসল প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭]

খিতাবা ও প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন জাতি

খিতাবার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাকশক্তির অধিকারী মানুষের ইতিহাসের সাথে এর ইতিহাস জড়িত। খিতাবার যোগ্যতা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির অন্তর্গত। নিজের চিন্তা ও

৪৬. আল-খিতাবা লি অরিসতু, খ. ১, পৃ. ১১২-১১৫
৪৭. আহমদ আল-হূফী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ৬২-৬৪

www.nagorikpathagar.org

মতামত অন্যের কাছে পৌঁছানো এবং অন্যকে নিজের মতে আনার চেষ্টা করা মানুষের স্বভাব। তাই যে দিন মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে সে দিন থেকেই খিতাবার জন্ম হয়েছে বলা চলে।

তবে খিতাবার ইতিহাস লেখকরা এবং বায়ান ও বাগ্মিতার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে গবেষকরা সর্বদা নিজেদের আলোচনার সূচনা করেন প্রাচীন গ্রীক জাতি থেকে। শুধু তাই নয়, প্রাচীনকালে মানব জাতির যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-দর্শন, সভ্যতা-সংস্কৃতির সূচনা ও উন্নতি কেবল গ্রীকদের মধ্যেই হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। ইউরোপীয় খ্রিস্টান চিন্তাবিদ ও গবেষকদের এ যেন এক দায়বদ্ধতা যে, তাঁদের বস্তুবাদী সভ্যতার সূচনার পূর্বের সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা। হযরত ‘ঈসা (আ)-এর জন্ম-পূর্ব গ্রীক অধ্যায়কে বাদ দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের সকল যুগ ও অধ্যায়কে তাঁরা কুসংস্কারে নিমজ্জিত জাতিসমূহের গল্প-কাহিনী ছাড়া অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নন। হযরত ঈসা (আ)-কে মানব জাতির ত্রাণকর্তা স্বীকার করলেও সেমিটিক জাতির ইতিহাস এবং মানব সভ্যতার প্রথম সূতিকাগৃহ মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্র, যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) (খ্রি. পূ. ১৮০০)-এর বংশধর নবী-রাসূলদের আবির্ভাব হয়েছিল এবং যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রুশদ-হিদায়াতের মশাল জ্বালিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করেছিলেন, ঐ সকল ঐতিহাসিক ও গবেষক তা স্বীকার করেন বলে মনে হয় না।

তবে সত্যসন্ধানীদের নিকট একথা গোপন থাকতে পারে না যে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্যের যমীনে তাঁর বিশেষ করুণা বর্ষণ করেন। গ্রীকদের বহুশত বছর পূর্বে এ অঞ্চলে আল্লাহর বহু নাবী-রাসূল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা মানুষকে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং তাদের মাঝে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার আলো জ্বালান। এই মধ্যপ্রাচ্য ছিল সেমিটিক জাতির আবাসভূমি। ইসলামের বিশ্বাস মতে তা কেবল আল্লাহ পাকের ওয়াহী ও ইলহাম অবতরণের প্রথম কেন্দ্রস্থলই নয় বরং মানব সভ্যতার আদি ভূমিও ছিল। এই মধ্যপ্রাচ্যই ছিল মানব সভ্যতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতাকাবাহী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর নাবী-রাসূলদের তাবলীগ ও দা'ওয়াতের কেন্দ্রভূমিও। এই পবিত্র-আত্মা ব্যক্তিরা না শুধু জ্ঞান ও সত্যপথের পতাকাবাহী ছিলেন বরং তাঁরাই ছিলেন খিতাবা ও বয়ান (বাগ্মিতা ও বর্ণনা)-এর প্রতিষ্ঠাতাও। মানব জাতির মেধা ও মনন এবং চিন্তা ও মানসিক অবস্থার প্রতিপালন দোলনা থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত পৌত্তলিক গ্রীকরা করেনি বরং ইবরাহীমের বংশধর নবীগণ ও তাওহীদের ধারক-বাহকরা করেছেন। যাঁরা আল্লাহর সত্য-সঠিক বাণী নিয়ে একের পর এক পৃথিবীতে এসেছেন এবং পৌত্তলিকতার মর্মমূলে আঘাত করেছেন। যাঁরা মানুষকে তার স্থান, মর্যাদা এবং স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্কের কথা অবগত করিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে মূর্তি তৈরীর পরিবর্তে মূর্তির

www.nagorikpathagar.org

মূলোৎপাটন শিক্ষা দিয়েছেন। চিন্তার বিষয় এই যে, অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার জালে জড়িয়ে পড়া এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষ কিভাবে অন্য মানুষকে তার নিজ সত্ত্বা ও সত্যকে চেনাতে বা শেখাতে পারে? একাজ কেবল তাঁরাই করতে পেরেছেন যাঁরা মানুষকে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি ঘোষণা করতেন। যাঁদের শিক্ষার মৌলিক কথা এই ছিল যে, এই বিশ্বচরাচরের সবকিছুই মানুষের জন্য এবং মানুষ শুধু এক আল্লাহর জন্য।

এ কারণে এ সত্য স্থির ও অকাট্য বলে প্রতীয়মান হয় যে, মানব জাতির মনন ও মেধা এবং আবেগ-অনুভূতিকে পরিচর্যা করে ধাপে ধাপে পূর্ণতা ও পরিপক্কতা পর্যন্ত যাঁরা পৌছিয়েছেন এবং মানুষকে তার সঠিক মর্যাদা ও স্থান অবগত করিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন এই আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)। যার একটি সিলসিলা হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু হয়েছে এবং আফসাহুল 'আরাব ('আরবের সর্বাধিক স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাষী) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ এসে শেষ হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলে ঘোষণাকারী তাওহীদবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল উৎস ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধারার এই আম্বিয়ায়ে কিরাম। তেমনিভাবে মানবজাতিকে আন্দোলিত করে তোলার প্রধান শাস্ত্র আল-খিতাবার উদ্ভাবকও ছিলেন তাঁরাই। দীনের প্রচার-প্রসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এমন কোন্ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকতে পারে, যেখানে খিতাবা বা বাগ্মিতার অধিক প্রয়োজন হতে পারে? সিংহাসন ও মুকুটের জন্য তো তরবারি ও বর্শার প্রয়োজন হতো। এ জন্য খিতাবার চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল বাহুবলের। পৌত্তলিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং রাজ মুকুট ও সিংহাসনের জন্য পরস্পর দ্বন্দ-সংঘাতে লিপ্ত গ্রীক জাতি খিতাবার চেয়ে বাহুবল ও অসি চালনায় পারদর্শী ছিল বেশী। তবে একথা সত্য যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রচারিত জ্ঞানের আলোতে মানুষ যখন পড়তে ও লিখতে পারার পর্যায়ে বা স্তরে পৌছে যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা গ্রীক জাতিকে এমন কিছু মেধাবী মানুষ দান করেন যাঁদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ফসল লেখনীর কল্যাণে সংরক্ষিত হয়ে যায়। যদিও এই সংরক্ষণের জন্য তারা মিল্লাতে ইবরাহীম- এর মুসলিম সন্তানদের নিকট বড় রকমের ঋণী। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং খিতাবা ও বয়ানের নমুনা অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা পড়লেও তার নমুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ মু'জায গ্রন্থ আল-কুরআন ও তাঁর পবিত্র শিক্ষার মধ্যে সংরক্ষিত পাওয়া যায়। সুতরাং খতীবদের প্রথম সারির নেতা আফসাহুল 'আরাব মুহাম্মদ (সা)-এর খিতাবা ও বায়ান বিষয়ে আলোচনা করা অপরিহার্য।

বিশ্বাসগত আবেগের সাথে সাথে ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতেও যদি আমরা কথা বলতে চাই তাহলে দেখতে পাই যে, গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল যিনি 'আল-খিতাবা' নামক গ্রন্থের

www.nagorikpathagar.org

রচয়িতা, খিতাবার কিছু মৌলিক রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন লেখা ছাড়া বাস্তব খিতাবার সাথে তাঁর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। ধারণা করা হয় যে, এ গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর ছাত্র মহান আলেকজাণ্ডার (খ্রি. পূ. ৩৫৬-৩২৩)-এর জন্যে। তিনি তাঁর পিতা-মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্স (খ্রি. পূ. ৩৮২-৩৩৬)-এর মত অনলবর্ষী বক্তা ডিমোস্টিন্স (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২)-এর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েন। এই ডিমোস্টিন্স তাঁর মুকুট ও সিংহাসনের জন্যে এক মস্তবড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাঁর বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। তাঁর জবাব দানের জন্যে গ্রীক রাজক্ষমতা এরিস্টটলের দ্বারা খিতাবার নিয়ম-পদ্ধতি রচনা করান, যাতে ডিমোস্টিন্স-এর অগ্নিঝরা বক্তৃতাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে একজন রাজকীয় বক্তা সৃষ্টি করা যায়। কারণ এরিস্টটল নিজে কোন বড় বক্তা বা বাকপটু ব্যক্তি ছিলেন না।[৪৮]

'আরবী ভাষার 'ইল্মুল বালাগা' (অলঙ্কার শাস্ত্র) ও "ফান্নুল খিতাবা" (বক্তৃতা শাস্ত্র)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আবু 'উছমান 'আমর ইবন বাহর (২৫৫/৮৬৯), যিনি আল-জাহিয নামে প্রসিদ্ধ এরিস্টটলের একজন মস্তবড় গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর রচনাবলীর প্রায় সবখানে তাঁকে 'সাহেবুল মানত্বিক' (কথা বা যুক্তির অধিকারী ব্যক্তি) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বীয় রচনাবলীর বহু স্থানে মানুষের পরিচয়মূলক এরিস্টটলের সেই উক্তিটির উল্লেখ করেছেন এভাবে:[৪৯]

قال صاحب المنطق : حد الإنسان : الحى الناطق المبين.

সাহিবুল মানতিক বলেছেন : মানুষ এমন প্রাণী যাকে কথা বলা ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার যোগ্যতা দান করা হয়েছে।

এরিস্টটলের এমন গুণমুগ্ধ ব্যক্তিও তাঁর বাগ্মিতা ও বর্ণনা ক্ষমতার আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:[৫০]

للیونانیین فلسفة وصناعة منطق، وكنان صاحب المنطق بكيُّ اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه وبخصائصه، وهم يزعمون أن جالينوس كان أنطق الناس. ولم يذكروه بالخطابة وبهذا الجنس من البلاغة.

গ্রীকদের ছিল দর্শন ও বাকশাস্ত্র'। সাহেবে মান্তিক (এরিস্টটল) ছিলেন স্বল্পভাষী মানুষ। বাগ্মিতা ও বর্ণনার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

---

৪৮. ফাসাহাতে নাবীব, পৃ. ৩২

৪৯. আবূ 'উছমান 'আমর ইবন বাহর আল-জাহিয্ব, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, সম. আবদুস সালাম হারুন, বৈরূত: দারুল ফিকর, সং. ৪, খ. ১, পৃ. ৭৭, ১৭০

৫০. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭

www.nagorikpathagar.org

তবে তাঁর ছিল কালাম বা কথার পার্থক্য মূলক গুণ-বৈশিষ্ট্য, বিশদ বর্ণনা, অর্থ, ভাব ও বৈশিষ্ট্য সমূহের জ্ঞান। তারা ধারণা করতো জালীনূস[৫১] মানতিক (কথা) শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু খিতাবা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের এ জাতীয় বিষয়ের সাথে কেউ তাঁকে উল্লেখ করেননি।

গ্রীকের বিখ্যাত দার্শনিক ও বক্তা সক্রেটিস (খ্রি. পূ. ৩৯৯) ছিলেন এরিস্টটলের শিক্ষকের শিক্ষক। খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে তিনি বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরও জন্ম হয় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর চৌদ্দ শো বছর পরে। এই মহান একেশ্বরবাদী নাবী কালদানী ও কিন'আনীদের নিকট একত্ববাদী শিক্ষার কথা অলঙ্কারমণ্ডিত ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ও যুক্তিপদ্ধতি শুধু তাঁর গোটা জাতিকেই নিরুত্তর করে দেয়না বরং তৎকালীন মিথ্যা খোদায়ী দাবীদারকেও দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। গ্রীকদের সর্বশ্রেষ্ঠ খতীব বা বক্তা ডিমোস্টিন্স। তাঁর সম্পর্কে দাবী করা হয় যে, তিনি মানব জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ খতীব। তিনি মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্স ও আলেকজাণ্ডার দ্যা গ্রেট-এর বিরুদ্ধে এথেন্স ও তার আশ-পাশের এলাকাসমূহে অনলবর্ষী বাগ্মিতার মাধ্যমে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণসমূহ গ্রীক সাহিত্যে 'ফিলিপিক' নামে প্রসিদ্ধ।[৫২] তিনিও হযরত ইবরাহীম (আ), মূসা কালীমুল্লাহ (খ্রি. পূ. ১৩০০), দাউদ (খ্রি. পূ. ৯৭০)-যাঁকে فصل الخطاب (চূড়ান্ত ফয়সালাকরী বক্তৃতার অধিকারী) বলা হয় এবং হযরত সুলায়মান আলায় হিমুস সালাম (খ্রি. পূ. ৯৩৫)-এর কয়েক শো বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেন।

উপরোল্লেখিত এ সকল পবিত্র-আত্মা মহান ব্যক্তি বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা ও স্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে নিজেদের উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেন। তাঁরা মানব সভ্যতার কাফেলাকে আন্দোলিত করে অনেকগুলি মান্যিল অতিক্রম করান। তাই এই মহান ব্যক্তিদের খিতাবা প্রতিভা ও খুতবা সম্পর্কে আলোচনা ব্যতিত মূলত: খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস অসমপূর্ণ থেকে যায়। আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে গ্রীক জাতির অবদানকে ছোট করা নয়। আর এমন করলেও তাদের মহত্ব ও মর্যাদায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য সূচিত হবে না। আমরা শুধু এক বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই। আর তাহলো, খিতাবা ও বায়ান-এর ইতিহাস রচনাকালে গ্রীকদের ঐ খতীবদের অতিক্রম করে আরো একটু পিছনে যাওয়ার কষ্ট

---

৫১. জালীনুস ছিলেন তাঁর সময়ের চিকিৎসাবিদ ও প্রকৃতিবাদীদের একজন নেতা। তিনি ঈসা (আ)-এর দুশো বছর পূর্বে জন্মলাভ করেন। একজন রোমান সম্রাটকে চিকিৎসার জন্য তিনি রোমে যেতেন। আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য তিনি রোমে যেতেন। আহত সৈনিকদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি রোমান সম্রাটদের সাথে রণাঙ্গনে যেতেন। তিনি মিসরও ভ্রমণ করেন। চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অনেকগুলি বই আছে। (আল বায়ান, খ. ৩, পৃ. ২৭, টীকা-৬)

৫২. ফাসাহাতে নাবাবী, পৃঃ ৩৪

www.nagorikpathagar.org

স্বীকার করতে হবে। প্রাচ্যের 'ইলম ও মা'রিফাত এবং খিতাবা ও বায়ানের ঐ সকল উজ্বল নক্ষত্রগুলিকে ভুলে যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত হবে না যাদের উপর মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভারী পর্দা ফেলে দেওয়ার জন্যে চেষ্টার কোন রকম ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু তাঁদের খিতাবা ও বায়ান এবং রিসালাতের প্রচার ও প্রসারমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ড নাবীয়ে উম্মী আফসাহুল 'আরাব-এর উপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সংরক্ষণ করে দিয়েছেন। সুতরাং খিতাবা ও বয়ান-এর ইতিহাস রচনার কাজ গ্রীক-রোমানদের থেকে আরম্ভ করার পরিবর্তে হযরত আদম (আ)-এর অবতরণস্থল, 'ইলম ও মা'রিফাতের প্রথম উৎস মধ্যপ্রাচ্যে আবির্ভূত আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে করতে হবে। যাঁরা মানব জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেদের বক্তৃতা-ভাষণ ও বর্ণনা দ্বারা মানব জাতিকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন।

মুসলিম জাতি সেই প্রথম থেকেই উদার । উদারতা এ জাতির বিশ্বাসের অঙ্গ। এ জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি হয় গোটা সৃষ্টি জগতকে পদানত করা, তাহলে لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ [৫৩] এর উসুল অনুযায়ী তারা উদারও। প্রত্যেক জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান, প্রতিটি ব্যক্তির যোগ্যতা, দক্ষতা ও স্বভাবগত সৌন্দর্যের সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী হলো মুসলমানরা। মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস এই সত্যের বাস্তব সাক্ষী। মুসলমানরা জ্ঞান ও শাস্ত্র যে জাতির নিকট থেকে যতটুকু অর্জন করেছে, তা স্বীকার করতে কখনো কার্পণ্য করেনি।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতাকাবাহী পশ্চিমা বিশ্ব 'আরব ও মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে অবদানের কথা স্বীকার করুক বা না করুক মুসলমানরা গ্রীক, রোমান ও ভারতবর্ষের নিকট থেকে অতীতে যা কিছু গ্রহণ করেছে তাতে আরও উন্নতি ও উৎকর্ষতা সাধন করে বিশ্ব মানবতার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তাই নয় ঐ সকল জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারও অপরিহার্য বলে মনে করেছে। খিতাবা ও বায়ান শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

আল-জাহিজের মত

খিতাবা ও বালাগা (বক্তৃতা ও অলঙ্কার) শাস্ত্রের প্রথম পর্যায়ের 'আরব ঐতিহাসিক আল-জাহিয নিজের জানা মতে ঐ সকল জাতি-গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান স্বীকার করেছেন, যাদের এ শাস্ত্রদ্বয়ে কিছুমাত্র অবদান ছিল। তিনি তাঁর সময়ের জাতীয়তাবাদীদের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেননি যে, খিতাবা কেবল 'আরবদের বৈশিষ্ট্য নয় বরং দুনিয়ার সকল জাতি-গোষ্ঠী স্রষ্টার এই অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে। চরম 'আরব বিদ্বেষীরা 'আরবদের খুতবা দানের রীতি ও পদ্ধতির–ধনুক অথবা লাঠির ঠেস দেওয়া– যে সমালোচনা করতো,

---

৫৩. আল-কুরআন, ২: ২৫৬

www.nagorikpathagar.org

তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির খিতাবা সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন এভাবে:[৫৪]

والخطابة شئ فى جميع الأمم وبكل الأجيال إليه أعظم الحاجة حتى أن الزنج مع الغثارة ومع فرط الغباوة ومع كلال الحدَّ وغلظ الحسِّ وفساد المزاج، لتطيل الخطب و تفوق فى ذلك جميع العجم، وإن كانت معانيها أجفى وأغلظ وألفاظها أخطل وأجهل. وقد علمنا أن أخطب الناس الفرس وأخطب الفرس أهل فارس، وأعذبهم كلاما وأسهلهم مخرجا وأحسنهم دلا وأشدهم فيه تحكما أهل مرو، وأفصحهم بالفارسية الدَّرِّيَّة، وباللغة الفهلويَّة، أهل قصبة الأهواز. فأما نغمة الهر ابذة، ولغة المو ابذة، فلصاحب تفسير الزَّمرمة.

খিতাবা এমন এক শাস্ত্র যা সকল জাতিরই আছে। সকল মানব গোষ্ঠীরই এর ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। এমন কি নিগ্রো মানুষ, নিজেদের বুদ্ধির স্বল্পতা, সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা, ভাষার ধারহীনতা, সাদামাটা অনুভূতি প্রবণতা এবং বিকৃত স্বভাব-প্রকৃতি হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ বক্তৃতা করতে পারে এবং তাতে সকল 'আজমীদের অতিক্রম করে যেতে পারে। যদিও তার ভাব ও অর্থ হয় ভীষণ কঠিন ও দুর্বোধ্য এবং শব্দমালা হয়ে থাকে অধিকতর বুদ্ধিহীনতা ও অজ্ঞতার উৎস। আমাদের একথাও জানা আছে যে, পৃথিবীতে ইরানীরা সবচেয়ে বড় খতীব। আর ঐ ইরানীদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় খতীব হয়ে থাকে ফারেস প্রদেশের লোকেরা। কিন্তু মিষ্টি কথা, সহজ রীতি-পদ্ধতি, অধিকতর পথ প্রদর্শন ক্ষমতা এবং অধিকতর সিদ্ধান্তদানের যোগ্যতায় মারব শহরের লোকেরা সকলকে অতিক্রম করে গেছে। প্রাচীন দারী ফার্সি এবং পাহলাবী ভাষায় সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ ভাষী আহওয়ায অঞ্চলের লোকেরা। আর অগ্নি উপাসনালয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীদের সংগীত এবং মাওবাযদের বিশুদ্ধ ভাষার সম্পর্ক তো ছিল মাজুসীদের ধর্মীয় নেতাদের সাথে, যাঁরা গীত ও সূরের ভাষার ব্যাখ্যা জানতেন।

খিতাবা শাস্ত্রে প্রাচীন পারস্যের স্থান

আল-জাহিয খিতাবা প্রতিভায় 'আরবদের পরে পারস্যকে স্থান দিয়েছেন। তিনি আরো লিখেছেন:-[৫৫]

وجملة القول أنا لانعرف الخطبَ إلا للعرب والفرس، فأما الهند فإنما لهم معان

---

৫৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১২-১৩
৫৫. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭

www.nagorikpathagar.org

مدونة، وكتب مخلدة، لاتضاف إلى رجل معروف، ولا إلى عالم موصوف، وإنما هى كتب متوارثة، واداب على وجه الدّهر سائرة مذكورة.

মোটকথা এই যে, আমরা তো শুধু 'আরব ও পারস্যবাসীদের খুতবাসমূহের কথাই জানি। আর ভারতবর্ষ– তা সেখানকার মানুষের আছে অনেক লিখিত ভাব ও চিন্তা এবং চিরস্থায়ী গ্রন্থ–যা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতি যেমন আরোপিত নয়, তেমনি নয় কোন খ্যাতিমান জ্ঞানীর প্রতিও প্রযুক্ত। বরং এগুলো উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত গ্রন্থ নামে চলে আসছে। এগুলো এমন সাহিত্য-সংস্কৃতির মর্যাদাসম্পন্ন যা যুগ যুগ ধরে পরিব্যাপ্ত ও চর্চিত আছে।

আল-জাহিযের উল্লেখিত মন্তব্যে আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন, তিনি ভারত ও গ্রীক-রোমানদের খিতাবা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যেমন ড. তাহা হুসায়ন (খ্রি. ১৯৭৪) তার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:[৫৬]

فهل نستخلص من هذه النبذة أن ذلك البيانى الكبير (الجاحظ) كان شديد الجهل باداب الأعاجم؟ لقد كان الجواب عن هذا السؤال يكون ((نعم)).

এই আলোচনা থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনা যে, এই মহান বাকশাস্ত্রবিদ (আল-জাহিয) অনারবদের সাহিত্য সম্পর্কে ভীষণ অজ্ঞ ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'হাঁ'।

ড. তাহার এই মন্তব্যের সাথে অনেকে একমত হতে পারেননি। ড. শাওকী দায়ফ বলেন:[৫৭] 'আল-জাহিয যে বায়ান ও বালাগা বিষয়ে গ্রীকদের মত ও চিন্তা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন, একথা সবটুকু সত্য নয়।' তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কিভাবে আল-জাহিয গ্রীক চিন্তা-দর্শনের সাথে পরিচয় লাভ করেন।

আল-জাহিযের কথা দ্বারাও বুঝা যায়, এরিস্টটলের ' الخطابة ও فن الشعر ' গ্রন্থদ্বয় তাঁর সময়ে বা তাঁর যুগের আগেই 'আরবীতে অনুবাদ হয়েছিল। কারণ তিনি সেই সকল অনুবাদকের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা যথাযথ ভাবে ভাষান্তরে সক্ষম হননি।[৫৮] যাই হোক গ্রীক ও রোমানদের ক্ষেত্রে ড. তাহার মন্তব্য কিছুটা সঠিক হলেও হতে পারে। তবে তিনি প্রাচীন ভারতের খিতাবা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মূলনীতি ও বৈশিষ্টসম্পর্কে পুরোমাত্রায় ওয়াকিফহাল ছিলেন। অবশ্য তাদের কোন খুতবা তিনি পাননি। তিনি একস্থানে এ

৫৬. কুদামা ইবন জা'ফার, নাকদুন নাছর, মুকাদ্দিমা, সম. তাহা হুসায়ন ও আবদুল হামীদ আল-উব্বাদী, কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা, সং ১৫, ১৯৩৩, পৃ. ৬

৫৭. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বালাগা, তাতাওউর ওয়া তারীখ, (কায়রো, দারুল মা'আরিফ, সং ১৫, ১৯৩৩, পৃ. ৬)

৫৮. আবূ 'উছমান 'আমর আল-জাহিয, আল- হায়ওয়ান, সম. আবদুস সালাম হারূন, (কায়রো, ১৯৪৮), খ. ১, পৃ. ৭৫-৭৬

www.nagorikpathagar.org

বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বিখ্যাত আদীব মু'আম্মার আবুল আশ'আস-এর কথার উদ্ধৃতি দান করেছেন:[৫৯]

قال معمّر أبو الأشعث : قلت لبهلة الهندى أيام اجتلب يحيى بن خالد أطباء الهند مثل منكة وبازَيْكر و قلبرقل وسندباز وفلان وفلان : ماالبلاغة عند الهند؟ قال بهلة : عندناق ذلك صحيفة مكتوبة، ولكن لا أحسن ترجمتها لك، ولم أعالج هذه الصناعة فأثق من نفسى بالقيام بخصائصها، وتلخيص لطائف معانيها. قال أبو الأشعث : فلقيت بتلك الصحيفة التر اجمة فإذا فيها: أول البلاغة إجتماع آلة البلاغة. وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متخير اللفظ، لايكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السُّوقة. ويكون فى قواه فضل التصرف فى كل طبقة، ولايدقق المعانى كل التدقيق، ولاينقح الألفاظ كل التنقيح، ولا يصفيها كا التصفية، ولايهذبها غاية التهذيب، ولايفعل ذلك حتى يصادف حكيما، أو فيلسوفا عليما، ومن قد تعود حذف فضول الكلام، وإسقاط مشتركات الألفاظ، وقد نظر فى صناعة المنطق على جهة الصِّناعة والمبالغة، لا على جهة الإعتر اض والتصفح، وعلى وجه الاستطر اف والتظرُّف.

'মুআম্মার আবুল আশ'আছ বলেন: ইয়াহইয়া ইবন খালিদ আল-বারমাকীর সময় ভারতবর্ষ থেকে মান্‌কা, বায়্‌য়কর, কালবিরাকল, সিন্দাবায্ প্রমুখ ব্যক্তিদের মত চিকিৎসাবিদ যখন আনা হয় তখন আমি বাহ্‌লা আল-হিন্দী[৬০] -কে জিজ্ঞেস করলাম, ভারতবর্ষে আল-বালাগা (অলঙ্কার শাস্ত্র) বলতে কি বুঝায়? বাহ্‌লা বললেন: আমাদের একখানা লিখিত সাহীফা (পুস্তিকা) আছে। কিন্তু আমি আপনার জন্যে তার সুন্দর তরজমা করতে পারবো না। আমি নিজে কখনো এই শাস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করে দেখিনি। সুতরাং এমন নয় যে, আত্মপ্রত্যয়ের সাথে আমি এর বৈশিষ্ট্য সমূহ তুলে ধরতে পারবো, আর না এর সারকথা উপস্থাপন করতে সক্ষম হবো। আবুল আশ'আছ বলেন আমি সেই সাহীফাটি অনুবাদকদের কাছে নিয়ে যেয়ে দেখতে পাই, তাতে লেখা আছে বালাগাতের প্রথম শর্ত হলো,

৫৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৯২-৯৩; ইবন কুতায়বা, 'উয়ূনুল আখবার, কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা, ১৯৩০ খ. ২, পৃ. ১৭৩, আবু হিলাল আল-'আসকারী, কিতাবুস সিনা'আতায়ন, আস্তানা: মাতবাআতু মাহমূদ বেক, সং. ১, ১৩৩০, পৃ. ১৯

৬০ . বাহলা আল-হিন্দী হলেন, ইয়াহইয়া আল-বারমাকী কর্তৃক ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া চিকিৎসকদের একজন। (নাকদুন নাছর, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৬)

www.nagorikpathagar.org

মানুষের মধ্যে তার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ ঘটবে। আর তা হলো: ১- খতীব হবেন দৃঢ়চিত্তের অধিকারী, ২. তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ থাকবে শান্ত ও স্থির, ৩. এদিক ওদিক স্বল্প চাহনি বিশিষ্ট হবে, ৪. তার উচ্চারিত শব্দ হবে সুনির্বাচিত, ৫. দাসীর সাথে যে ভাষায় কথা বলা হয়, সে ভাষায় তার মনিবের সাথে কথা বলবে না, ৬. রাজন্যবর্গের সাথে গ্রাম্য ভাষায় কথা বলবে না, ৭. সকল স্তরের মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করণের শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে, ৮. ভাব ও অর্থকে অতি সূক্ষ্ম করে তুলবে না, ৯. শব্দসমূহ পরিপূর্ণরূপে পরিমার্জনা করবে না, সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্নও করবে না এবং মাত্রা ছাড়া ছাটাই-বাছাইও করবে না। এই সব কাজ সে কখনো করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে কোন জ্ঞানী অথবা দর্শন-চিন্তার অধিকারী ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হবে। অথবা এমন ব্যক্তির সাথে যিনি অহেতুক কথা পরিহার করতে অভ্যস্ত এবং সমার্থক শব্দমালা পরিহার করতে সক্ষম। যিনি কথা শাস্ত্রকে একটি শিল্পরূপে অধ্যয়ন করেছেন। এমন নয় যে, আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য শুধু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে ভাসা ভাসা ভাবে চোখ বুলিয়ে গেছেন।

আসল কথা হলো, মুসলিম পণ্ডিতরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে না কখনো পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছেন, আর না কখনো জ্ঞান অন্বেষণে কোন রকম ত্রুটি ও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আল-জাহিয তাঁর সাধ্যমত বিভিন্ন জাতির মধ্যে খিতাবা শাস্ত্রের অস্তিত্ব এবং এ বিষয়ে তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন:[৬১]

قيل للفارسي : ماالبلاغة؟ قال : معرفة الفصل من الوصل. وقيل لليوناني : ماالبلاغة؟ قال : تصحيح الأقسام، واختيار الكلام. وقيل للرومي : ماالبلاغة؟ قال : حسن الإقتضاب عنه البداهة، والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندى : ما البلاغة؟ قال : وضع الدّلالة، وانهاز الفرصة، وحسن الإشارة. وقال بعض أهل الهند : جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة

একজন ইরানীকে প্রশ্ন করা হলো: বালাগা (অলঙ্কার শাস্ত্র) কি? বললো : কথাকে পৃথক ও মিলিত করার জ্ঞানের নাম বালাগা। একজন গ্রীককে প্রশ্ন করা হলো: বালাগা কি? বললো: সঠিকভাবে বিভক্তিকরণ ও কথা নির্বাচনের নাম বালাগা। একজন রোমানকে জিজ্ঞেস করা হলো: বালাগা কাকে বলে? বললো: উপস্থিত কথা হবে চমৎকার সংক্ষেপ। দীর্ঘ কথায় শব্দ ও অর্থের প্রাচুর্য্য থাকবে। একজন ভারতীয়ের নিকট প্রশ্ন করা হলো: বালাগা কি? বললো: যুক্তি-প্রমাণ স্পষ্টরূপে

৬১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৮৮

www.nagorikpathagar.org

উপস্থাপন করা, সময়ের সুযোগ কাজে লাগানো এবং চমৎকারভাবে ইশারা-ইঙ্গিত প্রয়োগ করার নাম বালাগা। একজন ভারতীয় একথাও বলেছিল: যুক্তি-প্রমাণ দেখা এবং উপযুক্ত সময়কে জানার নামই সার্বিক বালাগা।

আল-জাহিযের দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি প্রাচীনকালে গ্রীক ও ভারতবর্ষে খিতাবা শাস্ত্রের চর্চা ও উন্নতির কথা স্বীকার করেন এবং এ শাস্ত্রে 'আরবদের পরেই পারস্যের স্থান বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর আলোচনায় তিনি প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে এ শাস্ত্রের যে ব্যাপক চর্চা ও উন্নতি হয়েছিল তার সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। আর এ রকম কথাই বলেছেন ড. তাহা হুসায়ন সহ আরো অনেকে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতির মধ্যে খিতাবার চর্চা

প্রাচীন গ্রীক ও রোমের শাসক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে এ শাস্ত্রের সীমাহীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকের মহাকবি হোমারের ইলিয়ডে অনেক চমৎকার খুতবা দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল খুতবা তিনি গ্রীকদের দেবতা ও বীরদের নামে উপস্থাপন করেছেন। প্রাচীন গ্রীকের প্রথম পর্বের বিখ্যাত কয়েকজন খতীব হলেন: এথেন্সের বিধায়ক ও শাসক সোলন (খ্রি. পূ. ৬৪০-৫৫৯), পেসিসট্রাস (খ্রি. পূ. ৫২৮) এবং তাঁর পুত্র হিপার্ক। এই হিপার্ক ছিলেন হোমারের কবিতার একজন সংকলক। তাঁদের পরে সামরিক খুতবার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেন থামিস্টোক্লিস (খ্রি. পূ. ৫২৮-৪৬৪) এবং রাজনৈতিক খতীব হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এরিস্টিডস। তবে খ্রিষ্টপূর্ব. পঞ্চম শতকে প্রিক্লিস (৪৯৫-৪২৯)-এর সোনালী যুগে খিতাবা শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। তিনি ছিলেন একজন বড় নেতা ও বাগ্মী পুরুষ। তাঁর পরে এ ক্ষেত্রে আরো অনেকে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান হলেন: এসোক্রাটিস (খ্রি. পূ. ৪৩৬-৩৩৮), ডিমোস্টিনিস (খ্রি. পূ. ৩৮১-৩২২)। এই ডিমোস্টিনিসকে সকল শ্রেণীর খুতবার ক্ষেত্রে 'আমীরুল খুতাবা' বলা হয়। আসখীনূস (খ্রি. পূ. ৩৮৭-৩১২) ও এ সময়ের বড় একজন খতীব।[৬২]

গ্রীকদের পরেই রোমানরা এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। প্রাচীন রোমানের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য খতীব হলেন: কাতো (খ্রি. পূ. ২৩২-১৭৪) ও ইউলিউস কায়জার (খ্রি. পূ. ১০০-৪৪)। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন বিখ্যাত রোমান সেনা নায়ক। শীশরোন (খ্রি. পূ. ১০৬-৪৩) হলেন রোমান খতীবদের পুরোধা। বাগ্মিতা ও বায়ানে তিনি একজন প্রবাদ পুরুষ।[৬৩]

---

৬২. লুয়িস শীখু, পৃ. ২২৮-২২৯; জুরজী য্বায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৭), খ. ২, পৃ. ১১০

৬৩. প্রাগুক্ত; আহমাদ আল-হূফী, পৃ. ২১১-১২

www.nagorikpathagar.org

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, প্রাচীন বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র গ্রীক ও রোমান জাতির খিতাবা–শাস্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু কথা লিখিত ও সংরক্ষিত ভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এ শাস্ত্রের উপর তারাই সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করে। তারাই এর নিয়ম-নীতির উদ্ভাবক ও মৌল স্তম্ভ ও ভিত্তির স্থাপক। দর্শন শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যার মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি বিধিবদ্ধভাবে রূপলাভ করার পূর্বে গ্রীকের মাজলিস-মাহফিল ও সভা-সমাবেশে একদল মানুষ খিতাবার বাজার গরম করে রেখেছিলেন। এই দলটিকে বলা হয় 'সফিস্টিক'।

'সফিস্টিক' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কোন শাস্ত্র অথবা পেশার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। অতঃপর শব্দটির অর্থ হয় জ্ঞানী ব্যক্তি। খ্রিষ্টপূর্ব.৫ম শতকের মাঝামাঝি থেকে এই শব্দটি দ্বারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাতে থাকে যাঁরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অলঙ্কারশাস্ত্র, রাজনীতি, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। এ সময় সফিস্টিকরা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কালক্রমে তাঁরা শিক্ষার মূল কথার চেয়ে অলঙ্কার শাস্ত্র ও বাকশিল্পের নানা রীতি-পদ্ধতির প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করতে থাকেন। এ কারণে তাঁরা সক্রেটিস ও প্লেটোর কঠোর সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হন। ফলে শব্দটি ঝগড়াটে ব্যক্তি অথবা ঝগড়ায় পারঙ্গম ব্যক্তি- এরূপ অর্থ ধারণ করে।[৬৪]

এই সফিস্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাৎক্ষণিক প্রাপ্তিকেই তাঁরা সবকিছু মনে করতেন। তাঁরা বলতেন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করা যায় তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। খিতাবা শাস্ত্রের উপর তাঁদের ছিল প্রচণ্ড দখল। কথার জাল তৈরি, কথা সাজানো, বলার কৌশল ও ক্ষমতা এবং বর্ণনা শক্তিই ছিল তাঁদের সাফল্য লাভ ও উদ্দেশ্য হাসিলের একমাত্র হাতিয়ার। যুক্তি-তর্ক অথবা দলিল-প্রমাণ তাঁদের নিকট তেমন গুরুত্ববহ ছিল না। তাঁরা মনে করতেন অলঙ্কারমণ্ডিত ও সাজানো-গোছানো কথাই মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করতে পারে। আর তাতেই লক্ষ্য অর্জিত হয়। সত্য ও বাস্তবতার সন্ধান ছিল তাঁদের মতে, একেবারেই অর্থহীন কাজ ও সময়ের অপচয় মাত্র। কারণ তাঁরা বস্তুর অস্তিত্ব ও বাস্তবতায় বিশ্বাস করতেন না। খুতবার মাধ্যমে মানুষকে সম্মোহিত এবং ভ্রান্তিতে নিপতিত করাই ছিল তাঁদের কাজ। তাঁরা গ্রীসের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সব শ্রেণীর মানুষ, বিশেষতঃ যুবকদেরকে তাদের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস থেকে সরিয়ে তাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৫]

৬৪. আন-নাকদ আল-আদাবী আল-হাদীস, পৃ. ২৬
৬৫. ফান্নুল খিতাবা ওয়া তাতাওউরুহা 'ইনদাল 'আরাব, পৃ. ২৭; আহমাদ আল-হুফী, পৃ. ২০৭

www.nagorikpathagar.org

প্রিক্লিস-এর যুগে এথেন্সবাসীদের মধ্যে কথা বলার প্রবল উৎসাহ দেখা দেয়। কথা বলার নানা প্রকার সুযোগও সৃষ্টি হয়। এ সময় এথেন্স তার খতীবদের অলঙ্কার মণ্ডিত ভাষার জন্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে এবং সত্যিকার ভাবেই এক চমৎকার সাহিত্য ও বক্তৃতা-ভাষণের নগরে পরিণত হয়। জাতীয় পার্লামেন্টে বক্তৃতার মাধ্যমে নির্ধারিত হতো যুদ্ধের মাস, শান্তির চুক্তি, করারোপ ও যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদালতে যে বক্তৃতা আইন–বিশেষজ্ঞরা দিতেন তারই ভিত্তিতে কথিত অপরাধীর শাস্তি অথবা মুক্তির রায় দেয়া হতো। খতীব বা বক্তাদের ছিল প্রবল প্রতাপ। জনগণের উপর ছিল তাঁদের সীমাহীন প্রভাব। রাজনৈতিক নেতারা প্রতিপক্ষের উপর বিজয় লাভের অথবা প্রতিপক্ষকে কাবু করার লক্ষ্যে খতীবদের অলঙ্কারমণ্ডিত ও বাগ্মিতাপূর্ণ কথার জন্যে তাঁদের কাছে যেত। তাঁরা অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করতেন। ইশেল মেসিডোনিয়ার রাজার নিকট থেকে এবং ডিমোস্টিন্স পারস্য সম্রাটের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৬৬]

আধুনিক কালে যেমন আদালতে বাদী-বিবাদীর উকিলরা নিজ নিজ মোয়াক্কেলের পক্ষে কথা বলেন, তখনকার দিনে বাদী-বিবাদীকে আদালতে নিজেই কথা বলার নিয়ম ছিল। তাই সেখানে আদালতে পাঠ করার জন্যে ভাষণ লিখে দেয়ার একটা প্রচলন গড়ে ওঠে। অনেক বক্তা আবার গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতেন এবং শ্রোতাদের নিকট নিজের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটাতেন। এ উপলক্ষে অনেক সভা-সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হতো।[৬৭]

বাগ্মিতা ও বাকশিল্পের প্রতিযোগিতা যখন এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, যারা সুন্দর করে কথা বলতে সক্ষম ছিল না তারা তা শেখা ও অর্জন করার চেষ্টা করবে। এ কারণে মানুষ এ সময় বক্তৃতাদানের কলা-কৌশল শেখা, শেখানো, অনুশীলন করা ও করানোর দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর এরই প্রেক্ষিতে তৎকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিরা খ্যাতিমান খতীবদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে খিতাবা শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি. শ্রোতাদের মুগ্ধকরণের কায়দা-কানুন নির্ধারণ এবং ব্যর্থ খতীবদের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়ে এগিয়ে আসেন এবং এভাবে এ শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়।

খিতাবা শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধকরণ

এ কাজে যাঁরা সর্ব প্রথম মনেযোগী হন তাঁরা ছিলেন সফেস্টিক গোষ্ঠীর সদস্য। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষ ও চতুর্থ শতকের প্রথম সিকি অংশে যে তিন ব্যক্তি এই শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণে এগিয়ে আসেন তাঁরা হলেন: পারভিকোস[৬৮] (খ্রি.

৬৬. আল-খিতবা, উসুলুহা, তারীখুহা, পৃ. ১৩
৬৭. আহমাদ আল-হূফী, পৃ. ২০৭
৬৮. পারভিকোস ছিলেন একজন সফিস্ট। খিতাবা শিক্ষাদানের বিনিময়ে মোটা অংকের অর্থ গ্রহণ করতেন। সংগৃহীত সকল অর্থ তিনি নিজের উপভোগে ব্যয় করেন। বিষ প্রয়োগে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কারণ তিনি বলতেন ঈশ্বর হলো মানুষের বুদ্ধির অন্যতম আবিষ্কার। (আল-খিতাবা, উসূলহা, তারীখুহা, পৃ. ১৩)

www.nagorikpathagar.org

পূ. ৪৩০), প্রোটাগোরাস[৬৯] (খ্রি. পূ. ৪৮৫-৪১১) ও গোরজিয়াস[৭০] (খ্রি. পূ. ৪৮৫-৩৮০)।[৭১] এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, পরবর্তীকালে ভাষা ও খিতাবা বিষয়ে প্লেটো ও এরিস্টটলের গবেষণা ও লেখা-লেখির পশ্চাতে সফিস্টদের এই গবেষণা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[৭২]

উল্লেখিত সফিস্ট ব্যক্তিবর্গের পরে খিতাবা শাস্ত্র বিষয়ে কলম ধরেন এরিস্টটল। তিনি 'আল-খিতাবা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর পূর্বে সক্রেটিস ও প্লেটো এ শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। সক্রেটিস খিতাবার মৌলিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং প্লেটো খিতাবাকে মানবাত্মার পূর্ণতা লাভের মাধ্যম বলে মত প্রকাশ করেন। তবে এ শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি ও রীতি-পদ্ধতির নির্দ্ধারণকারী হলেন এরিস্টটল।[৭৩] তিনি খিতাবা শাস্ত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। যেমন, অলঙ্কার শাস্ত্রে খিতাবার স্থান, খিতাবার শ্রেণী, অংশ, কিভাবে খতীব সৃষ্টি হয় ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।[৭৪]

এরিস্টটলের 'আল-খিতাবা' গ্রন্থটি রচিত হবার পর থেকে তা এ শাস্ত্রের একখানি মৌলিক রচনার মর্যাদা লাভ করে এবং আজ পর্যন্ত বিশ্বের সকল খতীব এবং এ শাস্ত্রের লেখক ও গবেষকদের নিকট অতি নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ গ্রন্থ রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, কথাশিল্পে নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি খতীবদেরকে সঠিকভাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের নিয়ম-নীতি শিক্ষাদানের ইচ্ছা করেন যাতে তারা সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সাথে সাথে এ শাস্ত্রকে যারা মানুষকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়, তাদের সম্পর্কে সতর্ক করতেও চান।[৭৫] তাছাড়া এ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর এমন গুরুত্ব প্রদান ছিল তাঁর সময়ের দাবী। আগেই উল্লেখ করেছি, এ শাস্ত্রে সফিস্টদের অবদান ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। আর তাঁদের থেকেই তিনি উৎসাহ লাভ করেন।[৭৬]

এরিস্টটলের মতে খিতাবা হচ্ছে তর্ক শাস্ত্রের একটি অংশ– যা এমন এক শক্তিও বটে যা সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত কথা বানানোর যোগ্যতাও রাখে। তিনি খতীবের বর্ণনা-রীতি সুন্দর ও

---

৬৯. প্রোটাগোরাস একজন গ্রীক দার্শনিক। তাঁকে প্রথম এবং সর্বাধিক খ্যাতিমান সফিস্ট দার্শনিক গণ্য করা হয়। বক্তৃতার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে একজন বিত্তবান ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি বলতেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই তা আমি জানতে অক্ষম। (মুনীর আল-বা'লাবাক্কী, আল-মাওরিদ-মু'জামু আ'লাম, (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, সং ১৬, ১৯৮২, পৃ. ৭০)

৭০. গোরজিয়াস একজন গ্রীক খতীব। খিতাবা শিক্ষাদানের জন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একজন খ্যাতিমান বিত্তশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি বলতেন, কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। যদি থেকেও থাকে, তাহলে তা জানা সম্ভব নয়। জানা সম্ভব হলেও তার পরিচয় দান করা অসম্ভব। (আল-নাকদ আল-আদাবী আল-হাদীস, পৃ. ১৩৪)

৭১. লুয়িস শীখূ, পৃ. ২৩০

৭২. আন-নাকদ আল-আদাবী আল-হাদীস, পৃ. ২৬

৭৩. লূয়িস শীখূ, পৃ. ২৩০

৭৪. আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'আরাবিয়্যা, ১৯৬৯, সং ১০), পৃ. ৪৩

৭৫. আন-নাকদ আল-আদাবী আল-হাদীস, পৃ. ৯৪

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-৪৬

www.nagorikpathagar.org

মনোমুগ্ধকর হওয়ার সাথে সাথে স্থান-কাল অনুসারে প্রভাবশালী হওয়ার অপরিহার্যতার কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, শব্দ ব্যবহারের রীতি-পদ্ধতিকে তৈরি করা এবং সাজানোর জন্যে শ্রমদানও প্রয়োজন।[৭৭] সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের অবদানে খিতাবা শাস্ত্রের মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সফিস্টদের মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। তাদের মিথ্যা গলাবাজির পরিবর্তে দলিল-প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত সত্য খিতাবার প্রকৃত প্রাণসত্তা বলে স্বিরিকৃত হয়।

প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিস ছিলেন একজন সত্যের সৈনিক। তিনি সারাটি জীবন সত্যকে ব্যক্ত করার জন্যে স্বীয় বাগ্মিতা ও অলঙ্কারমণ্ডিত কথাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর মতে, বাগ্মিতা ও স্পষ্ট বর্ণনাক্ষমতার প্রকৃত প্রাণ শুধু সত্য। তিনি বলতেন: 'সত্য বলাই প্রকৃত বাগ্মিতা'।[৭৮] এই সত্য বলার নিমিত্তে তিনি বিষের পিয়ালা মুখে তুলে নেন। মৌলিক ভাবে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক। একারণে তাঁর খুতবাসমূহের ভিত্তি ছিল যুক্তি-প্রমাণের উপর। তিনি সত্যকে এমন বিশদভাবে তুলে ধরতেন যে, তা সত্য ও সঠিক হবার ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকতো না। এথেন্সের আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি যে খুতবাটি দান করেছিলেন তা তাঁর খুতবাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রীকদের পরে আসে রোমানদের যুগ। ইতিহাসের একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নেতৃত্ব ও শাসন কতৃত্ব তাদের হাতে ছিল। নেতৃত্বের দাবী এই যে, খিতাবার সাহায্য ও সহযোগিতা তার করায়ত্ব হোক। রোমান সিনেটে এমন সদস্যদের কখনো ঘাটতি হয়নি যাঁরা রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ও খোলামেলা কথা বলতেন এবং জ্বালাময়ী ভাষায় বিরোধীদের সমালোচনা করতেন। সীসরো ছিলেন এ সকল খতীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রোমান সিনেটের তার বক্তৃতাসমূহ খিতাবার ইতিহাসে কখনো উপেক্ষা করা হয়নি। তাঁর খুতবার বেশ কিছু অংশ আজো বিদ্যমান আছে।[৭৯] তিনি কেবল একজন তুখোড় খতীবই ছিলেন না বরং খিতাবা শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি বিষয়ক একজন লেখকও ছিলেন। তিনি এ শাস্ত্রের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর কোয়ান্টিলিয়ান (খ্রি. ৪২-৯৫) রচনা করেন 'তাহজীবুল খাতীব' নামক একখানি গ্রন্থ। প্রাচীন তাদমূর সাম্রাজ্যের রাণী যীনূবিয়া-এর একজন পারিষদ লুনজীনুস আল-হিমসী (খ্রি. ২৪০-২৭৩) রচনা করেন 'আল-মুফলিক' নামক একখানি গ্রন্থ।[৮০] উল্লেখিত গ্রন্থগুলিই এ শাস্ত্রের উপর লিখিত প্রাচীনতম গ্রন্থ।

---

৭৭. এরিস্টটল, আল-খিতাবা, আরবী ভাষান্তর: ইবরাহীম সালামা, পৃ. ১০, ১৮১-১৯৮
৭৮. ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ৪৩
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫; আহমাদ আল-হূফী, পৃ. ২১২
৮০. লূয়িস শীখূ, পৃ. ২৩০

www.nagorikpathagar.org

রোমানদের জাতীয় জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তাদের মধ্যে গ্রীকদের মত খিতাবার দারুণ চর্চা শুরু হয়। খতীবরা জনসমাবেশে যেয়ে খুতবা দিতেন। তাঁরা খুতবা দানকালে জনতার করতালি ও ধ্বনির মধ্যে নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করতেন। সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে ধনী পিতা-মাতার সন্তানরা খিতাবা শাস্ত্রের জ্ঞান-লাভের জন্যে ভর্তি হতো। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমে খিতাবা শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্যে অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কাল্পনিক বিষয়ের উপর খুতবা রচনা ও খুতবা দানের অনুশীলন করাতেন। এ সম্পর্কে সীসরো বলেছেন, 'প্রজাতন্ত্রের শাসনের শেষের দিকে (সমাপ্তি ঘটে খ্রি. পূ. ২৭) শিক্ষার্থীরা অলঙ্কার ও খিতবা শাস্ত্র অধ্যয়নে যতখানি গুরুত্ব দিত ততখানি অন্য কোন বিষয় অধ্যয়নে দিত না।'[৮১] রোমান বক্তা সিনিক খুতবার এ জাতীয় কিছু পাঠ সংরক্ষণ করে গেছেন।[৮২]

আমাদের এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বকালে কম-বেশী খিতাবার চর্চা হয়েছে। আর যেখানেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে, সর্বদাই তা খিতাবার কাঁধে ভর দিয়ে এসেছে। কথাটি যদি সবটুকু সত্য না হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে এতটুকু বলা যায় যে, নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও গ্রহণযোগ্যতা সর্বদাই খিতাবার কাছে দায়বদ্ধ থেকেছে। ইংল্যান্ডের এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী যোসেফ চেম্বারলীন ছিলেন একজন সফল নেতা, তিনি বলতেন, আগামীকাল তার, যে কথা বলতে পারে।[৮৩]

বর্তমান সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত প্রাচীনতম খুতবা

পণ্ডিতদের মতে কালচক্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে লেখার হরফে প্রাচীনতম যে সকল খুতবা বর্তমান কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে তাহলো ওল্ড টেস্টামেন্টে সংরক্ষিত মূসা (আ) ও অন্যান্য নাবীদের খুতবা। এ সকল খুতবা তাঁরা পাপকাজ থেকে বিরত রাখা ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। তাছাড়া প্রাচীন এসিরিও জাতির লেখায় এবং প্রাচীন মিসরীয় হিরোগ্লাফী লেখায়ও কিছু উপদেশ ও শিক্ষামূলক খুতবা পাওয়া যায়। এ সকল খুতবা তাদের উপাস্য দেবতা ও রাজা-বাদশাদের নামে সংরক্ষিত হয়েছে।[৮৪] তবে আল-কুরআনে অতীতের বহু নাবী-রাসূলের অনেক খুতবা সংরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

---

৮১. আহমাদ আল-হূফী, পৃ. ২১২
৮২. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ১৩-১৪
৮৩. ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ৪৫৬
৮৪. লূয়িস শীখূ, পৃ. ২২৭

www.nagorikpathagar.org

খিতাবা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)

বায়ান ও বালাগাত এবং তাবলীগ ও খিতাবা[৮৫] হচ্ছে নুবুওয়াত ও রিসালাতের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামের (আ) সত্য ও সঠিক পথ দেখানোর যে কাজ, তার সর্বোত্তম উপায় ও অবলম্বন হলো অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় বক্তৃতা-ভাষণ ও বর্ণনা। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি এবং এ পৃথিবীতে তাঁর অবতরণের ঘটনার পর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানব জাতির মুক্তি ও সাফল্যের যে পথ নির্ধারণ করেন তা হলো আল্লাহ-ভীতি ও সৎকর্মের পথ। সেই পথের অটল পথিকদের না জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হবার কোন আফসোস থাকবে, আর না থাকবে আল্লাহর পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত হবার কোন ভয়। তবে আল্লাহ্-ভীতি ও সৎকর্মের এ সীরাতে মুস্তাকীমকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব ঐ সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর অর্পিত হয় যাঁরা আল্লাহর আয়াত ও আহকামের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার জন্যে প্রেরিত হতে থাকেন।[৮৬] আহকামের এই বায়ান ও ব্যাখ্যা নুবুওয়াত ও খিতাবার মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নির্ধারিত বিধানমত এ সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম মানব জাতির জন্যে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হতে থাকেন। তাঁদের প্রত্যেকেই লাভ করেন সত্যের বাণী ও কিছু আয়াতে বায়্যিনাত বা স্পষ্ট নিদর্শন। যাতে তাঁরা বাগ্মিতাপূর্ণ অননুকরণীয় বয়ান দ্বারা কখনো মানুষকে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও করুণার বাণী শুনিয়ে খুশী করে তোলেন, আবার কখনো তার শাস্তি ও কঠোর পাকড়াও-এর কথা বলে খোদাদ্রোহীদের ভয় দেখান ও সতর্ক করেন।[৮৭]

আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনকারী এ সকল পবিত্র মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হন। তিনিই তাঁদেরকে নুবুওয়াতের এ মর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্যে নির্বাচিত করেন। কখনো তিনি আদম (আ) ও নূহ (আ)-কে নির্বাচিত করেছেন, আবার কখনো মনোনীত করেছেন আলে ইবরাহীম ও আলে 'ইমরানকে।[৮৮]

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনকারী এ সকল পবিত্র-আত্মা ও নির্বাচিত মানুষের মূল দায়িত্বের কথা বলতে গিয়ে তাবলীগ, ইবলাগ,

---

৮৫. বর্ণনা ও অলঙ্কারমন্ডিত ভাষা এবং প্রচার ও বক্তৃতা-ভাষণ
৮৬. আল-কুরআন, ২ ঃ ৩৮; ৭ঃ ৩৫
৮৭. প্রাগুক্ত, ২ঃ ১১৯
৮৮. প্রাগুক্ত, ৩ ঃ ৩৩

www.nagorikpathagar.org

রিসালা অথবা বালাগুন মুবীন বা এ জাতীয় শব্দ সমূহ ব্যবহার করেছেন।[৮৯] এ দ্বারা এই সত্যটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই নির্বাচিত মহান ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষায় খুতবা ও ওয়া'আজ-নসীহতের রীতি ও পদ্ধতিতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণে তাঁদেরকে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় বর্ণনা ও বাক পটুতার ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করা ছিল আল্লাহর হিকমত ও কৌশলের অন্তর্গত।

আল্লাহর এই সত্যপন্থী বান্দাগণ নিজ নিজ জাতি ও সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে যে বক্তৃতা-ভাষণ দান করছেন তাতে সর্বদা ঘোষণা করেছেন:[৯০]

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ٥

পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।

হযরত নূহ (আ) নিজ সম্প্রদায়কে একথাই বলেছিলেন:[৯১]

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ ٥

আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই এবং তোমাদেকে সদুপদেশ দেই।

হযরত হূদ (আ)-এর ঘোষণাও ছিল একই রকম।[৯২] হযরত সালিহ (আ) ও হযরত শু'আইব (আ)ও আপন আপন সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন:[৯৩]

لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ٥

আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দান করেছি।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:[৯৪]

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ٥

রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

আল্লাহর এই নাবী-রাসূলগণ যখন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় স্পষ্ট ভাবে সত্যের বাণী মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেন তখন এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো পরোয়া করতেন না। কারো প্রতি শ্রদ্ধামূলক ভীতি অথবা কারো ক্ষমতার দাপট তাঁদের দৃঢ়তায় বিন্দুমাত্র কম্পন সৃষ্টি করতে পারতো না। আল্লাহ বলেন:[৯৫]

---

৮৯. প্রাগুক্ত, ৭ ঃ ৬২, ৬৮ ৭৯; ১১ ঃ ৫৭; ৩৩ ঃ ৩৯
৯০. প্রাগুক্ত, ৩৬ ঃ ১৭
৯১. প্রাগুক্ত, ৭ ঃ ৬২
৯২. প্রাগুক্ত, ৭ ঃ ৬২, ৬৮; ১১ ঃ ৫৭; ৪৬ ঃ ২৩
৯৩. প্রাগুক্ত, ৭ ঃ ৭৯, ৯৩
৯৪. প্রাগুক্ত, ১৬ ঃ ৩৫
৯৫. প্রাগুক্ত, ৩৩ : সূরা আহ্যাব, আয়াত- ৩৯

www.nagorikpathagar.org

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ وَكَفٰى بِاللهِ حَسِيبًا ٥

সেই নাবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না।

সত্যের এই প্রবক্তা ও মুখপাত্রগণ আল্লাহর বাণীকে মানবজাতির নিকট পৌঁছানো এবং স্পষ্টভাবে তাদের মন-মস্তিস্কে ঢুকিয়ে দেয়ার যে দায়িত্ব পালন করেছেন, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তার প্রশংসা করেছেন এভাবে:[৯৬]

قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ

তাঁরা তাদের প্রভূর বাণী পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছে।

আল-কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলি ছাড়া আরও বহু আয়াতে নাবী-রাসূলদের এই দা'ওয়াত ও তাবলীগের বিবরণ এসেছে। আর এ কাজের জন্যে নিশ্চয় তাঁরা খিতাবা তথা জাদুকরী ভাষার উপর নির্ভর করেছিলেন। কারণ ইবলাগ ও তাবলীগের[৯৭] জন্যে ভাষার জোর থাকা অপরিহার্য। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নাবী-রাসূলকে তাঁর স্বজাতীয় ভাষায় দক্ষতা দান করে পাঠিয়েছেন। যাতে সহজেই তাঁরা স্বজাতীয় লোকদের বুঝাতে পারেন।[৯৮] কারণ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এবং বুঝা ও বুঝানোএ সবই ভাষার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এ কারণে আল্লাহ্ যখন হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের নিকট যাবার নির্দেশ দিলেন তখন তিনি নিজের ভাষা-দুর্বলাতর কথা আল্লাহকে জানিয়ে তা দূর করার জন্যে প্রার্থনা করেন এবং ভাই হারুন–যিনি একজন বাগ্মী ও বাকপটু ব্যক্তি ছিলেন, তাঁকেও সাথে নেয়ার আবদার জানান।[৯৯] সুতরাং খিতাবার প্রতিভা ছাড়া একজন নাবী বা রাসূলের কল্পনাও করা যায় না। আল-কুরআন উদ্ধৃতির আকারে তাঁদের খুতবার কিছু কিছু অংশ মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। এখানে সংক্ষেপে কয়েকজন নাবীর খুতবা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

---

৯৬. প্রাগুক্ত, ৭২ : সূরা জিন, আয়াত- ২৮
৯৭. কোন কিছু পৌঁছানো ও প্রচার করা
৯৮. আল-কুরআন, ১৪ : সূরা ইবরাহীম, আয়াত- ৪
৯৯. প্রাগুক্ত, ২০ : সূরা তা-হা, আয়াত- ২৫

www.nagorikpathagar.org

নূহ (আ)

এ পৃথিবীতে যত নাবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ওয়া'আজ-নসীহত ও খিতাবার দীর্ঘতম দায়িত্ব পালন করেছেন হযরত নূহ (আ)। সত্যের এই মহান সৈনিক সাড়ে নয় শো বছর আল্লাহর বাণীর প্রচার ও মানবজাতির হিদায়াতের লক্ষ্যে তাঁর বাগ্মিতা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু খোদাদ্রোহী মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। ফলে একটি ঐতিহাসিক মহা প্লাবন তাদের অস্তিত্ব চিরতরে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়।[১০০]

হযরত নূহ (আ) হলেন বিধি-বিধান দানকারী নাবীদের মধ্যে প্রথম। তিনিই মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বানকারী এবং অংশীবাদিতা থেকে সতর্ককারী প্রথম নাবী।[১০১] কুরআন মাজীদে তাঁর তাবলীগ ও দা'ওয়াত এবং রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের যত বর্ণনা ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, তিনি নিজেকে সর্ব প্রথম স্বীয় কাওমের সামনে স্পষ্ট সতর্ককারী ও বিশ্বস্ত রাসূল হবার ঘোষণা দেন।[১০২] তারপর তিনি তাদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় একথা বলেন যে, শিরক একটি মহাপাপ। একারণে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তি–ওয়াদ্দ, সুওয়া, য়া'উক্ব ও নাসারকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হও । তাকওয়া ও আত্মসংশোধনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সত্যের অনুসারী রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ কর। তিনিই এই তাবলীগ ও দা'ওয়াতের ধারাবাহিকতা সাড়ে নয় শো বছর পর্যন্ত চালু রাখেন।[১০৩] কখনো প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে তাদেরকে সম্বোধন করে বক্তৃতা করতেন, আবার কখনো গোপনে ওয়া'আজ-নসীহত করতেন। নাবীর নিষ্ঠাপূর্ণ এসকল বক্তৃতা-ভাষণ এমন প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় ছিল যে, তার জাদুকরী প্রভাবের মুকাবিলা করতে যখন বাতিলপন্থী বস্তুবাদীরা অক্ষম হয়ে যেত এবং নিজেরা প্রভাবিত হবার উপক্রম হতো তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুলের ডগা ঠেসে ধরতো এবং কাপড় দিয়ে দেহ পেঁচিয়ে রাখতো।[১০৪] তারা নিজেদের জিদ ও হঠকারিতার উপর এমন অটল থাকলো যে, তার থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসার লক্ষণ দেখা গেল না। তারা নাবীর অকাট্য সব যুক্তি-প্রমাণ এবং অসাধারণ

---

১০০. প্রাগুক্ত, ২৯:১৪: হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, (দিল্লীঃ নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, সং ২, ১৯৪৬), খ. ১, পৃ. ৫১; আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জারা, কাসাসুল আম্বিয়া, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর), পৃ. ১৩২-১৩৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৯৬৫), খ. ১, পৃ. ৬২

১০১. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, আবু ইসহাক আস-সা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মুসাম্মা বিকিতাবিল 'আরাইস, (আল-মাকতাবাতু আল-কাসতালিয়্যা, ১২৮২ হি.), পৃ. ৬২

১০২. আল-কুরআন, ২৬ ঃ ১০৭; ১১ ঃ ২৫

১০৩. আবুল আ'লা মাওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে 'আলম, (দিল্লীঃ মারকাযী মাকতাবা-ই-ইসলামী, ১৯৭৯), খ. ১, পৃ. ৪৯৬

১০৪. আল কুরআন, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ২৫-২৮; ৭১ : সূরা নূহ, আয়াত : ১-১০

www.nagorikpathagar.org

বাগ্মিতাপূর্ণ উপস্থাপনার জবাব দানে অক্ষম হয়ে বলতে লাগলো:[১০৫]

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

'হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট উদ্ধৃতির আকারে নূহ (আ)-এর খুতবা ও বায়ান সমূহের কিছু অংশ নাযিল করেছেন। এক স্থানে আল্লাহর এই প্রিয় নাবী স্বীয় কাওমের লোকদের সম্বোধন করেছেন এভাবে:[১০৬]

يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٥ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ٥

হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তা হলে আমি কি তা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি? আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরং তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখনা? আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা

১০৫. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত- ৩২
১০৬. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ২৮-৩১

www.nagorikpathagar.org

লাঞ্ছিত আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। সুতরাং এমন বললে আমি অন্যায়কারী হবো।

আল-কুরআনের অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর একটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন এভাবে:[১০৭]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٥ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ط إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥

আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াত সমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম স্থির কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হলো আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি।

আল্লাহর এই দৃঢ়চেতা পয়গম্বর স্বীয় প্রভূর নিকট মুনাজাতের ভঙ্গি ও রীতিতে নিজের ওয়া'আজ-নসীহত মূলক কর্ম-প্রচেষ্টার কথা বলেছেন, আল-কুরআন তার বর্ণনা দিয়েছে এভাবে:[১০৮]

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ط فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ٥ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ٥ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا لا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا لا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا لا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا لا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ط مَّا

---

১০৭. প্রাগুক্ত, ১০ : সূরা ইউনুস, আয়াত : ৭১-৭২
১০৮. প্রাগুক্ত, ৭১ : সূরা নূহ, আয়াত : ৫-২১

www.nagorikpathagar.org

لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّـــهِ وَقَارًا ۚ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۙ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ٥ وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۙ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ٥ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۙ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ٥ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٥

সে বললো: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দা'ওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দা'ওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ ধরেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। অতঃপর বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছো না। অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা, যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। নূহ বললো: হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে, আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে।

হযরত নূহ (আ) দীর্ঘকাল স্বীয় সম্প্রদায়কে সত্যপথের দিকে আনার জন্যে চেষ্টা করলেন কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তাঁর আহ্বানে কেউ সাড়া দিল না। অবশেষে তিনি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট হৃদয়ের আকুতি এমন ভাষায় প্রকাশ করলেন যা সেই ঐতিহাসিক প্লাবনের কারণ হয়ে গেল।[১০৯] আল-কুরআন উদ্ধৃতির আকারে নূহ (আ)-এর

১০৯. সীরাতে সরওয়ারে আলম, খ. ১, পৃ. ৪৯৬; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৪-৩৬

www.nagorikpathagar.org

সেই হৃদয়ের আর্তি বর্ণনা করেছে এভাবে:[১১০]

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ٥

'অতঃপর সে (নূহ) তার পালনকর্তাকে ডেকে বললো: আমি অক্ষম, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।'

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٥

'নূহ আরও বললো: হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী ও কাফির।'[১১১]

আল-কুরআনে নূহ (আ)-এর আরো বহু খুতবার অংশ বিশেষ পাওয়া যায়।

ইবরাহীম (আ)

নূহ (আ)-এর প্লাবন ও ইবরাহীম (আ)-এর জন্মগ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১২৬৩ বছর।[১১২] এ পৃথিবীর একেশ্বরবাদীদের ইমাম এবং বহু আম্বিয়ায়ে কিরামের উর্দ্ধতন পুরুষ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) খতীব আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এত যুক্তিবাদিতা, উপস্থিত কথা বলার ক্ষমতা এবং প্রমাণ উপস্থাপনের যোগ্যতা দান করেন যে, তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতিটি কথা ও যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে নিরুত্তর করে দিতে সক্ষম হতেন। ফলে তারা লজ্জায় মাথা নত করে পালাতে বাধ্য হতো। তাওরাতে তাঁর বাগ্মিতা ও যুক্তিবাদিতার নমুনা পাওয়া যায়।[১১৩] তবে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এই মহান একেশ্বরবাদী নাবীর তাবলীগ, ওয়া'আজ-নসীহত ও বাহাস-মুনাজারা ছাড়াও সৃষ্টি জগতের রহস্যাবলী ও সৃষ্টির বিস্ময়কর ব্যাপার নিয়ে তাঁর গভীর চিন্তা-অনুধ্যান এবং ধাপে ধাপে সত্যে উপনীত হবার যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাদ্বারা তাঁর অননুকরণীয় বাগ্মিতা ও বায়ানের যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আল-কুরআনের মোট পঁচিশটি সূরায় এ

১১০. আল-কুরআন, ৫৪ : সূরা আল কামার, আয়াত- ১০
১১১. প্রাগুক্ত, ৭১ :সূরা নূহ, আয়াত-২৬।
১১২. আছ-ছা'লাবী, পৃ.৭৬
১১৩. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৭০-৭৫

www.nagorikpathagar.org

মহান নাবীর আলোচনা এসেছে।[১১৪]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মস্থান বিষয়ে পণ্ডিতদের যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে।[১১৫] তবে যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তারা ছিল মূর্তির কারিগর ও মূর্তির ব্যবসায়ী। যে কাওমের মধ্যে বেড়ে ওঠেন সেই কাওম ও তাদের রাজা সকলেই ছিল অংশীবাদী মূর্তি উপাসক। কিন্তু যিনি হবেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম দিশারী, তিনি তো মূর্তির উপাসক হতে পারেন না। তাই নওজোয়ান ইবরাহীম (আ) হয়ে গেলেন মূর্তি সংহারক এবং চূড়ান্ত রকমের একেশ্বরবাদী।[১১৬] তিনি যখন আসমান ও যমীনের সর্বত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্বের স্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পেলেন এবং আল্লাহর ওয়াজূদ ও ওয়াহদানিয়াতের উপর দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হলো তখন স্বীয় জন্মদাতা মূর্তির কারিগর 'আযর'-কে সম্মোধন করে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বললেন:[১১৭]

أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥

'তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার কাওম স্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছো।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে:[১১৮]

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ ٥ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ ٥ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ٥ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِيْنَ ٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ٥ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِيْنَ ٥

আর আমি ইতোপূর্বে ইবরাহীমকে তার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললো: 'এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছো? তারা বললো: আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। সে বললো: তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছো এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। তারা বললো: তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমণ করেছো, না তুমি কৌতুক করছো? সে বললো: না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা,

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; কাসাসুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ১৪৯-১৬০; ড. মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআন পরিচিতি, (ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন্স, সং. ১, ১৯৯২), পৃ. ৫০
১১৫. দ্র. আস-সা'লাবী, পৃ. ৭৬
১১৬. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৭৯
১১৭. আল-কুরআন, ৬ : সূরা আল আন'আম, আয়াত- ৭৪
১১৮. প্রাগুক্ত, ২১ : সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ৫১-৫৭

www.nagorikpathagar.org

যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা! আল্লাহর কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

নাবী-রাসূলদের মা'সূম তথা যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব মহান আল্লাহর রাব্বুল 'আলামীনের। শিরক ও মূর্তিপূজার যাবতীয় পাপাচার থেকে দুরে থাকার সকল ব্যবস্থা তিনি ইবরাহীম (আ)-এর জন্মের পর থেকেই করেন। তাঁর একটু বুদ্ধি হলে সর্ব প্রথম একদিন মাকে প্রশ্ন করেন: মা, আমার রব কে? বললেন: আমি। ইবরাহীম প্রশ্ন করেন: তোমার রব কে? মা বললেন: তোমার পিতা। আবার প্রশ্ন করেন: তাহলে পিতার রব? বললেন: নামরূদ। আবার জানতে চান: নামরূদ-এর রব কে? এবার মা ছেলেকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন।[১১৯]

রাতের বেলা ইবরাহীম (আ) আকাশের নক্ষত্ররাজি প্রত্যক্ষ করেন। নক্ষত্রের মিটিমিটি আলো দেখে ভাবেন, এই কি আমার রব- আমার প্রতিপালক! যখন তা অস্ত গেল, বললেন, আমি এমন অস্তগামীদের ভালোবাসিনে।[১২০] তারপর দেখেন চন্দ্র ও সূর্যকে। তাদের আলো রাতের আকাশের নক্ষত্রের মিটিমিটি আলোর চেয়ে আরো উজ্জল ও আরো প্রখর। কিন্তু তারাও অস্ত যায়। তখন তিনি সত্যে উপনীত হলেন। তিনি স্বজাতির কালচার তথা শিরকের যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেন।[১২১] তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে যে জোরালো ভাষণটি দান করেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে তা উপস্থাপন করেছেন এভাবে:[১২২]

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَبَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ ٥ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ٥ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ ط وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ط وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ط فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

১১৯. আছ-ছা'লাবী, পৃ. ৭৮
১২০. আল-কুরআন, ৬:৭৬; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ৯৫
১২১. আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ৯২-৯৩
১২২. আল-কুরআন, ৬ : ৭৮-৮১

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখলো, বললো: এটি আমার প্রতিপালক। তারপর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন বললো: যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর সূর্যকে চক্ চক্ করতে দেখলো, বললো: এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বললো: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যে সব বিষয়কে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই। তার সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করলো। সে বললো: তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে বিতর্ক করছো; অথচ তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করিনা, তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে– যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক।

হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। তারপর মানব জাতির ইতিহাস বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলো প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড ফুলের উদ্যানে পরিণত হওয়ার এক অপরূপ দৃশ্য।[১২৩]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই ভাষণ আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল যে, তিনি একে স্বীয় হুজ্জাত বা দলীল-প্রমাণের মর্যাদা দান করেন। তিনি বলেন:[১২৪]

تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

এটি ছিলো আমার হুজ্জাত বা যুক্তি– যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা ও সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্য একটি দীর্ঘ ভাষণ উপস্থাপন করেছেন এভাবে:[১২৫]

---

১২৩. প্রাগুক্ত, ২১ ঃ ৫১-৭১, ২৯ ঃ ২৪, ৩৭ ঃ ৯৭-৯৮; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮০; আস-সা'লাবী, পৃ. ৮১-৮২ আল-কামিল ফিত তারীখ, খ.১, পৃ. ৯৯
১২৪. আল-কুরআন, ৬ : সূরা আল আন'আম., আয়াত- ৮৩
১২৫. প্রাগুক্ত, ২৬ : সূরা আশ শু'আরা, আয়াত : ৬৯-১০৪

www.nagorikpathagar.org

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيْمَ ه إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ه قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ ه قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ ه أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ ه قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ه قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُوْنَ ه أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ ه فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ه الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيْنِ ه وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ ه وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ه وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيْنِ ه وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّيْنِ ه رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ ه وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ ه وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ه وَاغْفِرْلِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ ه وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ه يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ه إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـــهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ه وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ه وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِيْنَ ه وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُوْنَ ه مِن دُونِ اللَّـــهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُوْنَ .فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ ه وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُوْنَ ه قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُوْنَ ه تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ه إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ه وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ه فَمَا لَنَا مِن شَافِعِيْنَ ه وَلَا صَدِيقٍ حَمِيْمٍ ه فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ه إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِيْنَ ه وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ه

আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। যখন তার পিতাকে এবং তার সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা কিসের ইবাদাত কর? তারা বললো: আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারা দিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ) বললো: তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? তারা বললো: না তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করতো। ইবরাহীম বললো: তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছো, যাদের পূজা করে আসছো, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষেরা? একমাত্র রাব্বুল 'আলামীন ব্যতিত তারা সবাই আমার শত্রু, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে হিদায়াত দান করেন, যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন। যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। আমি আশা করি তিনিই

www.nagorikpathagar.org

বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাদের পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। আমাকে জান্নাতুন না'ঈমের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর। আমার পিতাকে ক্ষমা কর-সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করোনা। সে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তি কোন উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। জান্নাত খোদাভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। তাদেরকে বলা হবে: তারা কোথায়- যাদের তোমরা পূজা করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা পারে কি প্রতিশোধ নিতে? অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। তারা সেখানে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বলবে: আল্লাহর কসম! আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তি তে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল 'আলামীনের সমতুল্য গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুস্কৃতিকারীরাই গোমরাহ করেছিল। অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং নেই কোন সহৃদয় বন্ধুও। হায়! যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

এই মহান একেশ্বরবাদী নাবী প্রতিমা পূজার পরিবেশের উপর এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন যে, কখনো পিতা আযর-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন, কখনো স্বীয় কাওমকে চিন্তা-ভাবনার আহবান জানান, আবার কখনো তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ তাগূত, মিথ্যা খোদায়ীর দাবীদার বাদশা নামরূদের সাথে তর্ক-বাহাস করে তাকে নিরুত্তর করে দেন।[১২৬] কুরআন মাজীদে সেই তর্ক-বাহাস বিধৃত হয়েছে এভাবে:[১২৭]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥

তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল

১২৬. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮১; সীরাতে সারওয়ারে 'আলম, খ. ১, পৃ. ৫১৬, আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ৯৮
১২৭. আল-কুরআন, ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত- ২৫৮

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললো আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বললো: আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললো: নিশ্চয় তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।

ইবন কুতায়বা (হি. ২৭৬/খ্রি. ৮৮৯) সাহীফা ইবরাহীম (আ)-এর মধ্য থেকে ইবরাহীম (আ)-এর একটি খুতবার কিছু অংশ 'আরবীতে ভাষান্তর করে উপস্থাপন করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সময়ের স্বৈরাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলেছেন, আল্লাহ তো তোমাকে বলেছেন:[১২৮]

أيها الملك المسلط المغرور المبتلى! إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولتبنى المدائن والحصون ولكنى بعثتك لتردعنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها ولو كانت من كافر ٥

ওহে মানুষের উপর জোরপূর্বক প্রভুত্বলাভকারী, মানুষকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপকারী অহঙ্কারী বাদশাহ! পৃথিবীতে তোমাকে এজন্যে পাঠায়নি যে, দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ পুঞ্জিভূত করে একটির উপর একটি সাজিয়ে রাখবে এবং শহর ও দুর্গ নির্মাণ করবে। আমি তোমাকে ক্ষমতা এজন্যে দান করেছিলাম যাতে তুমি আমার পক্ষ থেকে মজলুমদের আহ্বানে সাড়া দাও। কারণ আমি মজলুমের আহ্বান ফিরিয়ে দিই না- যদিও সে আহ্বান কোন কাফির মজলুমেরই হোক না কেন?

হযরত ইবরাহীম ছিলেন অতি বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল ও দয়ালু। পিতার প্রতি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি কোমলও। তিনি সর্বান্তকরণে তাঁর হিদায়াত কামনা করেছেন। তাই কখনো রূঢ় ভাষায়, আবার কখনো অতি নরম সুরে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে নানাভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। পিতার হিদায়াতের জন্যে তিনি কি পরিমাণ উদ্বেগাকুল ছিলেন, তার একটি চিত্র আল-কুরআনে এভাবে পাওয়া যায়:[১২৯]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ٥ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٥ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ

১২৮. ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ৬১
১২৯. আল-কুরআন, ১৯ : সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৪১-৪৫

www.nagorikpathagar.org

الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّا ٥ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٥

আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নাবী। যখন সে তার পিতাকে বললো: হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার 'ইবাদাত কেন কর? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাবো। হে আমার পিতা! শয়তানের 'ইবাদাত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।

ইবরাহীম (আ)-এর পুত্রসুলভ এমন মিষ্টি-মধুর আবেদনের প্রেক্ষিতে পিতার যেখানে কিছুটা নরম হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে বরং আরো কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে নাম ধরে সম্বোধন করে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ) যে ভাষায় পিতার কথার জবাব দেন তা শোনা এবং স্মরণ রাখার যোগ্য। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিম্নরূপ:[১৩০]

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ٥ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٥ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٥

পিতা বললো: হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবো। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও ইবরাহীম বললো: তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালন কর্তার কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত যাদের 'ইবাদাত কর তাদেরকে। আমি আমার পালনকর্তার 'ইবাদাত করবো। আশা করি, আমার পালনকর্তার 'ইবাদাত করে আমি বঞ্চিত হবো না।

১৩০. প্রাগুক্ত, ১৯ : সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৪৬-৪৮

www.nagorikpathagar.org

লূত (আ)

লূত ইবন হারান ইবন তারিহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর ঈমান আনেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। আল্লাহ বলেন:[১৩১]

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي

'অতঃপর তাঁর (ইবরাহীম) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো লূত। ইবরাহীম বললো, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি।'

হযরত লূত (আ) তাঁর চাচা ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ভ্রমণে বের হন। মিসর ভ্রমণের সময় ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ছিলেন। মিসরের বাদশাহ ইবরাহীম (আ)-এর মত লূত (আ)-কেও প্রচুর অর্থ-সম্পদ উপঢৌকন দেন। তারপর পারস্পারিক সন্তুষ্টি ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উভয়ে পৃথক হয়ে যান এবং লূত (আ) জর্দানের সীমানায় 'সাদূম' নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন।[১৩২] কুরআন মাজীদের একাধিক সূরায় লূত (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে সব বর্ণনার সারকথা এই যে, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা অশ্লীল ও অপকর্মের বিশেষ এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে লজ্জা-শরমের বিলুপ্তি ঘটেছিল। তাই তারা খারাপকে খারাপ বলে জানা এবং ভালোকে গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা এমন কিছু গর্হিত ও অশ্লীল কর্মের সূচনা করে যা তাদের পূর্বে সৃষ্টিজগতের আর কেউ কোন দিন করেনি। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে হযরত লূত (আ)-এর বক্তব্য তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:[১৩৩]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ٥
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ٥

আর প্রেরণ করেছি আমি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের পূর্বে আর কেউ করেনি। তোমরা পুংমৈথুনে লিপ্ত আছো, রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মাজলিসে গর্হিত কর্ম করছো।

হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের জাতিগত ভাবে যৌন-রুচির বিকৃতি ঘটে। তারা নারীদের সাথে যৌন কর্মের পরিবর্তে পুংমৈথুনে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একাজ তারাগোপনে নয়

---

১৩১. প্রাগুক্ত, ২৯ : সূরা আনকাবূত, আয়াত- ২৬

১৩২. সীরাতে সরওয়ারে 'আলম, খ. ১, পৃ. ৫২১; ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়, (কায়রো: দার-আদ-দায়না লিত-তুরাস, সং. ১, ১৯৮৮), খ. ১, পৃ. ১৬৪-১৬৫৬; আস-সা'লাবী, পৃ. ১০৯; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ১১৮

১৩৩. আল-কুরআন, ২৯ : সূরা আনকাবূত, আয়াত : ২৮-২৯

www.nagorikpathagar.org

বরং প্রকাশ্যে করতো। এ জন্যে তাদের মধ্যে কোন গ্লানি বা পাপবোধ ছিল না। আল্লাহর নাবী লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে এমন নোংরা ও অশ্লীল পাপাচার ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বহু উপদেশমূলক বক্তৃতা-ভাষণ দেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান; কিন্তু তারা লূত (আ)-এর কথায় কর্ণপাত করলো না। তখন আল্লাহপাক ফিরিশতা পাঠিয়ে গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেন।[১৩৪]
আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)এর উপদেশমূলক বক্তৃতা ভাষণের কিছু অংশ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:[১৩৫]

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ٥ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ٥

এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কাম বশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছো।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُوْنَ ٥ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ٥

স্মরণ কর লূত-এর কথা, সে তাঁর কাওমকে বলেছিলো, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছো? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছো। তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়।[১৩৬]

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ٥ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوْنِ ٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ ٥ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ ٥ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ٥ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ ٥ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ٥

লূত-এর সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই লূত

১৩৪. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১১২-১১৩; ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআন, (মিসর: দারু ইয়াহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা), খ.২,পৃ.২৩০; আস-সা'লাবী, পৃ. ১১০; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ.১, পৃ. ১১৮
১৩৫. আল-কুরআন, ৭ : সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৮০-৮১
১৩৬. প্রাগুক্ত, ২৭ : সূরা নামল, আয়াত : ৫৪-৫৫

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে বললো, তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তা দেবেন। সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তারা বললো: হে লূত তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিস্কৃত করা হবে। লূত বললো: আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবাবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।[১৩৭]

এভাবে আল-কুরআনের সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত- ৮০-৮১; হূদ, আয়াত- ৭৭-৮৩; আল-হিজর, আয়াত- ৬১-৭৫ সহ বিভিন্ন স্থানে লূত (আ)-এর বক্তৃতা-ভাষণের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

হূদ (আ)

হযরত হূদ (আ)-এর আগমন ঘটেছিল যে জাতির নিকট তাদের ছিল ভাষার প্রবল দাপট। তিনিও তাদেরকে অনুরূপ বাগ্মিতা এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনার মাধ্যমে উপদেশ দান ও নীতিকথা শোনাতে থাকেন। কিন্তু খোদাদ্রোহী জাতি তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়:[১৩৮]

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَـٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥

'তারা বললো, তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এ সব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা শাস্তি প্রাপ্ত হবো না।'

হূদ (আ) 'আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হন। এ জাতি 'আরব উপ-দ্বীপের 'আল-আহকাফ' নামক স্থানের অধিবাসী ছিল।[১৩৯] শক্তি, ক্ষমতা ও দাপটের সাথে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও

১৩৭. প্রাগুক্ত, ২৬ : সূরা আশ শু'আরা, আয়াত : ১৬০-১৬৯।
১৩৮. প্রাগুক্ত, ২৬:১৩৬-৩৮
১৩৯. واذكر أخاك عاد. إذ أنذر قومه بالأحقاف (আল-কুরআন, ৪৬:২১); আস-সা'লাবী বলেন, তারা ইয়ামানের অধিবাসী ছিল। (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬৪)

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞান-গরিমায় তারা ইতিহাসে প্রবাদ তুল্য হয়ে আছে।[১৪০] হযরত নূহ (আ)-এর পরে হূদ (আ)-এর আলোচনা এসেছে।

হযরত হূদ (আ) স্বীয় জাতির সামনে নিজেকে একজন আল্লাহর বিশ্বস্ত রাসূল বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন, তিনি কোন মজুরি, প্রতিদান অথবা পার্থিব অন্য কোন প্রকার ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে সত্যের এ প্রচারণা চালাচ্ছেন না। বরং এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের কামিয়াবীই তাঁর লক্ষ্য। জাতিকে শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান, আল্লাহর একত্বের প্রতিষ্ঠা এবং লোকদের তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্য শিক্ষাদানই ছিল তার বক্তৃতা- ভাষণের মূল কথা।

কুরআন মাজীদ হযরত হূদ (আ)-এর উপদেশমূলক বক্তৃতা-ভাষণের কিছু নমুনা মানব জাতির পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করেছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত হূদ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে যে সকল উপদেশমূলক বক্তৃতা-ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃতির আকারে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা তার থেকে কিছু অংশ উপস্থাপন করছি। এক স্থানে আল-কুরআন বলছে:[১৪১]

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ٥ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوْنِ ٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَ بِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُوْنَ ٥ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ٥ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ٥ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوْنِ ٥ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُوْنَ ٥ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِيْنَ ٥ وَجَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ ٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥

'আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললো: তোমাদের কি ভয় নেই? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো রাব্বুল আলামীনের উপর। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছো? এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁকে, যিনি

---

১৪০. যায়ন 'আবিদীন, কাসাসুল কুরআন,(ভরত: মারকাযুল মা'আরিফ, সং. ১, ১৯৯৪), পৃ. ৭৫-৭৬; সীরাতে সারওয়ারে 'আলম, খ. ১, পৃ. ৪৯৯; কুরআন পরিচিতি, পৃ. ৪৮

১৪১. আল-কুরআন, ২৬ : সূরা আশ শু'আরা, আয়াত : ১২৩-১৩৫

www.nagorikpathagar.org

তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুস্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান এবং উদ্যান ও ঝরনা। আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।

কুরআন মাজীদের একটি সূরার নাম এই সত্যের পতাকাবাহী নাবীর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যেও তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলা উদ্ধৃতি আকারে পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন:[১৪২]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُوْنَ ه يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ه وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ه

আর 'আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছি। সে বললো: হে আমার জাতি! আল্লাহর 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছো। হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা; আমার প্রতিদান তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবু তোমরা কেন বোঝ না? হে আমার কওম! তোমাদের রবের কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না।

হযরত হূদ (আ)-এর এসব মর্মস্পর্শী ভাষণের জবাবে তাঁর সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ উত্তর দিল। বললো: আপনি তো আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসেননি। আমরা শুধু আপনার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। আমরা আপনার উপর ঈমানও আনবো না।[১৪৩] তারপর হযরত হূদ (আ) তাদেরকে সম্বোধন করে যে ভাষণটি দান করেন, আল-কুরআনের ভাষায় তা নিম্নরূপ:[১৪৪]

قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ه مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُوْنِ ه إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ه فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا

১৪২. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৫০-৫২
১৪৩. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৫৩-৫৪
১৪৪. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৫৪-৫৭

www.nagorikpathagar.org

أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٥

হূদ বললো; আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছো। তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি, যিনি আমার এবং তোমাদের রব। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। নিশ্চয় আমার রব সিরাতে মুসতাকীমের উপর আছেন। তবুও যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌঁছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, আর আমর রব অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থালাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমর রব প্রতিটি বস্তুর হিফাজতকারী।

হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের নেতারা যখন তাঁকে নির্বোধ ও মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে চাইলো, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে যে সকল ভাষণ দেন তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[১৪৫]

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَـٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ٥ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

সে বললো; হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি রাব্বুল 'আলামীনের একজন রাসূল। তোমাদেরকে আমার রবের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী, বিশ্বস্ত। তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে একজনের নিকট বাচনিক উপদেশ এসেছে– যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কাওমে নূহের পর স্থালাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর–যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।

১৪৫. প্রাগুক্ত, ৭ সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৬৭-৬৯

www.nagorikpathagar.org

সালিহ্ (আ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বহুশত বছর পূর্বে 'আরব উপ-দ্বীপে একজন নাবীর আবির্ভাব হয়, যিনি তাঁর পয়গম্বর সুলভ বাগ্মিতা ও বর্ণনার দ্বারা স্বীয় কাওমকে সত্য ও সঠিক পথে আসার আহ্বান জানান। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল বক্তৃতা-ভাষণ দান করেন কুরআন মাজীদে তার কিছু বর্ণিত হয়েছে। স্বজাতির লোকেরা যখন তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি তখন তিনি তাদের সম্বোধন করেন এভাবে:[১৪৬]

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ٥

হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছি কিন্তু তোমরা তো হিতোপদেশ দানকারীদেরকে পসন্দ কর না।

আল্লাহর এই মনোনীত নাবীর নাম সালিহ (আ)। তিনি সামূদ জাতি[১৪৭] অথবা দ্বিতীয় 'আদ-জাতির হিদায়াতের জন্যে প্রেরিত হন।

হযরত সালিহ (আ) খোদাদ্রোহী ও অহঙ্কারী জাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন। মানুষকে তিনি সৎ পথে আনার জন্যে ওয়া'আজ-নসীহত করতেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন 'আরব নাবী, এজন্যে ওয়া'আজ-নসীহতের কাজটি তিনি হয়তো 'আরবী ভাষাতেই করে থাকবেন। সে ক্ষেত্রে 'আরবী ভাষায় তাঁর বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জল বর্ণনার পূর্ণ দক্ষতা ছিল। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমরা তাঁর বক্তৃতা-ভাষণের যে নমুনা পাই তার থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে ধরবো। হযরত সালিহ (আ) স্বীয় কাওমের কর্মদক্ষতা, প্রাচুর্য এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন:[১৪৮]

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ٥ فَاتَّقُوا اللهَ

---

১৪৬. প্রাগুক্ত, ৭ ঃ ৭৯

১৪৭. সামূদ জাতি প্রথম 'আদ জাতির প্রায় দু'শো বছর পরে 'আরব উপ-দ্বীপে বর্তমান মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর-পশ্চিমে 'হিজর' উপত্যাকার অধিবাসী ছিল। স্থানটি বর্তমান সৌদি 'আরবের 'আল-'উলা' নগরীর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এবং 'মাদায়িনে সালিহ' নামে প্রসিদ্ধ। কুরআন মাজীদের সূরা আল-আ'রাফের ৭৪ তম আয়াতে তাদেরকে 'আদ-এর স্থলাভিষিক্ত বলা হয়েছে। এ জাতি কৃষি, শিল্প ও কারিগরি বিদ্যায় দারুন উন্নতি লাভ করে। (আবুল আ'লা মাওদূদী, তাফহীমুল কুআন, বাংলা অনু. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫, খ. ২, পৃ. ২৭৭-৭৯; আনওয়ারে আম্বিয়া, পাকিস্তান: গোলাম 'আলী সন্স, ১৯৮৫, পৃ. ৫; আস-সা'লাবী, পৃ. ৬৯)

১৪৮. আল-কুরআন-২৬ ঃ ১৪২-১৫২

www.nagorikpathagar.org

وَأَطِيعُونِ ٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ٥ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ٥ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ٥ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ٥

যখন তাদের ভাই সালিহ্ তাদেরকে বললো: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন দিবেন। তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরনা সমূহের মধ্যে? শস্য-ক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর সীমা লংঘনকারীদের আদেশ মান্য করোনা–যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।

- আল্লাহর এই নাবী স্বজাতিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকার এবং আল্লাহর ওয়াহ্দানিয়াত ও তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ রাখার শিক্ষা দিচ্ছেন এভাবে:[১৪৯]

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ٥

সে বললো: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী–তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবে। একে কোন কষ্ট দিবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে 'আদ জাতির পরে স্থলাভিষিক্ত করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং

১৪৯. প্রাগুক্ত, ৭ : সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৭৩-৭৪

www.nagorikpathagar.org

পর্বতের গা খুঁড়ে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

অন্য এক স্থানে তিনি স্বীয় কাওমকে সম্বোধন করেছেন এভাবে:[১৫০]

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٥
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ٥ وَيَا قَوْمِ هَـٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ٥

সে বললো: হে আমার জাতি! আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই যামীন হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চলো। আমার রব নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই।.... সালিহ বললো: হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার রবের পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি, আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তাঁর থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতিসত্ত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে।

হযরত সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রীটি সামূদ জাতির এলাকায় স্বাধীন ভাবে চরে বেড়াতো। ঘাস-পাতা খেত, পানি পান করতো। নাবী সালিহ (আ) উষ্ট্রীর ব্যাপারে শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েন–না জানি ছামূদ জাতির নির্বোধ ব্যক্তিরা তার কোন ক্ষতি করে বসে! তাই তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া সালিহ (আ) আল্লাহর নির্দেশমত সামূদ জাতি ও উষ্ট্রীর পানি পানের পালাও নির্ধারণ করে দেন।[১৫১] তিনি বলেন:[১৫২]

لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

---

১৫০. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৬১, ৬৩-৬৪
১৫১. আবুদল মালিক ইবন হিশাম, আবু মুহাম্মদ, কিতাবুত তীজান ফী মুলূকি হিমায়ার, (হায়দারাবাদঃ মাতবা'আতু দাইরাতিল মা'আরিফ আল-'উসমানিয়্যা, সং. ১, ১৩৪৭ হি.), পৃ ৩৭৪
১৫২. আল-কুরআন, ২৬ : সূরা আশ শু'আরা, আয়াত- ১৫৫

www.nagorikpathagar.org

'এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে
আছে পানি পানের পালা-নির্দিষ্ট এক-একদিনের।'

হযরত সালিহ (আ)-এর সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তাঁর স্বজাতির লোকেরা তাঁর কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করলো না এবং বার বার বারণ করা সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শন উষ্ট্রীকে হত্যা করার মত চরম হঠকারী কাজ করে বসলো তখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। ধ্বংসের পর তাদেরকে সম্বোধন করে উপহাসের ভঙ্গিতে সালিহ (আ) বললেনঃ

يٰقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ۝

'আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের বানী তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়েছি, তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা উপদেশদানকারীদের তো পছন্দ করতে না। তাই তাদের কথা কর্ণপাত করনি এবং তাদের অনুসরণও করনি। তাই তোমাদের এ ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে।'[১৫৩]

শূ'আয়ব (আ)

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই শূ'আয়ব (আ) সম্পর্কে আলোচনা করতেন, বলতেন:[১৫৪] ذَاكَ خَطِيْبُ الأنبياء তিনি হচ্ছেন নাবীদের খতীব।' ইবন হিব্বান তাঁর সাহীহ গ্রন্থে নাবী-রাসূলদের আলোচনা প্রসঙ্গে আবু যার (রা)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'হে আবূ যার! হূদ, সালিহ, শূ'আয়ব এবং তোমার নাবী–এই চারজন 'আরবের লোক।'[১৫৫] মূলতঃ হযরত শূ'আয়ব (আ) ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী ব্যক্তি। ভাষার মাধুর্যে, অতুলনীয় সম্বোধন রীতিতে, অনুপম বর্ণনা ভঙ্গিতে এবং প্রাঞ্জল উপস্থাপনা বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন একক ও অনন্য। এ কারণে তিনি 'খাতীবুল আম্বিয়া' উপাধি লাভ করেছেন।[১৫৬] আল-জাহিজ (২৫৫/৮৬৯)-এর মতে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে তাঁর আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের কানে তাঁকে অতি মর্যাদাবান করে শুনিয়েছেন, তাই তিনি এ উপাধি লাভ করেছেন।[১৫৭] ইবন কাসীর (হি.৭৭৪) বলেন:[১৫৮]

১৫৩. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২২৯-৩০
১৫৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১, পৃ. ১৮৫; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ১৫৭
১৫৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১, পৃ. ১৮৪
১৫৬. কাসাসুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩১৬
১৫৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২০১
১৫৮. তাফসীরুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২৩১

www.nagorikpathagar.org

شعيب الذى يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته.

'শূ'আয়ব–যাঁকে তাঁর বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বর্ণনা ও পর্যাপ্ত উপদেশের জন্যে খাতীবুল আম্বিয়া বলা হয়।' আসল কথা হলো, তিনি তার সম্প্রদায়কে স্বীয় রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে যে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও উঁচু মানের ভাষার ব্যবহার করেছেন এবং অলঙ্কারমণ্ডিত বাগ্মিতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার জন্যে পূর্ববর্তীকালের অনেকে তাঁকে খাতীবুল আম্বিয়া বলেছেন।[১৫৯]

'আল্লামা 'আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার বলেন।[১৬০]

ويسميه المفسرون خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وبراعته فى إقامة الحجة عليهم ودحض حججهم.

'তার কাওমের বক্তব্যের সুন্দরভাবে জবাব দান, তাদের বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি উপস্থাপন এবং তাদের যুক্তি খণ্ডনের পারদর্শিতার জন্য মুফাস্সিরগণ তাঁকে 'খাতীবুল আম্বিয়া' নাম দিয়েছেন।' তিনি স্বীয় কাওমকে সম্বোধন করে বক্তৃতা-ভাষণ দানের ক্ষেত্রে এক অনুপম পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, এজন্যই তাঁকে 'খাতীবুল আম্বিয়া' বলা হয়েছে।

আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে হযরত শূ'আয়েবই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে দুইটি কাওম বা জাতির প্রতি পাঠানো হয়।[১৬১] তাঁর পূর্বে আর কেউ দুটো জাতির প্রতি প্রেরিত হননি। প্রথমে তিনি মাদায়েনবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। সেখান কার লোকেরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খোদ্রোহিতা পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়। তারপর তাঁকে "আয়কা"-এর অধিবাসীদের প্রতি পাঠানো হয়। "আয়কা" ছিল মাদায়েন-এর দিহাতী বেদুঈন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। তাদেরকেও তিনি অনেক ওয়া'আজ-নসীহত করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। অবশেষে তাদের অবাধ্যতা মাত্রা অতিক্রম করে গেলে আল্লাহ্ তাদেরকেও ধ্বংস করে দেন।[১৬২]

যে মানব সমাজের পরিশুদ্ধির জন্যে হযরত শূ'আয়বকে পাঠানো হয়, তারা ছিল ভীষণ জটিল প্রকৃতির। বৈষয়িক প্রাচুর্য এবং নৈতিকতার অধঃপতন-এ দুইটি উপাদানের সম্মিলনে তাদের মধ্যে মানবতার অপমৃত্যু ঘটে।[১৬৩] তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কঠিন কাজটি করার জন্যে যে শক্তিশালী বর্ণনা ক্ষমতা, জোরালো ভাষা ও

---

১৫৯. আহমাদ আবদুর রহমান আল-বান্না, আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলুগ আল-আমানী, (কায়রো: দারুশ শিহাব), খ. ২০, পৃ. ২৬)

১৬০. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৪৫

১৬১. আল-কামিল ফিতা-তারীখ, খ. ১, পৃ. ১৫৮

১৬২. মুফতী মুহাম্মদ শফী', তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, অনু. ও সম. মুহিউদ্দীন খান, (খাদেমুল হারামইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প), পৃ. ৪৬৩; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ১৫৭-১৫৯

১৬৩. আস-সা'লাবী, পৃ. ১৭৬-১৭৭

www.nagorikpathagar.org

বাগ্মিতার প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ পাক তাঁকে তা দান করেন। তাই আল-কুরআনে আমরা দেখতে পাই, এই খাতীবুল আম্বিয়া তাঁর স্বজাতিকে কখনো তাওহীদের দা'ওয়াত দিচ্ছেন, তাদেরকে নূহ, হূদ, সালিহ, লূত প্রমুখ অতীত নাবীদের কাওমের পরিণতির কথা তুলে ধরে অহংকার ও খোদাদ্রোহিতা ত্যাগ করার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। আবার কখনো তাদের সামনে নিজেকে একজন নিঃস্বার্থ হিতাকাংখী হিসেবে উপস্থাপন করে মনোরম ভাষা ও ভঙ্গিতে ওয়া'আজ-নসীহত করছেন।

হযরত শূ'আয়ব (আ)-এর বিচিত্রমুখী খুতবার কিছু অংশ আল্লাহ আল-কুরআনে মানব জাতির জন্যে সংরক্ষণ করে দিয়েছেন। যাতে অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষ তা থেকে উপদেশ লাভ করতে পারে। সেই সকল খুতবার কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি মাদায়ানবাসীদের সম্বোধন করে যে সকল খুতবা দান করেন, তার একটি আল- কুরআন বর্ণনা করছে এভাবে:[১৬৪]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ٥

আমি মাদয়ানে তাদের ভাই শূ'আয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বললো: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং পৃথিবীতে সংস্কার সাধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। এই হলো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকোনা যে, আল্লাহ-বিশ্বাসীদের হুমকি দিবে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য

১৬৪. আল-কুরআন, ৭ : সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৮৫-৮৭

www.nagorikpathagar.org

কর কিরূপ খারাপ পরিণতি হয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের। আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল ঈমান না আনে, তবে সবর কর যে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

অন্য এক স্থানে আমরা দেখতে পাই, তিনি একই বিষয়-বস্তু ভিন্ন পদ্ধতিতে স্বজাতির নিকট উপস্থাপন করছেন। আল্লাহ বলেন:[১৬৫]

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ٥ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ٥

সে বললো: হে আমার কাওম! আল্লাহর 'ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায়ই দেখছি কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের 'আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। আল্লাহ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই।

হযরত শূ'আয়ব (আ)-এর এই ভাষণের পর তার কাওমের প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য আল-কুরআনে এভাবে এসেছে:[১৬৬]

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ٥

তারা বললো, হে শ'আয়ব, আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐ সব উপাস্যদেরকে ছেড়ে দিব, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করতো? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দিব? আপনি তো একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ও সৎ পথের পথিক।

তাদের জবাবে শূ'আয়ব (আ) যে ভাষণটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[১৬৭]

---

১৬৫. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৮৪-৮৬
১৬৬. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৮৭
১৬৭. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৮৮-৯০

www.nagorikpathagar.org

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ० وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ० وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ०

শূ'আয়ব (আ) বললো; হে আমার স্বজাতি! তোমরা কি মনে কর আমি যদি আমার রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি, আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?)। আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হবো, আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তারই প্রতি ফিরে যাই। হে আমার জাতি! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নূহ বা হূদ অথবা সালিহ (আ)-এর কাওমের মত নিজেদের উপর 'আযাব ডেকে আনবে না। আর লূত-এর জাতি তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তারই দিকে ফিরে এসো। নিশ্চয় আমার রব খুবই মেহেরবান, অতি স্নেহময়।

তাঁর স্বজাতির লোকেরা প্রত্যুত্তর করলো এভাবে:[১৬৮]

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ०

তারা বললো: হে শূ'আয়ব, আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি বলে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন।

তাদের এমন বক্তব্যের জবাবে হযরত শ'আয়ব (আ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন:[১৬৯]

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ० وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن

১৬৮. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৯১
১৬৯. প্রাগুক্ত, ১১ : সূরা হূদ, আয়াত : ৯২-৯৩

www.nagorikpathagar.org

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ٥

শূ'আয়ব বললো: হে আমার জাতি! আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পিছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার রবের আয়ত্তে রয়েছে। হে আমার জাতি! তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও আমিও কাজ করছি। অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর 'আযাব আসে, আর কে মিথ্যবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।

হযরত শ'আয়ব (আ) মাদয়ানের পর আল-আয়কায় যান এবং তথাকার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যেও অনেক বক্তৃতা-ভাষণ দান করেন। পবিত্র কুরআনে তার কিছু বর্ণিত হয়েছে। সূরা আশ-শূ'আরা'র ১৭৬ থেকে ১৮৪ আয়াত পর্যন্ত এমন একটি ভাষণ বর্ণিত হয়েছে। শূ'আয়ব (আ)-এর স্বজাতির লোকেরা যখন তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করলো না এবং অবাধ্যতার সীমা লংঘন করলো তখন আল্লাহর 'আযাব তাদের উপর আপতিত হলো। চিরতরে তারা পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের পর তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন:[১৭০]

ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين ٥

আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছি, তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা তা অমান্য করে এ বিপদ, এ ধ্বংস ডেকে এনেছো। তাই তোমাদের জন্যে আমার কোন আফসোস, কোন সমবেদনা নেই। কাফির সম্প্রদায়ের জন্যে আমি সমবেদনা জানাতে পারি কি ভাবে?

মূসা কালীমুল্লাহ (আ)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর অতি মর্যাদাবান ও দৃঢ়প্রত্যায়ী এই নাবীর উপর একটি কঠিন ও ভারী মিশন অর্পন করেন। মানব ইতিহাসের এক জঘন্য স্বৈরাচারী জালিম, মিসরের ফির'আওন বংশের শাসকের সামনে আল্লাহর কালেমা তুলে ধরার এবং বানূ ইসরাইলকে তার অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করে সংশোধন করার এক কঠিন দায়িত্ব তাঁর উপর অপির্ত হয়। আর এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন ছিল বাগ্মিতা ও বাকপটুতা। কিন্তু হযরত মূসার (আ) জিহ্বায় ছিল জড়তা ও তোৎলামি। তিনিও বুঝতেন,

১৭০. ইবন কাছীর, তাফসীর, খ. ২, পৃ. ২৩৩

www.nagorikpathagar.org

রিসালাতের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে বায়ান ও বাগ্মিতার যোগ্যতা একটি মৌলিক প্রয়োজন, তাই তিনি সীনা পর্বতে আল্লাহর দরবারে 'আরজ করেন:[১৭১]

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي

আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহ্বাও চলমান নয়

আল-জাহিজ 'আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী বাকশিল্পীদের সম্পর্কে আলোচনা এবং 'আরবী খিতাবা শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করে যে অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তার সূচনাতেই তিনি হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর একটি আফসোসের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বীয় জিহ্বার জড়তা ও তোৎলামি এবং সাবলীল বর্ণনা ক্ষমতা ও প্রচণ্ড বাগ্মিতা শক্তি–যা একজন বক্তার থাকা প্রয়োজন–তা তাঁর মধ্যে না থাকার বিষয়টি প্রভুর নিকট উপস্থাপন করেছেন। আল-জাহিজ বায়ান ও বাগ্মিতার জন্যে দুইটি ত্রুটি-কথা বলতে বলতে জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া এবং প্রকাশ ও ব্যক্ত করতে অক্ষম হওয়া, সম্পর্কে আলোচনার পর লিখেছেন:[১৭২]

وسأل الله عز وجل موسى بن عمران عليه السلام، حين بعثه إلى فرعون بإبلاغ رسالته، والإبانة عن حجته، والإفصاح عن أدلته، فقال حين ذكر العقدة التي كانت في بيانه : واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ه

মূসা ইবন 'ইমরান (আ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন- যখন আল্লাহ তাঁকে স্বীয় বাণী ফির'আওনের নিকট পৌঁছানো, তাঁর যুক্তি স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা এবং দলীল-প্রমাণ সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করার জন্যে পাঠান। তিনি স্বীয় ভাষার জড়তা এবং বর্ণনায় বাঁধ বাঁধ অবস্থার কথা স্মরণ করে 'আরজ করেন: 'প্রভু হে, আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[১৭৩]

হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নিকট আরো প্রার্থনা করেন:[১৭৪]

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي

'আর আমার ভাই হারুন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে।'

---

১৭১. আল-কুরআন, ২৬ : সূরা আশ শূ'আরা, আয়াত- ১৩; কুরআন পরিচিতি, পৃ. ৫৪
১৭২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৭-৮
১৭৩. আল-কুরআন, ২০ : সূরা তা-হা, আয়াত- ২৭
১৭৪. প্রাগুক্ত, ২৮ : সূরা কাসাস, আয়াত- ৩৪

www.nagorikpathagar.org

হযরত মূসা (আ)-এর এ প্রার্থনা দ্বারা বুঝা যায়, রিসালাত ও দা'ওয়াতের জন্যে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। আল-জাহিজ বলেছেন:[১৭৫] قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى (তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো।) দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা কালীমুল্লাহর জিহ্বার জড়তা থেকে মুক্তি এবং হারূনকে নবুওয়াত দান, দুইটি দু'আই কবুল করেছিলেন।[১৭৬]

ফির'আওন যেহেতু মূসা (আ)-এর জিহ্বার জড়তা সম্পর্কে জানতো এবং নিজেকে একজন বাকপটু ও বাগ্মী বলে মনে করতো, তাই সে পারিষদবর্গকে বললো:[১৭৭]

أم أنا خيرٌ من هذا الذى هو مهين ولايكاد يبين ٥

'আমি কি এই ব্যক্তির চেয়ে ভালো নই যে একজন নীচ ও নগন্যও বটে
এবং বয়ান ও বাগ্মিতা শক্তি থেকেও বঞ্চিত?'

এ কারণে হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হারূনকে সহযোগী করার প্রার্থনা করে বলেন:

هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا

সে আমার চেয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী।

এখানে পরোক্ষভাবে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত মূসা (আ) ছিলেন فصيح اللسان বা সাধারণ বিশুদ্ধভাষী, আর তাঁর ভাই হারূন (আ) ছিলেন أفصح البيان বা চূড়ান্ত রকমের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী। কিন্তু যেখানে চূড়ান্ত রকমের বিশুদ্ধ ভাষীর প্রয়োজন হয় সেখানে শুধু فصيح বা সাধারণ বিশুদ্ধভাষী দিয়ে কাজ হয় না। আল-জাহিজ বলেন:[১৭৮] 'হযরত মূসা (আ)- এর এ কথা বলা যে, হারূন আমার চেয়েও বেশী বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী, তাঁকে আমার সহযোগী করে দিন, আমার বুক সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আমার ভাষা সাবলীল নয়। এতে তাঁর এই বোধ প্রচ্ছন্ন ছিল যে, যুক্তি–তর্ক খুবই স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করতে হবে এবং প্রমাণ খুব যুৎসই করে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে মানুষ তারই দিকে ঝুঁকে পড়ে, মানুষের মন-মগজে কথা বসে যায় এবং তাদের অন্তরে দ্রুত প্রভাব পড়ে। যদিও তিনি নিজের প্রয়োজন মেটাতে এবং স্বল্প চেষ্টার পর নিজের কথাকে তাদের মনের মধ্যে বসিয়ে দিতে সক্ষম।'

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ)-কে জিহ্বার জড়তা ও তোৎলামি থেকে মুক্তি দেন এবং তিনি আল্লাহর অগণিত মু'জিযা লাভের সাথে সাথে বায়ান ও বাগ্মিতা দ্বারা মানুষের নিকট সত্যের দা'ওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে আল-জাহিজ বলেন:[১৭৯]

---

১৭৫. প্রাগুক্ত, ২০ : সূরা তা-হা, আয়াত- ৩৭
১৭৬. আল-বায়ান, খ. ১, পৃ. ৮
১৭৭. আল-কুরআন, ৪২ : সূরা শূরা, আয়াত- ৫২
১৭৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৭
১৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

www.nagorikpathagar.org

ومع ما أعطى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، من الحجة البالغة ومن العلامات الظهرة، والبرهانات الواضحة، إلى أن حل الله تلك العقدة وأطلق تلك الحبسة، وأسقط تلك المحنة.

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে চূড়ান্ত রকমের হুজ্জাত, প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি দানের সাথে সাথে জিহ্বার জড়তা খুলে দেন, বাঁধা দূর করেন এবং ঐ কষ্টের সমাপ্তি ঘটান।

কুরআন মাজীদে আম্বিয়ায়ে কিরামের বক্তৃতা-ভাষণের বহু অংশ আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। যার কিছু অংশ বেশ দীর্ঘ। তবে মূসা (আ)-এর ভাষা-অলঙ্কার ও ভাষা-সৌন্দর্যের মূল রহস্য হলো সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক। একারণে আল-কুরআনে তাঁর উপদেশবাণী খুব চুম্বক কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে তা অত্যন্ত স্থান ও কাল উপযোগী এবং গভীর তাৎপূর্ণ। যেমন ফির'আওনের দরবারের মুনাজারা বা তর্ক-বাহাছ, যার কিছু নমুনা আল-কুরআনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর দু'আ কবুল করার পর মূসা ও হারূন উভয়কে নির্দেশ দিলেন, যাও ফির'আউনকে বলো:[১৮০]

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ ... إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

আমরা দুইজন তোমার প্রতিপালকের রাসূল বা দূত। .. আমরা ওয়াহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তার উপর আযাব পড়বে।

ফিরআউন বললো : فمن ربكما يا موسى؟ - তবে হে মূসা তোমাদের সেই পালনকর্তা কে?

মূসা (আ) বললেন : ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى - আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতপর পথ প্রদর্শন করেছেন।

ফিরআউন আবার প্রশ্ন করলো : فَمَا بَالُ الْقُرُوْنُ الْأُوْلَى - তাহলে অতীত লোকদের অবস্থা কি?

আল্লাহর নাবী হযরত মূসা (আ) দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন : عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتَاب، لاَيَضِلُّ رَبِّىْ وَلاَيَنْسى. - তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হননা।

ফির'আউন মূসা (আ)-কে তারই গৃহে প্রতিপালিত হওয়া এবং একজন কিবতীকে হত্যার

১৮০. আল-কুরআন, ২০ : সূরা তা-হা, আয়াত : ৪৭-৪৮

www.nagorikpathagar.org

কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে সব দৃশ্যও আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে।[১৮১] ফিরআউন বললো:

أَلَمْ نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين.

আমরা কি শিশু অবস্থায় তোমাকে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছো। তুমি সেই- তোমার অপরাধ যা করবার তা করেছো। তুমি হলে কৃতঘ্ন।

জবাবে মূসা (আ) বললেন :

فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين.

আমি সেই অপরাধ তখন করেছি যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। অতপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছো, তা এই যে, তুমি বানী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছো।

ফির'আউন তখন প্রশ্ন করলো : وما رب العالمين ؟ - বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আবার কি?

মূসা (আ) জবাব দিলেন :

رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.

তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা- যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ফির'আউন তখন চরম বিস্ময় ও লজ্জার সাথে পরিষদবর্গের উদ্দেশ্যে বলে : ألا تسمعون؟

- তোমরা কি শুনছো না?'

মূসা (আ) ফির'আওনের বিস্ময় ও লজ্জাকে আরও একটু বাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলেনঃ

ربكم ورب ابائكم الأولين... رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كنتم تعقلون.

'তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা।....... তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা- যদি তোমরা বোঝ।'

আল-কুরাআনের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয়, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নাবী মূসা (আ)-

---

১৮১. প্রাগুক্ত, ২৬ : সূরা শু'আরা, আয়াত : ১৮-২৮

www.nagorikpathagar.org

এর জিহ্বার জড়তা এবং অন্তরের দূর্বলতা দূর করে তাঁকে বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জল বর্ণনার এক আলৌকিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা, বিশুদ্ধতা ও অলকৃতকরণের যাবতীয় কৌশল তাঁকে শিখিয়ে দেন। তাই দেখা যায়, সঠিক সময়ে তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয় ও গাম্ভীর্যের সাথে ব্যাপক অর্থবোধক অতি সংক্ষিপ্ত কথা উচ্চারণ করছেন। যা কেবল আম্বিয়ায়ে কিরামের পক্ষেই সম্ভব। আমরা দেখতে পাই, মূসা (আ) বানূ ইসরাঈলকে সংগে করে মিসর থেকে বের হচ্ছেন, লোক-লস্কর–সহ ফির'আওনও তাঁর পিছু ধাওয়া করেছে। মূসা (আ) সাগর তীরে পৌঁছালেন, আর ফির'আওনের বাহিনীও পিছনে এসে উপস্থিত। সামনে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর, আর পিছনে ফির'আওনের বাহিনী। এমন এক সঙ্কটজনক অবস্থায় ভীত-শংকিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তাই হযরত মূসা (আ)- এর সঙ্গী-সাথীরা চিৎকার করে বলছেন:[১৮২]

إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ

নিশ্চয় আমরা ধরা পড়ে গেলাম।

এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রাসূল মূসা (আ) চূড়ান্ত পর্যায়ের আত্মপ্রত্যয়, গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার সাথে একটি মাত্র ছোট্ট বাক্যে সঙ্গীদের চিত্তের সকল অস্থিরতা দূর করে নিশ্চিন্ত করে দিচ্ছেন। এ এক অনুপম বাক-রীতি ও বাক-অলঙ্কার যা কেবল আল্লাহর দৃঢ় সংকল্প নাবীদের মুখ থেকেই উচ্চারিত হতে পারে। তিনি বলছেন:[১৮৩]

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ

'কখনো না আমার সাথে তো আছেন আমার রব। তিনি আমাকে অবশ্যই পথ বলে দেবেন।'

কুরআন মাজীদে বর্ণিত তাঁর বক্তৃতা-ভাষণের নমুনা দেখে বুঝা যায়, তিনি কথা দীর্ঘ করতেন না। সংক্ষিপ্ত, ব্যাপক, গভীর অর্থবোধক এবং প্রত্যয়দীপ্ত কথার মাধ্যমে মানুষের নিকট সত্যের দা'ওয়াত পৌঁছাতেন। তিনি বাছুর পূজার জন্য স্বীয় কাওমকে তিরস্কার করছেন এভাবে:[১৮৪]

يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ٥

হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে,

১৮২. প্রাগুক্ত, ২৬ : সূরা শু'আরা, আয়াত- ৬১
১৮৩. প্রাগুক্ত, ২৬ : সূরা শু'আরা, আয়াত- ৬২; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ১৮৭
১৮৪. আল-কুরআন, ২০ : ৮৬

www.nagorikpathagar.org

না তোমরা চেয়েছো যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়া'আদা ভঙ্গ করলে?

ফির'আওনের দরবারের জাদুকররা মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনলে ফির'আওন তাদের উপর নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে অত্যাচার চালানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। তখন মূসা (আ) স্বীয় অনুসারীদের উদ্দেশে বলছেন:[১৮৫]

اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥

সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে।

কয়েকটি মাত্র বাক্য, অথচ তার মধ্য থেকে যেন ফুটে বের হচ্ছে ধৈর্য, দৃঢ়তা, ভবিষ্যতের প্রতি গভীর আস্থা ও আত্মপ্রত্যয়। কুরআন মাজীদে হযরত মূসা (আ)-এর খুতবার দীর্ঘতম উদ্ধৃতি সূরা ইবরাহীমে এসেছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন:[১৮৬]

اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ٥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর- যখন তিনি তোমাদেরকে ফির'আওনের লোক-লস্করের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখতো এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি

১৮৫. প্রাগুক্ত, ৭ ঃ ১২৮
১৮৬. প্রাগুক্ত, ১৪ ঃ ৬-৯

www.nagorikpathagar.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দিব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। এবং মূসা বললো তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কাওম নূহ্, 'আদ ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে: যা কিছু সহ তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা মানিনা এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দা'ওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ্ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে।

মূসা (আ)-এর 'আসা (লাঠি)

হযরত মূসা (আ)- এর খিতাবা ও নুবুওয়াতের আলোচনা তাঁর 'আসা' বা লাঠির কিছুটা বর্ণনা ছাড়া অপূর্ণ থেকে যায়। খিতাবার সাথে 'আসা'র সম্পর্ক অতি প্রাচীন ও গভীর।[১৮৭] বিশেষতঃ প্রাচীন 'আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী খতীবদের কাছে 'আসা' ছাড়া খুতবা কল্পনা করা যায় না। 'আসা' তে ভর দিয়েই খুতবা দেওয়া তাদের রেওয়াজ ছিল। তবে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম এ 'আসা' মূসা কারীমুল্লাহর হাতে শোভা পেতে দেখা যায়।[১৮৮] আধুনিক কালের 'ডায়াস' মূলতঃ ঐ প্রাচীন 'আসা'রই স্মৃতি। মূসা (আ)-কে যখন নুবুওয়াত দান করা হয় তখনও এই 'আসা' তার হাতে ছিল। তিনি যখন হাতে 'আসা' রাখার অভ্যাস করেন তখন তাঁর খতীব ও নাবী হওয়ার কোন কল্পনাও ছিল না। এ কথা তাঁর জ্ঞানের বাইরে ছিল যে, এ 'আসা' তাঁর নাবী হিসেবে খুতবা দানের নির্দশন এবং নুবুওয়াতের একট মু'জিযাও হবে। কিন্তু আল্লাহ বেশী জানেন তাঁর রিসালাতের পদটি কোথায় ও কাকে দান করা যায়। আল্লাহ্ বলেছেন :[১৮৯]

وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ٥

আল্লাহ্, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:[১৯০]

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ٥

---

১৮৭. আল-বায়ান, খ. ৩, পৃ. ৫
১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
১৮৯. আল–কুরআন, ৬ : সূরা আল আন'আম, আয়াত–১২৪
১৯০. প্রাগুক্ত, ২০ : সূরা তা-হা, আয়াত : ১৭-১৮; আল-বায়ান, খ. ৩, পৃ. ৯০

www.nagorikpathagar.org

হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?

মূসা জবাব দিলেন :

هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ه

'এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দিই, এবং এর দ্বারা আমার ছাগল পালের জন্যে গাছের পাতা পাড়ি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে।'

হযরত মূসা (আ)-এর এই 'আসা'র একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। মাদায়েনে তিনি হযরত শু'আয়ব (আ)-এর কন্যা সাফূরাকে বিয়ে করার পর একদিন স্ত্রীর নিকট একটি লাঠি চান। তিনি একটি লাঠি এনে স্বামীর হাতে দেন। আসলে মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা ঐ লাঠিটি শু'আয়ব (আ)-এর নিকট গচ্ছিত রেখেছিলেন। হযরত শু'আয়ব (আ) কন্যাকে ঐ লাঠির বদলে অন্য একটি লাঠি দিতে বলেন। সাফূরা অন্য একটি লাঠি দিতে চাইলেন; কিন্তু মূসা (আ) আগের লাঠিটি হাত থকে ফেলতে সক্ষম হলেন না। তিনি সেটি নিয়ে ছাগল চরানোর জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। নাবী হযরত শু'আয়ব (আ) এতে লজ্জিত হলেন। কারণ লাঠিটি ছিল একজন মানুষের গচ্ছিত জিনিস। তাই তিনি মূসা (আ)-এর হাত থেকে লাঠিটি নেওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু মূসা (আ) দিতে চাইলেন না। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো তাঁদের দুই জনের নিকট প্রথম যে ব্যক্তিটি আসবে সে যে ফয়সালা দিবে তাই তাঁরা মেনে নিবেন। একজন ফেরেশতা সর্ব প্রথম মানুষের বেশে হাজির হলেন। তাঁরা বিচার দিলেন। ফেরেশতা বললেন, মূসা (আ) লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিবেন। তারপর যে সেটা প্রথম ধরতে পারবেন, তাঁর হাতেই থাকবে। মূসা (আ) ফেলে দিলেন এবং প্রথমেই ধরে ফেলেন। এভাবে লাঠিটি তাঁর হাতেই থেকে গেল। বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আ)-এর ঐ লাঠিটি ছিল জান্নাতের 'আসা' নামক বৃক্ষের ডাল। হযরত আদম (আ) সংগে নিয়ে এসেছিলেন।[১৯১]

দাউদ (আ)

মানব ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা এমন আছে যা সত্যিই বিস্ময়কর। তার মধ্যে এটাও একটি যে, পিতা-পুত্র উভয়ে ছিলেন নাবী, বাদশাহ এবং খতীব। হযরত দাউদ (আ) ও তাঁর পুত্র হযরত সুলায়মান (আ) এই বিস্ময়কর ও স্বল্প সংখ্যক দৃষ্টান্তের অন্যতম। উভয়কে আল্লাহ্ তা'আলা নুবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। রাজত্ব ও শাসন

১৯১. আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ১৭৭. আছ-ছা'লাবী, পৃ. ১৮৭-৮৮

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতা দান করেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়াও আম্বিয়ায়ে কিরামের মত খিতাবার অতুলনীয় যোগ্যতা দ্বারাও ভূষিত করেন।[১৯২]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআন মাজীদে এই তিনটি অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন, যা তিনি স্বীয় বান্দা ও নাবী হযরত দাউদ (আ) কে দান করেন। আল্লাহ বলেন:[১৯৩]

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٥

'আমি তাঁর (দাউদ আ.) সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।'

فصل الخطاب এর ব্যাখ্যায় সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রহ)বলেছেন:[১৯৪] 'তাঁর কথা পেঁচানো ও অস্পষ্ট হইত না। তাঁহার সমস্ত ভাষণ শুনিয়াও তিনি কি বলিতে চান তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না, এমন হইত না কখনো। বরং তিনি যে বিষয়েই কথা বলিতেন, সেই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট সমস্ত তত্ত্বই সুস্পষ্ট ও প্রকট করিয়া তুলিতেন। মূল সিদ্ধান্তের কথাটি যথাযথ নির্দিষ্ট করিয়া অকাট্য জওয়াব দিতেন। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিভা ও বাকপটুতার উচ্চ–মানে অধিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই গুণ কেহ লাভ করিতে পারে না।' কেউ কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ হলো 'অসাধারণ বাগ্মিতা'। হযরত দাউদ (আ) উচ্চ স্তরের বক্তা ছিলেন।[১৯৫] আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেন:[১৯৬] দাঊদ (আ) প্রথম ব্যক্তি যিনি أَمَّا بَعْدُ বলেন।' আর এটাই হচ্ছে فَصْلَ الْخِطَابِ ইমাম আশ-শা'বীও একথা বলেছেন।[১৯৭]

আল-জাহিজ হযরত দাউদ (আ)-এর খুতবা দানের পারদর্শিতা বর্ণনা করতে গিয়ে উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ[১৯৮] 'আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (আ)-এর সত্ত্বায় হিকমতের সাথে সাথে অনুপম প্রজ্ঞা, চূড়ান্ত পর্যায়ের বিচক্ষণতা এবং বিচার-ফয়সালার নির্ভুলতার সমাবেশ ঘটান। তাঁকে যে সিদ্ধান্তমূলক খুতবা দানের যোগ্যতা দান করা হয়েছিল, তার সাথে সংক্ষেপ কথা দীর্ঘ করণ, অস্পষ্ট বক্তব্য স্পষ্ট করণ এবং দীর্ঘ বক্তব্য সংক্ষেপ করণের যোগ্যতাও দান করেন। অতি দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কথা বলার অবস্থা হোক অথবা সর্বশেষ রায় দানের অবস্থা হোক, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে খুবই দুরদৃষ্টি সম্পন্ন করে দেন।'

---

১৯২. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩০৯; আল-কামিল ফিতা-তারীখ, খ. ১, পৃ. ২২২
১৯৩. আল-কুরআন, ৩৮ ঃ ২০
১৯৪. তাফহীমুল কুরআন, খ. ১৩, পৃ. ৯৪
১৯৫. তাফসীর মা'আরিফুল কোরআন, পৃ. ১১৬২
১৯৬. ইবন কাসীর, মুখতাসার তাফসীর ইবন কাসীর, (বৈরূত: দারুল কুরআন আল-কারীম, সং ৭, ১৯৮১), খ. ৩, পৃ. ২০০
১৯৭. প্রাগুক্ত
১৯৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২০০

www.nagorikpathagar.org

অনেকের মতে فصل الخطاب এর অর্থ বিচার কালে সঠিক সিদ্ধান্ত দান করা এবং এমন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত বিচার করা, যাতে সকল পক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। একাজ বর্ণনা ক্ষমতা ও ভাষার জোর ছাড়া সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা এমন সংক্ষিপ্ত সাজানো গোছানো কথা যা সম্বোধিত ব্যক্তিকে আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন রকম অস্পষ্টতা ছাড়াই অবহিত করে।[১৯৯]

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে বহুবিধ অনুগ্রহ ও কল্যাণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল-কুরআনের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি তাঁকে আসমানী গ্রন্থ "যাবূর", পক্ষীকুলের ভাষা বুঝার ক্ষমতা, লোহা তরল করার জ্ঞান ছাড়াও সুমধুর সুরও দান করেন। সেই সুর শুনে সকল জীব-জন্তু, পশু-পাখী, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সব কিছুই মোহিত হয়ে যেত।[২০০]

আল-জাহিজ ও ইবন কুতায়বা (হি. ২৭৬/খ্রি. ৮৯৯) হযরত দাউদ (আ)-এর জ্ঞানগর্ভ ও অলঙ্কারমণ্ডিত কথার কিছু নমুনা তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আল-জাহিজ বসরার আবু আল-মু'তামির মুওয়াররিক ইবন আবদুল্লাহ আল-'ইজলী'[২০১] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দাউদ (আ)-এর এর জ্ঞানগর্ভ ও অলঙ্কার-মণ্ডিত কথামালার মধ্যে নিম্নের কথাগুলিও লিখিত পেয়েছেন:[২০২]

على العاقل أن يكون عالما بأهل زمانه، مالكا للسانه، مقبلا على شأنه.

'জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তার সময়ের মানুষ সম্পর্কে জানা, নিজের ভাষার উপর পূর্ণ দখল থাকা এবং নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া।'

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ (হি. ১৪৪/ খ্রি. ৭৩০) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত দাউদ (আ)- এর জ্ঞানগর্ভ কথামালার মধ্যে নিম্নের উপদেশমূলক কথাগুলিও লিখিত পেয়েছি:[২০৩]

ينبغى للعاقل إن لايشغل نفسه عن أربع ساعات : ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها هو إخوانه والذين ينصحون له فى دينه ويصدقونه عن عيوبه، وساعة يخلى بين نفسه وبين لذتها فيما يحل

---

১৯৯. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩১১

২০০. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৬৩; ১৭ ঃ ৫৫; ২৭ ঃ ১৫

২০১. আবু আল-মু'তামির মুওয়াররিক ছিলেন বসরার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তথাকার শ্রেষ্ঠ তিন 'আবিদের অন্যতম। হিজরী ২য় শতকের পরে মৃত্যু বরণ করেন। (ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, হায়দারাবাদ: দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি. খ. ৩, পৃ. ১৭৩; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৫৩)

২০২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩১২

২০৩. ইবন কুতায়বা, 'উয়ূন আল-আখবার, (কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা, সং. ১, ১৯৩০), খ. ১, পৃ. ২৭৯

www.nagorikpathagar.org

ويحمد، فان هذه الساعة عون لهذه الساعات وفضل بلغة واستجمام للقلوب، وينبغي للعاقل ان لايرى فى إحدى ثلاث خصال : تزرد لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة فى غير محرم.

বুদ্ধিমান ব্যক্তির চারটি সময় সম্পর্কে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ১. স্বীয় রব বা প্রভুর সাথে মুনাজাত বা নিরিবিলিতে কথা বলার সময়। ২. আত্মসমালোচনার সময়। ৩. যখন সে তার ভাই-বন্ধু ও শুভাকাংখীদের সাথে বসে যারা তার দীনী ব্যাপারে উপদেশ দান করে এবং তার দোষ-ক্রটি বর্ণনায় সততার সাথে কাজ করে। ৪. আর যখন সে হালাল এবং প্রশংসিত কোন কিছু উপভোগ করে। সর্বশেষ সময়টি উপরে উল্লেখিত সময়গুলির সহায়ক, স্বল্পে তুষ্ট ব্যক্তির জন্য মর্যাদার কারণ এবং অন্তরের প্রশান্তির উপায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির তিনটি অভ্যাসের কোন একটি উপেক্ষা করা উচিত নয়। (ক) পরকালীন পাথেয় প্রস্তুত রাখা, (খ) জিবিকার ব্যবস্থা করা, (গ) হালাল বা বৈধ ধরনের উপভোগে সন্তুষ্ট থাকা।

روى الأوزاعى من يحى بن أبى كثير أن داؤدقال لإبنه سليمان عليهما السلام : يا بنى لاتستقل عدوا واحدا ولاتستكثر ألف صديق، ولاتستبدل بأخ قديم أخا مستحدثا ما استقام لك.

আল-আওযা'ঈ ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। দাউদ (আ) স্বীয় পুত্র সুলায়মান (আ)-কে বলেনঃ হে আমার ছেলে, একজন শত্রুকেও কম মনে করবে না, হাজার বন্ধুকেও বেশী ভাববে না এবং পুরাতন ভাইকে–যদি সে ভ্রাতৃত্বের উপর অটল থাকে–বাদ দিয়ে নতুন ভাই গ্রহণ করবে না।[২০৪]

সুলায়মান (আ)[২০৫]

হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পিতা দাউদ (আ)-এর মত অসংখ্য গুণ ও মর্যাদা দান ছাড়াও নুবুওয়াত, সুলতানাত ও খিতাবাত-এই তিনটি অনুগ্রহও তাঁর প্রতি করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি কৃত স্বীয় কিছু অনুগ্রহের কথা আল-কুর'আনের

---

২০৪. ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল–আন্দালুসী, আল–'ইকদ আল–ফারীদ, (কায়রোঃ মাতবা'আতু লুজনাতিত তা'লীফ ওয়াত তারজামা ওযান নাশর, সং, ৩, ১৯৬৯), খ. ২, পৃ. ৩০৪, 'উয়ূন আল–আখবার, খ. ৩, পৃ. ১

২০৫: হযরত সুলায়মান (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁর আসল 'ইবরানী নাম ছিল সলোমান। তিনি খ্রি. পূ. ৯৬৫ সনে হযরত দাউদ (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং খ্রি. পূ. ৯২৬ সন পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর ধরে শাসন কাজ পরিচালনা করেন। (তাফহীমুল কুর'আন, খ. ১০, পৃ. ১৬৮)

www.nagorikpathagar.org

একস্থানে এ ভাবে উল্লেখ করেছেন:[২০৬]

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّـــهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَـــٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ٥ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٥

আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা বলেছিল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। বলেছিল, 'হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।' সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো–জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকূলকে–অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা হলো।

আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় মোট ১৬ (ষোল) স্থানে সুলায়মান (আ)-এর আলোচনা এসেছে।[২০৭] আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে পিতা-পুত্রের একটি বিচারকার্য সংক্রান্ত ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তির শস্য ক্ষেত্রে অপর এক ব্যক্তির ছাগল ক্ষতি-সাধন করে। এই মামলায় পুত্র পিতাকে বিজ্ঞতাপূর্ণ পরামর্শ দান করেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলে দেন যে, 'ইলম ও হিকমতে পিতা-পুত্র উভয়ে পূর্ণ মানের ছিলেন। " وكلا اتينا حكما وعلما "[২০৮] "আমি উভয়কে 'ইলম ও হিকমত দান করেছি।"

আল-কুর'আনে একটি চমৎকার সুলায়মানী চিঠিও উদ্ধৃত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার ক্ষেত্রে তা নুবুওয়াতী সৌন্দর্য্যের রূপ ধারণ করেছে এবং ভাব প্রকাশের একটা অনুপম স্টাইল ও রীতি তাতে ফুটে উঠেছে। সুলায়মান (আ) অবগত হন যে, "সাবা"[২০৯] এর সাম্রাজ্ঞী বিলকীস এক আল্লাহকে ভুলে শয়তানী কর্মকাণ্ডে এবং সূর্য উপাসকদের অংশীবাদী ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন। হযরত সুলায়মান (আ) সাবা সম্প্রদায়কে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের নামে একটি চিঠি দেন।[২১০] চিঠিটি

২০৬. আল-কুর'আন-২৭ ঃ ১৫-১৭
২০৭. কাসাসুল আম্বিয়া', পৃ. ৩১৭
২০৮. আল-কুরআন, ২১ ঃ ৭৯
২০৯. 'সাবা' ছিল দক্ষিণ 'আরবের এক প্রখ্যাত জাতি। তাদের রাজধানী ছিল, মা'আবির, বর্তমান ইয়ামানের রাজধানী 'সান'আ' হতে ৫৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। (তাফহীমুল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ১৭৫)
২১০. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৩৪; কিতাবুত তীজান ফী মুলুকি হিমায়ার, পৃ. ১৫৫-১৫৭

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে:[২১১]

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

'এ সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই: দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু। আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।'

ইবন কুতায়বা স্পষ্ট করে লিখেছেন যে, মানব ইতিহাসে "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ" দ্বারা লেখার সূচনা করার কাজটি করেন সর্ব প্রথম হযরত সুলায়মান (আ)।[২১২] আল-কুর'আনের উপরিউক্ত আয়াতই তার স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁর পূর্বে দুনিয়ার কোথাও চিঠি-পত্রে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ'র নামে শুরু করার রীতি অনুসৃত হয়নি।[২১৩]

এখন প্রশ্ন হতে পারে সুলায়মান (আ)-এর পত্রটি কোন ভাষায় ছিল? উত্তরে বলা যেতে পারে–তিনি 'আরব না হলেও 'আরবী ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি পক্ষীকুলের ভাষা পর্যন্ত জানতেন, সেক্ষেত্রে 'আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভব যে, সুলায়মান (আ) 'আরবী ভাষায় পত্রটি লিখেছিলেন। কারণ প্রাপক বিলকীস 'আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি পত্র পাঠ করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন। বিলকীস দো'ভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিলেন।[২১৪]

আরব খতীবদের নিকট 'আসা'-এর ব্যবহার সব সময় খিতাবার মৌলিক বিষয় সমূহের মধ্যে গণ্য হয়ে এসেছে। অনারবরা, বিশেষতঃ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা 'আরবদের এই অভ্যাসকে একটি দোষ ও ত্রুটি হিসেবে গণ্য করতো। আল-জাহিজ 'আরবদের এই অভ্যাসের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে সুলায়মানী 'আসা'কে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, অনারব জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা খতীব হয়েছেন তাঁদের মধ্যে হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্থান অতি উচ্চে। যেহেতু তিনি 'আসা' ব্যবহার করতেন, একারণে এ অভ্যাস অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। আল-জাহিজ বলেন:[২১৫]

والدليل على أن أخذ العصا مأخوذ من أصل كريم، ومعدن شريف، ومن

---

২১১. আল-কুর'আন, ২৭ ঃ ৩০-৩১
২১২. 'উয়ুন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ১৩১
২১৩. তাফহীম আল-কুরআন, খ. ১০, পৃ. ১৭৯; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ২৩৫
২১৪. তাফসীর মা'আরিফুল কোরআন, পৃ. ৯৯৪
২১৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩০।

www.nagorikpathagar.org

المواضع التى لا يعيبها الا جاهل، ولا يعترض عليها الا معاند، اتخاذ سليمان بن داؤد صلى الله عليه العصا لخطبته وموعظته، ولمقاماته وطول صلاته، ولطول التلاوة والانتصاب، فجعلها لتلك الخصال جامعة، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ٥

'আসা ধারণা করা মূলতঃ একটি সম্মানজনক ও অভিজাত উৎস থেকে গৃহীত এবং তা এমন সব অভ্যাসের অন্তর্গত যেগুলিকে শুধু মূর্খরাই দোষ ও ক্রটির কারণ বলে মনে করতে পারে। তার প্রমাণ এই যে, সুলায়মান ইবন দাউদ (আ) খুতবা দান ও য়া'আজ-নসীহত, মজলিস-মাহফিল, দীর্ঘ তিলাওয়াত অথবা দীর্ঘ দু'আর সময় হাতে 'আসা ধারণ করতেন। এ সকল অভ্যাসের কারণে তিনি 'আসা-কে এক বিশাল মর্যাদা দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুন পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করলো। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। যেমন আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা যথার্থই বলেছেন : [২১৬]

আয়াতে উল্লেখিত منسأة শব্দের অর্থ 'আসা বা লাঠি।[২১৭]

আল-কুরআনে হযরত সুলায়মান (আ)-এর খুতবার উদ্ধৃতি খুব বেশী নেই, যা আছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। তাঁর মুখ থেকে এক চমৎকার দু'আ বের হয়, যা আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য সংরক্ষণ করেছেন। ওয়াদিয়ে নামল'[২১৮] (পিঁপড়ার উপত্যকা) অতিক্রম করার সময় পিঁপড়াদের কথোপথন শুনে তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাদের ভাষা বুঝার যোগ্যতাকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বিশ্বাস করেন। মৃদু হাসতে হাসতে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন:[২১৯]

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ٥

---

২১৬. আল-কুরআন, ৩৪ : সূরা নামল, আয়াত- ১৪
২১৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩০; আল–কামিল ফিত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ২৪২-২৪৩
২১৮. قال قتادة ومقاتل هى واد بأرض الشام كثير النمل কাতাদা ও মুকাতিল বলেন: ওয়াদি আন-নামল হলো শামের একটি উপত্যকা যেখানে প্রচুর পিঁপড়ার বাস। (তাহীমুল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ১৭১, সূরা আন-নামল, টীকা-২৪)
২১৯. আল-কুরআন, ২৭ : সূরা নামল, আয়াত- ১৯

www.nagorikpathagar.org

'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ ও দাও যাতে আমি তোমার সেই নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছো এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

সুলায়মান (আ) ভিন্ন এক উপলক্ষ্যে পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন:[২২০]

مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ ه لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ ه

কি হলো, আমি হুদহুদকে দেখছিনে কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দিব কিংবা হত্যা করবো অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।

ইবন কুতায়বা হযরত সুলায়মান (আ)-এর খুতবার একটি নমুনা প্রাসঙ্গিক ঘটনাসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে তাঁর মেধা এবং স্থান-কাল চিহ্নিত–করণ ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি প্রতিবেশীর একটি হাঁস চুরি করে খেয়ে ফেলে। হাঁসের মালিক নাবী হযরত সুলায়মানের (আ) নিকট অভিযোগ করে। তিনি আল্লাহর ঘরে খুতবা দিবেন বলে ঘোষণা দেন। লোকেরা সমবেত হলে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন:[২২১]

وأحدكم يسرق إوزة جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه.

'তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে প্রতিবেশীর হাঁস চুরি করে, তারপর তার পালক মাথায় লাগিয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদে প্রবেশ করে।'

- একথা শুনে চোরটি নিজের মাথায় হাত বুলায়। তখন তিনি বলেন : خذوه فهو صاحبكم একে ধর এ তোমাদের সেই চোর।'

সম্রাজ্ঞী বিলকীসের দূত হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট যখন আসে তখন তিনি দূতকে সম্বোধন করে ভাষণের ভঙ্গিতে যে কথাগুলি বলেন আল কুর'আনে তা এভাবে এসেছে:[২২২]

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ه ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ه قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ ه

তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা

---

২২০. প্রাগুক্ত-২৭ ঃ ২০-২১
২২১. উয়ুন আল-আখবার, খ. ১, পৃ. ৬
২২২. আল-কুরআন, ২৭ : সূরা নামল, আয়াত : ৩৬-৩৯

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উটৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিস্কৃত করবো এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। সুলায়মান বললো, হে পারিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পন করে আমার আছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দিবে?

'ঈসা রূহুল্লাহ (আ)

মহান নাবী- রাসূলদের বক্তৃতা-ভাষণের অধ্যায়টি হযরত মাসীহ 'ঈসা (আ)-এর খিতাবা প্রতিভার আলোচনা ব্যতিত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কুরআন মাজীদের তেরোটি সূরায় মোট ৩৩টি আয়াতে তাঁর আলোচনা এসেছে।[২২৩] তিনি বানী ইসরাঈলের বিক্ষিপ্ত মেষগুলিকে একত্র করার জন্যে প্রেরিত হন। মাতৃক্রোড় ও পূর্ণ বয়স উভয় অবস্থায় তিনি জ্ঞান ও উপদেশমূলক কথা বলেছেন। সত্যের এই প্রবক্তা 'আফসাহুল 'আরাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আখেরী নুবুওয়াতের সুসংবাদ দানের জন্যেও এসেছিলেন। তিনি স্বীয় কাওম বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলছেনঃ[২২৪]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ه

স্মরণ কর, যখন মারয়াম-এর ছেলে 'ঈসা বললোঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমাদ।

আল-কুরআন মাতা-পুত্রকে আল্লাহর নিদর্শন ঘোষণা করেছে।[২২৫] তাছাড়া 'ঈসা (আ)-কে ঘোষণা করেছে– রাসূলুল্লাহ, কালিমাতুল্লাহ এবং কিয়ামতের 'আলামত হিসেবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে বহু মু'জিযা দান করেছেন এবং রুহুল কুদুস জিবরীল দ্বারা তাঁকে সহায়তা করেছেন।[২২৬] আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ[২২৭]

---

২২৩. কাসাসুল আম্বিয়া', পৃ. ৩৭১
২২৪. আল-কুরআন, ৬১ : সূরা সাফ, আয়াত- ৬
২২৫. প্রাগুক্ত, ২৩ : সূরা মু'মিনূন, আয়াত- ৫০
২২৬. প্রাগুক্ত, ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৮৭; ৪ ঃ ১৭১; ৪৩ ঃ ৬১
২২৭. প্রাগুক্ত, ৪৩ : সূরা আয্ যুখরুফ, আয়াত- ৫৯

www.nagorikpathagar.org

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ه

'সে তো এক বান্দাই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বানী ইসরাঈলদের জন্যে আদর্শ।'

পবিত্র গ্রন্থে (ইঞ্জিল) আছে, হযরত 'ঈসা (আ)-এর খিতাবা ও তাৎক্ষণিক জবাব দান সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যখন বারো বছরের বালক তখন হযরত মারয়াম (আ) ও ইউসুফ নাজ্জারের সাথে বায়তুল মাকদাসে যান মূসা (আ)-এর শরীয়াত অনুযায়ী উপাসনা করার জন্য। নামায থেকে পৃথক হওয়ার পর যখন তাঁরা বাইরে এলেন তখন 'ঈসা (আ) কোথায় হারিয়ে গেলেন। মাতা-পিতা[২২৮] মনে করলেন সম্ভবতঃ সে অন্য আত্মীয়দের সাথে দেশে ফিরে গেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে তাকে না পেয়ে তাঁর খোঁজে আবার বায়তুল মাকদাসে যান। তৃতীয় দিন তাঁরা ইয়াসূ' (আ)-কে পেলেন। তিনি একটি হায়কাল তথা ইহূদী উপাসনালয়ে 'উলামাদের একটি সমাবেশে উপস্থিত আছেন এবং 'নামূস' সম্পর্কে তাদের সাথে তর্ক-বাহাছ করেছেন। প্রত্যেকেই তাঁর প্রশ্নাবলী ও উত্তর সমূহে কাবু হয়ে পড়েছিল। তারা তখন আলোচনা করছিল, একটি শিশু, যে লেখাপড়াও শেখেনি, এত 'ইলম ও মা'রিফাতের অধিকারী হলো কেমন করে? মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, ছেলে! এ তুমি কি করেছো? আমি তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়েছি। হযরত 'ঈসা মাসীহ (আ) তখন মায়ের কথার জবাবে বলেনঃ 'মা, আপনি কি জানেন না, মাতা-পিতার সেবার উপর আল্লাহর সেবাকে প্রধান্য দান করা জরুরী?[২২৯]

তবে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে, হযরত 'ঈসা (আ)-এর বাগ্মিতার সূচনা হয় তাঁর মায়ের কোলেই। আল্লাহ বলেনঃ[২৩০]

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ه يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ه فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ه قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ه وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ه وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ه وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ه

---

২২৮. খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে, 'ঈসা (আ)-এর জন্ম পিতা ছাড়া হয়নি। তাঁর পিতা ইউসুফ নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি। তবে আল-কুরআন পিতা ছাড়া তাঁর জন্মকে আল্লাহর একটি নিদর্শন ও মু'জিযা ঘোষণা করেছে। আরো ঘোষণা করেছে আদম ও ঈসা (আ)-এর সৃষ্টি একই প্রক্রিয়ায় হয়েছে। (আল-কুরআন, ৩ঃ ৫৯)

২২৯. কাসাসুল আম্বিয়া', পৃ. ৩৮৭

২৩০. আল-কুরআন, ১৯ : সূরা মারইয়াম, আয়াত : ২৭-৩৩

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বললোঃ হে মারয়াম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছো। হে হারূন-ভগিনী! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যভিচারিণী। অতঃপর সে হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলো। তারা বললো : যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো? সে (ঈসা) বললো : আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নাবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবো।

উপরে উল্লেখিত আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত 'ঈসা (আ) মাতৃক্রোড়ে থাকা অবস্থায় স্পষ্টভাবে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরোক্ষ জবাব দানের যোগ্যতাও দান করেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষকে এমন পরোক্ষ জবাব দিতেন যে, তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেত। আল্লাহ তাঁকে য়াহূদী জাতির 'আলিমদের সংশোধনের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। একবার এক য়াহূদী 'আলিম তাঁকে বললোঃ আপনার সঙ্গী সাথীরা 'সাব্‌ত'-এর দিন এমন কাজ করে যা বৈধ না। তিনি তাদেরকে বলেনঃ দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরাও তো ক্ষুধার সময় বায়তুল্লাহর 'নযর'-এর জিনিস খেয়ে ফেলেছিলেন অথচ একাজ তাদের জন্যে বৈধ ছিল না। একবার তাঁর কাছে অভিযোগ করা হলো, আপনার সঙ্গী-সাথীরা ঐ সকল বর্ণনার অনুসরণ করেনা যা করা আমাদের এখানে দীনদার ব্যক্তিদের আদর্শ। জবাবে তিনি বললেনঃ তোমাদের কাছে যদি বর্ণনাসমূহের অনুসরণ এতই প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর বর্ণনাসমূহের অনুসরণ কেন করা না?[২৩১]

হযরত 'ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা ও তাদের প্রত্যুত্তরের কাহিনী ও চিত্র আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিধৃত হয়েছে। এখানে তার কিছু তুলে ধরা হলো:

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم

২৩১. কাসাসুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৯২

www.nagorikpathagar.org

مُّؤْمِنِينَ ٥ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

সে বললো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দিই। তারপর তাতে যখন ফুঁ দিই তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়- আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ্য করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দিই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দিই, যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তাওরাত। আর তা এজন্যে, যাতে তোমাদের জন্যে হালাল করে দিই কোন বস্তু যা তোমাদের জন্যে হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসমূহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা, তাঁর 'ইবাদাত কর এটাই হলো সরল পথ। অতঃপর 'ঈসা (আ) যখন বানী ইসরাঈলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন তখন বললেনঃ কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথীরা বললোঃ আমরা আছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি।[২৩২]

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ٥ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগলো, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল। যখন হাওয়ারীরা বললোঃ হে মারয়াম-তনয় 'ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ

২৩২. আল-কুরআন, ৩ : সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯-৫২

www.nagorikpathagar.org

রতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ রে দিবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর।[২৩৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَن أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ ٥

মু'মিনগণ, তোমারা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন 'ঈসা ইবন মারয়াম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানী ইসরাঈলদের একদল বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং একদল কাফির হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবেলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।[২৩৪]

ল্লিখিত আয়াতসমূহের মত আল-কুরআনের আরো বহু আয়াতে দেখা যায়, হযরত 'ঈসা আ) লোকদের সম্বোধন করে দীনের দা'ওয়াত দিচ্ছেন এবং লোকেরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। 'ঈসা (আ)-এর আহ্বানে হাওয়ারীদের এ সাড়া দান একদিন বা একই সময় ঘটেনি। আর এ সব হাওয়ারী একস্থানে সমবেতও ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত। হযরত 'ঈসা (আ) বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে তাঁদের নিকট দা'ওয়াত পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁদের সমর্থন ও সাহায্যের অঙ্গিকার আদায় করেছেন।[২৩৫]

হযরত 'ঈসা (আ)-এর বক্তৃতা-ভাষণের কিছু উদ্ধৃতি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত সূরা ও আয়াতসমূহে এসেছেঃ

সূরা আল-মা'ইদা, আয়াত-৭৩; সূরা মারয়াম, আয়াত ৩০-৩৩; আল-ফুরকান আয়াত-২; আস-সাফ, আয়াত-৬। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন 'ঈসা (আ)-এর নিকট তাঁর উম্মাতের গোমরাহীর ব্যাপারে কৈফিয়াত চাইবেন তখন তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, আল-কুরআন তাও বর্ণনা করেছে। যেমনঃ[২৩৬]

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ
مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ

---

২৩৩. প্রাগুক্ত, আল-কুরআন, ৫ : সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ১১১-১১২
২৩৪. প্রাগুক্ত, ৬১ : সূরা সাফ, আয়াত-১৪
২৩৫. আবুল হাসান 'আলী আন-নাদবী, কাসাস আন-নাবিয়্যীন, (করাচী: মাজলিস নাশরিয়াত ইসলাম) খ. ৪, পৃ. ৬৬, কাসাসুল আম্বিয়া', পৃ. ৪০৬;
২৩৬. আল-কুরআন, ৫ : সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ১১৬-১১৮

www.nagorikpathagar.org

قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

যখন আল্লাহ্ বলবেনঃ হে ‘ঈসা ইবন মারয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ‘ঈসা বলবেঃ আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অব্যশই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানিনা যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর- যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ‘ঈসা (আ)-কে মাতৃক্রোড় ও শৈশব থেকে যে কথা বলার ক্ষমতা, খতীব সুলভ বাগ্মিতা ও অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষার যোগ্যতা দান করেছিলেন, নাবী হওয়ার পর তা আরো উৎকর্ষতা লাভ করে। তাঁর খুতবা মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত, চমৎকার উপমা এবং জ্ঞানগর্ভ বাক্যে পূর্ণ থাকতো। নাবী-রাসূলদের মধ্যে এটাই তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তিনি সর্বদা সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতেন। কথা বলার তাঁর ছিল একটা নিজস্ব ষ্টাইল। সর্বদা শ্রোতাদের জ্ঞানের স্তর ও মেধাগত যোগ্যতার কথা স্মরণ রাখতেন এবং বিতর্কের ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষকে এমন দাঁতাভাঙ্গা জবাব দিতেন যে, সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেত। ইঞ্জিল ছাড়াও ‘আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাচীন সংকলনে তাঁর বাণী ও দিক নির্দেশনামূলক কথার যতটুকু নমুনা পাওয়া যায় তা একথার যথার্থতা প্রমাণ করে।

আল-জাহিজ ও ইবন কুতায়বা যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরামের খুতবার আলোচনা করছেন

www.nagorikpathagar.org

সেখানে হযরত ‘ঈসা (আ)-কে খিতাবা প্রতিভার একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁর কিছু কথা ও খুতবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার থেকে কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো। একটি ভাষণে তিনি বলেনঃ[২৩৭]

يابنى إسرائيل : لاتلقوا اللؤلؤ إلى الخنازير فإنها لاتصنع بها شيئا، ولاتعطوا لحكمة المن لايريدها فان الحكمة أفضل من اللؤلؤ، ومن لايريدها شرمن الخنازير.

ওহে বানী ইসরাঈল ! শুকরের সামনে মতি ঢেলো না। কারণ তা তার কোন কাজে আসবে না। যে চায় না তাকে জ্ঞান দান করবে না। কারণ জ্ঞান মতি থেকেও উত্তম। এ কারণে যে জ্ঞান চায় না সে শুকর থেকেও অধম।

আফসাহুল ‘আরাব হযরত মুহাম্মদ (স) একবার বলেন:[২৩৮]

إن عيسى بن مريم عليهما السلام قام خطيبا فى بنى إسرائيل، فقال : يابنى إسرائيل! لاتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولاتمنعوها أهلها فتظلموهم، ولاتظلموا ولاتكافئوا ظالما فيبطل فضلكم. يابنىإسرائيل! الأمور ثلاثة : أمرتبين رشده فاتبعوه وأمر تبين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فإلى الله فردوه.

‘ঈসা ইবন মারয়াম (আ) বানী ইসরাঈলদের সামনে খুতবা দিতে দাঁড়ান। তিনি বলেনঃ হে বানী ইসরাঈল! তোমরা জাহিলদের সামনে হিকমতের কথা বলো না। তাতে হিকমতের প্রতি অবিচার করা হবে। আর হিকমতের প্রকৃত অধিকারীকে তা থেকে বঞ্চিত করো না। এতেও তার প্রতি অবিচার হবে। তোমরা জুলুম করো না। জালিমকে তার জুলুমের প্রতিদান দিও না। তাতে তোমাদের মর্যাদা বিনষ্ট হবে। হে বানী ইসরাঈল! বিষয় তিনটি। একটি তো স্পষ্টভাবে হিদায়াত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তোমরা তার অনুসরণ করো। আর একটির গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা) স্পষ্ট। তোমরা তা পরিহার করো। আর একটি মত বিরোধপূর্ণ। সেটি আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও।

হযরত মাসীহ (আ) অন্য এক বক্তৃতায় বলেন:[২৩৯]

سيكون فى أخر الزمان علماء يزهدون فى الدنيا ولايزهدون، ويرغبون فى الآخرة ولايرغبون، ينهون عن اتيان الولاة ولاينتهون، يقربون الأغنياء

---

২৩৭. ‘উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ১২৪
২৩৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ.২, পৃ. ৩৫
২৩৯. আল-‘ইকদুল ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২২৭; ‘উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ১২৯

www.nagorikpathagar.org

ويبعدون الفقراء ويتبسطون للكبراء، وينقبضون عن الحقراء، أولئك إخوان الشياطين وأعداء الرحمن.

শেষ যুগে এমন সব 'আলিমের আবির্ভাব হবে যারা মানুষকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থাকতে বলবে কিন্তু নিজেরা দূরে থাকবে না। তারা মানুষকে আখিরাতের প্রতি উৎসাহিত করবে, কিন্তু নিজেরা উৎসাহিত হবে না। তারা শাসকবর্গের সান্নিধ্যে যেতে বারণ করবে, কিন্তু নিজেরা যাওয়া থেকে বিরত হবে না। তারা ধনীদের কাছে টানবে, গরীবদের দূরে ঠেলে দিবে। উঁচু শ্রেণীর জন্যে উদার হবে এবং নীচ শ্রেণীর জন্যে হবে অনুদার ও সংকীর্ণ। তারা হবে শয়তানের ভাই এবং পরম করুণাময়ের দুশমন।

হযরত মাসীহ 'ঈসা (আ) তাঁর একটি খুতবায় বলেন:[২৪০]

إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون، الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها، وإلى آجلها إذ نظروا إلى عاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا ماعلموا أن سيتركهم، هم أعداء لماسالم الناس، وسلم لما عادى الناس، لهم خبر، عندهم الخبر العجيب، بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم علم الهدي وبه علموا، لايرون أمانادون مايرجون، ولاخوفادون مايحذرون.

নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুরা–না তাদের কোন ভয় আছে, আর না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। তারা যখন দুনিয়ার অভ্যন্তরভাগের দিকে দৃষ্টি দেয় তখন অন্য মানুষ দৃষ্টি দেয় বাইরের দিকে। তারা দেখে ভবিষ্যৎকে অন্যরা দেখে বর্তমান। সুতরাং তারা দুনিয়ার এমন সব উপাদান মেরে ফেলে, অন্য মানুষ সেগুলির মৃত্যুর ভয় করে। আর সেগুলি রেখে দেয়, যেগুলি রাখা উচিৎ বলে মনে করে। মানুষ যার সাথে শান্তি চুক্তি ও সন্ধি করেছে তারা তার শত্রু, আর যাকে শত্রু ভেবেছে, তারা তার বন্ধু। তাদের রয়েছে এক খবর, আর অন্যদের আছে বিস্ময়কর খবর। আল্লাহর বন্ধুদের সম্পর্কে আসমানী গ্রন্থ বলেছে, আর তারা বলেছে গ্রন্থ সম্পর্কে। তাদের মাধ্যমে হিদায়াত জানা যায়, আর হিদায়াতের দ্বারা তাদের জানা যায়। তারা যা আশা করে তা ছাড়া কোন নিরাপত্তা তারা দেখে না। আর তারা যে সম্পর্কে সতর্ক করে, তাছাড়া কোন ভয়ও দেখে না।

হযরত 'ঈসা (আ) একবার তাঁর হাওয়ারীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ

---

২৪০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

www.nagorikpathagar.org

ভাষণে বলেন:[২৪১]

ألا أخبركم بخيركم مجالسة؟ قالوا : بلى ياروح الله : قال : من تذكركم بالله رؤيته، ويزيد فى عملكم منطقه، ويشوقكم إلى الجنة عمله، وقال : ويلكم ياعبيد الدنيا! كيف تخالف فروعكم أصولكم، وأهواؤكم عقولكم، قولكم شفاء يبرى الداء، وفعلكم داء لايقبل الدواء، لستم كالسكرمة التى حسن ورقها، وطاب ثمرها، وسهل مرتقاها، ولكنكم كالسمرة التى قل ورقها، وكثر شوكها، وصعب مرتقاها، ويلكم ياعبيد الدنيا! جعلتم العمل تحت أقدامكم، من شاء أخذه، وجعلتم الدنيا فوق رؤسكم، لا يمكن تناولها، فلا أنتم عبيد نصحاء، ولا أحرار كرام، ويلكم يا أجراء السوء! الأجر تأخذون، والعمل تفسدون، سوف تلقون ما تحذرون، إذا نظر رب العمل فى عمله الذى أفسدتم وأجره الذى أخذتم... اتخذوا المساجد بيوتا، والبيوت منازل، كلوا بقل البرية، واشربوا الماء القراح، وانجوا من الدنيا سالمين... لاتنظروافى أعمال الناس كأنكم أرباب' وانظروا فى أعمالكم كأنكم عبيد. فإنما الناس رجلان : مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء، واحمدو الله على العافية... عجبا لكم تعملون للدنيا، وأنتم ترزقون فيها بلاعمل، ولاتعملون للآخرة وأنتم ترزقون فيها إلا بعمل.

আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ভালো বন্ধু কে, তা বলতে পারি? তারা বললো, হে রূহুল্লাহ, অবশ্যই বলুন। বললেনঃ যার দর্শন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথা তোমাদের কর্মে বৃদ্ধি ঘটায় এবং যার আমল তোমাদেকে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে, সেই ভালো বন্ধু। তিনি আরো বলেনঃ হে দুনিয়ার দাসেরা ! তোমাদের শাখা-প্রশাখা তোমাদের মূলের এবং তোমাদের কামনা-বাসনা তোমাদের বুদ্ধি-বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করে কিভাবে? তোমাদের কথা শেফা স্বরূপ, যাতে রোগ মুক্তি হয়, আর তোমাদের কর্ম এমন রোগের মত যা কোন ওষুধই গ্রহণ করে না। তোমরা সেই সাক্রামা বৃক্ষের মত নও যার পাতা সুন্দর, ফল সুস্বাদু এবং যাতে আরহন করাও সহজ। তোমরা বরং সেই সামুরা বৃক্ষের মত যার পাতা কম, কাঁটা বেশী এবং যাতে আরহন করাও কঠিন।

---

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

www.nagorikpathagar.org

খুতবা

হে দুনিয়ার দাসেরা ! তোমাদের ধ্বংস হোক! কর্মকে তোমরা তোমাদের পায়ের তলায় রেখে দিয়েছো। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক। আর দুনিয়াকে তোমরা তোমাদের মাথার উপর রেখেছো, যেন কেউ তার নাগাল না পায়। তোমরা উপদেশ দানকারী দাসও নও, আবার মর্যাদাবান স্বাধীন সত্ত্বাও নও। ওহে ভালো কাজের শ্রমিকরা, তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমরা মজুরী গ্রহণ করছো, কিন্তু শ্রম নষ্ট করছো। তোমরা যার ভয় করছো, শিগগির তার মুখোমুখি হবে, যখন কাজের মালিক তার কাজ দেখবেন। যে কাজ তোমরা নষ্ট করে মজুরী গ্রহণ করেছো। ... মাসজিদকে তোমরা বাড়ি বানাও, আর বাড়িকে আবাস স্থল বানাও। তোমরা গাছের ছাল-ছোবড়া খাও, স্বচ্ছ পানি পান কর এবং দুনিয়া থেকে নিরাপদে মুক্তি লাভ কর। তোমরা মানুষের কর্মের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি দিবে না যেন তোমরা প্রভু। তোমরা তোমাদের কাজের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করবে যেন তোমরা দাস। মানুষ দু'ধরনের–বিপদগ্রস্ত ও বিপদমুক্ত। বিপদগ্রস্তদের প্রতি দয়া কর এবং বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আল্লাহর প্রশংসা কর। তোমাদের জন্যে অবাক হই যে, তোমরা দুনিয়ার জন্যে কাজ কর। এখানে কাজ ছাড়াই রিযক দান করা হয়। আর আখিরাতের জন্যে কাজ কর না। অথচ সেখানে কাজ ছাড়া রিযক দান করা হয় না।

হযরত 'ঈসা (আ) আনতাকিয়াবাসীদের প্রতি তিনজন রাসূল বা দূত পাঠান। তাঁরা যেভাবে তথাকার অধিবাসীদের নিকট দীনের দা'ওয়াত পেশ করেন তা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[২৪২] তাদের প্রতি ঈমান এনেছিলেন ঐ জনপদের অধিবাসী হাবীব আন-নাজ্জার। তিনি যখন জানতে পারলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ রাসূলগণকে হত্যা করতে যাচ্ছে, তখন তিনি শহরের প্রান্তসীমা থেকে ছুটে এসে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্যে একটি আবেগময় ভাষণ দেন।[২৪৩] সেই ভাষণটি এখানে তুলে ধরে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানছি।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ٥ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ٥ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٥ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ٥

অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বললো, হে

২৪২. আল-কুরআন, ৩৬ : সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৩-১৯
২৪৩. আল-কাশশাফ, খ. ৪, পৃ. ৭-৮

www.nagorikpathagar.org

আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত। আমার কি হলো যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর 'ইবাদত করবো না"? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবো? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবো আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কথা তোমার শোন।[২৪৪]

ইয়াহইয়া (আ)

ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া (আ) বানী ইসরাঈলের অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্যে এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। ভাষণটি নিম্নরূপ:[২৪৫]

يانسل الأفاعى من دلكم على الدخول فى مساخط الله الموبقة لكم. ويلكم! تقربوا بعمل صالح، ولاتغرنكم قرابتكم من أبراهيم (عليه السلام)، فان الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قدوضعت فى أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى فى النار.

ওহে অজগরের বংশধর! তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করলো কে? সৎ কাজের দ্বারা নৈকট্য অর্জন কর। ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তোমাদের আত্মীয়তা তোমাদেরকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। কারণ আল্লাহ এই কঠিন পাথরের মধ্য থেকে ইবরাহীমের (আ) বংশধর বের করতে সক্ষম। বৃক্ষের মূলে কুড়াল রাখা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি বৃক্ষ, যার ফল বিস্বাদ, তা কেটে আগুনে ফেলার কাজটি প্রথম শুরু কর।

---

২৪৪. আল-কুরআন, ৩৬ : সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ২০-২৫
২৪৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৪৩-৪৪

www.nagorikpathagar.org

শা'ইয়া' (شَعْيَاء) (আ)

আল্লাহ তা'আলা হযরত শা'ইয়া' (شَعْيَاء) (আ)-এর মুখ দিয়ে বাণী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে নিম্নের ভাষণটি দান করান:[২৪৬]

إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة لينا، وقلوبكم لاتزداد على كثرة الموعظة ألا قسوة، إن الجسد إذا صلح كفاه القليل من الطعام. وإن القلب إذا صح كفاه القليل من الحكمة. كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من عابد قد افسده العجب. يابنى اسرائيل! اسمعوا قولى، فان قائل الحكمة وسامعها شريكان، وأولاهما بها من حققها بعمله.

অতিরিক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে পশু নরম হয়। কিন্তু বেশী বেশী উপদেশ দান সত্ত্বেও তোমাদর অন্তর কেবল শক্তই হয়। দেহ সুস্থ্য থাকলে অল্প খাদ্যই যথেষ্ট হয়। আর অন্তর সুস্থ্য থাকলে অল্প জ্ঞানই যথেষ্ট হয়। বাতাসে অনেক প্রদীপ নিভে যায়। আত্মতুষ্টি বহু 'আবিদকে ধ্বংস করে দিয়েছে। হে বানী ইসরাঈল, আমার কথা শোন! জ্ঞানের কথা যিনি বলেন, আর যে তা শোনে উভয়ে সমান অংশীদার। তবে যে তা বাস্তবে রূপ দেয়, সেই উত্তম।

আম্বিয়ায়ে কিরামের খুতবা সম্পর্কে এ দীর্ঘ আলোচনা ও উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ পৃথিবীতে তাঁদের আগমন ঘটেছিল সত্যের দা'ওয়াত মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্যে। আর এ কাজের জন্যে তাঁদের সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল প্রবল বাকপটুতা ও বাগ্মিতা শক্তির। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সে যোগ্যতা ও শক্তি পূর্ণমাত্রায় দান করেছিলেন এবং তাঁরা তা অতি সার্থকভাবে কাজেও লাগিয়েছিলেন। সুতরাং একথা বলা সঙ্গত হবে না যে, খিতাবা শাস্ত্রের উদ্ভব, উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীক সামজে। কারণ তাদের পূর্বেও এ পৃথিবীতে অসংখ্য নাবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিল। মূলতঃ তাঁদের মাধ্যমেই এ শাস্ত্রের উন্নতির চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

২৪৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় - ২

খুতবা : জাহিলী যুগ

জাহিলী যুগের পরিচিতি,

পরিসর ও আল-জাহিলিয়্যা শব্দের অর্থ

জাহিলী যুগের 'আরবী খুতবা সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় যাবার আগে এ যুগের পরিধি ও পরিসর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। জাহিলী যুগ কথাটি বলার সাথে সাথে মানুষের মনে ধারণা জন্মে যে, তা ইসলাম-পূর্ব সময়ের এক সুদীর্ঘকাল। অধ্যাপক আর.এ.নিকলসন বলেন:[১]

> Muhammadans include the whole period of Arabin history from the earliest times down to the establishment of Islam in the term al-jahiliyya.

তবে 'আরবী সাহিত্যের গবেষকরা জাহিলী যুগকে এত দীর্ঘ বলে মনে করেন না। পি.কে.হিট্টীর মতে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ১০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল (৫২৫-৬২২ খ্রি.) 'আরবী সাহিত্যের জাহিলী যুগ।[২] গবেষকরা তাঁদের গবেষণা কর্ম এই সময়কালের মধ্যে সীমিত রাখেন। 'আরবী ভাষার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সেই সূচনা পর্ব থেকে নিয়ে, পূর্ণতা লাভ করেছে এ সময় সীমার মধ্যে। আর জাহিলী 'আরবী কবিতা সেই সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।[৩] অবশ্য অনেকে দু'শো, আবার কেউ কেউ তিনশো বছরের কথা বলেছেন।[৪]

'আল-জাহিলিয়্যা' শব্দের অর্থ

الجاهلية। শব্দটি الجهل। থেকে নির্গত। শব্দটি العلم। - এর বিপরীত অর্থে যেমন

---

১. R.A Nicholson, A Literary History of the Arabs, (Cambridge University Press, 1969) P.30

২. P.K. Hitti, History of the Arabs, (London, 1960), p 87, 91

৩. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, সং. ৭,১৯৭৬) খ. ১, পৃ. ৩৮

৪. আল-জাহিজ, কিতাবুল হায়ওয়ান, (আল-মাতবা'আ আল-হুমায়দিয়্যা), খ. ১, পৃ. ৩৭; ইন'আম আল-জুনদী, আর-রাইদ ফিল আদাব আল-'আরাবী, (বৈরূত: দারুর রাইদ আল- 'আরাবী, সং. ২,১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ৫; দ্র. ড. নাসির আদ-দীন আল-আসাদ, মাসাদির আশ-শি'র আল-জাহিলী, (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ সং. ৬, ১৯৮২), পৃ. ১৮

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহার হয়, তেমনি الحلم। এর বিপরীতেও এর ব্যবহার আছে।[৫] العلم। অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, আর তার বিপরীত الجهل।, যার অর্থ–অজ্ঞতা, মুর্খতা। জাহিলী যুগ বুঝাতে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার হয়নি। বরং শব্দটি الحلم।, যার অর্থ ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ভদ্রতা- এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। গোল্ডজিহারের মতে, حلم দ্বারা একজন সভ্য মানুষের নৈতিক যুক্তিপরায়ণতা বুঝায়।[৬] এখানে الجهل। এর অর্থ: ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, হটকারিতা, বেপরোয়া, অসংযত, অহঙ্কার, আভিজাত্য ও সামষ্টিক গোত্রীয় জীবনাচারের নিয়মাবলী। কুরআন, হাদীস ও জাহিলী 'আরবী কবিতায় শব্দটি উল্লেখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবন মানজুর কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন এভাবে:[৭]

> هى الحال التى كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكِبْر والتجبُّر وغير ذلك.
>
> জাহিলিয়্যা হচ্ছে সেই অবস্থা যার উপর ইসলাম-পূর্ব সময়ে 'আরবরা ছিল। আর তা হলো আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বংশীয় আভিজাত্য, কৌলীন্য, অহঙ্কার, কঠোরতা ইত্যাদি।

আল-কুরআনে এসেছে:

> قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.
>
> মূসা বললো, আল্লাহর পানাহ্ চাই, যাতে আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত না হই।[৮]
>
> خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.
>
> তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করে সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং জাহিলদিগকে উপেক্ষা কর।[৯]
>
> وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا.
>
> 'রাহমান'-এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে পৃথিবীতে চলাফিরা

---

৫. আল-হাসান আল-মাদায়িনী (২২৫/৮৩৯) বলেছেন: المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه; মু'আবিয়া (রা) বলেন إنى لأستحى من ربى ان يكون جهل أكبر من حلملى এখানে جهل শব্দটির বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে حلم শব্দটি। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৭৮)

৬. A Literary History of the Arabs, P.30

৭. লিসান আল-আরাব, খ. ১, পৃ. ৫২৪

৮. আল-কুরআন, ২ঃ৬৭

৯. প্রাগুক্ত, ৭ঃ১৫৪

www.nagorikpathagar.org

করে এবং তাদেরকে যখন জাহিল ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'।[১০]

এমনিভাবে আল-কুরআনে الْجاهلية শব্দটি একাধিক স্থানে এসেছে। যেমন:

يَظُنُّوْنَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

তারা জাহিলী যুগের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে।[১১]

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ

তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে?[১২]

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না।[১৩]

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করতো গোত্রীয় অহমিকা (গোঁয়ারতুমি, হঠকারিতা)- জাহিলী যুগের অহমিকা।[১৪]

একবার হযরত আবূ যার আল-গিফারী (রা) কোন এক ব্যক্তিকে তার মায়ের কথা উল্লেখ কর গালি দেন। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:[১৫]

إنك إمرؤ فيك جاهلية.

তুমি এমন এক ব্যক্তি, তোমার মধ্যে জাহিলী স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে।

'উমার ইবন খাত্তাব (রা)-এর সামনে নেতৃত্ব নিয়ে আল-আহনাফ ও 'আমর ইবন আল-আহ্তাম-এর মধ্যে বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে 'আমর আল-আহনাফকে লক্ষ্য করে বলেন:[১৬]

إنا كنا وأنتم في دار جاهلية، فكان الفضل لمن جهل، فسفكنا دماءكم وسبينا نساءكم وإنا اليوم في دار الإسلام، والفضل فيها لمن حلم.

আমরা ও তোমরা উভয়ে ছিলাম একটি জাহিলী গৃহে। তখন সম্মান ও মর্যাদা ছিল তাদের যারা জাহিলী স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতো।

---

১০. প্রাগুক্ত, ২৫ : ৬৩
১১. প্রাগুক্ত, ৩ : ১৫৪
১২. প্রাগুক্ত, ৫ : ৫০
১৩. প্রাগুক্ত, ৩৩ : ৩৩
১৪. প্রাগুক্ত, ৪৮ : ২৬
১৫. লিসান আল- 'আরাব, খ. ১, পৃ. ৫২৪
১৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ.৬৪

www.nagorikpathagar.org

তখন আমরা তোমাদের রক্ত ঝরিয়েছি, তোমাদের নারীদের বন্দী করেছি। এখন আমরা সবাই ইসলামের গৃহে। এখানে সম্মান ও মর্যাদা তাদের, যারা ইসলামী নৈতিক যুক্তি পরায়ণতার অধিকারী হবে।

জাহিলী কবি 'আমর ইবন কুলসুম (হি. পূ. ৪০/খ্রি. ৫৮৪) তাঁর মু'আল্লাকায় বলেন:[১৭]

ألا لايجهلن أحد علينا # فنجهل فوق جهل الجاهلين.

কেউ যদি অজ্ঞতাবশত আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে আমরা বাড়াবাড়িতে তাকে ছাড়িয়ে যাব।

এখানে الجهل শব্দটি الحلم এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখিত উদ্ধৃতির সব গুলিতে الجهل শব্দটি সেই প্রাচীন কালে পূর্বে উল্লেখিত অর্থসমূহে অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য, বোকামি, বাড়াবাড়ি, হঠকারিতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনেকে মনে করেছেন جهل অর্থ অজ্ঞতা ও মূর্খতা কিন্তু এমন অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। এ অর্থ জাহিলী বা ইসলামী আমলের কারো কোন বক্তব্যে পাওয়া যায় না।[১৮] কারণ সেই সময়কালে কিছু জ্ঞান- বিজ্ঞান ছিল যেমন: জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, পদচিহ্ন বিদ্যা ইত্যাদি। আর তাদের সাহিত্য তো ছিল তৎকালীন বিশ্বের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সুতরাং আল-জাহিলিয়্যা অর্থ অজ্ঞতা বা মূর্খতার যুগ কোন ভাবেই নয়।[১৯]

আল-জাহিলিয়্যা যে অর্থেই হোকনা কেন শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে আরব উপ-দ্বীপের একটি সময়ের নামে পরিণত হয়ে গেছে। আর এ নামটি ইসলামী আমলেই সৃষ্টি হয়েছে। ইবন খালাওয়ায়হি (মৃ.হি: ৩৭০) এ কথাই বলেছেন:[২০]

إن الجاهلية إسم حدث فى الإسلام للزمن الذى كان قبل الإسلام.

আল-জাহিলিয়্যা একটি নামবাচক শব্দ যা ইসলাম-পূর্ব সময়কালকে বুঝানোর জন্যে ইসলামী যুগে সৃষ্টি হয়েছে।

---

১৭. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, সং. ৫, ১৯৮৪, খ. ১, পৃ.- ১৪৫

১৮. আল-রাইদ ফিল আদাব আল'আরাবী, খ. ১,,. ৫৫

১৯. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, খ. ১, পৃ. ৭৩

২০. আস-সুয়ূতী, আল-মুযহির, কায়রো: দারু ইয়াহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা, খ. ১ পৃ. ৩০১; আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, সং- ১০, ১৯৬৯, পৃ. ৫৩

www.nagorikpathagar.org

জাহিলী 'আরবী গদ্য সাহিত্য

গদ্যকে 'আরবী ভাষায় النثر বলে। 'আরবরা গদ্যের সংজ্ঞা মোটামুটি এভাবে দিয়ে থাকে:[২১]

النثر هو الكلام الذى لم ينظم فى أوزان وقواف

গদ্য এমন কথা যা ছন্দ ও অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত নয়।

এ গদ্য আবার দু'প্রকার। প্রথম প্রকার সাধারণ গদ্য, যা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কথাবার্তায় বলে থাকে। এ ধরনের গদ্যের কোন সাহিত্য মান থাকে না। তবে এতে কখনো কখনো কিছু জ্ঞান গর্ভকথা, প্রবাদ, প্রবচন ও উপমা পাওয়া যায়, যার সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট। আর দ্বিতীয় প্রকার গদ্য এমন, যার বক্তা অথবা লেখক ভাষা ব্যবহার বা প্রয়োগ করলে তাতে শৈল্পিক, অলঙ্করণ ও দক্ষতার একটা ছাপ থাকে। বিভিন্ন ভাষায় এ প্রকারের গদ্য সমালোচকদের নিকট গুরুত্ব লাভ করে থাকে। এই ধরনের গদ্যকে তাঁরা তাঁদের আলোচনার বিষয় বলে মনে করেন এবং النثر الفنى বা শিল্পমানসম্পন্ন গদ্য বলে অভিহিত করে থাকেন।[২২] এ গদ্যকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে: আল-খিতবা ও আল-কিতাবা–আল খিতবা–বক্তৃত–ভাষণ–ও আল ফান্নিয়্যা বা শিল্পমান সম্পন্ন রচনা। লিখিত গল্প-কাহিনী, সাহিত্য-মান সম্পন্ন পত্রাবলী, ইতিহাস রচনা ইত্যাদি আল কিতাব এর অন্তর্ভুক্ত।

জাহিলী যুগের 'আরববাসীর জীবন ধারা ও তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিল্পমান সম্পন্ন গদ্য তাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কারণ তৎকালীন 'আরবের অধিবাসীরা তাদের অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও রাজা-বাদশাদের গল্প-ইতিহাসের প্রতি দারুণ অনুরক্ত ছিল। রাতে তাঁবুর পাশে এসব গল্প শোনা ও বলার মাধ্যমে তারা সময় কাটাতো। এই আসরে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতির কিসসা-কাহিনীও রূপকথার আকারে আলোচনা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাতে এসেছে, আন-নাদার ইবন আল হারিছ মক্কায় কুরায়শদের আড্ডায় রুসতম, ইসফানদিয়ার প্রমুখ পারস্য বীরের কাহিনী বর্ণনা করতো।

---

২১. ড. শাওকী-দায়ফ, আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাছরিল 'আরাবিয়্যি, কায়রো; দারুল মা'আরিফ, সং- ১০, ১৯৮৩, পৃ. ১৫

২২. ড. তাহা হুসায়ন, মিন হাদীস আশ-শি'রি ওয়ান নাসরি, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, সং- ১০, ১৯৬৯), পৃ. ৪১.

www.nagorikpathagar.org

আন-নাদার ইবন আল-হারিছ্ ইসলামপূর্ব মক্কার কুরায়শদের অন্যতম নেতা। সে মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরম দুশমান ছিল। ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন :
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. - এ আয়াতটি সহ মোট আটটি আয়াত তার শানে নাযিল হয়েছে। কুরায়শরা বানূ হাশিম ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবকে বয়কট করার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে এবং পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তা লিখিত আকারে কা'বার অভ্যন্তরে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। একটি বর্ণনা মতে এ অঙ্গীকার পত্রের লেখক ছিল এই আল-নাদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বদ-দু'আয় তার হাতের কয়েকটি আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়।[২৩]

তাদের সবচেয়ে প্রিয় কিসসা-কাহিনী ছিল জাহিলী আমলের তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী। এ সকল গল্প-কাহিনীর কিছু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আবু 'উবায়দার শারহু নাকাইদ, আবুল ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানীর কিতাবুল আগানী, ইবন 'আবদি-রাব্বিহির আল-'ইকদ আল-ফারীদ, ইবনুল আসীরের আল-কামিল ও আল-মায়দানীর মাজমা'উল আমসাল গ্রন্থে। তবে এসব গল্প-কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করা যায় না। জাহিলী 'আরবী গদ্যের রূপ-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে এসবের উপর নির্ভর না করা উচিত। কারণ, এগুলি জাহিলী যুগ বা তার কাছাকাছি সময়েও লিখিত হয়নি। এগুলি গ্রন্থাবদ্ধ হয় 'আব্বাসী যুগে। তাই এ ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর উপাদানসমূহের মাধ্যমে এ যুগের একটা বর্ণনা লাভ করা গেলেও তার সাহিত্য মানের উপর গুরুত্ব দেয়া যায় না। বর্ণনাকারীরা তার মূল শব্দের পরিবর্তন, এমন কি তার অর্থেরও পরিবর্তন সাধন করে ফেলেছে।[২৪] 'আরবরা যদি এ সকল গল্প-কাহিনী ও ইতিহাস জাহিলী আমলেই লিপিবদ্ধ করতো তাহলে এ জাতীয় গদ্যের উপর গুরুত্ব দান করা যেত, কিন্তু তখন তারা এর কিছুই লেখেনি। তবে হিশাম ইবন মুহাম্মদ আল-কালবীর বর্ণনা যে পাওয়া যায়, তিনি হীরার খ্রীষ্টান উপসনালয়ে কিছু লিখিত উপাদান দেখেছেন যাতে প্রাচীন 'আরবের ইতিহাস পাওয়া যায়[২৫] এর উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ তিনি তাঁর বহু বর্ণনার ব্যাপারে বিশ্বস্ত নন।[২৬] আর তাঁর বর্ণনা

২৩. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ৩০০, ৩৫০
২৪. আল-ফাননু ও মাযাহিবুহু পৃ.১৭
২৫. ইবন জারীর আত-তাবারী, আত-তারীখ, (লাইডেন: ব্রিল, ১৯৬৪), খ. ১, পৃ. ৭৭০
২৬. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী, (কায়রো: দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা, ১৯১৩-১৯১৯), খ. ১০, পৃ. ৪০

www.nagorikpathagar.org

যদি সঠিকও হয় তাহলেও এ ধারণা প্রবল যে, তিনি যা লিখিত দেখেছেন তা আরবী ভাষায় ছিল না বরং তা ছিল সুরইয়ানী ভাষায়। যে ভাষা ইসলাম-পূর্ব সময়ে হীরায় প্রচলিত ছিল।[২৭]

আসল কথা হলো, জাহিলী 'আরবরা তাদের ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ের কোন কিছু লিখিত রেখে গেছে, এর সপক্ষে কোন বস্তুগত প্রমাণ নেই। তবে তার অর্থ এই নয় যে, তখন 'আরবী লিপির উদ্ভব হয়নি। আধুনিক কালে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় হিজাযে তা পূর্ণতা লাভ করেছে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে। আর সেখান থেকেই তা বিভিন্ন মরু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় মক্কায় সতেরো জন[২৮] এবং মদীনায় এগারো জন[২৯] কাতিব বিদ্যামান ছিলেন। তাছাড়া বেদুঈনদের মধ্যে আরো অনেকে লেখা জানতো। যেমন: বানু তামীমের আকসাম ইবন সায়ফী।[৩০] আর এই আকসামের ভ্রাতুষ্পুত্র হানজালা ইবন আর-রাবী তো ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম কাতিব।[৩১] তাছাড়া সেকালের কবিদের অনেকে লেখাপড়া জানতেন। যেমন: আল-মুরাক্কিশ আল-আকবার[৩২] (হি. পূ. ৭০/ খ্রি. ৫৫২), লাবীদ[৩৩] ইবন রানী'আ (হি. ৩৮/খ্রি. ৬৬৯) ও আরো অনেকে। সেকালের অনেক কবি তাঁদের কবিতায় এমন বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা দ্বারা বুঝা যায় তাঁদের সময়ের বেদুঈনদের অনেকে লেখাপড়া জানতো এবং তাদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল।

কিন্তু লেখা পড়া জানা এক কথা, আর এ জানার মাধ্যমে কোন লিখিত সাহিত্যকর্ম রেখে যাওয়া ভিন্ন কথা। তারা লেখা জানতো, তবে সে জানা ছিল সীমিত আকারের। তারা কোন বই, কোন গল্প-কাহিনী বা কোন সাহিত্যপত্র লিখে যায়নি। তারা ব্যবসা আর রাজনীতি বিষয়ক কিছু কথাবার্তা লেখালেখি করতো। আর এ কারণে মক্কায়ও এরূপ লেখালেখি প্রচলিত হয়। কেননা মক্কা ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্র। আল-জাহিজ বর্ণনা করেন, তারা তাদের

---

২৭. আল-ফাননু ওয়া মাযাহিবুহু পৃ. ১৭
২৮. আল বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, (ইউরোপ সং) পৃ. ৪৭১; উদ্ধৃত, ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ১৪০-১৪১
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. আল-মায়দানী, মাজমা' আল-আমসাল, (মাতবা'আ আল-খায়রিয়্যা), খ. ২, পৃ. ৮৭; 'উয়ুন আল-আখবার, খ. ১, পৃ. ৪২
৩১. আল-জাহশিয়ারী, আল-উযারা' ওয়া আল-কুত্তাব, (মিসর: তাব'আ 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী), পৃ. ২১২: আল-'ইকদ আল ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৬১; মাসাদির আশ-শি'র আল-জাহিলী, পৃ. ৫২
৩২. ইবন কুতায়বা, আশ শি'রু ওয়াশ শু 'আরা'উ, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সং. ১, ১৯৮১), পৃ. ৮৮
৩৩. কিতাবুল আগানী, (তাব'আ আস-সাসী), খ. ১৪, পৃ. ৯০

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ লিখে রাখতো। আর এই লিখিত চুক্তিসমূহকে তারা বলতো اَلْمَهَارِق (আল-মাহারিক)।[৩৪] কবি আল-হারিস ইবন হিল্লিযা (হি. পূ. ২৪/ খ্রি. ৫৮০)-এর মু'আল্লাকায় এই আল-মাহারিক'-এর উল্লেখ দেখা যায়। তিনি তাঁর একটি শ্লোকে বাকর ও তাগলিব গোত্রদ্বয়ের মধ্যে লিখিত চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন:[৩৫]

واذكروا حلف ذى المجازوما قدم فيه : العهود والكفلاء

حذر الجور والتعهد، وهل ين قض ما فى المهارق الأهواء

তোমরা যুল মাজাযের চুক্তি এবং তাতে যে সকল অঙ্গীকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা স্মরণ কর। যুলুম ও বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক হও। চাইলেই কি লিখিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যায়? اَلْمَهَارِق অর্থ লিখিত দলিল।

বিষয়টি তাহলে এই দাঁড়ালো যে, জাহিলী যুগের 'আরবরা রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কাজ-কর্মে লেখার ব্যবহার করেছে। তবে কোন ভাবেই তারা এই গণ্ডির বাইরে নির্ভেজাল সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে আসেনি। সেই লেখা ছিল অতি সাধারণ ও সাদামাটা মানের। তাতে তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণ হতো। আর তা পূরণ হবার পর তাদের লেখাও শেষ হয়ে যেত।[৩৬]

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমাদের হাতে এমন প্রমাণ নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা দাবী করতে পারি যে, জাহিলী 'আরবরা শিল্পমান সম্পন্ন গদ্য চর্চা করেছে। তবে তাদের জন্যে যতটুকু দাবী করা যায় তাহলো তাদের যথেষ্ট 'আমসাল' (প্রবাদ-প্রবচন) আছে। তারা এর যথেষ্ট প্রয়োগ করেছে। আর এর পাশাপাশি তাদের ছিল খুতবাদানের রীতি। এ কারণে তাদের অনেক খিতাব বা খুতবাও ছিল। তাদের এই খিতাবা আবার দু'টি রূপ ধারণ করে:

(ক) সামাজিক রূপ: পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহঙ্কার প্রকাশের জন্যে এবং সভা-সমাবেশ, বাজার-মেলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় প্রদত্ত খুতবা।

(খ) ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় কাহিনদের মুখ নি:সৃত সাজা' পদ্ধতির বিশেষ ধরনের খুতবা।

জাহিলী 'আরবের আমসালের একটি অংশ অবিকৃত অবস্থায় গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থাবদ্ধ হবার আগ পর্যন্ত তারা সেগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্মৃতিতে ধারণ করে

৩৪. কিতাবুল হায়ওয়ান, খ. ১. পৃ, ৬৯

৩৫. দিওয়ানু শি'রি আলহারিস ইবন হিল্লিযা, বৈরূত: মাতবা' আতুল কাসলিকিয়্যা, ১৯২২, পৃ. ২০; ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদব, খ. ১, পৃ. ১৫৪

৩৬. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৮; দ্র. মাসাদির আশ-শি'র আল-জাহিলী, পৃ. ২৩-৫৮

www.nagorikpathagar.org

সংরক্ষণ করেছে। আর একথা তো স্বীকৃত যে আমসাল তথা প্রবাদ-প্রবচনের কোন পরিবর্তন হয় না। অপর দিকে আল-খিতাবা ও সাজ'উল কুহ্হান, তা এর অল্প কিছু ছাড়া প্রায় সব মূলকথাই কালের গর্বে হারিয়ে গেছে। ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলীতে তার কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। জাহিলী যুগের গদ্যের পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্যে আমসাল, খিতাবা ও সাজ'উল কুহ্হান-এ তিনটির যতটুকু সম্ভব অনুসন্ধান করা অপরিহার্য। আর তার মাধ্যমেই জাহিলী গদ্যের শিল্পরূপ ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

জাহিলী 'আরব জাতি ও খুতবা

প্রত্যেক জাতির কোন না কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব–গুণ থাকে। যখন সেই জাতির কথা কোথাও আলোচনা হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মানুষের মন চলে যায়। 'আরবদের সম্পর্কে যখন কোন আলোচনা হয় তখন সর্ব প্রথম তাদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা মানুষের মনে জাগে, তা হলো তাদের ভাষার জোর ও বাগ্মিতা শক্তি। প্রাচীন 'আরব জাতি অন্য অনারব জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি 'আল-আজম' শব্দটি ব্যবহার করতো। এর দ্বারা তারা অনারবদেরকে বোবা অথবা মনের ভাব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করতে অক্ষম বলে মনে করতো।[৩৭] এ থেকে অনুমান করা যায়, তাদের নিকট বাগ্মিতা ও বাকপটুতার স্থান কি ছিল এবং তা নিয়ে তাদের কী পরিমাণ গর্ব ও অহংকার ছিল।

মরুবাসী ও যাযাবর জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ সাধারণতঃ নিরক্ষর হয়ে থাকে। তাদের না থাকে কোন আইন-কানুন, আর না থাকে কোন সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসক। এমন লোকেরা কাগজ, কলম, ছাপাখানা ইত্যাদির পরিবর্তে নিজেদের প্রখর স্মৃতিশক্তি ও প্রবল বাকপটুতার উপর নির্ভর করে। এ কারণে যেখানে তাদের স্মৃতিশক্তি পূর্ণমানে পৌঁছে যায় সেখানে বাগ্মিতা ও বাকপটুতাও চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত 'আরব উপদ্বীপের প্রাচীন 'আরব জাতি- যারা ইসলাম পূর্ব সময়ে মরুভূমিতে যাযাবর জীবন যাপন করতো। কবিতার মত খুতবাও ছিল তাদের স্বভাবজাত গুণ। তাদের সন্তানদের শৈশব থেকে খুতবা দানের অনুশীলন করাতো। কেননা নানা কারণে খতীবের প্রয়োজন হতো।[৩৮]

---

৩৭. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৫; ড. জাহূর আহমাদ আজাহার, ফাসাহাতে নাবাবী, (লাহোর: ইসলামিক পাবলিকেশন্স, সং. ২,১৯৮৮), পৃ. ৯৮

৩৮. জুরজী-যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা আল-'আরাবিয়্যা, (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, সং. ৩, ১৯৭৮), খ. ১. পৃ. ১৬২

www.nagorikpathagar.org

জাহিলী যুগের যাযাবর 'আরবরা উপ-দ্বীপের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। বিশাল মরুভূমিতে তারা কিছুদিন এক স্থানে বসবাসের পর আবার অন্যত্র চলে যেত। কোথাও তাদের স্থায়ী আবাস ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া গোটা 'আরববাসীর জীবনধারা এমনই ছিল। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মত, বরং তার চেয়ে একটু বেশী মাত্রায় ছিল 'আরব বেদুঈনদের মধ্যে আত্ম-সম্মান ও আত্ম-মর্যাদাবোধ। আর তার সাথে ছিল প্রবল গোত্র-প্রীতি ও গোত্রীয় অহংকার। একমাত্র গোত্রের রাইস ছাড়া তারা অন্য কারো পরোয়া করতো না। কেবল তার সামনেই তারা মাথা নত করতো। আর তাতে ছিল খুতবার ভূমিকা অতি ব্যাপক ও গভীর। জাহিলী 'আরব সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি ও মরু প্রকৃতি তাদের খুতবার উন্নতি ও বিকাশ ঘটিয়েছিল।[৩৯] একারনেই সাধারণ, যাযাবর বেদুঈন নগরবাসীদের চেয়ে খিতাবায় বেশী পারদর্শীয় হয়ে থাকে।[৪০]

জাহিলী 'আরবের মানুষ তাদের গোত্রীয় নেতা নির্বাচনের সময় এবং পরে নিজেদের নেতার মধ্যে খুতবা দেয়ার যোগ্যতা ও পূর্ণতার কিছু গুণাবলী থাকা অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করতো। বংশ মর্যাদা, আদর্শ মানের নৈতিকতা, গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার যোগ্যতা ছাড়াও বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে স্বীয় গোত্রের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন এবং সবকিছু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ও বলিষ্ঠ ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা থাকাও অপরিহার্য বলে তারা মনে করতো। সুতরাং সেকালের 'আরব সমাজে নেতৃত্বের জন্যে খিতাবার যোগ্যতা একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ বলে স্বীকৃত হয়। আর এ ভাবে খুতবা দান গোত্র নেতাদের বিশেষ গুণ ও অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।[৪১] ফলে তৎকালীন 'আরব সমাজে খুতবার স্থান অতি উঁচুতে পৌঁছে যায় এবং কবির মত খতীবও প্রত্যেক গোত্রের জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ান, শুধু তাই নয় বরং অহংকার ও মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হন। এ ভাবে বাগ্মিতা ও বক্তৃতা-ভাষণ 'আরবদের অন্যতম এক শোভায় পরিণত হয় এবং তার প্রতি তাদের এক প্রবল আবেগ ও অনুভূতি গড়ে ওঠে। আল-জাহিজ বলেন:[৪২]

لأن العرب أشد فخرا ببيانها و طول لسانها وتصريف كلامها وشدة
إقتدارها وعلى حسب ذلك كانت زرايتها على كل من قصر عن

৩৯. ঈলিয়া হাবী, ফানুনুল খিতাবা ওয়া তাতাওউরুহা 'ইনদাল 'আরাব, (বৈরূত: দারুস সাকাফা), পৃ. ৩২
৪০. ডঃ 'উমার ফাররুখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, খ, ১, পৃ. ৮৯
৪১. ইহসান আন-নাস্‌সু, আল-খিতাবা আল-'আরাবিয়্যা, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৩), পৃ. ২১
৪২. আল-বায়না ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৪, পৃ. ২৭

www.nagorikpathagar.org

ذلك التمام ونقص عن ذلك الكمال.

কেননা 'আরবরা তাদের বাগ্মিতা, বাকপটুতা, কথা তৈরির যোগ্যতা ও কথা বলার উপর প্রচণ্ড ক্ষমতাবান হবার জন্যে সীমাহীন গর্ব অনুভব করতো। আর এর প্রেক্ষিতে যার মধ্যে এর পূর্ণতায় ঘাটতি ও ক্রটি দেখতো তাকে তারা তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করতো।

শক্তিশালী ভাষা ও বাক-নিপুণতা থেকে বঞ্চিত হওয়া ছিল 'আরবদের নিকট খুব বড় ধরনের ক্রটি। আর এ কথাটিই তৎকালীন 'আরবের একজন কবির দু'টি চরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:[৪৩]

كفى بالمرء عيبا أن ترى له # وجه وليس لسان
وما حسن الرجال لهم بزين # إذا لم يسعد الحسن البيان

একজন পুরুষের ক্রটির জন্যে এতটুকু যথেষ্ট যে, তার চেহারা তো দেখা যাবে, কিন্তু মুখে ভাষা থাকবে না। পুরুষের রূপ ও সৌন্দর্য প্রকৃতই কোন শোভা নয়- যদি না সেই সৌন্দর্য বর্ণনা-ক্ষমতা দ্বারা ভাগ্যবান হয়।

একজন সুদর্শন ব্যক্তি যদি সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে না পারে, মনের ভাব প্রাঞ্জল করে বর্ণনা করতে সক্ষম না হয়, 'আরবরা এটাকে বড় দোষের বলে বিবেচনা করেছে।

জাহিলী 'আরবের সমাজ ছিল সর্বদিক দিয়ে খুতবার উন্নতি ও বিকাশের অনুকূলে। তাদের ছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। তাদের মধ্যে ছিল ঝগড়া-বিবাদ, মত পার্থক্য, যুদ্ধ ও সন্ধি। তাঁবুর অভ্যন্তরে ঘরোয়া মাজলিসে, মেলা-প্রদর্শনীতে, আমীর-উমারা ও রাজা-বাদশাদের দরবারে প্রতিনিধিত্বকালে তাদের স্বভাবগত বাগ্মিতা, সাবলীল বাকপটুতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, তাৎক্ষণিক শিল্পগুণসম্পন্ন কথা বলার নৈপুণ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ তারা লাভ করতো।[৪৪] তাদের সে ভাষা-দক্ষতা ও প্রকাশ ক্ষমতার কথা আল-জাহিজ বলেছেন এভাবে:[৪৫]

كل شئ للعرب فانما هي بديهة وإرتجال، وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكرة ولا إستعانة، وانما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام، وإلى زجر يوم الخصام، أو حين يمنح على رأس بئر، أويحدو ببعير عند المقارعة أو المناقلة أو عند صراع أو في

---

৪৩. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ১৬৯
৪৪. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল- আদাব আল-'আরাবী, খ. ১ পৃ. ৪১০
৪৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩পৃ. ২৮

www.nagorikpathagar.org

حرب، فما هو ألا أن يصرف وهمه ألى جملة المذهب وإلى العمود الذى أليه يقصد، فتأتيه المعانى أرسالا وتنثال عليه الألفاظ إنثيالا، ثم لا يقيده على نقسه، ولا يدرسه أحدا من ولده، وكانوا أميين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون. وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر، وله أقهر، كل واحد فى نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع، وخطبائهم للكلام أوجد والكلام عليهم أسهل وهو عليهم أيسر، من أن يفتقروا إلى تحفظ، ويحتاجوا إلى تدارس، وليس هم كمن حفظ علم غيره، واحتذى على كلام من كان قبله، فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم، والتحم بصدورهم، واتصل بعقو لهم من غير تكلف ولاتحفظ ولا طلب.

'আরবদের প্রতিটি জিনিস ছিল উপস্থিত ও তাৎক্ষণিক, যেন ইলহামের মত স্বভাবজাত। এ ব্যাপারে তাদের কোন কষ্ট, পরিশ্রম, চিন্তা-ভাবনা করা, অথবা কারো সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। ঝগড়া-বিবাদের দিনের হুমকি-ধমকি, কোন কূপের মাথার উপর কোন কিছু দান করা অথবা কোন উট চালনা করার সময়, অথবা পারস্পরিক যুদ্ধ, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে কথা বলার প্রয়োজন হলে শুধু ইচ্ছে করলেই হতো। অভীষ্ট লক্ষ্য ও বিষয়ের দিকে চিন্তা–সূত্রকে ফিরিয়ে দিলেই প্লাবনের ন্যায় সবেগে ভাব ও শব্দমালা ক্রমাগতভাবে প্রবাহিত হতো। অত:পর তারা তা নিজেদের অন্তরে ধরে রাখতো না। তাদের কোন সন্তানকেও তা শেখাতো না। তারা ছিল নিরক্ষর-কোন কিছু লিখতো না। তারা ছিল প্রকৃতিজাত মানুষ, কোন রকম কৃত্রিমতার ধার ধারতো না। তাদের চমৎকার কথা প্রচুর এবং স্পষ্ট। আর এ ব্যাপারে তারা ছিল অধিকতর সক্ষম ও শক্তিশালী। প্রত্যেকেই আপন অভ্যন্তরে প্রচুর কথা বলার শক্তি রাখতো এবং বাগ্মিতায় তার স্থান হতো অতি উচ্চে। তাদের খতীবরা হতো কথার অনুরাগী, কথা হতো তাদের নিকট অতি সহজ এবং তারাও হতো শ্রোতাদের নিকট অতি সহজ ও অনাড়ম্বর। সে সব কথা স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রয়োজন অনুভব করতো না এবং তা পঠন- পাঠন আবশ্যক মনে করতো না। তারা তেমন মানুষের মত নয় যারা অন্যের জ্ঞান সংরক্ষণ করেছে। এমনও নয় যে, পূর্ববর্তীদের কথা অনুসরণ করবে। তাদের অন্তরে যে কথাগুলো ভালো লেগেছে, তাদের হৃদয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেঁথে গেছে এবং তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের সাথে জড়িয়ে পড়েছে কেবল সেগুলো ছাড়া আর কোন কিছুই তারা সংরক্ষণ করেনি। আর তারা তা করেছে কোন রকম ভনিতা, কৃত্রিমতা, উদ্দেশ্য, স্মৃতিতে ধরে রাখা ও চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে।

জাহিলী যুগের মানুষ, যারা অন্যের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে নিজের আহারের ব্যবস্থা করতো এবং এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস পদ্ধতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা যে কি, তা যাদের জানা ছিল না, যাদের জীবনই শত্রুর উপর আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ চালাতে, অথবা লুটতরাজের শিকার হতে বাধ্য করতো। এ কঠোর জীবনধারা পরিবর্তনের কোন আয়োজন উদ্যোগই যাদের মধ্যে ছিল না। এমনই একটা পরিবেশে তারা বেড়ে উঠে বার্দ্ধক্যে উপনীত হতো। আর এ জীবন ধারাই সে সমাজে বীর রসাত্মক সাহিত্য সৃষ্টি, বিশেষতঃ কাব্য ক্ষেত্রে তা বিস্ময়কর বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "আনতারা ইবন শাদ্দাদ (হি. পূ. ৮/ খ্রি. ৬১৪), 'আমর ইবন কুলসূম (হি. পূ. ৪০/ খ্রি. ৫৮৪) ও অন্যদের কবিতা উল্লেখ করা যায়।

এ বীর রসাত্মক সাহিত্য কবিতা অপেক্ষা খুতবার উন্নতি কোন অংশ কম হয়নি। কারণ বীরত্বব্যঞ্জক কাজে উৎসাহ দানের এটাও ছিল একটি প্রধান উপকরণ। একজন জাহিলী খতীব শত্রুর বিরুদ্ধে গোত্রের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহ দিতেন, পরামর্শ ও বিচার মজলিসে গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। কখনো দিতেন যুদ্ধের উস্কানি, আবার কখনো দিতেন সন্ধি ও শান্তির প্রতি উৎসাহ। সে যুগের খুতবা ছিল রণাঙ্গনে সৈনিকদের সাথী। খতীব যেমন বিজয়ী বীরদের মাথায় মুকট পরিয়ে দিতেন, তেমনি ভাবে পরাজিতদের করতেন হেয় ও অপমান।[৪৬]

জাহিলী আমলের খুতবার বাস্তবতা এবং তার মৌখিক প্রকৃতি সম্পর্কে একটু ভেবে দেখলে সে সমাজে এর উন্নতি ও বিকাশের অপর একটি কারণ পাওয়া যায়। তখন যদি বর্তমান সময়ের মত লেখার ব্যাপক প্রসার ও প্রচলন হতো তাহলে একালের মানুষের মত তারাও নানাভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু লেখার প্রসার-প্রচলন তখন খুব বেশী হয়নি। তাই তারা মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে সরাসরি মনের ভাব ও মতামত প্রকাশ করতে বাধ্য হতো। আর মনের ভাব প্রকাশের মৌখিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে খুতবা সহজতম পদ্ধতি। শুধু তই নয়,

---

৪৬. ফান্নুল খিতাবা ওয়া তাতাওউরুহা 'ইনদাল 'আরাব, পৃ. ৩১

www.nagorikpathagar.org

বরং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে খুতবা সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং উপযোগীও বটে।

জাহিলী আমলে মত ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম ছিল মৌখিক গদ্য, লিখিত গদ্য নয়। কোন জীবন-মরণ সমস্যায় যখন তারা সমবেত হতো পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে তখন খুতবার প্রয়োজন হতো সার্বধিক। তারা বাজার, মেলা ও প্রদর্শনী উপলক্ষে সারা বছর বিভিন্ন স্থানে সমবেত হতো এবং পণ্য-সামগ্রী কেনা-বেচার পাশাপাশি চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানও করতো। এসব মেলা-সমাবেশে সমাগত লোকদের নানা উদ্দেশ্যে প্রভাবিত করতে খুতবার বিশেষ প্রয়োজন হতো।[৪৭]

খুতবার জন্যে প্রয়োজন কল্পনা ও বাগ্মিতা শক্তি। এ কারণে খুতবাকে কবিতার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়। এটা এক প্রকার গদ্য কবিতা, আর কাব্য হলো ছন্দযুক্ত কবিতা। প্রত্যেকটির ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন। খুতবার জন্যে প্রয়োজন প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনা। সাধারণতঃ যোদ্ধা ও প্রবল অহংবোধের অধিকারী জাতি, যারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রত্যাশী, তারাই খুতবা প্রতিভার অধিকারী হয়। আর এ বৈশিষ্ট্য কবিতার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন হয় না। জাহিলী 'আরব ও প্রাচীন গ্রীকের মধ্যে এক্ষেত্রে একটি মিল আছে। তা হচ্ছে উভয় জাতিই কাব্য ও খিতাবা প্রতিভার অধিকারী এবং উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায় প্রখর আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ। আর একই কারণে রোমানদের মধ্যে খিতাবার উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছিল। আর যেহেতু ইয়াহূদী জাতি প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল এবং পরাধীনতা ও লাঞ্ছনা তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য, এ কারণে তাদের মধ্যে খিতাবার বিকাশ ঘটেছে খুব সামান্যই। তাদের কবিতার কল্পনা পরিণত হয়েছে আরজি-অভিযোগ ও অনুনয়-বিনয়ে এবং রুচি পরিবর্তিত হয়েছে মরসিয়া ও নীতিকথা রচনায়।[৪৮]

জাহিলী 'আরব ছিল এমন একটি ভূ-খণ্ড যার অধিবাসীরা ছিল অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা এবং স্বাধীন। অন্যান্য কবি-কল্পনার অধিকারী জাতি-গোষ্ঠীর মত তাদেরও ছিল অনুভূতিশীল প্রাণ। বাগ্মিতা ও অলংকারমণ্ডিত জোরালো ভাষা তাদের হৃদয়ে দারুণ প্রভাব ফেলতো। কলামণ্ডিত ভাষা তাদেরকে উঠবস করাতো। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিভেদের কারণে তারা যেমন একে অন্যের উপর গর্ব ও কৌলীন্য প্রকাশ করতো, তেমনি অন্যের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষও ছড়াতো। এ ব্যাপারে তারা অন্যের

---

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; মুহাম্মদ 'উছমান 'আলী, ফী আদাব মা কাবলাল ইসলাম, (দারুল আওযা'ঈ, সং. ৩, ১৯৮৩), পৃ.- ১৯৯

৪৮. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা, খ. ১ পৃ. ১৬২; জুরজী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৭), খ. ৩, পৃ.৩৩

www.nagorikpathagar.org

সমর্থন লাভ ও মন জয় করার জন্যে খুতবার আশ্রয় নিত।

বংশ তালিকা সংরক্ষণ ও গোত্রের মান-মর্যাদা রক্ষার জন্যে যেমন তাদের প্রয়োজন হতো কবির[৪৯] তেমনিভাবে প্রতিনিধি মিশন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গোত্রের মুখপাত্র হিসেবে তাদের খতীবেরও প্রয়োজন হতো। খতীবরাই পারতেন কোন বিষয় সুনির্বাচিত বাক্যে সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করতে। আল-জাহিজ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক বেদুঈন মযের তার বয়স্ক ছেলের সাথে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে মা ছেলেকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন:[৫০]

أما كان بطني لك وعاء؟ أما كان حجري لك فناء؟ أما كان ثديي لك سقاء؟

আমার পেট কি তোমার থলে ছিল না? আমার কোল কি তোমার আঙ্গিনা ছিল না? আর আমার স্তন কি তোমার পানাধার ছিল না?

মায়ের এমন হৃদয়গ্রাহী কথা শুনে ছেলে বলে ওঠে-

لقد أصبحت خطيبة

মা, আপনি তো খতীব হয়ে গেছেন।

ছেলে তার মাকে এ জন্যে খতীব বলেছে যে, তিনি তাঁর বক্তব্য সুনির্বাচিত বাক্যে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এ কাজটি কেবল একজন খতীবই পারেন।

খুতবা ছিল জাহিলী 'আরবের একটি বাস্তবতা যার উপস্থিতি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইহ্সান আন-নাস্সু বলেন:[৫১]

كانت الحياة العامة في ذلك العصر تستدعي وجود هذا الفن

সে যুগের সাধারণ জীবন এ শাস্ত্রের বিদ্যমানতাই দাবী করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় প্রতিনিধি মিশনের গমনাগমন ও তাদের খুতবাদানের রেওয়াজ দেখা যায়।[৫২] বানু তামীমের প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ও খতীব 'আমর ইবন আল-আহতামের খুতবা শুনে তাঁর বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মন্তব্য করেন:[৫৩]

---

৪৯. আবূ 'আলী আল-হাসান ইবন রাশীক, আল-'উমদা ফী সিনা'আতিশ শি'র ওয়া নাকদিহি, (কায়রো: মাতবা'আতু হিজাযী, ১৯৩৪), খ. ১, পৃ. ৪৯

৫০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ.১পৃ. ৪০৮

৫১. আল-খিতাবা আল- 'আরাবিয়্যা, পৃ. ৮

৫২. ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, সম, মুসতাফা আস-সাকা ও অন্যরা, খ. ২, পৃ. ৫৬০-৬১

৫৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ.১ পৃ. ৫৩, ৩৪৯; আবূ ইসহাক আল-হাসরী, যাহরুল আদাব, মিসর: মাতবা'আতু রহমানিয়্যা, ১৯২৫, খ. ১, পৃ.৫

www.nagorikpathagar.org

إن من البيان لسحرا

নিশ্চয় কিছু কিছু বায়ান ও বগ্মিতায় জাদু আছে।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় ইসলাম পূর্ব যুগেও এ ধরনের প্রতিনিধি মিশনের গমনাগমন ও একই পদ্ধতিতে খুতবা দানের প্রচলন ছিল। হীরার রাজা আন-নু'মান ইবন মুনযির যে নির্বাচিত 'আরব খতীবদের কিসরার দরবারের পাঠান এবং তাঁরা সেখানে 'আরবদের পক্ষে খুতবা দেন, তা তো ঐতিহাসিক সত্য।[৫৪] সেকালে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষেও খুতবা দানের রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হযরত খাদিজা (রা)-এর বিয়ের 'আকদ অনুষ্ঠানে আবূ তালিব যে খুতবাটি দান করেছিলেন তাতো ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।[৫৫]

অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষা ও বাগ্মিতায় জাহিলী 'আরব যে অতি উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার চিত্রও পাওয়া যায়।[৫৬] যেমন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের পরিচয় দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেন:[৫৭]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝

আর এমন কিছু লোক আছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করবে। আর সে সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে লোক।

আল-কুরআনের আরো বহু আয়াতে তাদের ঝগড়া, বিতর্ক ও বাকপটুতার চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে আরো কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হলো:

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

আর যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা শুনেন।[৫৮]

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ

অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়।[৫৯]

---

৫৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৪-২২

৫৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪০৮; ড. জাওয়াদ 'আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম, (বৈরুত: দারুল 'ইলম, সং. ২, ১৯৮০), খ. ৮, পৃ. ৭৯১

৫৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১পৃ ৮-৯

৫৭. আল কুরআন, ২ ঃ ২০৪

৫৮. প্রাগুক্ত, ৬৩ ঃ ৪

৫৯. প্রাগুক্ত, ৩৩ ঃ ১৯

www.nagorikpathagar.org

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুতঃ তারা হলো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।[৬০]

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের পরিচয় দিয়েছেন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বর্ণনা গ্রন্থ বলে। এতে সব কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করে সুন্দর ভাবে বুঝানো হয়েছে। এ জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে 'আল-ফুরকান'। আল্লাহ এর ভাষাকে (عربي مبين) স্পষ্ট 'আরবী বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই আল-কুরআনের মত এত উন্নত মানের ভাষা ও বর্ণনা–শৈলীর গ্রন্থ যে জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল, নিশ্চয় তারা এর ভাষার সমঝদার ছিল এবং তাদের ভাষা ও বর্ণনা ক্ষমতাও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। এ কথা আল-জাহিজ বলেছেন।[৬১]

বায়ান ও বাগ্মিতায় তাদের যে প্রচণ্ড দখল ছিল, তার আরো একটি প্রমাণ এই যে, আল-কুরআনের মুকাবিলা করার জন্যে তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে।[৬২] আর এটা তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাগ্মিতা ও বর্ণনা ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। তেমনি ভাবে শব্দ ও অর্থের মান ও গুরুত্বের পার্থক্য নিরূপণ এবং শব্দের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা কতটুকু তা তারা বুঝতো, বিভিন্ন বর্ণনায় তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে–আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা ইসলামের একজন প্রবল শত্রু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে আল-কুরআনের একটি আয়াতের তিলাওয়াত শুনে বলেছিল:[৬৩]

والله لقد سمعت من محمد كلاما، ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله المغدق،

আমি মুহাম্মদের নিকট কিছু কথা শুনেছি। তা না মানুষের কথা, না জ্বিনের। সে কথায় আছে চমৎকার এক স্বাদ, আর তাতে আছে এমনই প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য মনে হয় যেন এক ধরনের জাদু। তার উপরিভাগ যেমন ফলদায়ক, নিম্নভাগেও তেমনি প্রচুর পানীয়।

আল-ওয়ালীদের এ মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, অলঙ্কারমণ্ডিত বিশুদ্ধ ভাষার তারা

---

৬০. প্রাগুক্ত,৪৩ ঃ ৫৮
৬১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৮
৬২. আল-কুরআন ঃ ২ ঃ ২৩; ১০ঃ ৩৮; ১১ ঃ ১৩; ১৭ ঃ ৮৮
৬৩. আল-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, খ. ৪, পৃ ৬৪৯; ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-বালাগা, তাতাওউর ওয়া তারীখ,কায়রো: দারুল মা'আরিফ, সং. ৭. পৃ.৯: মুহাম্মদ আলী আস-সয়ফ, আল-বালাগা, তাতাওউর ওয়া তারীখ, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, সং. ৭. পৃ. ৯; মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, আত-তিবয়ান ফী'উলূম আল- কুরআন, সং- ২,১৯৮০, পৃ. ১০২-১০৩

www.nagorikpathagar.org

যেমন সমঝদার ছিল তেমনি সেই ভাষায় তারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ও অভিব্যক্তিতেও সক্ষম ছিল।

জাহিলী যুগের 'আরব কবিদের কবিতায়ও তাদের সমাজের খতীবদের গুণাবলী ও ভূমিকার একটা চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। কবি আবূ যুবায়দ আত-তায় তাঁর গোত্রের খতীব প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় কেমন জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেন, সে কথা বলেছেন এভাবে:[৬৪]

وخطيب إذا تمعرت الأو # جه يوما فى مأقط مشهود

প্রচণ্ড যুদ্ধের ময়দানে একদিন যখন সকল যোদ্ধার মুখমণ্ডল
বিবর্ণ হয়ে যায় তখনও তিনি একজন খতীব।

কবি 'আমির আল-মুহারিবী তাঁর গোত্রের লোকদের খিতাবা প্রতিভার প্রশংসায় বলেন:[৬৫]

وهم يدعمون القول فى كل موطن # بكل خطيب يترك القوم كظما
يقوم فلا يعيا الكلام خطيبنا # اذا الكرب أنسى الجبس أن يتكلما

প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা তাদের বক্তব্য এমন প্রত্যেক খতীব দ্বারা শক্তিশালী করে উপস্থাপন করে, যারা প্রতিপক্ষকে নির্বাক করে ছাড়ে।
বিপদ যখন ইতর শ্রেণীর লোকদের বাকশক্তি রহিত করে দেয় তখনও আমাদের খতীব কোন বক্তব্য প্রকাশের জন্যে কথা বলতে অক্ষম হয়ে পড়েনা।

কবি রাবী'আ ইবন আদ-দাব্বী বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সন্ধি ও শান্তি স্থাপনে তাঁর গোত্রের খতীবদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা বলেছেন এভাবে:[৬৬]

ومتى تقم عند اجتماع عشيرة # خطبا ؤنا بين العشيرة يفصل

যখন তুমি গোত্রের কোন সমাবেশের নিকট দাঁড়াবে তখন দেখবে আমাদের খাতীবরা আন্তঃ-গোত্রীয় বিবাদে কিভাবে ফয়সালা করছে।

এমনিভাবে খতীব ফুদালা ইবন কালদার স্মরণে কবি আওস ইবন হুজর বলেছেন:[৬৭]

أبا دليجة من يكفى العشيرة أذ # أمسوا من الخطب فى نار وبلبال
أم من يكون خطيب القوم أذ حفلوا # لدى الملوك ذوى أيد وأفضال

---

৬৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৭৬
৬৫. আল-মুফাদদাল আদ-দ্বাব্বী, আল-মুফাদদালিয়াত, কয়রো: দারুল মা'আরিফ, কাসীদা- ৯১, শ্লোক- ২০-২১
৬৬. কিতাবুল আগানী, খ. ৯, পৃ. ৯৩১
৬৭. কুদামা ইবন জা'ফার, নাকদুশ শির, সম. মুহাম্মদ আবদুল মুন'ইম খাফাজী, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলামিয়া, প. ২১২

www.nagorikpathagar.org

> আবূ দুলায়জা! যুদ্ধের প্রজ্জ্বলিত আগুন এবং দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে যখন তোমার গোত্রের রাত হয় তখন কে তাদের রক্ষা করবে? অথবা শক্তিমান ও মর্যাদাবান রাজন্যবর্গের দরবারে যখন কোন অনুষ্ঠান হবে তখন সম্প্রদায়ের খতীব হবে কে?

কবি এখানে খতীব আবূ দুলায়জার মৃত্যুতে তাঁর গভীর অভিব্যক্তি পকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে কাওমে যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা বলেছেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, রাজন্যবর্গের দরবারের তাদের পক্ষে আর খুতবা দিবে কে?

জাহিলী যুগের খুতবার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ

সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে এমন বহু খুতবা পাওয়া যায় যা জাহিলী খতীবদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি পাঠ করলে ধারণা হয়, যখন খতীবরা খুতবা দান করেছিলেন তখন কেউ হয়তো তা সাথে সাথে লিখে ফেলেছিল। আর সেই মূল কপি দেখেই তা নকল করা হয়েছে। ঐ সকল খুতবার মৌলিকতা সন্দেহমুক্ত হতে পারলে ভালোই হতো। কিন্তু তা সন্দেহমুক্ত নয়। সে যুগের কবিতার যথার্থতা ও মৌলিকত্ব নিয়ে যেখানে প্রশ্ন ও বিতর্কের অন্ত নেই, সেখানে খুতবার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠা অতি স্বাভাবিক। তবে বর্ণিত এ সকল খুতবার একাংশ তথা অধিকাংশ যে সঠিক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।[৬৮] তবে উপরিউক্ত সন্দেহের পশ্চাতে যে কারণগুলি বিদ্যমান তার কয়েকটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। 'আরবের কোন খতীব স্বাভাবিক ভাবে খুতবা দানের পর আবার যদি সেটি পুনরাবৃত্তি করতেন তাহলে কিছু কম-বেশি হতো।[৬৯] অথচ যে সকল খুতবা পাওয়া যাচ্ছে তাতে কম-বেশির কোন প্রমাণ নেই।

২। কুস্‌সু ইবন সা'ইদা 'উকাজ মেলায় যে খুতবা দান করেছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য। শ্রোতা হিসেবে সেখানে বহু লোক উপস্থিত ছিল। তা সত্ত্বেও সেই খুতবার বর্ণনায় যথেষ্ট মত পার্থক্য দেখা যায়। তাহলে যে সকল দীর্ঘ খুতবা জাহিলী লোকদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে তার যথার্থতা সন্দেহমুক্ত হয় কেমন করে?

৩। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিদায় হজ্জের খুতবাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার শ্রোতাও ছিলেন অসংখ্য, যাতে রয়েছে

---

৬৮. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব কাবলাল ইসলাম, খ. ৮, পৃ. ৭৯৩
৬৯. লিসান আল-'আরাব, খ. ১, পৃ. ১০৫

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সব বিধি-বিধান এবং সর্বোপরি মুসলমানদের নিকট তাদের রাসূলের বাণী হচ্ছে সর্বোত্তম বাণী। এতকিছু সত্ত্বেও সেই খুতবাটির বর্ণনায় মতপার্থক্য রয়েছে। এই যখন অবস্থা এত গুরুত্বপূর্ণ একটি খুতবার, তখন জাহিলী যুগের এ সকল খুতবার মৌলিকত্ব কতটুকু বাস্তবসম্মত? আর তাও যদি হয় বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও অর্থসহ মূল খুতবা। এমনটি সম্ভব নয় বলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছের ভাব ও অর্থ বর্ণনা জায়েয রাখা হয়েছে। মুসলমানদের নিকট জাহিলী যুগের কোন কথা কোন দিক দিয়েই তাদের নাবীর বাণীর সমকক্ষ নয়। তাহলে কি ভাবে জাহিলী খুতবার হুবহু বর্ণনা সম্ভব?

৪। কবিতায় ছন্দ থাকে। তা মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রাখা গদ্য অপেক্ষা সহজ। বর্ণ, শব্দ সহ কোন গদ্য–কর্ম মুখস্থ করা এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা স্মৃতিতে ধরে রাখা খুবই কঠিন কাজ। আর তাও যদি হয় দীর্ঘ কোন খুতবা। বিশেষ কোন উপলক্ষ ছাড়া যার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজনই হয়না।[৭০]

৫। জাহিলী যুগের খুতবা যে সময়ে দেয়া হয়েছিল এবং যখন তা সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থাবদ্ধ হয় তার মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান বিস্তর। এত দীর্ঘ সময় কিভাবে খুতবা অবিকৃত রূপে সংরক্ষিত থাকা সম্ভব?[৭১]

উল্লেখিত কারণসমূহে কোন কোন গবেষক জহিলী খুতবা নামে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই মানহূল বা বানোয়াট বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।[৭২] তবে তাঁদের বক্তব্য দ্বারা জাহিলী আমলে খুতবার অস্তিত্ব ছিল না, বা এর কোন উন্নতি ও বিকাশ হয়নি, একথা প্রমাণিত হয়না। তাই ইহসান আল–নাস্‌সু বলেন:[৭৩]

على أن الشك فى صحة جل ما وصلنا من خطب العصر الجاهلى لايدفعنا إلى إنكار وجود الخطابة ذلك العصر، فنشأها نشأة طبيعية عند جميع الأمم.

জাহিলী যুগের যত খুতবা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার বেশীর ভাগের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সে যুগে খুতবার অস্তিত্ব অস্বীকারের দিকে আমাদেরকে ঠেলে দেয় না। অন্যান্য জাতির মধ্যে খুতবার উৎপত্তির মত তাদের মধ্যেও এর উৎপত্তি হয়েছে স্বাভাবিক রীতিতে।

---

৭০. আল মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব কাবলাল ইসলাম, খ, ৮. পৃ. ৭৯২
৭১. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, খ. ১, পৃ. ৪১০
৭২. ড. তাহা হুসায়ন, ফিল আদাব আল-জাহিলী, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ), পৃ. ৩২৮-৩৩২; যাকী মুবারক, আন-নাছরুল ফান্নী ফিল কারন আর রাবি', (কায়রো: ১৯৩৪), পৃ. ৩৫
৭৩. আল-খিতাবা আল- 'আরাবিয়্যা, পৃ. ৭

www.nagorikpathagar.org

ড: শাওকী দায়ফ এযুগের খুতবা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর মন্তব্য করেছেন এভাবে:[৭৪]

ولعل فى كل ماقدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الخطابة مزدهرة فى الجاهلية.

সম্ভবত: আমরা পূর্বে যা আলোচনা করেছি তা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, জাহিলী যুগের খিতাবা ছিল উন্নত ও প্রাচুর্যময়।

জাহিলী খুতবার প্রাচীন সূত্রসমূহ

'আরবী সাহিত্যের প্রায় সকল প্রাচীন সংকলনে জাহিলী আমলের খুতবা পাওয়া যায়। যেমন: আল-জাহিজের আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ইবন 'আবদ রাব্বিহি (৩২৮/৯৪০)-এর আল-'ইকদ আল-ফারীদ, আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী (৩৫৬/৯৬৭)-এর কিতাবুল আগানী, শরীফ আর রাদী (৪০৬/১০১৬)-এর নাহজুল বালাগা ইত্যাদি। মাগাযী, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতেও সে আমলের অনেক খুতবা সংকলিত হয়েছে। যেমন: আবু ইসমাঈল আল বাসরীর ফুতূহ আস-শাম, আল-বালাযুরীর ফুতূহ আল-বুলদান, ইবন হিশাম (২১৮/৮৩৮)- এর আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, আবু জা'ফার আত-তাবারী (৩১০/৯২৩)-এর কিতাবুল উমাম ওয়াল মুলুক, ইবনুল আসীর (৬৩০/১২৩৩)-এর আল-কামিল ফিত তারীখ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এ সকল গ্রন্থ ছাড়াও আরো বহু প্রাচীন গ্রন্থে সে কালের প্রচুর 'আরবী খুতবা সংকলিত হয়েছে। এগুলিকে জাহিলী যুগের খুতবার মডেল ধরে নিয়েই আমাদের আলোচনা এগিয়ে যাবে।

জাহিলী খুতবার উপলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাহিলী যুগের খতীবরা নানা উপলক্ষ ও উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। তাঁদের খুতবার বিষয় ও উদ্দেশ্য ছিল বিচিত্রমুখী। নিম্নে সংক্ষেপে তার কয়েকটি আলোচনা করা হলো:

(ক) পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং গর্ব-অহঙ্কার প্রকাশ মূলক খুতবা (خُطَبُ الْمُنَافَرَةِ وَ الْمُفَاخَرَةِ)

ব্যক্তি, বংশ ও গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য, খ্যাতি ও মান-মর্যাদার প্রচার-প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপক্ষের দুর্নাম, দুস্কৃতি ও নীচতা প্রচার ও প্রমাণের জন্যে তারা খুতবার

৭৪. তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৪১৯

www.nagorikpathagar.org

উপর নির্ভর করতো।[৭৫] যেমন 'আলকামা ইবন 'উলাসা ও 'আমির ইবন আত-তুফায়ল-এ দু'ব্যক্তি হারিম ইবন কুতবা আল-ফাযারীর নিকট গিয়ে নিজেদের পরস্পরের দুর্নাম ও দুস্কৃতি বর্ণনা করে যে খুতবাটি দান করেন, ইতিহাসে তা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।[৭৬] তেমনি ভাবে কা'কা' ইবন মা'বাদ আত-তামীমী ও খালিদ ইবন মালিক আন-নাহ্শালী-এ দু'ব্যক্তি রাবী'আ ইবন হুযার আল-আসাদীর সামনে যে বিদ্বেষপূর্ণ খুতবাটি দান করেন সেটিও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।[৭৭] প্রত্যেকেই নিজের দাবীর সমর্থনে খুতবা দিত এবং তাতে আত্ম-গৌরব ও প্রতিপক্ষের নানাবিধ দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতো। যেহেতু এ জাতীয় খুতবায় এক পক্ষের প্রশংসা ও অপর পক্ষের নিন্দা থাকতো, তাই একে 'আল-মুনাফারা ও 'আল-মুফাখারা' জাতীয় খুতবা বলা হয়।

তুরায়ফ ইবন আল-'আসী আদ-দাওসী এবং আল-হারিছ ইবন যুবয়ান-এ দু' ব্যক্তির মধ্যে একবার এ জাতীয় একটি 'মুনাফারা ও মুফাখারা' সংঘটিত হয়েছিল। তাদের দুই গোত্রের দুইজন রাখাল–যারা ছিল দাসীপুত্র ছাগল চরাতে গিয়ে মারামারি করে এবং একজনের তরবারির খোঁচায় অন্যজন মারা যায়। এ ঘটনার পর নিহত রাখালটির মালিক ঘাতক রাখালটির মালিকের নিকট একজন নিহত স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত–যার মা–বাবা উভয়ে স্বাধীন, তার সমপরিমাণ দিয়াত বা রক্তমূল্য দাবী করে। পক্ষান্তরে ঘাতক রাখালের মালিক তা দিতে অস্বীকার করে। সে দাসী-পুত্রের জন্য নির্ধারিত দিয়াত দিতে চায়। এ নিয়ে দু'দলের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং তা সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তখন তারা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে হিময়ার গোত্রের এক রাজার কাছে যায়। সেখানে তারা নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে একটি খুতবা দেয় এবং তাতে প্রত্যেকেই নিজের আভিজাত্য ও অন্যের নীচতা তুলে ধরে। তাদের সে খুতবা 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্র সমূহে বর্ণিত হয়েছে। সেই খুতবাটির কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৭৮]

তুরায়ফ তার ভাষণে বললো:

> تالله ما سمعت كاليوم قوما قولا أبعد من صواب، ولا أقرب من خطل، ولا أجلب لقذع من قول هذا، والله أيها الملك ماقتلوا هجينهم بذجا، ولا رقوا به درجا، ولا انطوبه عقلا، ولا اجتفئوا به

---

৭৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১ পৃ. ১০৯; খ. ২, পৃ. ২৭২
৭৬. আল-আগানী, খ. ১৫, পৃ. ৫০-৫৫
৭৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ২৭২
৭৮. আবু 'আলী আল-কালী, আল-আমালী, (কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা; খ, ১, পৃ. ৭৩), আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাবিল 'আরব, (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা), খ. ১, পৃ. ১৩

www.nagorikpathagar.org

خشلا، ولقد أخرجهم الخوف عن أصلهم، وأجلاهم عن محلهم، حتى استلانوا خشونة الازعاج، ولجئوا إلى أضيق الولاج، قلا وذلا.
فقال الحارث : أتسمع يا طريف، إنى والله ما إخالك، كافا غرب لسانك، ولا منهنها شرة نزواتك، حتى أسطو بك سطوة تكف طماجك، وترد جماحك وتكبيت تتر علك، وتقمع تسرعك.

আল্লাহর কসম, সত্য ও সঠিক থেকে সর্বাধিক দূরের, ভুলের সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং অশ্লীল কথার অধিকতর কাছাকাছি কোন কথা আজকের এই কথার মত আর কোন দিন আমি শুনিনি। আল্লাহর কসম, বাদশাহ্ নামদার ! তারা তাদের দাসীপুত্র রাখালের বিনিময়ে কোন ছাগল ছানা হত্যা করেনি, কোন মীমাংসা কারীর নিকটও যায়নি, উট বাঁধার একটি রশিও তারা নেয়নি এবং একটি বৃক্ষও কাটেনি। অর্থাৎ তারা কোন প্রতিশোধ নেয়নি। ভয়-ভীতি তাদেরকে তাদের মূল থেকে বের করেছে এবং তাদের আবাস স্থল থেকে বিতাড়িত করেছে। অবশেষে তারা বিতাড়িতদের কঠিন রূপ ধারণ করেছে এবং দরিদ্র ও অপমানিত অবস্থায় সংকীর্ণ প্রবেশ পথের আশ্রয় নিয়েছে।

আল হারিছ বললোঃ শোন তুরায়ফ, আল্লাহর কসম! আমি তোমার এমন ভাই নই, যে তোমার জিহবার ধারকে দূর করবে এবং তোমার বুদ্ধি ও চালাকির তীক্ষ্নতা ধমকিয়ে বন্ধ করবে। যাতে আমি তোমাকে এমন ভাবে পরাভূত করবো যে, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বন্ধ করে দেবে, তোমার গর্ব ও অহঙ্কার দূর করে দেবে, তোমার নষ্টামীকে থামিয়ে দেবে এবং তোমার দ্রুততার মুলোৎপাটন করবে।

জাহিলী আমলের এ জাতীয় খুতবার মধ্যে 'আলকামা ইবন 'উলাসা ও 'আমির ইবন আত-তুফায়লের মুনাফারাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আবু বারা' 'আমির ইবন মালিক ইবন জা'ফর ইবন মুলা'ইবুল আসিন্না বার্দ্ধক্যে উপনীত হলে নেতৃত্ব নিয়ে 'আমির ইবন আত-তুফাইল ইবন মালিক ইবন জা'ফর ও 'আলকামা ইবন 'উলাসা ইবন 'আওফ ইবন আল-আহওয়াস ইবন জা'ফারের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। তখন উভয়ে এক মুনাফারায় লিপ্ত হয়। এখানে সেই দীর্ঘ মুনাফারার কিয়দংশ উদ্বৃত হলো:[৭৯]

قال علقمة : كانت لجدى الأحوص، وإنما صارت لعمك بسببه،

৭৯. আল-আগানী, খ. ১৫, পৃ: ৫০-৫৫; আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা, (কায়রোঃ দারুল কুতুব আল-খিদীবিয়্যা, ১৯৩৪), খ. ১, পৃ. ৩৮২; আল-'উমদা, খ. ১, পৃ. ২৮

www.nagorikpathagar.org

وقد قعد عمك عنها، وأنا استرجعتها، فأنا أولى بها منك، إن شئت نافرتك. فقال عامر : قد شئت. والله إنى لأكرم منك حسبا، وأثبت منك نسبا، وأطول منك قصبا.

فقال علقمة : لأنا خير منك ليلا ونهارا. فقال عامر : والله لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك، وأنا أنحر منك اللقاح، وخير منك فى الصباح، وأطعم منك فى السنة الشياح.

فقال علقمة : أنا خير منك أثرا، وأحد منك بصرا، وأعز منك نفرا، وأشرف منك ذكرا. فقال عامر : ليس لبنى الأحوص فضل على بنى مالك فى العدد، وبصرى ناقص، وبصرك صحيح، ولكن أنافرك. إنى أسمى منك سمة، وأطول منك قمة، وأحسن منك لمة، وأجعد منك جمة، وأسرع منك رحمة، وأبعد منك همة. فقال علقمة : أنت رجل جسيم، وأنا رجل قضيف، وأت جميل، وأنا قبيح، ولكنى أنافرك بابائى وأعمامى، فقال عامر : أباؤك أعمامى، ولم أكن لأنافرك بهم، ولكن أنافرك، أنا خير منك عقبا، وأطعم منك جدبا، فقال علقمة : قد علمت ان لك عقبا، وقد أطعمت طيبا، ولكنى أنافرك، إنى خير منك، وأولى بالخيرات منك.

'আলকামা বললো: এ নেতৃত্ব ছিল আমার পিতামহ আল-আহওয়াসের। তারই কারণে তা তোমার চাচার হাতে চলে যায়। এখন তোমার চাচা তা থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। সুতরাং আমি তা ফিরে পেতে চাই। এ ব্যাপারে আমি তোমার থেকে বেশী উপযুক্ত। এরপর দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তারা 'মুনাফারা'য় লিপ্ত হয়।

'আলকামা বললো: তুমি ইচ্ছে করলে আমি তোমার সাথে 'মুনাফারা' করতে চাই। 'আমির বললো: ঠিক আছে আমি তাতে রাজি। আল্লাহর শপথ! পূর্ব পুরুষের গৌরবের দিক দিয়ে আমি তোমার চেয়ে বেশী সম্ভ্রান্ত এবং বংশগত দিক দিয়েও আমি তোমার চেয়ে অভিজাত। দৈহিক দিক দিয়েও আমি তোমার চেয়ে দীর্ঘ।

'আলকামা বললো: আল্লাহর শপথ! আমার রাত-দিন তোমার চেয়ে ভালো। 'আমির বললো: আল্লাহর শপথ! তোমার স্ত্রীর নিকট আমার রাত কাটানো তোমার রাত কাটানোর চেয়ে অধিক প্রিয়! আমি তোমার চেয়ে বেশী উট জবাই করি। প্রাতঃকালে আমি তোমার চেয়ে উত্তম, দূর্ভিক্ষের দিনে আমি তোমার চেয়ে বেশী মানুষকে আহার করাই।

www.nagorikpathagar.org

'আলকামা বললো: কর্মে আমি তোমার চেয়ে ঢের ভালো, দৃষ্টিশক্তিতে তোমার চেয়ে তীক্ষ্ণ, লোকবলে বেশী সম্মানিত এবং নাম ও খ্যাতিতে বেশী মর্যাদাবান।

'আমির বললো: সংখ্যায় বানূ মালিকের ওপর বানূ আল-আহওয়াসের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। হ্যাঁ, আমার দৃষ্টি ক্ষীণ, তোমার দৃষ্টি ত্রুটিহীন। তা সত্ত্বেও আমি তোমার সাথে 'মুনাফারা' করবো। আত্মীয়তার দিক থেকে আমি তোমার চেয়ে সম্ভ্রান্ত। উচ্চতার দিক থেকে আমি তোমার চেয়ে দীর্ঘ, আমার জুলফী তোমার চেয়ে সুন্দর, তোমার চেয়ে আমি সুন্দর চুলের ঝুটি বাঁধি। তোমার চেয়ে আমি বেশী দরদী ও সাহসী।

'আলকামা বললো: তুমি একজন মোটা মানুষ, আর আমি পাতলা ছিপছিপে। তুমি শ্রীমান, আমি শ্রীহীন। তবে আমি আমার পিতা-পিতৃব্যদের নিয়ে তোমার সাথে পাল্লা দিব।

'আমির বললো: তোমার পিতা আমার পিতৃব্য। তাঁদের নিয়ে তোমার সাথে কোন ঝগড়ায় আমি যাব না। তবে আমি বলবো, সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে আমি তোমার চেয়ে ভালো, অভাবের সময় আমি তোমার চেয়ে বেশী মানুষকে আহার করাই।

'আলকামা বলবো: আমি জানি তোমার সন্তান-সন্ততি আছে এবং তুমি খুব ভালো আহার করিয়েছো। তবুও আমি দাবী করবো, আমি তোমার চেয়ে ভালো এবং তোমার চেয়ে বেশী কল্যাণ লাভের উপযুক্ত।

এভাবে তাদের এ 'মুনাফারা' চলতে থাকে। এক পর্যায়ে 'আলকামা বানূ খালিদের এবং 'আমির বানূ মালিকের লোকজন সংগে করে কুরায়শ নেতা আবূ সুফয়ান ইবন হারব ইবন উমায়্যার নিকট যায় নিষ্পত্তির জন্যে। কিন্তু তিনি কোন মতামত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের এ অবস্থার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা আবূ জাহল ইবন হিশামের নিকট গেল, সেও এর মীমাংসা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। এরপর তারা একে একে 'উয়ায়না ইবন হিসন ইবন হুযায়ফা, গায়লান ইবন সালামা আস-সাকাফী ও হারমালা ইবন আল-আশ'আর আল-মুররীর নিকট যায়। কিন্তু কেউ কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারলোনা। অবশেষে তারা হরিম ইবন কুতবা ইবন সিনান আল-ফাযারীর নিকট যায়। এ ব্যক্তি কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য না দিয়ে একটা নিষ্পত্তি করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।[৮০]

---

৮০. আল-আগানী, খ. ১৫, পৃ. ৫৫; ঈলিয়া হাবী, পৃ. ৪৫

www.nagorikpathagar.org

(খ) যুদ্ধ বিষয়ক খুতবা (اَلْخُطَبُ الْحَرْبِيَّةَ)

জাহিলী 'আরবরা ছিল যুদ্ধবাজ জাতি। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ করতো। সুতরাং শত্রুর প্রতি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা, যুদ্ধের প্রতি জনগণকে আন্দোলিত করা এবং গোত্রীয় লোকদের হৃদয়ে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কবিদের পাশাপাশি খতীবরাও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতো। যেমন কবি আবূ যুবায়দ আত-তায় বলেন:[৮১]

وخطيب إذا تمعرت الأو # جه يوما فى ماقط مشهود

কবি 'আমির আল–মুহারিবী তাঁর গোত্রের প্রশংসায় বলেন:[৮২]

وهم يدعمون القول فى كل موطن # بكل خطيب يترك القوم كظما

يقوم فلا يعيا الكلام خطيبنا # إذا الكرب أنسى الجبس أن يتكلما

জাহিলী খুতবার বিষয় ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব ভিত্তিক। দৃঢ়তা, বীরত্ব ও সাহসিকতা তথা জাহিলী 'আরব সমাজ যে গুণগুলিকে সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করতো এবং যার অর্জন গৌরবজনক মনে করতো, তাই ছিল এ জাতীয় খুতবার প্রধান বিষয়। যুদ্ধের সময় খতীবরা খুতবার মাধ্যমে আপন গোত্রের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতেন, রণক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধরে জীবন উৎসর্গ করার জন্য সৈনিকদের উপদেশ দিতেন, বাক্যের কষাঘাতে তাদের অহংবোধকে শানিত করে তুলতেন, প্রতিরক্ষার নিয়ম-নীতি বর্ণনা করতেন এবং সন্ধির সময় প্রতিপক্ষের নিকট শান্তি-চুক্তির শর্তাবলী পেশ করতেন। যী কার[৮৩] যুদ্ধের দিন হানী ইবন কুবায়সা আশ-শায়বানী প্রদত্ত খুতবাটি এ জাতীয় খুতবার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেদিন তিনি একটি ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে স্বগোত্রীয় লোকদের উদ্দেশ্যে যে খুতবাটি দান করেন তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৮৪]

يا معشر بكر، هالك معذور، خير من ناج فرور. إن الحذر لاينجى من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر. المنية ولا الدنية، إستقبال الموت

---

৮১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৭৬; অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য: পৃ. ১২১

৮২. আল-মুফাদ্দালিয়াত, কাসীদা নং- ৯১, শ্লোক নং- ২০-২১; শাওকী দ্বায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৪১১; অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য: পৃ. ১২১

৮৩. জাহিলী যুগের একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে 'আরব গোত্রগুলি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগ যোগ দেয় কিসরা আব্রুভেজ-এর সাথে, আর অন্য ভাগ হানী ইবন কুবায়সার গোত্র বানূ শায়বানের সাথে। বানূ শায়বানের চারণভূমি যী কার উপত্যকা নিয়ে কিসরার সাথে এক বিরোধকে কেন্দ্র করে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। যুদ্ধটির সময়কাল নিয়ে মতভেদ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পর যুদ্ধটি হয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। এ যুদ্ধে হানী তাঁর গোত্রকে লক্ষ্য করে একটি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। এ যুদ্ধে কিসরা পরাজয় বরণ করে এবং বানূ শায়বান বিজয়ী হয়। অনারবদের সাথে যুদ্ধে এটা ছিল 'আরবদের প্রথম বিজয়। (আল-আগানী, খ. ২০, পৃ. ১৩২-১৪০ আল–কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ৪৮৮-৪৯০)

৮৪. কিতাবুল আগানী, খ. ১, পৃ. ১৭১; আহমাদ-আল-হূফী, হূফী ফাননুল খিতাবা (কায়রোঃ নাহ্‌দাতু মিসর, সং. ৪) পৃ. ১১৪

www.nagorikpathagar.org

خير من إستدباره. الطعن فى ثغر النحور أكرم منه فى الأعجاز والظهور. يا ال بكر، قاتلوا فما للمنايا من بد.

ওহে বাকর গোত্রের লোকেরা! অসহায়-অক্ষম ধ্বংসপ্রাপ্ত লোক প্রাণ নিয়ে পলায়নকারী অপেক্ষা উত্তম। নিশ্চয় সতর্কতা ভাগ্য-লিপি থেকে মুক্তি দিতে পারে না। ধৈর্য্য সফলতার চাবিকাঠি। নীচতার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। মৃত্যুকে পিছনে রাখার চেয়ে তার মুখোমুখি হওয়া উত্তম। পিঠ ও নিতম্বের চেয়ে বুকের মাঝখানে আঘাত করা অধিক সম্মান জনক। ওহে বাকর গোত্রের লোকেরা! যুদ্ধ কর। আর একথা জেনে রাখ, মৃত্যু থেকে নিস্কৃতির কোন উপায় নেই।

দাহিস ও গাবরা'র যুদ্ধের[৮৫] প্রেক্ষাপটে কায়স ইবন খারিজা প্রদত্ত খুতবাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। 'আরববাসী এ খুতবাটির নাম দেয় আল-আযরা'।[৮৬]

(গ) সন্ধি ও শান্তি স্থাপন এবং বিরোধ নিষ্পত্তিমূলক খুতবা (خُطَبُ الصُّلْحِ وَالْمُعاهَدِةَ)

জাহিলী আমলের খতীবরা যেমন যুদ্ধ ও রক্তপাতের জন্যে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন, তেমনিভাবে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন এবং বিরোধ নিষ্পত্তিরও আহবান জানাতেন। যেমন সে সময়ের কবি রাবী'আ ইবন মাকরূম আদ-দাব্বী বলেন:[৮৭]

متى تقم عند اجتماع عشيرة # خطباؤنا بين العشيرة يفصل

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাহিলী খুতবার বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব পরিবেশ ভিত্তিক। এর প্রধান বিষয়ই হতো তৎকালীন সমাজ ও মানুষের নিকট উৎকৃষ্ট গুণ হিসেবে বিবেচিত ধৈর্য, সহনশীলতা, বীরত্ব, জিঘাংসা বা এ জাতীয় অন্যান্য গুণাবলী। তবে তখনকার 'আরব সমাজের সকলেই তো আর এমন অসহিষ্ণু ও ক্রোধান্ধ ছিল না যে, সামান্য কারণেই যুদ্ধের ঘোষণা বা প্রতিশোধ গ্রহণের উৎসাহ দিত। তাদের মধ্যে এমন অনেকের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা ছিলো গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের সম্পূর্ণ উর্ধে এবং শান্তি ও আপোষ-মীমাংসার নীতির প্রতি

---

৮৫. দাহিস ও আল-গাবরা'র যুদ্ধটি হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এটি সংঘটিত হয় মধ্য 'আরবের 'আবস ও যুবয়ান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে। 'আবস গোত্রের একটি ঘোড়ার নাম দাহিস এবং যুবয়ান গোত্রের একটি মাদি ঘোড়ার নাম গাবরা'। এ দু'টি ঘোড়ার একটি দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। (History of the Arabs, p. 90; A Literary History of the Arabs,. 61)

৮৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ.১, পৃ. ৩৪৮; العذراء অর্থ অভিনব, অতুলনীয়, অনন্য ইত্যাদি

৮৭. আল-আগানী, খ. ১৯, পৃ. ৯৩; অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য: পৃ. ১২২

www.nagorikpathagar.org

আস্থাশীল। সংঘর্ষ বাঁধার পূর্বেই তারা বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে উপদেশ দানের মাধ্যমে বিরত রাখার চেষ্টা করতো, আর যদি সংঘর্ষ বেঁধেই যেত তাহলে তা নিষ্পত্তির চেষ্টা চালাতো। তাদের এ কাজের জন্যে খুতবা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং বিরোধ নিষ্পত্তিমূলক খুতবা সে কালের 'আরবী সাহিত্যের এমন একটি শাখা যা প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। খতীব তাঁর খুতবার মাধ্যমে সংঘাত-সংঘর্ষের স্থলে শান্তি এবং বিরোধের স্থলে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। এ কাজে তিনি উত্তেজনা ও আবেগের পরিবর্তে প্রজ্ঞা ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন।[৮৮]

দাহিস ও আল-গাবরা'[৮৯] যুদ্ধের পর কায়স ইবন খারিজা যে খুতবাটি দান করেন তা এ জাতীয় খুতবার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা দাঁড়িয়ে তিনি এ খুতবাটি দেন। এই দীর্ঘ খুতবায় তিনি কোন কথার পুনরাবৃত্তি যেমন করেননি, তেমনি কোন একটি শব্দও দু'বার উচ্চারণ করেননি। 'আরববাসীর নিকট এ খুতবাটি العذراء (আল আযরা') নামে প্রসিদ্ধ।[৯০]

খুতবাটি পাঠ করলে বুঝা যায়, কায়স সেটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি উপযোগী করেই উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি উভয় পক্ষের প্রতিনিধিবর্গকে বলেছিলেন:[৯১]

عندى قرى نازل ورضا كل ساخط وخطبة من لدن تطلع الشمس
إلى أن تغرب، امر فيها بالتوا صل وأنهى فيها عن التقاطع.

> আমার কাছে আছে প্রতিটি আগন্তুক অতিথির জন্যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা, প্রত্যেক ক্ষুদ্ধ ব্যক্তির জন্যে সন্তুষ্টি এবং এমন একটি খুতবা- যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সময়কার পর্যন্ত দীর্ঘ। তাতে আমি হৃদয় সমূহের পরস্পরের বন্ধনের নির্দেশ দিব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বারণ করবো।

সুবায়' ইবন আল-হারিস ও মীসাম ইবন মুসাওবিব একবার মর্যাদা ও আভিজাত্য নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তখন 'আরবদের অন্যতম এক রাজা মারসাদ আল-খায়র ইবন য়ানকাফ ইবন নূফ ইবন মা'দীকারিব তদের দু'জনকে ডেকে মীমাংসার চেষ্টা করেন। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি যে খুতবাটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[৯২]

---

৮৮. ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ৪০-৪১
৮৯. আল-আগানী, খ. ৭, ১৪৩; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩,. ৩১৩; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ৩৪৩
৯০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, খ. ৪০।
৯১. আল-বায়ান ওয়াত তারয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৭
৯২. আবু 'আলী আল-কালী, আল-আমালী, খ. ১, পৃ. ৯২ জামহারাতু খুতাবিল 'আরব, খ. ১, পৃ. ৯-১৩

www.nagorikpathagar.org

إن التخبط وإمتطاء الهجاج واستحقاب اللجاج، سيقفكما على شفا هوة فى توردها بوار الأصيلة وإنقطاع الوسيلة، فتلافيا أمركما قبل إنتكاث العهد وإنحلال العقد وتشتت الألفة وتباين السمعة. وأنتما فى فسحة رافهة وقدم واطدة، والمودة مثرية والبقيا معرضة فقد عرفتم أنباء من كان قبلكم من العرب : ممن عصى النصيح، وخالف الرشيد. وأصغى إلى التقاطع. ورأيتم ما الت إليه عواقب سوء سعيهم، وكيف كان صيور أمورهم. فتلافوا القرحة قبل تفاقم الثأى واستفحال الداء، وإعواز الدواء، فإنه إذا سفكت الدماء استحكمت الشحناء، وإذا استحكمت الشحناء تقضبت عرى الإبقاء وشمل البلاء.

নিশ্চয় বিপথগামিতা, অগ্নিকুণ্ডের পৃষ্ঠে আরোহন করা এবং দু'রঙ্গের রশি দ্বারা পাত্রের মুখ বাঁধা- এসব কিছু তোমাদের দু'জনকে গভীর গর্তের পার্শ্বে নিয়ে দাঁড় করাবে। তাতে পতিত হলে সমূলে ধ্বংস এবং যাবতীয় সহায় ও অবলম্বন থেকে বিছিন্নতা অনিবার্য। সুতরাং অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করা, ভালোভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়া এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তোমাদের তা প্রতিকার করা উচিত। তোমরা দু'জন এখন প্রভূত সুযোগ ও শক্ত ভিতরে উপর আছো। প্রেম-প্রীতি দারুণ আকর্ষণীয় এবং বেশি দিন বেঁচে থাকা দর্শনীয়। তোমাদের পূর্ববর্তী 'আরববাসীর অবস্থা তোমারা অবগত আছো। যারা উপদেশ দানকারীর অবাধ্য হয়েছে এবং সত্যপন্থীর বিরোধিতা করে বিচ্ছিন্নতার দিকে ধাবিত হয়েছে। তোমরা দেখেছো তাদের অসৎ চেষ্টা ও কর্মের পরিণতি। অতঃপর তারা ক্ষতের বিস্তার, রোগ কঠিন এবং চিকিৎসা জটিল হওয়ার পূর্বে তার নিরাময় করেছে। কারণ যখন রক্ত ঝরানো হয় তখন শত্রুতা পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আর শত্রুতা পাকাপোক্ত হলে দয়া-মমতার হাতল ভেঙ্গে যায় এবং বিপর্যয় ব্যাপক আকার ধারণ করে।

(ঘ) প্রতিনিধি দলসমূহের খুতবা (خُطَبُ الْوُفُوْدِ)

জাহিলী 'আরবে নানা উপলক্ষে প্রতিনিধি দল গমনাগমনের রীতি ছিল। কোন রাজা- বাদশা, আমীর-উমারা অথবা নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির নিকট যখন কোন

www.nagorikpathagar.org

প্রতিনিধিদল যেত তখন খুতবা দান ছিল তাদের প্রচলিত প্রথা। কবি আওস ইবন হুজর ফুদালা ইবন কালদার স্মরণে রচিত একটি শোক গাথায় বলেন:[৯৩]

ابا دليجه من يكفى العشيرة إذ # أمسوا من الخطب فى نار وبلبال

أم من يكون خطيب القوم إذا حفلوا # لدى الملوك ذوى أيد و أفضال

কবি এখানে আবু দুলায়জার মৃত্যুতে তাঁর গভীর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে কাওমে যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, কবি সে কথা বলেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, রাজন্যবর্গের দরবারে তাদের পক্ষে আর ভাষণ দিবে কে?[৯৪]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সে যুগে প্রতিনিধি দল গমনাগমনের রীতি ছিল। রোমান সাম্রাজ্য, চীন ও পারস্য পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি দল পাঠাতো। 'আরবদের কোন রাষ্ট্র ছিল না। তাই তারা কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাঠাতে পারতো না। তবে হীরার রাজন্যবর্গ এবং 'ইরাকের শাসকরা মাঝে মাঝে পারস্যের কিসরা, বিশেষত: কিসরা আঁনওশেরওয়ানের দরবারে 'আরবদের বাগ্মিতা ও বাকপটুতার কথা আলোচনা করতেন। ফলে তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ প্রকাশ করতেন।[৯৫]

ইয়ামনী 'আরববাসী ও জাযীরাতুল 'আরবের পূর্বাঞ্চলীয় অধিবাসীরা তথাকার শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশের জন্যে কিসরার দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠাতো। অন্য 'আরবরাও নানা রকম উপহার সামগ্রী, যথা–উন্নত জাতের অশ্ব ইত্যাদি নিয়ে কিসরার দরবারে যেত। যেমন মু'আবিয়া (রা)-এর পিতা আবু সুফয়ান গিয়েছিলেন।[৯৬] তারা 'আরবের বিভিন্ন আমীর, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের নিকট প্রতিনিধি হিসেবে যেত। যেমন কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত ও নাবিগা আল-যুবয়ানীর হীরার রাজা নু'মান ইবন আল-মুনযিরের নিকট গমন ও ভাষণ দান[৯৭] এবং হাস্‌সানের বালকা'-য় আলে জাফনার নিকট গমনের কথা জানা যায়।[৯৮] তেমনিভাবে মক্কায় কুরায়শদের একটি প্রতিনিধি দল ইয়ামনে সায়ফ বিন যী য়াযনের নিকট গিয়েছিল হাবশীদের থেকে তাদের রাজ্য ফিরে পাওয়ায় অভিনন্দন জানানোর জন্যে। সেই প্রতিনিধিদলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতামহ 'আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন।[৯৯] একই নিয়মে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

---

৯৩. নাকদুশ শি'র, পৃ. ১২১; অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য: পৃ. ১২২
৯৪. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম, খ. ৮, পৃ. ৭৭৫
৯৫. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৬৪
৯৬. প্রাগুক্ত, ১৬৪
৯৭. আল-'ইকদুল ফরীদ, খ. ২, পৃ. ২২
৯৮. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা, পৃ. ১৬৪
৯৯. শিহাবদ্দীন আহমদ আল-নুওয়ায়রী, নিহায়াতুল আরিব ফী ফুনুনিল আদাব, (কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা, সং. ১, ১৯২৯), খ. ৫, পৃ. ৪

www.nagorikpathagar.org

করেন তখন হিজরী ৯ম সনে 'আরবের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল মদীনায় আসতে থাকে। এ সকল প্রতিনিধি দলের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে নিজ নিজ গোত্রের বক্তব্য তুলে ধরে ভাষণ দিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে শুনতেন এবং তাঁর খতীবরা তাদের বক্তব্যের জবাব দিতেন। এ প্রসঙ্গে তামীম গোত্রের প্রতিনিধি ও তাদের খতীব 'উতারিদ ইবন হাজিব ইবন যুরারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে যে ভাষণটি দান করেন ইতিহাসে তা প্রসিদ্ধ।[১০০] পরবর্তী খলীফাদের আমলেও প্রতিনিধি আগমনের এ ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। যেমন– জাবালা ইবন আয়হামের প্রতিনিধিদল, 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের নিকট আগত 'আমর ইবন মা'দীকারিব-এর প্রতিনিধিদল এবং আবু বাকর- এর নিকট আগত ইয়ামামার অধিবাসীদের প্রতিনিধিদল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১০১] প্রাচীন 'আরবী সাহিত্যের মূলসূত্র সমূহে আমরা 'আরবদের বিভিন্ন উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের দরবারে গমন এবং সেখানে তাদের প্রদত্ত ভাষণের সন্ধান পাই। এ সকল ভাষণ হতো প্রধানত: কয়েকটি বিষয়কেন্দ্রিক:

১। আভিজাত্য, কৌলীন্য, খ্যাতি ও কর্মের উপর প্রদত্ত খুতবা[১০২]

২। অভিনন্দন জ্ঞাপক খুতবা[১০৩]

৩। শোক জ্ঞাপক খুতবা[১০৪]

(১) আভিজাত্য, কৌলীন্য, খ্যাতি ও কর্মের উপর প্রদত্ত খুতবা

হীরার রাজা আন-নু'মান ইবন আল-মুনযির একবার পারস্যের শাহানশাহ কিসরার দরবারের গেলেন। সেখানে তখন রোমান, ভারতীয় ও চীনা প্রতিনিধিদল উপস্থিতি ছিল। তারা নিজ নিজ দেশ ও রাজন্যবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করলো। আন-নু'মানও 'আরবদের নিয়ে অনেক গর্ব করলেন। বিভিন্ন বিষয়ে 'আরবরা পারস্যসহ পৃথিবীর সকল জাতির থেকে শ্রেষ্ঠ বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। আন-নু'মানের এমন বক্তব্যে শাহানশাহ কিসরার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। তিনি প্রতিবাদের সুরে আন-নু'মানকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি 'আরবসহ পৃথিবীর অন্য জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে ভেবে দেখেছি। অন্যান্য জাতির বিশেষ কোন বিষয়ে গৌরব করার কিছু থাকলেও গর্ব করার মত 'আরবদের কিছু নেই। তিনি 'আরবদের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে তাদের প্রতি অনেক অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেন।

---

১০০. আলা-আগানী, খ. ৪, পৃ. ৪৬; সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫৬০-৬৩
১০১. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব, খ. ১, পৃ. ১৬৪
১০২. আল-'ইকদ আলী-ফারীদ খ. ২, পৃ. ৪-২২
১০৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩-২৮
১০৪. আবু 'আলী আল-কালী, আল-আমালী, খ.২, পৃ. ১০১

www.nagorikpathagar.org

শাহানশাহ কিসরার বক্তব্যের পর আন-নু'মান কিছু কথা বলার অনুমতি চান। কিসরা তাঁকে অনুমতি দান করেন। আন-নু'মান 'আরবদের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে একটি ভাষণ দান করেন। ভাষনটি আরম্ভ করেন এ ভাবে:[১০৫]

قال النعمان : أما أمتك أيها الملك فليست تناز ع فى الفضل، لموضعها الذى هى به من عقو لها وأحلامها، وبسطة محلها، وبحبوحة عزها، وما أكرمها الله به من ولاية ابائك وولا يتك. أما الأمم التى ذكرت فأى أمة تقر لها بالعرب إلا فضلتها، قال كسرى : بماذا ؟

قال النعمان : بعزها و منعتها وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها ووفائها.

আন-নু'মান বলেনঃ ওহে বাদশাহ্! আপনার জাতি, তা সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না। আর তা হলো তাদের জ্ঞান, বিচক্ষণতা, অট্টালিকার প্রশস্ততা, মান-সম্মানের বিস্তৃতি এবং আল্লাহ আপনার পূর্ব-পুরুষদেরকে এবং আপনাকে যে সাম্রাজ্যদান করে সম্মানিত করেছেন, সে জন্য। তাছাড়া অন্য যে কোন জাতিকে আপনি 'আরবদের সাথে তুলনা করলে 'আরবদেরকে প্রাধান্য দিবেন। কিসরা প্রশ্ন করলেন ঃ কি কারণে? আল-নু'মান বললেনঃ তাদের মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ, তাদের চেহারার সৌন্দর্য, বীরত্ব, বদান্যতা, তাদের জিহবার জ্ঞান-গরিমা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, আত্ম-মর্যাদা ও অঙ্গিকার পালনের কারণে।

কিসরা ভাষণ শুনে উৎফুল্ল হয়ে মন্তব্য করেন:[১০৬]

إنك لأهل لموضعك من الرياسة فى اهل إقليمك.

আপনার অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নেতৃত্বের যে অবস্থানে আপনি অধিষ্ঠিত আছেন, আপনি অবশ্যই তার যোগ্য।

তারপর কিসরা আন-নু'নামকে অতি মূল্যবান উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে তাঁর রাজ্য হীরায় পাঠিয়ে দেন। আন-নু'মান হীরায় ফিরে আসলেন কিন্তু 'আরবদের প্রতি কিসরা যে অসম্মান ও অপমানজনক মন্তব্য করেন তা তাঁর মর্মবেদনার কারণ হয়ে বলবৎ থাকে। তাই হীরায় ফিরে এসেই তিনি তামীম গোত্রের আকসাম ইবন সায়ফী, হাজিব ইবন যুরারা, বাকর গোত্রের আল-হারিস ইবন

---

১০৫. আল-'ইকদুল ফারীদ, খ, ২. পৃ.- ৪-৫
১০৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯

www.nagorikpathagar.org

'উববাদ, কায়স ইবন মাস'উদ, 'আমির গোত্রের খালিদ ইবন জা'ফার, 'আলকামা ইবন 'উলাসা, 'আমির ইবন আত-তুফায়ল, সুলামা গোত্রের 'আমর ইবন মা'দীকারিব ও মুররা গোত্রের আল-হারিস ইবন জালিম আল-মুররীকে তাঁর প্রাসাদে ডেকে পাঠান।[১০৭]

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ 'আল-খাওয়ারনাক'[১০৮] প্রাসাদে উপস্থিত হলে আন-নু'মান তাঁদের সামনে প্রদত্ত এক ভাষণে 'আরবদের প্রতি কিসরার যে মনোভাব তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে সব কথা শোনার পর আন-নু'মানের নিকট তাঁদের করণীয় কী তা জানতে চান। আন-নু'মান তাদের কিসরার দরবারে গিয়ে নিজেদের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও ভাষার মাধ্যমে কিসরার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের পরামর্শ দেন। তিনি একথাও বলে দেন যে, কিসরার দরবারে সর্বপ্রথম আকসাম ইবন সায়ফী বক্তব্য পেশ করবেন।

এই প্রতিনিধিদলটি কিসরার দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। আন-নু'মান তাঁদের প্রত্যেকের পরিচয়, মর্যাদা ও তাঁদের গমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে কিসরাকে লেখা একটি পত্র তাঁদের হাতে দিয়ে দিলেন। তাঁরা কিসরার দরবারে পৌঁছে পরিচয়–পত্রটি পেশ করলেন। কিসরা তাঁদের সম্মানার্থে এবং তাঁদের বক্তব্য শোনার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি মাজলিস অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিলেন। নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে মাজলিস বসলো। প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকেই একের পর এক ভাষণ দিলেন।[১০৯] তাঁদের কয়েকজনের সেই ভাষণের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। সর্ব প্রথম আকসাম ইবন সায়ফী এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। তাঁর সেই ভাষণের কিছু অংশ নিম্নরূপ:[১১০]

إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق منجاة، والكذب مهواة، والشر لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز مركب وطئ، افة الرأى الهوى، والعجز مفتاح الفقر، وخير الأمور الصبر. حسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة. إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى. من فسدت

---

১০৭. প্রাগুক্ত, জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৬৪

১০৮. হীরায় আন-নু'মানের প্রসাদের নাম 'আল-খাওয়ারনাক'। তাঁর জন্য এ প্রাসাদ নির্মাণ করেন 'সিন্নেমার'। (ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ১৮)

১০৯. আল-'ইকদুল ফরীদ, খ. ২, পৃ. ৪-২২, জামহারাতু খুতাবিল আরাব, খ. ১, পৃ. ৫০-৬৪

১১০. আল-'ইকদুল ফরীদ, খ. ২, পৃ. ১১-১২, জামহারুতু খুতাবিল আরাব, খ. ১, পৃ. ৫০

www.nagorikpathagar.org

بطانته كان الغاص بالماء.شر البلاد بلاد لا أمير بها، شر الملوك من خافه البرئ. المرء يعجز لا المحالة أفضل الأولاد البررة. خير الأعوان من لم يراء بالنصيحة. أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته. يكفيك من الزاد ما بلغك المحل. حسبك من شر سماعه. الصمت حكم و قليل فاعله. البلاغة الإيجاز. من شدد نفر. ومن تراخى تألف.

নিশ্চয় বস্তুর সর্বোত্তম অংশ তার সর্বোচ্চ ভাগ। সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মানুষ হলেন তাদের রাজা-বাদশারা। সর্বোত্তম রাজা তিনি যার উপকার অধিকতর ব্যাপক। অধিকতর উর্বরকাল সর্বোত্তম কাল। সর্বাধিক সত্যবাদী বক্তা সর্বোত্তম বক্তা। সত্যে মুক্তি এবং মিথ্যায় ধ্বংস। অনিষ্টের মূল-জেদ ও হঠকারিতা। দৃঢ়তা একটি কঠিন আরোহণ স্থল, আর অক্ষমতা সহজ আরোহণ স্থল। মত ও সিদ্ধান্তের আপদ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা। অক্ষমতা দারিদ্রের চাঠিকাঠি। ধৈর্য সর্বোত্তম গুণ। সু-ধারণায় ধ্বংস ও কু-ধারণায় নিস্কৃতি। রাজার বিকৃতি সংশোধনের চেয়ে প্রজার বিকৃতি সংশোধন উত্তম। যার অন্তর বিকৃত হয়ে গেছে সে পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তির মত। শাসকবিহীন দেশ নিকৃষ্টতম দেশ। নিকৃষ্টতম রাজা সে, জনগণ যাকে ভয় পায়। মানুষ অপারগ হয় কিন্তু কৌশল নয়। অনুগত সন্তান সর্বোত্তম সন্তান। সবচেয়ে ভালো পারিষদ সে, যে উপদেশ দানে ভনিতা করে না। সাহায্য লাভের অধিক হকদার সৈনিক সে, যার অভ্যন্তর ভাগ সুন্দর হয়ে গেছে। ততটুকু পাথেয় যথেষ্ট যা তোমাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। কোন অনিষ্টের কথা শোনা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। মৌনতা একটি কৌশল, খুব কম লোকই তা অবলম্বন করে। যে কঠোরতা করে সে মানুষের বিরাগভাজন হয়, আর যে উদার হয় সে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করে।

আকসাম- এর ভাষণ শুনে কিসরা বিস্মিত হন এবং বলেন:[১১১]

يا أكثم! ما أحكمك و أوثق كلامك لولا وضعك كلامك غير موضعه!

হে আকসাম ! আপনার কথা কতই না জ্ঞানগর্ভ ও শক্তিশালী-যদি না আপনি তা অপাত্রে রাখেন।

১১১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ১২

www.nagorikpathagar.org

জবাবে আকসাম বলেন: 'সত্যবাদিতা আপনার সম্পর্কে বলে দিবে-ধমক ও শাস্তির ভয় নয়।[১১২] উত্তরে কিসরা বলেন:[১১৩]

لو لم يكن للعرب غيرك لكفى

আপনি ছাড়া 'আরবদের আর যদি কেউ নাও থাকেন, তাহলেও তাদের জন্য যথেষ্ট।

উত্তরে আকসাম বলেন:[১১৪]

رب قول أنفذ من صول

আক্রমণের চেয়ে অনেক কথা অধিক কার্যকরী।

হাজিব ইবন যুরারা উঠে দাঁড়িয়ে কিসরাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:[১১৫]

ورى زندك، وعلت يدك، وهيب سلطانك، إن العرب أمة قدغلظت أكبادها، واستحصدت مرتها، ومنعت درها، وهي لك وامقة ما تألفتها، مسترسلة ما لا ينتها، سامعة ما سامحتها، وهي العلقم مرارة، والصاب غضاضة، والعسل حلاوة، ةالماء الزلال سلاسة، نحن وفودها إليك، وألسنتها لديك، ذمتنا محفوظة، وأحسابنا ممنوعة، وعشائرنا فينا سامعة مطيعة.

আপনার আগুন জ্বালানোর কাঠ থেকে আগুন বেরিয়েছে, আপনার হাত উঁচুতে উঠেছে এবং আপনার ক্ষমতা ও দাপটকে ভয় দেখানো হয়েছে। 'আরব এমন একটি জাতি যাদের কলিজা কঠিন হয়ে গেছে, রশির শক্তি দৃঢ় হয়েছে এবং তাদের দুধ সংরক্ষিত হয়েছে। আপনি যে প্রেম-প্রীতির কথা বলেন সেজন্য তারা আপনাকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা এতদূর পর্যন্ত ছেড়ে দেয়, যার কোন অন্ত নেই। আপনার উদারতার কথা তারা শোনে। তারা বিস্বাদে 'আলকাম, তিক্ততায় সাব বৃক্ষ, মিষ্টতায় মধু এবং সহজ-সরলতায় স্বচ্ছ-সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি। আপনার নিকট আমরা তাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। তাদের ভাষা এখন আপনার সামনে। আমাদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত, আমাদের বংশধারা অতি সম্ভ্রান্ত এবং আমাদের গোত্রসমূহ নির্দেশ মান্যকারী ও অনুগত।

তারপর আল-হারিস ইবন 'উববাদ আল-বাকরী ওঠে দাঁড়িয়ে বলেন:

دامت لك الملكة باستكمال جزيل حظها، وعلو سنائها، من طال

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১১৩. প্রাগুক্ত
১১৪. প্রাগুক্ত
১১৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ১২

www.nagorikpathagar.org

رشاؤه كثر متحه، ومن ذهب ماله قل منحه، تناقل الأقاويل يعرف به اللب، وهذا مقام سيوجف بما ينطق فيه الركب، وتعرف به كنه حالنا العجم والعرب. ونحن جيرانك الأدنون وأعوانك المعينون، خيولنا جمة، وجيوشنا فخمة، إن استنجدتنا فغير ربض، وإن استطرقتنا فغير جهض، وإن طلبتنا فغير غمض، لا ننتهى لذعر، ولا ننكر لدهر، رماحنا طوال، وأعمارنا قصار.

প্রচুর সৌভাগ্য ও দীপ্তির সুউচ্চতার পূর্ণতার সাথে আপনার সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হোক। যার বালতির রশি দীর্ঘ হয়েছে তার পানিও বেশী তোলা হয়েছে। যার সম্পদ চলে গেছে তার দানও কমে গেছে। প্রাচীন কালের কাহিনী বর্ণনার দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়। এ এমন এক স্থান, এখানে যা কিছু বলা হবে কাফেলা দ্রুত তা বহন করে নিয়ে যাবে। আর তাতে আমাদের 'আরব-'আজমের প্রকৃতি ও স্বরূপ জানাজানি হয়ে যাবে। আমরা আপনার নিকবর্তী প্রতিবেশী ও আপনার সাহায্যকারী-বান্ধব। আমাদের ঘোড়ার সংখ্যা প্রচুর এবং আমাদের সেনাবাহিনী বিশাল। যদি আপনি আমাদের নিকট সাহায্য চান তাহলে তারা অলস হয়ে বসে থাকবে না। আপনি সাহায্য চাইলে তারা সাহায্য না করে বসে থাকবেনা। আপনি আহ্বান জানালে তারা ঘুমিয়ে থাকবে না। আমরা ভয়ে থেমে যাব না। কালের বিবর্তনে আমরা আপনাকে অস্বীকার করবো না। আমাদের তীর বড় লম্বা এবং জীবন খুব ছোট।

কায়স ইবন মাস'ঊদ উঠে দাঁড়িয়ে এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দান করে:

أطاب الله بك المراشد، وجنبك المصائب، ووقاك مكروه الشصائب، مأحقنا إذا أتيناك بإسماعك، مالا يحنق صدرك، ولا يزرع حقدا فى قلبك. لم نقدم أيها الملك لمساماة، ولم ننتسب لمعاداة، ولكن لتعلم أنت ورعيتك ومن حضرك من وفود الأمم أنا فى المنطق غير محجمين، وفى البأس غير مقصرين، إن جوريتنا فغير مسبوقين، وإن سومينا فغير مغلوبين.

সরল-সোজা পথের সাহায্যে আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আপনাকে বিপদ-আপদ থেকে দূরে রাখুন। নানা রকম কষ্ট-কঠোরতার অপ্রিয় বিষয় থেকে আপনাকে নিরাপদ রাখুন। আমরা যখন আপনার নিকট এসেছি তখন আপনাকে এমন কথা শুনাবার অধিকার আমরা পেয়েছি যা আপনার অন্তরকে ক্ষুব্ধ করবে না এবং আমাদের সম্পর্কে আপনার

www.nagorikpathagar.org

অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপন করবে না। হে বাদশাহ! আমরা দ্রুত প্রস্থানের জন্য আসিনি এবং বারবার ফিরে আসার দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবো না। কিন্তু আপনি, আপনার প্রজাগণ এবং বিভিন্ন জাতির যে সকল প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন- তারা সকলেই জানতে পারবেন যে, কথা বলতে গিয়ে আমরা থেমে যাওয়ার লোক নই এবং বীরত্ব ও বাহাদুরীর সময় অলস নই। যদি আমাদের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করা হয়, আমরা পিছনে পড়বো না। গৌরব ও গর্ব নিয়ে কেউ আমাদের সাথে পাল্লা দিলে আমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না।

খালিদ ইবন জা'ফার আল-কিলাবীর খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

أوفدنا إليك ملكنا النعمان، وهو لك من خير الأعوان، ونعم حامل المعروف والإحسان أنفسنا بالطاعة لك باخعة، ورقابنا بالنصيحة خاضعة، وأيدينا لك بالوفاء رهينة.

আমাদের রাজা আন-নুমান আমাদেরকে প্রতিনিধি করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনার একজন সবচেয়ে ভালো মিত্র এবং আপনার দান ও অনুগ্রহের অতি চমৎকার বাহক। আমাদের প্রাণ আপনার আনুগত্যে নিবেদিত, আমাদের ঘাড় আপনার উপদেশবাণীর নিকট বিনীত এবং আমাদের হাত আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণে আবদ্ধ।

'আমর ইবন মা'দীকারিবের খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

إنما المرأ بأصغريه : قلبه ولسانه، فبلاغ المنطق الصواب، وملاك النجعة الإرتياد، وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة، وتوقف الخبرة خير من اعتصاف الحيرة، فاجتبذ طاعتنا بلفظك، واكتظم بادرتنا حبلمك، ألن لنا كنفك بسلس قيادنا، فإنا أناس لم يوقس صفاتنا قراع مناقير من أراد لنا قضما، ولكن منعنا حمانا من كل من رام لنا هضما.

মানুষের পরিচয় তার দু'টি ছোট্ট জিনিসের দ্বারা ঃ তার অন্তর ও তার জিহ্বা। কথার পৌঁছা (লক্ষ্যস্থল) হলো সঠিক ও নির্ভুলতা। চারণ ভূমির অনুসন্ধান নির্ভর করে চলার উপর। সামান্য মতামত চিন্তাকে খারাপ জানা থেকে ভালো। অভিজ্ঞতার স্থবিরতা না বুঝে গ্রহণ করার চেয়ে ভালো। আপনার শব্দ (ভাষা) দ্বারা আপনি আমাদের আনুগত্য আকর্ষণ

www.nagorikpathagar.org

করুন। আমাদের দ্রুততাকে আপনি আপনার ধৈর্যের দ্বারা বন্ধ করে দিন। আপনার পার্শ্বদেশকে আপনি আমাদের জন্য কোমল করুন, তাহলে আমাদের পরিচালনা সহজ হবে। কারণ আমরা এমন মানুষ, যারা আমাদেরকে খেয়ে ফেলতে চেয়েছে তাদের ঠোঁটের ঠোকর আমাদের স্বচ্ছতায় কোন দাগ ফেলতে পারেনি। তবে আমরা আমাদের চারণ–ভূমিকে এমন সকল লোকদের থেকে রক্ষা করেছি যারা আমাদরকে খেয়ে হজম করে ফেলতে চেয়েছে।

আল-হারিস ইবন জালিম দাঁড়িয়ে আরম্ভ করেন এভাবে:

إن من أفة المنطق الكذب، ومن لؤم الأخلاق الملق، ومن خطل الرأى خفة الملك المسلط، فإن أعلمناك مواجهتنا لك عن الائتلاف، وانقيادنا لك عن تصاف، فما أنت لقبول ذلك منا بخليق، ولا للاعتماد عليه بحقبيق، ولكن الوفاء بالعهود، وإحكام ولث العقود، والأمر بيننا وبينك معتدل، ملميأت من قبلك ميل أوزلل.

কথার বিপদ হলো, মিথ্যা, চাটুকারিতা হলো নিকৃষ্ট নৈতিকতা। ক্ষমতাবান রাজাকে হালকা করে দেখা সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি। যদি আমরা আপনাকে জানাই যে, আমাদের এই আপনার মুখোমুখি হওয়া ভালোবাসার কারণে, আর আমাদের এই আপনার আনুগত্য স্বচ্ছতার কারণে, তাহলে আমাদের সেই কথা গ্রহণ করা আপনার উচিত হবে না এবং তার উপর নির্ভর করাও বাস্তব সম্মত হবে না। তবে অঙ্গিকার পূরণ এবং চুক্তির দুর্বলতা শক্ত করার ভিত্তিতে হলে অন্য কথা। আমাদের ও আপনার মধ্যকার সকল বিষয় ভারসাম্য পূর্ণ আছে- যতক্ষণ না আপনার পক্ষ থেকে কোন দিকে ঝুঁকে পড়া বা পদস্খলন আসে।

(২) অভিনন্দন জ্ঞাপক ভাষণ (خُطَبُ التَّهْنِيَّة)

কোন ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানানোর জন্য প্রতিনিধিদল পাঠানোর রীতি ‘আরবদের মধ্যে ছিল। দলনেতা বা সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাষণ দানের নিয়মও ছিল। এ জাতীয় কিছু ভাষণ আরবী সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

সায়ফ বিন যী য়াযিন-এর ঘটনা

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সায়ফ বিন যী য়াযিন যখন হাবশ দের উপর বিজয়ী হন এবং নিজেদের দেশ যখন পুনরুদ্ধার করেন তখন 'আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্র থেকে প্রতিনিধি ও কবিগণ সান'আয় তাঁর দরবারে উপস্থিত হন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এবং তাঁর চেষ্টা-সাধনা ও কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করতে। ইবনুল মুনযির বলেন, সায়ফ বিন যী য়াযিন এর নাম ছিল আন নু'মান ইবন কায়স। তিনি হাবশীদের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের দু'বছর পর। মক্কার কুরায়শদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদলও গিয়েছিল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। সে দলের সদস্য ছিলেন-'আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম, উমাইয়্যা ইবন 'আবদি শামস আবূ 'আবদিল্লাহ্, 'আবদুল্লাহ্ ইবন জুদ'আন, ও খুওয়ায়লিদ ইবন আসাদ-এর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিনিধিদলটি সান'আয় উপনীত হলে সায়ফ বিন যী য়াযিন তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। দরবারে প্রবেশের পর 'আবদুল মুত্তালিব একটি ভাষণ দানের অনুমতি প্রার্থনা করলে সায়ফ তাঁকে অনুমতি দান করেন। সেখানে 'আবদুল মুত্তালিব যে ভাষণটি দান করেন তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[১১৬]

إن الله قد أحلك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا، شامخا باذخا، وانبتك منبتا طابت أرومته، وعزت جرثومته، وثبت أصله، وبسق فرعه فى أكرم معدن وأطيب موطن، فأنت - أبيت اللعن - رأس العرب وربيعها الذى تخصب به البلاد، ملكها الذى تنقاد، وعمودها الذى عليه العماد ومعقلها الذى يلجأ إليه العباد، وسلفك خير سلف، وأنت لنا بعدهم خير خلف، فلن يخمد من هم سلقه، ولن يهلك من أنت خلفه، ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذى أبهجك من كشف الكرب الذى قد فدحنا، وفد التهنئة لا وفد المرزئة.

হে মহামান্য বাদশাহ! আল্লাহ্ আপনাকে একটি পর্বত সদৃশ সুউচ্চ, সুকঠিন ও সুরক্ষক স্থান ও মর্যাদা দান করেছেন। আপনাকে এমন উৎসস্থল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যেখানে অঙ্কুরিত বৃক্ষ অতি সুন্দর, যার মূল সুস্বাদু পানিতে পৌঁছেছে, শিকড় সুদৃঢ় ও শাখা সুদীর্ঘ হয়েছে। আপনি স্বদেশের সর্বাধিক পবিত্র উৎস। 'আরব নেতা এবং আরবের

১১৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ২, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬; আল-'ইকদুল ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৫-২৬। খুতবাটির বিভিন্ন বর্ণনায় শব্দের কিছু তারতম্য দেখা যায়

www.nagorikpathagar.org

বসন্ত- যা দ্বারা দেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। আপনি 'আরবদের বাদশাহ যার কাছে 'আরবরা মাথা নত করে। আপনি এমন এক স্তম্ভ যার উপর সকল স্তম্ভ দাঁড়িয়ে। আপনি এমন এক আশ্রয়স্থল যেখানে মানুষ আশ্রয় নেয়। আপনার পূর্ব পুরুষগণ সর্বোত্তম মানুষ। আমাদের জন্য আপনি তাঁদের পরে উত্তম উত্তরসূরী। সুতরাং আপনার পূর্বসূরীরা নিস্প্রভ হবেন না এবং আপনার উত্তরসূরীদেরও বিনাশ ঘটবে না। হে মহামান্য রাজা! আমরা আল্লাহর হারামের অধিবাসী ও তাঁর গৃহের সেবক। তিনিই আমাদেরকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছেন। যিনি আপনাকে আনন্দিত করেছেন বিপদ মুক্ত করে, যে বিপদ আমাদেরও পীড়া দিয়েছিল। আমাদের আগমন একটি অভিনন্দন জ্ঞাপক প্রতিনিধিদল হিসেবে, কোন অভিলাষী দল হিসেবে নয়।

আব্দুল মুত্তালিবের ভাষণ শুনে সায়ফ প্রশ্ন করেনঃ হে বক্তা, আপনার পরিচয় কি? বললেন: আমি 'আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম। আমাদের ভাগ্নে? বললেন: হ্যাঁ। সায়ফ তাঁকে নিকটে ডেকে নিয়ে প্রাণঢালা সম্ভাষণ জানিয়ে প্রতিনিধিদলটিকে সাথে করে অতিথিশালায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা অত্যন্ত সম্মানের সাথে একমাস অবস্থান করেন। এর মধ্যে সায়ফ 'আবদুল মুত্তালিবকে একাকী ডেকে নিয়ে মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহর নাবী হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং তাঁর ব্যাপারে য়াহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে সর্তক করে দেন। তারপর তিনি প্রতিনিধিদলের প্রত্যেক সদস্যকে ১০টি দাস, ১০টি দাসী, ১০০টি উট, দুই প্রস্থ কাপড়, পাঁচ রতল সোনা, দশ রতল রূপা এবং এক পাত্র আম্বর এবং বিশেষ ভাবে 'আবদুল মুত্তালিবকে একজন সদস্যের চেয়ে দশগুণ জিনিস উপঢৌকন হিসেবে দান করে সম্মানের সাথে বিদায় করেন। যাত্রাকালে সায়ফ বলে দেন, তারা যেন বছর শেষে আবার আসেন।[১১৭]

(৩) শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপক খুতবা (خطب التعزية)

কারো মৃত্যুতে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদল পাঠানোর রীতি 'আরবদের মধ্যে ছিল। সেখানে শোকাহত পরিবার বা ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরার উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়ে ভাষণ দানের প্রথা ছিল। এ ধরনের বেশ কিছু খুতবা প্রাচীন 'আরবী গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। এ জাতীয় খুতবার মধ্যে 'সালামা যী

১১৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,, খ. ২, পৃ. ৩৫৫-৩৫৭; নিহায়াতুল আরিব, খ.৫, পৃ. ৪; ঈলিয়া হাবী, ফানুনুল খিতাবা, পৃ. ৪৬, ৪০৯

www.nagorikpathagar.org

ফাইশ-এর পুত্রের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর শোক সভায় জু'আদা ইবন আফলাহ ও আল-মুলাব্বাব ইবন 'আওফ যে ভাষণ দেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১১৮]

উল্লেখ্য যে, সালামা যী ফাইশ এর পুত্রটি উপযুক্ত রাজকুমার হিসাবে বেড়ে উঠেছিল। পিতা ছেলের জন্য গর্বিত ছিলেন। একদিন সে ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে পড়ে যায় এবং ঘাড়ে আঘাত লেগে হাড় ভেঙ্গে যায়। আর এতেই তার মৃত্যু হয়। পুত্রের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি দারুণ ভেঙ্গে পড়েন। পানাহার ছেড়ে দেন এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান। তাঁকে সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে 'আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু প্রতিনিধিদল তাঁর বাড়ির দরজায় সমবেত হয়। তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়ায় তাকে তিরস্কার করতে থাকে। অবেশেষে তিনি জনসমক্ষে আসেন। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে আগত খতীবরা তাঁকে সান্তনা দান করে খুতবা দিতে আরম্ভ করেন। উক্ত সমাবেশে আল-মুলাববাব ইবন 'আওফ ও জু'আদা ইবন আফলাহও খুতবা দেন।[১১৯]

সালামকে লক্ষ্য করে মুলাব্বাব বলে:[১২০]

أيها الملك ! الدنيا تجود لتسلب، وتعطى لتأخذ، وتجمع لتشتت، وتحلى لتمر، وتزرع الأحزان فى القلوب، وبما تفجأ به من استرداد الموهوب، وكل مصيبة تخطأتك جلل، مالم تدن الأجل، وتقطع الأمل، وإن حادثا ألم بك، فاستبد بأقلك، وصفح عن اكثرك، لمن أجل النعم عليك، وقد تناهت أليك أنباء رزئ فصبر، وأصيب فاغتفر' إن كان شوى فيما يرتقب ويحذر فاستشعر اليأس مما فات، إذا كان ارتجاعه ممتنعا ومرامه مستصعبا، فلشيء ماضربت الأسى وفزع أولو الألباب إلى حسن العزاء.

হে বাদশাহ্! দুনিয়ার উদারতা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তার দান গ্রহণের জন্য, তার একত্রকরণ বিক্ষিপ্ত করণের জন্য এবং তার মিষ্টতা তিক্ততার জন্য। তার দান অকস্মাৎ ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে সে অন্তরের মধ্যে ব্যথা-বেদনার বীজ বপন করে। প্রতিটি বিপদই আপনার জন্য বড় হয়ে দেখা দেয়–যতক্ষণ না মৃত্যু আসে। তা আশা-আকাঙ্খা চুরমার করে

---

১১৮. আবূ 'আলী আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ১০১

১১৯. জামহারতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১৭-১৮; ঈলিয়া হাবী, ফানুনুল খিতাবা, পৃ. ৪০৭-৪০৮

১২০. আবূ 'আলী আল-কালী কিতাবুল আমালী, খ. ২, পৃ. ১০১; জামহারাতুল খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১৭

www.nagorikpathagar.org

দেয়। একটি বিপদ আপনার উপর আপতিত হয়েছে। অত:পর আপনার অল্পের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছে এবং বেশীকে ছেড়ে দিয়েছে। এ তার আপনার উপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। বিপদগ্রস্তের অনেক খবর আপনার নিকট পৌঁছেছে। অতঃপর সে ধৈর্য্য ধরেছে। বিপদ এসেছে, অতঃপর বিপদ মুক্ত হয়েছে। যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় এবং যা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকা হয়, আঘাত যদি তার উপর আসে তাহলে যা ধ্বংস হয় তার জন্য হতাশা অনুভব করে বিশেষ করে। যখন তার ফিরে আসা অসম্ভব হয় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর প্রত্যকটি জিনিসের জন্য দুঃশ্চিন্তা জন্ম নেয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা তখন সুন্দর সান্ত না দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

জু'আদা ইবন আফলাহ্ যে খুতবাটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[১২১]

أيها الملك ! لاتشعر قلبك الحزن على مافات، فيغفل ذهنك عن الاستعداد لما يأتى، وناضل عوارض الحزن، بالأنفة عن مضاهاة أفعال أهل وهى العقول، فإن العزاء لحزماء الرجال والجزع لربات الحجال. ولو كان الجزع يرد فائتا، أو يحى تالفا لكان فعلا دنيئا، فكيف وهو مجانب لأخلاق ذوى الألباب، فارغب بنفسك أيها الملك عما يتفاهت فيه الأرذلون، وصن قدرك عما يركبه المخسوسون وكن على ثقة أن طمعك فيما اسبدت به الأيام، ضلة كأحلام النيام.

হে বাদশাহ! যা চলে গেছে তার জন্য আপনি অন্তরে কষ্ট অনুভব করবেন না। তাতে ভবিষ্যতে যা আসবে তার প্রস্তুতি থেকে আপনার মন উদাসীন হয়ে পড়বে। দুর্বল বুদ্ধির লোকদের কর্মকাণ্ডের মত কর্ম, দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কারণ সমূহকে আত্মমর্যাদার সাথে প্রতিহত করুন। কারণ সান্ত্বনা ও সমবেদনা দৃঢ়চিত্ত পুরুষের জন্য। আর বিলাপ ও আর্তনাদ সুসজ্জিত তাঁবুতে অবস্থানকারী নারীর জন্য। বিলাপ-আর্তনাদ যা চলে গেছে যদি তা ফিরিয়ে দিতে পারতো, অথবা যা মারা গেছে তা জীবিত করতে পারতো, তাহলে তা একটি গ্রহণযোগ্য কাজ হতো। আর তা কেমন করে হয়? তাতো জ্ঞানী ব্যক্তিদের স্বভাব-চরিত্র

১২১. আবূ 'আলী আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ১০১

www.nagorikpathagar.org

থেকে অনেক দূরে। নীচ প্রকৃতির লোকেরা যার অনুসরণ করে, হে বাদশাহ! আপনি তা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। ইতর শ্রেণীর লোকদের কর্ম থেকে আপনি আপনার মর্যাদাকে রক্ষা করুন। আপনি এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হোন যে, কালচক্র যার উপর অত্যাচার করেছে তার প্রতি আপনার লালসা নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির স্বপ্নের মত এক প্রকার ভ্রান্তি -বিলাস মাত্র।

'আমর ইবন হিন্দ-এর ভাইয়ের মৃত্যুর পর আকসাম ইবন সায়ফী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শোক জ্ঞাপন অনুষ্ঠানেও একটি খুতবা দিয়েছিলেন।[১২২] এ পৃথিবীতে মানব জীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই মৃত্যু মানুষের বহুবিধ মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনার কারণ হয়ে আছে। মৃত্যুর কাছে মানুষ অসহায়। তা সত্ত্বেও মানুষ সেই ভীতিকর অবস্থার মুকাবিলা করে আসছে, যা তার স্বপ্ন-সাধ, কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্খার প্রাসাদকে বিধ্বস্ত করে তার অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মেছে যে, তার সৃষ্টিই হয়েছে মৃত্যুর জন্য। মানব জীবনের জন্য মৃত্যু অবধারিত, যার হাত থেকে মুক্তির কোন পথ নেই।

জাহিলী আরবের লোকদেরকেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আমরা তাদের বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণে মৃত্যুর শিক্ষা, উপদেশ এবং অনিবার্যতা সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পাই। যদিও তাদের সে মৃত্যু-চিন্তা একটা মানসিক ধারণা ও অনুভূতির পর্যায় অতিক্রম করে না। এর কারণ পরিবেশ ও বস্তু সম্পর্কে তাদের সীমিত ও স্থূল ধারণা। মৃত্যু সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না। তবে মৃত্যুও তাদের হৃদয়ে ব্যথা-বেদনার জন্ম দিত। প্রিয়জনের মৃত্যুতে তারাও হতো ব্যথিত। একারণে শোক জ্ঞাপক খুতবা যদিও বীরত্ব ব্যঞ্জক খুতবা অপেক্ষা তাদের সাহিত্যে কম, তবে তার মূল্য ও মান কোন অংশে কম নয়। কেননা এ জাতীয় খুতবায় খতীব তুলনামূলক ভাবে একটু বেশী চিন্তা-অনুধ্যান ও সাহিত্যিক কলা-কৌশলের দিকে ঝুঁকে থাকেন। পক্ষান্তরে বীরত্ব ব্যঞ্জক খুতবায় অভিব্যক্তির বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তে আবেগ-অনুভূতির উপর জোর দেয়া হয় বেশী।[১২৩] 'আমর বিন হিন্দ-এর ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আকছাম ইবন সায়ফীর খুতবাটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'আমরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন:[১২৪]

১২২. নিহায়াতুল আরিব, খ. ৫, পৃ. ১৬৪; আল-ইকদুল ফারীদ, খ. ৩. পৃ. ৩০৭
১২৩. ইলিয়া হাবী, ফানুনুল খিতাবা, পৃ ৪৯
১২৪. আল-'ইকদুল ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ৩০০-৩০৮; নিহায়াতুল আরিব, খ. ৫, পৃ, ১৬৪

www.nagorikpathagar.org

ان أهل هذه الدار سفر لا يحلون عقد الرحال إلا فى غيرها، وقد أتاك ماليس بمردود عنك، وارتحل عنك ماليس براجع إليك، وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك. واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام، فامس عظة وشاهد عدل، فجعك بنفسه، وأبقى لك عليه حكمك، واليوم غنيمة وصديق، أتاك ولم تأته، طالت عليه غيبته، وستسرع عنك رحلته، وغد، لاتدرى من أهله، وسيأتيك إن وجدك، فما أحسن الشكر للمنعم، والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول ونحن فروعها، فما بقاء الفروع بعد أصولها! واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منها، وخير من الخير معطيه، وشر من الشر فاعله.

নিশ্চয় এ দুনিয়ার অধিবাসীরা মুসাফির। অন্য জগত ছাড়া তারা বাহনের পিঠের হাওদার রশি খুলবে না। আপনার কাছে এমন জিনিস এসেছে যাকে ফিরিয়ে দেয়া যেত না। আর যা আপনাকে ছেড়ে গেছে তা আর ফিরে আসবে না। আপনার সাথে যে অবস্থান করছে খুব শিগগির সে আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। জেনে রাখুন! এ দুনিয়া মাত্র তিনটি দিন। গতকাল, আর তা হচ্ছে উপদেশ এবং ন্যায়ের সাক্ষী। সে নিজে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। আপনার কর্তৃত্ব তার উপর থাকবে, যতক্ষণ সে আপনার সঙ্গে আছে। আর আজ, তা একটি সুবর্ণ সুযোগ ও বন্ধু স্বরূপ। সে আপনার কাছে এসেছে, আপনি তার কাছে যাননি। গৃহ থেকে অনুপস্থিতি তার জন্য দীর্ঘ হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি তার যাত্রা আরম্ভ হবে। আর আগামীকাল, আপনি জানেন না তার আহল বা অধিকারী কে হবে। যদি আপনাকে পায় তাহলে আপনার নিকট আসবে। অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং শক্তিমানের নিকট আত্মসমর্পণ করা কত-না ভালো। আমাদের মূল ও উৎসসমূহ অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা তাদের শাখা। মূল চলে গেলে শাখার অস্তিত্ব থাকে না। জেনে রাখুন! সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, সেই বিপদ যে খারাপ পরিণতি রেখে যায়। ভালোর সবচেয়ে ভালো হলো, যে সেই ভালোটি করে। আর খারাপের সবচেয়ে খারাপ সেই, যে খারাপটি করে।

(ঙ) ধর্মীয় উপদেশমূলক খুতবা (خطب النصائح الدينية والإرشاد)

জাহিলী 'আরবে বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বাজার ও মেলা বসতো। বিভিন্ন গোত্রের

www.nagorikpathagar.org

অনেক বড় বড় খতীব সেই সকল মেলা বা বাজারে যেতেন। মেলায় একদিকে যেমন বেচা-কেনা চলতো, অন্যদিকে তেমনিভাবে আদান-প্রদানও হতো।[১২৫] এ সব মেলায় আগত খতীবগণ সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নীতিকথা ও ধর্মীয় উপদেশ মূলক খুতবার মাধ্যমে তাদেরকে বিপথগামিতা ছেড়ে সঠিক পথে আসার আহবান জানাতেন। এ ক্ষেত্রে 'উকাজ মেলায় প্রদত্ত কুসসু ইবন সা'ইদা আল-আয়াদীর একটি বিখ্যাত খুতবার কথা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কখনো কখনো কোন খতীব তাঁর নিজ গোত্র বা নিকট আত্মীয়দের উদ্দেশ্যেও উপদেশ মূলক খুতবা দিতেন। 'আমর ইবন জারিব ও আকসাম ইবন সায়ফী এবং তাদের কিছু খুতবা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১২৬]

'আরবের এ সকল খতীব ধর্ম, নৈতিকতা, আচার-আচরণ এবং চিন্তা-বিশ্বাসের ব্যাপারে উপদেশমূলক খুতবা দিতেন। তাঁরা তাঁদের সমকালীন বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল বহু য়াহুদী ও 'ঈসাঈ। জাযীরাতুল 'আরবের অভ্যন্তরের এবং বাইরের পাদ্রী-পুরোহিত ও ধর্ম-প্রচারকদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। এ সকল খতীব তাঁদের জীবন দর্শন ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ জাতিকে সেই অনুযায়ী বুঝাতে, চিন্তা করতে এবং দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে আহবান জানাতেন। তারা যে সকল মূর্তির পূজা করতো এবং পাথর, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে নিজের হাতে তৈরী দেব-দেবীর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করতো, সেসব পরিহার করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

এ খতীবদের সম্পর্কে বলা হয়, তাঁরা দীনে ইবরাহীম–যাকে দীনে ফিতরাত ও দীনে তাওহীদ বলা হয় তার অনুসারী ছিলেন। একথাও বলা হয় যে, তারা লিখতে-পড়তে জানতেন। শুধু 'আরবীতে নয়, হিব্রু ও সুরইয়ানী ভাষাতেও। তাঁরা তাওরাত, ইনজীল ও অন্যান্য নাবীদের কিতাব সমূহ আলোচনা করতেন। এ ধরনের আরো অনেক কথা তাঁদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে। অনেকে তাদেরকে 'আহনাফ' বলেছেন।[১২৭]

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার ইয়াদ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসে। তিনি তাদের প্রশ্ন করেন: তোমরা কি কুস্‌সু ইবন সা'ইদা আল-ইয়াদীকে চেন? তারা

---

১২৫. আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়া সাদরিল ইসলাম, পৃ. ২৮-২৯
১২৬. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাব, খ. ১, পপৃ. ৪১২
১২৭. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব কাললাল ইসলাম, খ. ৮, পৃ. ৭৭৫

www.nagorikpathagar.org

বললো: আমরা সবাই তাঁকে চিনি। তিনি জানতে চাইলেন: তার অবস্থা কী? তারা বললো: তিনি মারা গেছেন। তখন রাসূল (রা) বললেন: আমি 'উকাজের সেই স্মৃতি এখনো ভুলিনি। তিনি মুহাররম মাসে একটি লাল ধূসর রংয়ের উটের উপর দাঁড়িয়ে 'উকাজ মেলায় খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন:[১২৮]

> أيها الناس إجتمعوا، وإذا اجتمعتم فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فقولوا، وإذا قلتم صدقوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو أتٍ أتْ. أما بعد فإن فى السماء لخبرا، وإن فى الأرض لعبرا، مهاد موضوع، وسقف مروع، ونجوم تمور، وبحار لا تغور.
>
> ওহে জনগণ! সমবেত হোন। যখন সমবেত হয়েছেন, শুনুন। যখন শুনছেন, মনে রাখুন। যখন মনে রাখছেন, বলুন। আর যখন বলবেন, সত্য বলুন। যে জীবন ধারণ করছে, সে মৃত্যুবরণ করবে। আর যে মৃত্যুবরণ করবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং যা কিছু আসার, আসবে। অতঃপর নিশ্চয় আসমানে একটি খবর আছে এবং যমীনে আছে একটি উপদেশ। রক্ষিত শয্যা, সুউচ্চ ছাদ, চলমান নক্ষত্রসমূহ এবং এমন সব সমুদ্র যা শুকায় না।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কুস্সু ইবন সা'ইদা আল্লাহর নামে এমন সত্য কসম খান, যাতে তিনি না মিথ্যাবাদী আর না পাপী ছিলেন। তিনি আরো বলেন:

> إن لله تعالى دينا هو أحب إليه من دينكم الذى أنتم عليه، وقد أتاكم أوانه، ولحقتكم مدته. مالى أرى الناس يذهبون فلايرجعون. أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا؟ [১২৯]
>
> তোমরা যে ধর্ম আঁকড়ে আছো, সেই ধর্মের চেয়ে আল্লাহর অধিকতর প্রিয় একটি ধর্ম আছে। তার আসার সময় তোমাদের কাছে এসে গেছে এবং তার নির্দিষ্ট সময় সীমা তোমাদের পেয়ে গেছে। আমার কি হয়েছে যে, আমি মানুষকে যেতে দেখি, কিন্তু তারা ফেরে না? তারা কি স্বেচ্ছায় থেকে যাচ্ছে, না তাদের ছেড়ে আসা হচ্ছে, তারপর তারা ঘুমিয়ে আছে?

প্রাচীন 'আরবের আর একজন খতীব কা'ব ইবন লুওয়ায়। তিনিও বক্তৃতা-

---

১২৮. আল-বাকিল্লানী, ই'জায আল-কুরআন, (বৈরূত, মুওয়াস্সাসাতুল কুতুব আছ- ছাকাফিয়্যা, সং. ১,১৯৯১), পৃ. ১৬৭-১৬৮; আল-বিদায় ওয়ান নিহায়, খ. ২, পৃ. ২০৭-২০৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩০৮-৩০৯. আল-আগানী, খ. ১৪, পৃ. ৪০

১২৯. কুসসু ইবন সা'ইদার 'উকাজ মেলায় প্রদত্ত খুতবাটি বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু বাক্যের কম-বেশীসহ বর্ণিত হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

ভাষণের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন এবং নীতিকথা শোনাতেন। সপ্তাহে প্রত্যেক জুমু'আর দিন স্বীয় গোত্রের লোকদের সমবেত করে খুতবা দিতেন। তাঁর একটি খুতবার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:[১৩০]

أمابعد : اسمعوا وعوا، وتعلموا تعلموا، تفهموا تفهموا، ليل داج، ونهار ساج، والأرض مهاد، والجبال أوتاد، والنجوم أعلام، والأولون كالآخرين، كل ذلك بلاء، فصلوا أرحامكم، وأصلحوا أحوالكم، فهل رأيتم من هلك رجع أو ميتا نشر؟ الدار أمامكم، والظن غير ما تقولون، حرمكم زينوه وعظموه، وتمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم، وسيخرج منه نبي كريم.

ثم يقول :

نهار وليل كل يوم بحادث   سواء علينا ليلها ونهارها،
يؤوبان بالأحداث حتى تأوبا   وبالنعم الصافى علينا ستورها،
على غفلة يأتى النبي محمد   فيخبر أخبارا صدوق خبيرها،
ياليتنى شاهدا نجواء دعوته   حين العشيرة تبغى الحق خذلانا.[١٣١]

অতঃপর, তোমরা শোন ও ধারণ কর। শিখ, জানো, বুঝার চেষ্টা কর, বুঝবে। রাত অন্ধকারে আচ্ছন্নকারী, দিন ধীরে ধীরে আগমনকারী। পৃথিবী শয্যা সদৃশ, পর্বতমালা স্তম্ভ ও নক্ষত্ররাজি নিদর্শন স্বরূপ। অগ্রবর্তীরা পরবর্তীদের মত। এ সবই বালা-মুসীবত। তোমাদের নিকট–আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ এবং তোমাদের অবস্থাকে পরিশুদ্ধ কর। তোমরা কি দেখেছো যে ধ্বংস হয়েছে সে ফিরে এসেছে, অথবা দেখেছো কোন মৃত্যুকে যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে? বাড়ি তোমাদের সামনে। অনুমান বা ধারণা ভিন্ন–যা তোমরা বলে থাক তা থেকে। তোমাদের 'হারাম'[১৩২] কে সৌন্দর্য মণ্ডিত কর এবং তার সম্মান কর। তাকে আঁকড়ে থাকবে। খুব শিগগির তার সম্পর্কে এক মহা সংবাদ আসবে। সেখান থেকে একজন মহান নাবী বের হবেন।

তারপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যার অর্থ নিম্নরূপ:

---

১৩০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ২, পৃ. ২২০; ইবন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, (বৈরূত: দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যা), খ. ১. পৃ. ৮৫; আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ২০৫

১৩১. খুতবাটির বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে কিছু শব্দ ও বাক্যের তারতম্য দেখা যায়

১৩২. মক্কার নির্দিষ্ট সীমাকে 'হারাম' বলে

www.nagorikpathagar.org

দিন ও রাত- প্রতিটি দিন নতুন ভাবে আসে। তার রাত ও দিন আমাদের জন্য সমান।
সেসব (রাত ও দিন) নানা রকম বিপদ-আপদ সাথে করে নিয়ে আসে। অবশেষে তা আবার ফিরে যায়। আর তার ঢাকনা বা আবরণ আমাদর অঢেল সম্পদ।
একটি উদাসীনতার মধ্যে নাবী মুহাম্মদ আসবেন। অতঃপর তিনি অনেক খবর দিবেন। সেই সকল খবরদানকারী পরম সত্যবাদী।
হায়! আমি যদি তাঁর আহবানের সময় জীবিত থাকতাম! যখন তাঁর সম্প্রদায় সত্যকে অপমান করতে চাইবে।
পূর্বে উল্লেখিত কুস্সু ইবন সা'ইদার খুতবাটির সাথে কা'বের এ খুতবাটির বিষয় ও শিল্পগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। আল- মা'মুন আল- হারিসীরও এ জাতীয় একটি খুতবা দেখা যায়।[১৩৩]

(চ) বিয়ে-শাদী উপলক্ষে প্রদত্ত খুতবা (خطب الزواج والاملاك)

বিয়ে-শাদীর সময় তৎকালীন 'আরবে খুতবা দানের একটা রীতি ছিল। বিশেষতঃ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে প্রথা ছিল যে, বরের পক্ষ থেকে তার গোত্রের নেতা কনের গৃহে যেত এবং কনের গোত্রের লোকদের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানিক খুতবার মাধ্যমে বিয়ের পয়গাম পেশ করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে খাদীজা ইবন খুওয়ায়লিদ- এর নিকট বিয়ের পয়গামের অনুষ্ঠানে আবূ তালিব যে খুতবা দিয়েছিলেন ইতিহাসে তা সংরক্ষিত আছে। আল-জাহিজ বলেন:[১৩৪]

> كانت خطبة قريش فى الجاهلية – يعنى خطبة النساء – : باسمك اللهم ذكرت فلانة، وفلان يها مشغوف، باسمك اللهم، لك ما سألت، ولنا ماأعطيت.

> জাহিলী আমলে কুরায়শদের খুতবা অর্থাৎ মেয়েদের বিয়ের খুতবা- ছিল এরূপ: হে আল্লাহ! তোমার নামে আরম্ভ করছি। অমুক মেয়ের আলোচনা করা হয় এবং অমুক ছেলে তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। হে আল্লাহ! তোমার নামে আরম্ভ করছি। আমি যা চাই তা তোমার এবং আমাকে যা দান করা হয়েছে, তাই আমাদের।

---

১৩৩. আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ২৭৬
১৩৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪০৮, শাওকী দ্বায়ফ তারীখুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৪১২

www.nagorikpathagar.org

বিয়ের খুতবায় খতীব পাত্রের নাম উল্লেখ করে পাত্রীকে উদ্দেশ্য করে খুতবা দিতেন। আল-'উতবী বলেন:[১৩৫]

يُستحب للخاطب إطالة الكلام، وللمخطوب إليه تقصيره.

পয়গাম বা প্রস্তাবদানকারীর কথা দীর্ঘ হওয়া এবং প্রস্তাবিত পাত্রীর কথা সংক্ষিপ্ত হওয়া 'আরবদের পসন্দনীয় ছিল।

জাহিলী আমলে যাবতীয় খুতবার মধ্যে বিয়ের খুতবা ছিল সবচেয়ে সহজ, দুর্বল ও সংক্ষিপ্ত। কাটাকাটা কয়েকটি বাক্যের বেশী তা দীর্ঘ হতো না।[১৩৬] আল-হায়সাম ইবন 'আদী বলেন:[১৩৭]

لم تكن الخطباء تخطب قعودا إلا في خطبة النكاح.

একমাত্র বিয়ের খুতবা ছাড়া খতীবরা বসে খুতবা দিতেন না

হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ-এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকদ মাহফিলে আবু তালিব যে খুতবা দেন তা নিম্নরূপ:[১৩৮]

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحجام على الناس، وإن محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به بركة وفضلا وعدلا، وإن كان فى المال مقلا، فإن المال عارية مسترجعة وظل زائل، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أردتم من الصداق فهو على.

সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাদেরকে ইবরাহীম- এর বংশধর ও ইসমাঈল-এর সন্তান-সন্ততির অন্তর্গত করেছেন। আমাদেরকে একটি সম্মানিত শহর ও একটি অভীষ্ট ঘর দান করেছেন। মানুষের উপর আমাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহকে যে কোন কুরায়শ যুবকের সাথে পাল্লায় ওযন দেয়া হোক না কেন, কল্যাণ, মহত্ত্ব ও ন্যায় নিষ্ঠায় তার পাল্লা অবশ্যই ভারী হবে- যদিও বিত্ত-বৈভবে সে সর্বনিম্নে। তবে অর্থ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও অপসৃয়মান ছায়া স্বরূপ। খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ- এর প্রতি তার আগ্রহ আছে এবং

১৩৫. আল-'ইকদুল ফারীদ, খ. ৪, ১৫০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ, ১, পৃ. ১১৬
১৩৬. ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ৫২
১৩৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১. পৃ. ১১৮
১৩৮. আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ৮৪; ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ৫২

www.nagorikpathagar.org

খাদীজারও তার প্রতি একই রকম ঝোঁক আছে। আপনারা যে মাহর আশা করেন, তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার।

(ছ) অন্তিম উপদেশ বাণী (الوصايا)

الوصايا শব্দটি বহুবচন, এক বচনে الوصية- নসীহত ও ওয়াসীয়াত সমার্থ বোধক, অথবা প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক।[১৩৯]

জাহিলী আমলের খুতবা–সাহিত্যের কাছাকাছি বিষয়গুলির অন্যতম একটি বিষয় হলো ওয়াসীয়াত বা অন্তিম উপদেশ। খুতবা ও ওয়াসীয়াত ভাবগত দিক দিয়ে একেবারেই কাছাকাছি। খুতবা দেয়া হয় একটি অনির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা জনতাকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু 'ওয়াসীয়াত' এর বিপরীত। খুতবা দেয়া হয় সভা, সমাবেশ, অনুষ্ঠান, গৌরব-আভিজাত্য প্রকাশ, তর্ক-বিতর্ক, রাজা-বাদশাহদের দরবার, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মারাত্মক কোন বিপদ, প্রতিনিধি মিশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও উপলক্ষ্যে কিন্তু ওয়াসীয়াত ঠিক এর বিপরীত। একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় ও ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে ওয়াসীয়াত করা হয়। অধিকাংশ সময় কোন ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অথবা গোত্র প্রধান তার গোত্রের সদস্যদের প্রতি ওয়াসীয়াত করেন, যখন তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হন এবং তাঁর জীবন–সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।[১৪০]

প্রবীন ব্যক্তি যখন উপলব্ধি করতেন এ পৃথিবীতে তাঁর জীবন কাল প্রায় শেষ হয়েছে তখন নিজ সন্তান, পরিবার অথবা গোত্রের লোকদের সমবেত করে উপদেশমূলক খুতবা দিতেন। এ শ্রেণীর খুতবার রীতি-পদ্ধতি ছিল অনেকটা ধর্মীয় উপদেশ ও শোক জ্ঞাপক খুতবার অনুরূপ। 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলনসমূহে বহু ওয়াসীয়াতের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন পুত্রদের প্রতি আওস ইবন হারিসা,[১৪১] যুল-উসবু'আল-'আদওয়ানী,[১৪২] 'আমর ইবন কুলসূম,[১৪৩] দুওয়ায়দ ইবন যায়দ,[১৪৪] যুহায়র ইবন জনাব আল- কালব,[১৪৫] আন নু'মান ইবন সাওয়াব আল- 'আবদী[১৪৬] এবং কন্যা উম্মু ইয়াস- এর প্রতি উমামা বিনত আল-

---

১৩৯. আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা, পৃ. ৫৯
১৪০. মাহমুদ শুকরী আল-আলূসী, বুলগুল আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালির 'আরাব, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা), খ. ৩, পৃ. ১৫২
১৪১. আল-কালী, আমালী, খ. ১, পৃ. ১০২
১৪২. আল-আগানী, খ. ৩, পৃ. ৬
১৪৩. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১. পৃ. ১২১
১৪৪. আল-শারীফ মুরতাদ্বা, আল-আমালী, (কায়রো, ১৯০৭)খ. ১, পৃ. ১৭৩
১৪৫. প্রাগুক্ত
১৪৬. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১২৬

www.nagorikpathagar.org

হারিস[১৪৭]-এর ওয়াসীয়াত এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গোত্রীয় নেতারা নিজ নিজ গোত্রের লোকদের প্রতি যে সকল ওয়াসীয়াত করেন তাও উল্লেখ করা যায়। এ ক্ষেত্রে হিসন ইবন হুযায়ফা,[১৪৮] আকসাম ইবন সায়ফী,[১৪৯] কায়স ইবন যুহায়র[১৫০] প্রমুখের ওয়াসীয়াত অতি গুরুত্বপূর্ণ।

এ জাতীয় খুতবা বা ওয়াসীয়াত পাঠ করলে দেখা যায়, তাতে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার ছাপ এবং তাদের সুচিন্তিত মতামতের পাশাপাশি সেই 'আরবীয় অহংবোধও ফুঠে উঠেছে। যে বোধ তাদের সম্মান, মর্যাদা, কৌলীন্য ও আভিজাত্যকে অতি পবিত্র মনে করে, তা রক্ষার জন্যে আহবান জানায়, অতিথি সেবার প্রতি উৎসাহিত করে, প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলে এবং অহঙ্কারের জন্ম দেয়।

উদাহরণ স্বরূপ আওস ইবন হারিসা তাঁর পুত্রের প্রতি যে ওয়াসীয়াত করেছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। আওস ইবন হারিসা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। মালিক ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র। তবে তাঁর ভাই আল- খাযারাজের ছিল পাঁচ পুত্র: 'আমর, 'আওফ, জুশাম, আল–হারিস ও কা'ব। আওস যখন জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেলেন তখন তাঁর গোত্র গাস্সানের লোকেরা বললো: আমরা আপনাকে বলেছিলাম, যৌবনে বিয়ে করুন কিন্তু আপনি তা করেননি। এখন আপনার মরণসন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। উত্তরে আওস বলেনঃ মালিকের মত কোন সন্তান রেখে কোন মরণ–শীল মানুষ মরেনি। যদিও খাযারাজের সন্তানরা সংখ্যায় বেশী এবং মালিকের কোন সন্তান নেই। আশা করি, যিনি আঁটি থেকে খেজুর গাছ বের করেন এবং পাথর থেকে আগুন জ্বালান, তিনি মালিকের বংশ বৃদ্ধি করবেন এবং সেখানে বহু সাহসী পুরুষের জন্ম দিবেন। তারপর তিনি মালিককে সম্বোধন করে ওয়াসীয়াত করেন:[১৫১]

يا مالك! المنية ولا الدنية، والعتاب قبل العقاب، والتجلد لا التبلد، وأعلم أن القبر خير من الفقر، وشر شارب المشنف، وأقبح طاعم المقتف، ذهاب البصر خير من كثير من النظر، ومن كرم الكريم الدفاع عن الحريم، ومن قلّ ذلّ، ومن أمر فلّ، خير الغنى القناعة

---

১৪৭. আল-'ইকদুল ফারীদ, খ. ৬, পৃ. ৮৩-৮৪
১৪৮. জামহারাতুল খুতাবিল 'আরাব, খ. ১. পৃ. ১৩০
১৪৯. আবূ হিলাল আল-'আসকারী, জামাহারাতুল আমছাল, (বোম্বে, ১৩০৭), খ. ২, পৃ. ১০৩
১৫০. আল-ইকদুল ফারীদ, খ. ৬, পৃ. ৮৫
১৫১. আল-বিদায় ওয়ান নিহায়, খ. ২, পৃ. ৩৫৮; আল-কালী, আল-আমালী, খ. ১, পৃ. ১০২; বুলুগুল আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৭০

www.nagorikpathagar.org

وشر الفقر الضراعة، والدهر يومان، فيوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلاتبطر، وإذا كان عليك فاصبر، فكلاهما سينحسر، فإنما تعز من ترى ويعزك من لا ترى، ولو كان الموت يشترى لسلم منه أهل الدنيا، ولكن الناس فسه مستوون، الشريف الأبلج واللئيم المعلهج، والموت المفيت خير من أن يقال لك هبيت، وكيف بالسلامة، المن ليست له إقامة، وشر من المصيبة سوء الخلف، وكل مجموع إلى تلف، حياك إلهك.

হে মালিক! মৃত্যুকে বরণ করবে তবুও হেয় ও অপমানের জীবন নয়। শাস্তিদানের পূর্বে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করবে। ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখাবে, বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা নয়। জেনে রাখ, দারিদ্র্য অপেক্ষা কবর ভালো। পাত্রের সবটুকু যে পান করে সে নিকৃষ্ট পানকারী। নিকৃষ্টতম আহারকারী সে, যে কুঞ্চিত ও জড়সড় হয়ে খায়। অনেক কিছু দর্শনের চেয়ে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া উত্তম। মহিলাদেরকে চরিত্রহীনদের কাছ থেকে রক্ষা করা ভদ্র মানুষের ভদ্রতা। যার অর্থ-সম্পদ কমে গেছে, সে হেয় ও তুচ্ছ হয়েছে। আর যে নেতা বা শাসক হয়েছে, সে সম্মান ও শক্তি অর্জন করেছে। স্বল্পে তুষ্টি সবচেয়ে ভালো ঐশ্বর্য। অপমান ও অসম্মান দারিদ্রের অনিষ্টতা। কাল বা সময় দু'দিন: একদিন তোমার পক্ষে ও একদিন তোমার বিপক্ষে। কালের দিনটি তোমার হলে ঔদ্ধত্য দেখাবে না। আর দিনটি তোমার বিপক্ষে গেলে ধৈর্য ধরবে। দু'টি দিনই প্রকাশ হয়ে পড়বে। তুমি যাকে দেখ তাকে পরাভূত করতে পার। আর যাকে তুমি দেখ না সে তোমাকে পরাভূত করবে। মৃত্যুকে যদি কেনা যেত তাহলে পৃথিবীর অধিবাসীরা তার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যেত। কিন্তু সকল মানুষ মৃত্যুর ব্যাপারে সমান। ভদ্র মানুষ উদার ও হাসিমুখ এবং অভদ্র মানুষ চূড়ান্ত রকমের নীচ প্রকৃতির হয়ে থাকে। তোমাকে একটা দুর্বল বোকা বলা হোক তার চেয়ে তোমার আকস্মিক মৃত্যু শ্রেয়। যার স্থায়ী অবস্থান নেই, সে শান্তিতে ও নিরাপদে আছে তা কিভাবে বলা যায়? মন্দ উত্তরসূরী রেখে যাওয়া নিকৃষ্টতম বিপদ। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমার ইলাহ বা উপাস্য তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন!

উপরিউক্ত ওয়াসীয়াতটির মধ্যে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা অতি চমৎকার ভাবে বিধৃত হয়েছে। বিশেষতঃ কালচক্র, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের রূপ ও প্রকৃতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

www.nagorikpathagar.org

'আমির ইবন আল-জারির আল-'আদওয়ানী ছিলেন জাহিলী 'আরবের একজন গোত্রীর নেতা। তিনি যখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বললো: আপনি আমাদের নেতা, বক্তা ও সম্মানী ব্যক্তি। আপনি আমাদের জন্য একজন নেতা ও বক্তা নির্বাচন করে দিয়ে যান। তখন তিনি সমবেত গোত্রীয় লোকদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ওয়াসীয়াতটি করেন:[১৫২]

يا معشرعدوان! كلفتموني بغيا، إن كنتم شرفتموني فإني أريتكم ذلك من نفسي، فأني لكم مثلي؟ إفهموا ما أقول لكم، إنه من جمع بين الحق والباطل لم يجتمعا له، وكان الباطل أولى به، وإن الحق لم يزل ينفر من الباطل ، ولم يزل الباطل ينفر من الحق.

يامعشر عدوان : لا تشمتو بالذلة، ولاتفرحوا بالعزة، فبكل عيش يعيش الفقيرمع الغني، ومن يريوما يربه، وأعدوا لكل إمرئ جوابه، إن مع السفاهة الندامة، والعقوبة نكال وفيها ذمامة، ولليد العليا العاقبة، والقود راحة، لا لك ولا عليك. وإذا شئت وجدت مثلك، إن عليك كما إن لك، وللكثرة الرعب، وللصبر الغلبة، ومن طلب شيئا وجده، وإن لم يجده يوشك أن يقع قريبا منه.

হে 'আদওয়ান গোত্রের লোকেরা! তোমরা আমার উপর তোমাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছিলে। তোমরা যদি আমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করে থাক, তাহলে আমিও আমার অন্তরে তোমাদেরকে তেমন দৃষ্টিতেই দেখে থাকি। আমার মত লোক তোমাদের জন্যে কোথায়? আমি যা বলি তা অনুধাবন কর। যে ব্যক্তি সত্য ও মিথ্যাকে মিলিত করেছে, তার সে মিলন সফল হয়নি। মিথ্যাই তার জন্য উপযুক্ত। সত্য সবদা মিথ্যাকে এবং মিথ্যা সর্বদা সত্যকে ঘৃণা করে।

হে 'আদওয়ানের জনগণ! তোমরা অপমান ও অবমাননায় হতাশ এবং সম্মান ও মর্যাদায় উৎফুল্ল হয়োনা। প্রত্যেকটি জীবনের সাথে দরিদ্র ব্যক্তি উদারভাবে জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি আজকের দিনটিকে তার শত্রুর বিপক্ষে দেখছে, এক সময় তার নিজের বিরুদ্ধেই তেমন দেখতে পাবে। প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে উপযোগী জবাব প্রস্তুত রেখ।

১৫২. আবুল ফাদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল আমসাল, (মিসর: মাকতাবা আস- সানিয়্যা আল- মুহাম্মাদিয়্যা, ১৯৫৫), খ. ২, পৃ. ১৮৩

www.nagorikpathagar.org

নির্বুদ্ধিতার সাথে থাকে লজ্জা ও অনুশোচনা। শাস্তি হলো একটি শিক্ষা এবং তার মধ্যেই আছে একটি অঙ্গীকার। দানশীল হাতের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। প্রতিশোধ গ্রহণ আনন্দ দায়ক-না তোমার পক্ষে, আর না তোমার বিপক্ষে। তুমি যখন ইচ্ছা করবে, অনুরূপ লাভ করবে। তোমার যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি তোমার অধিকারও আছে। প্রাচুর্য্যের আছে ভীতি, আর ধৈর্যের আছে বিজয়। কোন ব্যক্তি যা চায়, তা পায়। তা না পেলেও তার কাছাকাছি কিছু পায়।

আন নু'মান ইবন সাওয়াব আল-'আবদী[১৫৩] তাঁর ছেলে সা'ঈদকে যে ওয়াসীয়াত করেন তা নিম্নরূপঃ

يا بنى إن كثرة الشراب تفسد القلب وتقلل الكسب وتجد اللعب، فأبصر نديمك واحم حريمك وأعن غريمك. واعلم أن الظمأ القامح خير من الرى الفاضح، وعليك بالقصد فإن فيه بلاغا.

হে আমার ছেলে! অতিরিক্ত মদ পান অন্তরকে নষ্ট করে দেয়, আয়-রোজগার কমিয়ে দেয় এবং খেল-তামাশায়কে বৃদ্ধি করে তোলে। অতএব তুমি তোমার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি দৃষ্টি দাও, তোমার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণা-বেক্ষণ কর এবং তোমার ঋণগ্রস্তদের সাহায্য কর। জেনে রাখ, কষ্টকর পিপাসা অবমাননাকর পান-পরিতৃপ্তির চেয়ে ভালো। তোমার মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। কারণ তাতে রয়েছে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার চাবিকাঠি।

উমামা বিনত আল-হারিস তাঁর মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর সময় তাকে একটি দীর্ঘ ওয়াসীয়াত করেন। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপঃ[১৫৪]

إى بنية : إنك فارقت الجو الذى منه خرجت، وخلفت العش الذى فيه درجت، إلى وكرلم تعرفه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليه رقيبا و مليكا، فكونى له أمة يكن لك عبدا وشيكا، يا بنية : احملى عنى عشر خصال تكن لك ذخرا وذكرا، الصحبة بالقناعة،

---

১৫৩. আন নু'মান ইবন সাওয়াব আল-'আবদী ছিলেন একজন জ্ঞানী ও সম্মানীয় ব্যক্তি। সা'দ, সা'ঈদ ও সা'ইদা নামে তাঁর ছিল তিন ছেলে। তিনি তাদেরকে সব সময় আদব- আখলাক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সদোপদেশ দিতেন। সাদ' ছিল 'আরবের একজন সাহসী বীর। সা'ঈদ পিতার মত মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভ করে। তবে সা'ইদা ছিল আড্ডাবাজ ও মদখোর। একদিন তিন ছেলেকে ডেকে তিনি ওয়াসীয়াত করেন। (জামহারাতুল খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১২৬-১২৭)

১৫৪. আল- 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৬, পৃ. ৮৩-৮৪

www.nagorikpathagar.org

والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه والهدو عنه منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، والاحتفاظ ببيته وماله، والارعاء على نفسه وحشمه وعياله.

আমার মেয়ে! যে পরিবেশ থেকে তুমি বের হয়েছিলে তা তুমি ছেড়ে যাচ্ছ। যে নীড়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে তা পিছনে রেখে এমন নীড়ে যাচ্ছ যা তুমি জাননা। এমন সঙ্গীর কাছে যাচ্ছ যাকে তুমি চেননা। তোমার উপর অধিকারের ভিত্তিতে সে তত্ত্বাবধায়ক ও মালিক হয়েছে।

তুমি তার দাসীতে পরিণত হবে, তাহলে সে তোমার আহবানেদ্রুত সাড়া-দানকারী দাসে পরিণত হবে। হে আমার মেয়ে! আমার থেকে দশটি অভ্যাস নিয়ে যাও, যা তোমার সঞ্চয় ও স্মরণিকা হয়ে থাকবে। অল্পে তুষ্টির সাথে সাহচর্য, শোনা ও আনুগত্যের সুন্দর পরিবেশে সহ-অবস্থান করবে। তার চোখের তৃপ্তির জন্য সতর্ক থাকবে, নাকে সুগন্ধ পৌঁছানোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখবে। তোমার খারাপ কোন কিছুর উপর যেন তার দৃষ্টি না পড়ে এবং সুগন্ধ ছাড়া তোমার দেহের কোন গন্ধ যেন তার নাকে না যায়। সুরমা সবচেয়ে ভালো সৌন্দর্য্য, আর পানি হলো উত্তম হারানো সুগন্ধি। তার আহারের সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, ঘুমানোর সময় নীরবতা বজায় রাখবে। কারণ ক্ষুধার জ্বালা হলো আগুনের শিখা। আর ঘুমের ব্যাঘাত রাগের কারণ হয়ে থাকে। তার গৃহ ও অর্থ-সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবে। তার জীবন, মান-সম্মান ও পরিবারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্র সমূহে 'আরব খতীবদের যত খুতবা বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশ ওয়াসীয়াত। ঐতিহাসিকদের ধারণা, খতীবরা যখন তাঁদের বয়স বেড়ে গিয়েছিল এবং তাঁদের উপলব্ধি হয়েছিল যে, জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন তাঁরা নিজেদের সন্তান ও আপনজনদের যে সকল উপদেশ দান করেছেন, এ সকল খুতবা তারই সমষ্টি। মূলতঃ এগুলি তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস ও সারকথা। প্রকৃতপক্ষে এগুলি হচ্ছে কিছু জ্ঞানগর্ভ নীতিকথা, এ জগৎ সম্পর্কে কিছু মতামত এবং কিছু উপদেশ। জীবন সম্পর্কে যিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন

www.nagorikpathagar.org

অথবা এ পার্থিব জীবনের সুখ-ঐশ্বর্যত্যাগী কোন সাধক, যিনি আল্লাহর হিসাব-কিতাবে বিশ্বাসী, শুধু তাঁরই মনে এমন সব ভাবের উদয় হতে পারে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, যাকে জীবন বলা হয়, সে পালিয়ে যাচ্ছে, তিরোহিত হচ্ছে এবং কারও জন্যেই সে চিরস্থায়ী নয়। তাই তিনি এখানে যা দেখেছেন, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সে সম্পর্কে আপনজনদের উপদেশ দিয়ে যেতে চেয়েছেন।[১৫৫]

(জ) কাহিনদের খুতবা (خطب الكواهن)

জাহিলী 'আরবে একদল লোক ছিল যারা ধারণা করতো তাদের অদৃশ্যের জ্ঞান আছে। তাদের অনুগত জিনদের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের কথা জানতে পারে। এ ধরনের প্রত্যেকটি লোককে তারা 'কাহিন' এবং তার অনুগত জিনকে 'আর-রা'ইয়্যু (الرَّئِيُّ) বলতো।[১৫৬] এই কাহিনদের অধিকাংশ মূর্তি ও বিগ্রহের ঘর সমূহের সেবকের দায়িত্ব পালন করতো। এজন্যে তাদের ছিল একটা ধর্মীয় ভাবমূর্তি। সেকালের 'আরববাসী তাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে এ সকল কাহিনের শরণাপন্ন হতো। তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধে কাহিনদেরকে শালিস মানতো। সেকালের 'আরব সমাজ ছিল নানা রকম অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কল্পকথায় নিমজ্জিত। আর এ অবস্থা অনেক সময় তাদেরকে নোংরামি ও অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যেত। এমন জীবনের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে তাদেরকে কল্যাণ, প্রজ্ঞা ও মুক্তির দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কিছু কাহিন এগিয়ে আসতো। তাছাড়া তারা তাদের জীবনের বহু ব্যাপারে, যেমনঃ স্ত্রীর সততা, কাউকে হত্যা, কোন উট নাহর করা,[১৫৭] চুক্তিবদ্ধ কোন বন্ধুকে সাহায্য থেকে বিরত থাকা,[১৫৮] যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কাহিনের পরামর্শ গ্রহণ করতো। এ সকল কাহিন সাজা[১৫৯] গদ্যের খুতবার ষ্টাইলে বক্তব্য রাখতো। জাহিলী 'আরবে নারী-পুরুষ মিলে অনেক কাহিনের নাম ও তাদের খুতবা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। আল-জাহিজ বলেন:[১৬০] 'জাহিলী 'আরবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 'আরব কাহিনদেরকে বিচারক মানতো। এ সকল কাহিন

---

১৫৫. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৯৪
১৫৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১পৃ. ২৮৯; শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৪২০
১৫৭. আল-আগানী, খ.১১ পৃ. ১১৮
১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
১৫৯. বাক্যের অন্তর্গত শব্দ সমূহের শেষ বর্ণ অথবা দু'টি বাক্যের শেষের শব্দের শেষ বর্ণের মিলযুক্ত এক প্রকার ছন্দোবদ্ধ গদ্য
১৬০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৮৯

www.nagorikpathagar.org

তাদের অতীত- ভবিষ্যতের জ্ঞান এবং রা'ইয়্যু নামে একজন অনুগত জিন আছে বলে দাবী করতো। যেমন হাযী জুহায়না, শাককু ও সুতায়াহ, 'উযযা সালিমা ও আরো অনেকে। তারা সাজা' গদ্যে ভবিষ্যৎ ও অতীতের কথা বলতো এবং শালিস- ফয়সালা করতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 'আরববাসীকে তাঁর রিসালাত প্রাপ্তির কথা জানালেন এবং আল-কুরআনের বাণী শোনালেন তখন তাদের অনেকে তাঁকে এই কাহিন বলে মনে করে। তারা আল-কুরআনের বাণীকে কাহিনদের বাণী বলে অপপ্রচার চালায়। আল-কুরআন তার প্রতিবাদ করে এভাবে:[১৬১]

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ .

এবং এটা কোন কাহিনের কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।

বর্ণনাকারীরা প্রাচীন 'আরবের এ সকল কাহিনের বহু ঘটনা এবং অতীত-ভবিষ্যতের বাণী সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন: 'আমর ইবন 'আমির-এর স্ত্রী তুরায়ফা আল-খায়র আল-হিময়ারিয়্যা- যিনি য়ামনের অধিবাষিনী ছিলেন, মা'রিব বাঁধ ভেঙ্গে যাবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মক্কার একজন কাহিনা ফাতিমা আল-খাস'আমিয়্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতা 'আবদুল্লাহ আমিনাকে বিয়ে করার পূর্বে এ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তা সত্যে পরিণত হয়েছিল বলে জানা যায়।[১৬২]

খুযা'আ গোত্রের একজন কাহিনের কথা জানা যায়। তিনি 'আমর ইবন আল-হামিক-এর পিতামহ এবং বাস করতেন মক্কা থেকে দুই মানযিল দূরে 'উসফান নামক স্থানে। মক্কার 'আবদি মান্নাফ মারা যাবার পর তাঁর পুত্র হাশিম 'সিকায়া' ও 'রিফাদা'[১৬৩]-এর অধিকার লাভ করেন। কিন্তু উমায়্যা ইবন 'আবদি শাম্‌স ইবন 'আবদি মান্নাফ তা মেনে নিতে পাললেন না। তিনি ছিলেন বিত্তশালী মানুষ। হাশিম যেভাবে হাজীদের আহার করাতেন, তিনি পাল্লা দিয়ে সেভাবে আহার করানোর বৃথা চেষ্টা করেন। তাঁর এই ব্যর্থতায় কুরায়শ বংশের লোকেরা তাঁকে

---

১৬১. আল-কুরআন: ৬৯ ঃ ৪২-৪৩
১৬২. আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়া আল- ইসলাম, পৃ. ৭৮
১৬৩. 'সিকায়া' অর্থ হাজীদের সুমিষ্ট পানি পান করানো। আর 'রিফাদা' সেই অর্থ যা কুরায়শরা হজ্জের মওসুমে খরচ করতো। তারা হাশিমের নিকট অর্থ জমা করতো এবং তা দিয়ে খাদ্য তৈরী করে সহায়-সম্বলহীন হাজীদের আহার করাতো। (জামহারাতুল খুতাবিল 'আরাব, খ. ১. পৃ. ৭৮)

www.nagorikpathagar.org

নিন্দা-মন্দ করে। এতে তিনি ক্ষেপে যান এবং হাশিমের সাথে 'মুনাফারা' বা আত্মপ্রশংসার প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেন। বাজি ধরা হয়, যে হারবে সে পঞ্চাশটি উট যবেহ করে মক্কার লোকদের খাওয়াবে এবং পরবর্তী বিশ বছরের জন্যে মক্কা ছেড়ে চলে যাবে। উমায়্যার সাথে ছিলেন হামহামা ইবন 'আবদুল উযাযা আল-ফিহ্‌রী। এই মুনাফারায় উপরিউক্ত কাহিনকে শালিস মানা হয় এবং তিনি হাশিমের পক্ষে যে রায় দেন তার কিছু নিম্নরূপ:

والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، الغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعلم مسافر، من منجد وغائر، لقدسبق هاشم أمية إلى الماثر، أول منه واخر، وأبوهمهمة بذلك خابر.

আলোকিত চন্দ্র, উজ্জ্বল নক্ষত্র, বর্ষণরত মেঘ, শূন্যে উড়ন্ত পাখি এবং নাজদ ও গাওর-এর পথিকের পথ চেনার চিহ্নের শপথ। নিশ্চয় হাশিম সুনাম ও সুখ্যাতিতে উমায়্যাকে অতিক্রম করে গেছেন। তিনি প্রথম ও শেষ, আর আবূ হামহামা তা জানে।

কাহিন এই প্রতিযোগিতায় হাশিমকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। উমায়্যার কাছে থেকে বাজির উট নিয়ে যবেহ করে মক্কার লোকদের খাওয়ানো হয় এবং উমায়্যা বিশ বছর মক্কা ছেড়ে শামে বসবাস করেন। মূলত: এখান থেকেই দুই গোত্রের শত্রুতার সূচনা হয়।[১৬৪]

বানূ আল-হারিস ইবন কা'ব গোত্রের সালামা ইবন মুগাফফাল নামক একজন কাহিনের নাম জানা যায়। একবার বানূ তামীম গোত্র কিসরার মিশক-আম্বর ও মনিমুক্তো বহনকারী একটি উটের কাফেলার উপর আক্রমণ করে লুটতরাজ চালায়। কিসরা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে লুটেরাদের হত্যা করে। এতে বানূ তামীমের গৃহসমূহ লুণ্ঠিত সম্পদ ও নারী-শিশু ছাড়া শূন্য হয়ে পড়ে। তখন বানূ আল-হারিসা তাদের সেই বাড়ি-ঘর লুটপাটের সিদ্ধান্ত নেয়। একথা কাহিন সালামা জানতে পেরে তাদেরকে একাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে একটি খুতবা দেন। খুতবাটি নিম্নরূপ:

وإنكم تسيرون أعقابا، وتغزون أحبابا، سعدا وربابا، تردون مياهاجبابا، فتلقون عليها ضرابا، وتكون غنيمتكم ترابا، فأطيعوا أمرى ولا تغزو تميما.

তোমরা একদলের পিছনে আর একদল চলবে। সা'দ ও রাবাব-

---

১৬৪. তাবারী, আত-তারীখ, (বৈরুত), খ. ২, পৃ. ১৮০; আল-কামিল ফী আত-তারীখ, খ. ২, পৃ.৬

www.nagorikpathagar.org

> বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ করবে। গভীর কূপের পানিতে অবতরণ করবে। সেখানে তোমরা শক্ত মারের মুখোমুখি হবে এবং তোমাদের যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মাটি হয়ে যাবে। তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং তামীমের সাথে যুদ্ধ করো না।

বানূ আল-হারিস তাঁর কথা অমান্য করে বানূ তামীমের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়।[১৬৫]

এমনি ভাবে জানা যায় হিন্দ বিনত 'উতবার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের যে ঘটনা ঘটেছিল তার ফয়সালাও দিয়েছিলেন য়ামনের এক কাহিন। যখন তাঁর বিষয়টি নিয়ে মক্কার কুরায়শরা তাঁর কাছে যায়, তিনি হিন্দার মাথায় হাত দিয়ে যে কথাগুলি বলেন তার কয়েকটি বাক্য এ রকম:[১৬৬]

إنهضي غير رقحاء ولا زانية، وستلدين ملكا يسمى معاوية.

> দেহ বিক্রয়কারিনী ও ব্যভিচারিনী না হয়েই উঠে দাঁড়াও। খুব শিগগির তুমি এক বাদশার জন্ম দিবে, যার নাম হবে মু'আবিয়া।

এ ভাবে তিনি হিন্দকে নিষ্কলুষ বলে ঘোষণা দানের সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেন যে, তাঁর এক ছেলে বাদশাহ হবে এবং তার নাম হবে মু'আবিয়া। বর্ণিত আছে, এ ঘটনার পর আবু সুফয়ান তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁরই গর্বে জন্ম গ্রহণ করেন উমায়্যা শাসনের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়্যা।[১৬৭]

(ঝা) 'আরব ঐক্যের আহবান সম্বলিত খুতবা (خطب الدعوة الى الوحدة العربية)

এ জাতীয় খুতবা প্রায়ই দেয়া হতো মক্কার 'দারুন নাদওয়া'[১৬৮]তে। মক্কার নেতৃবৃন্দ যখন এখানে সমবেত হতেন এবং 'আরবের বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ যখন তাঁদের নিকট আসতেন তখন যে সকল ভাষণদান করা হতো তাতে 'আরব ঐক্যের সুর ধ্বনিত হতো। 'আরবের বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ ও 'আরব রাজন্যবর্গের নিকট প্রতিনিধি দলের গমণাগমন এবং বাজার ও মেলা সমূহেও এ জাতীয় খুতবা দেয়া হতো। 'আরব ঐক্যের আহ্বান সম্বলিত এ জাতীয় খুতবা

---

১৬৫. আল-আগামী, খ. ১৫পৃ. ৭০; আল কামিল ফী আত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ২২৭

১৬৬. আল-'ইকদুল ফারীদ, খ. ৬, পৃ. ৮৬; সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ৩৯৮

১৬৭. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ৮২

১৬৮. 'দারুন নাদওয়া' অর্থ পরামর্শ গৃহ। বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্যে বসার স্থল হিসেবে কা'বার পাশে এ ঘরটি সর্ব প্রথম নির্মাণ করেন কুরায়শদের উর্দ্ধতন পুরুষ কুসায়। পরামর্শের জন্যে বড় বড় কুরায়শ নেতা সমবেত হতেন। চল্লিশ বছরের কম কোন ব্যক্তির এই পরামর্শ সভায় প্রবেশাধিকার ছিল না। (জুরজী যাযাদান, তারীখ আত- তামাদ্দুন আল- ইসলামী, বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, খ. ১, পৃ. ৩০)

www.nagorikpathagar.org

দানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নুবুওয়াত লাভের অব্যবহিত-পূর্ব সময় থেকে। কারণ 'আরব-ভূমি জবর দখল করার প্রতি এ সময় অনারবদের মধ্যে তীব্র লালসা দেখা দেয়। আবরাহা কর্তৃক কা'বা আক্রমণের পর মক্কাবাসীরা সর্বপ্রথম 'আরব গোত্রেসমূহের ঐক্যের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করে। জুরজী যায়দান বলেন:[১৬৯]

فلما رأوا الأحباش قادمين شعروا بما يهددهم من الخطر، وأحسوا باقتقار هم إلى الإتحاد لدفع الأجانب عنهم.

যখন তারা হাবশীদেরকে ধেঁয়ে আসতে দেখলো তখন যে তারা হুমকির মুখে তা বুঝতে পারলো এবং বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে নিজেদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করলো।

এ জাতীয় খুতবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতামহ 'আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক সায়ফ বিন যী য়াযিনের দরবারে প্রদত্ত খুতবাটি। এই খুতবাটি পাঠ করলে প্রশংসার মধ্য দিয়ে খতীব যে 'আরব ঐক্যের আবেদন জানিয়েছেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৭০]

যেমন 'আবদুল মুত্তালিব সায়ফ বিন যী য়াযিনকে লক্ষ্য করে বলেন:[১৭১]

طال عمرك ودام ملكك، وعلا جدك وعز فخرك.

আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করুন, আপনার প্রচেষ্টাকে সমুন্নত করুন এবং আপনার গর্ব ও গৌরবকে সম্মানিত করুন।

জাহিলী খুতবা ও খতীবের সার্বিক অবস্থা

(ক) খুতবা দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত

জাহিলী খুতবা দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত দু' ধরনের পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আল-জাহিজ বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:[১৭২]

إن جميع العرب من أهل المدر والوبر والبدو والحضر على ضربين،

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৭০. আল-খিতাবা, উসুলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২২৪
১৭১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৭
১৭২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ২৭

www.nagorikpathagar.org

منها الطوال، ومنها القصار، لكل ذلك مكان يليق به وموضع يحسن فيه. ومن الطوال مايكون مستويا فى الجودة، متشاكلا فى استواء الصنعة، ومنها ذوات الفقر الحسان والنتف الجياد. ووجدنا عدد القصار اكثر ورواة العلم إلى حفظها أسرع.

'আরবদের সকল খুতবা–তা সে নাগরবাসী অথবা গ্রামবাসী, যাযাবর অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকরী যাদেরই হোক না কেন– দু'প্রকার। কিছু দীর্ঘ ও কিছু সংক্ষিপ্ত। প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্থানে উপযুক্ত ও মানানসই। এমন কিছু খুতবা আছে যা উৎকর্ষতার দিক দিয়ে সমান এবং শিল্পমানের সাদৃশ্যপূর্ণ। আর কিছু আছে চমৎকার সংক্ষিপ্ত বাক্য এবং সুনির্বাচিত কথামালার সমষ্টি। আমরা সংক্ষিপ্ত সংখ্যা বেশী পেয়েছি। তেমনিভাবে জ্ঞানের বর্ণনাকারীদের সেগুলির সংরক্ষণের প্রতি অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করেছি।

গদ্য সাহিত্যকর্ম স্মৃতিতে ধরে রাখা কঠিন। এ কারণে অনেক দীর্ঘ খুতবা সংরক্ষিত হয়নি। আর তাই সংক্ষিপ্ত খুতবার সংখ্যা বেশী দেখা যায়। আল-জাহিজ ও অন্যরা[১৭৩] যে একথা বলেছেন তা ঠিক নয় বলে মনে হয়। কারণ জাহিলী জীবনের স্বভাব ও প্রকৃতি ছিল দীর্ঘ খুতবার সম্পূর্ণ বিপরীত। দীর্ঘ খুতবার জন্যে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ও জটিল সভ্যতার পরিবেশের প্রয়োজন। জাহিলী 'আরবের মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি সব রকমের জটিলতা ও দার্শনিকতা থেকে পুরোমাত্রায় মুক্ত ছিল। সে সময়ের 'আরববাসী স্বভাবগত ভাবে শ্রোতাদের স্মৃতি শক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাদের চিন্তার প্রকাশ ঘটাতো। পরবর্তীকালে 'আরবরা যখন অনারবদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় তখন কেবল তাদের গদ্য দীর্ঘ হতে থাকে। সুতরাং জাহিলী যুগের সকল খুতবা সংক্ষিপ্তই ছিল। তাই অনেকে মনে করেছেন, সে যুগের যে সকল দীর্ঘ খুতবা দেখা যায়, মূলতঃ তা অত দীর্ঘ ছিল না। জাহিলী কাসীদার মত বর্ণনাকারীদের কল্যাণে তা দীর্ঘ আকৃতি লাভ করেছে।[১৭৪]

বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র পক্ষের খুতবা দীর্ঘ এবং পাত্রী পক্ষের সংক্ষেপ হওয়া রীতি ছিল।[১৭৫] আপোষ মীমাংসা মূলক খুতবা তুলনামূলক ভাবে একটু দীর্ঘ হতো। এ

---

১৭৩. বুতরুস আল-বুসতানী, উদাবা' আল- 'আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম, (বৈরূত, ১৯৮৯), খ. ১, প. ২২১

১৭৪. ইহসান আন-নাসসু, আল-খিতাবা আল-'আরাবিয়্যা, পৃ. ১৪

১৭৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৬

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গে আল-জাহিজ ইবনুল মুকাফফা- (হি. ১৪২/খ্রি. ৭৫৯)- এর নিম্নের মন্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন:[১৭৬]

فأما الخطب بين السماطين وفى اصلاح ذات البين، فالإكثار فى
غير خطل، والإطالة فى غير إملال.

আর দুই দল মানুষের মধ্যে এবং আপোষ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুতবা, তা কোন রকম বিরক্তি ছাড়াই একটু দীর্ঘ হতো।

দাহিস ও আল-গাবরা'র যুদ্ধের সময় কায়স ইবন খারিজা ইবন সিনান সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দীর্ঘ খুতবা দিয়েছিলেন।

খুতবার প্রতি জাহিলী 'আরবদের মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণের কারণে তারা পুরুষানুক্রমে খুতবা সংরক্ষণ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন খুতবাকে তারা বিশেষ নামে অভিহিত করেছে। যেমন আলে রাকাবা, কায়স ইবন খারিজা ও সাহবান ইবন ওয়াইল-প্রত্যেকের একটি করে খুতবাকে তারা যথাক্রমে আল-'আজূয, আল-'আযরা' ও আশ-শাওহা' নামে অভিহিত করেছে।[১৭৭]

(খ) কবি ও খতীবের মর্যাদা

খুতবা ছিল জাহিলী 'আরবে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। খতীবদের কথা বলার দক্ষতা, তাঁদের বিশুদ্ধ ও কলামণ্ডিত ভাষা এবং নিজ গোত্রের প্রতিরক্ষা ও মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি কারণে তাঁরা আপামর 'আরববাসীর নিকট উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সকল ব্যাপারেই তাঁরা ছিলেন গোত্রের মুখপাত্র এবং গোত্রের প্রথম সারির নেতা।[১৭৮]

জাহিলী আমলের প্রথম দিকে 'আরবরা কবিকে খতীবের উপর প্রধান্য দিত। ইবন রাশীক (হি. ৪৫৬/খ্রি. ১০৬৪) এর বর্ণনা মতে তারা যে সকল উপলক্ষে গোত্রের এক সদস্য অপর সদস্যকে, অথবা এক গোত্র অন্য গোত্রকে অভিনন্দন জানাতো, একজন কবির প্রতিষ্ঠা লাভও তার একটি।[১৭৯] তবে সে আমলের শেষের দিকে খতীবের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং কবির মর্যাদা হ্রাস পায়।[১৮০] এর প্রধান কারণ, নাবিগা আয-যুবয়ানী (হি. পূ. ১৮/ খ্রি. ৬০৪) ও আল-আ'শা (হি. ৭/ খ্রি. ৬২৯)- এর মত কিছু খ্যাতিমান কবির তাঁদের কবিতাকে জীবিকা ও অর্থ

---

১৭৬. প্রাগুক্ত
১৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব, খ. ১, পৃ. ১৬৫
১৭৮. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৭১
১৭৯. ইবন রাশীক, আল-'উমদা, খ. ১, পৃ. ৪৯
১৮০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭; 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ৭৫

www.nagorikpathagar.org

উপার্জনের উপায় ও অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা।[১৮১] ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী (হি. ২৩১/খ্রি. ৮৪৬) বলেন:[১৮২]

لقد وضع قول الشعر من قد رالنا بغة الذبيانى.

কবিতা আন-নাবিগা আয-যুবয়ানীর মর্যাদাকে ছোট করে দিয়েছে। সাথে সাথে তিনি একথাও বলেছেন, যদি আন-নাবিগা আগের যামানায় আসতেন তাহলে এই কবিতাই তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিত।[১৮৩]

আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা' (হি. ১৫৪/খ্রি. ৭৭১) বলেন: [১৮৪]

كان الشاعر فى الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذى يقيد عليهم ماثرهم، ويفخم شأنهم، ويخوف من كثرة عددهم، يهابهم شاعر غير هم، فيراقب شاعرهم. فلما كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة وتسرعوا إلى أعراض الناس صار الخطيب عندهم فوق الشاعر.

কবিতার প্রতি অত্যধিক প্রয়োজনের তাকিদে জাহিলী 'আরবে খতীবের উপর কবির প্রাধান্য দেয়া হতো। কবিতা তাদের সুখ্যাতি ধরে রাখতো, তাদের কর্ম-কাণ্ড বড় করে দেখাতো, তাদের সাথে যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ ও শত্রুদের নিকট অশ্বারোহী সৈনিক ও সংখ্যাধিক্যের কথা বলে শত্রুকে ভয় দেখাতো। প্রতিপক্ষের কবিরা তাদের ভয় দেখালে তাদের কবিরা তার জবাব দিতেন; কিন্তু যখন কবিতা ও কবির সংখ্যা বেড়ে গেল এবং কবিতাকে তারা জীবিকার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলো, নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে গেল এবং মানুষের 'ইজ্জত-আবরু অনাবৃত করতে আরম্ভ করলো তখন তাদের নিকট কবির চেয়ে খতীবের মর্যাদা বেড়ে গেল।

আল-জাহিজও আবূ 'আমরের কথার অনুরূপ কথাই বলেছেন:[১৮৫]

كان الشاعر أرفع قدرا من الخطيب، وهو إليه أحوج لرده مأثرهم عليهم وتذكيرهم بأيامهم، فلما كثر الشعراء وكثر الشعرصار الخطيب أعظم قدرا من الشاعر.

---

১৮১. কথিত আছে, আন-নাবিগা আয-যুবয়ানী সর্বপ্রথম কবিতা দ্বারা অর্থ উপার্জনের সূচনা করেন। আল-'উমদা, খ. ১, পৃ. ৬৪

১৮২. আল- বায়ান ওয়াততাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৪১

১৮৩. প্রাগুক্ত

১৮৪. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৪১; আল- 'উমদা, খ. ১, পৃ. ৬৬; বুলূগ আল- আরিব, খ. ৩, পৃ. ৯২

১৮৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ, ৪, পৃ. ৮৩; আল- মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৭১

www.nagorikpathagar.org

কবি ছিলেন খতীবের চেয়েও উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তাদের সুখ্যাতির প্রচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের গৌরবগাঁথা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে তারা ছিল কবির অধিকতর মুখাপেক্ষী। কিন্তু যখন কবি ও কবিতার সংখ্যা বেড়ে গেল, কবির চেয়ে খতীবের মর্যাদাও বেড়ে গেল।

কবি ও কবিতার আধিক্যই খতীবের মর্যাদা বৃদ্ধি ও প্রধান্য লাভের কারণ বলে আল-জাহিজ মনে করলেও আবূ 'আমর আসল কথাটি বলে দিয়েছেন। কবিরা যখন তাদের কবিতাকে উপার্জনের উপকরণে পরিণত করে এবং মানুষের ইজ্জত-আবরুর উপর আঘাতের হাতিয়ার বানিয়ে ফেলে তখনই কবিদের চেয়ে খতীবদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। উপরিউক্ত কারণ ছাড়া আরও বহুবিধ কারণে কবিদের চেয়ে খতীবদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন একমাত্র কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা ছাড়া সে আমলের প্রায় সকল কবি প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে মানুষকে যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করে তুলতেন। পক্ষান্তরে খতীবরা যুদ্ধরত গোত্রসমূহকে শান্তি ও সন্ধির প্রতি আহ্বান জানাতেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন খতীবের ভূমিকা হতো বিশ্বস্ত উপদেশ দানকারীর। পক্ষান্তরে একজন কবির কাজ হতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, অশালীন উপাধিতে সম্বোধন করা, বংশ, রক্ত ও কর্মের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা।[১৮৬] মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম বলেন:[১৮৭]

الشعر أدنى مروءة السرى وأسرى مروءة الدنى،

কবিতা মর্যাদাবান মানুষের মর্যাদা খাটো করে দেয় এবং নীচ লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়।

তাছাড়া নেতৃত্বের জন্যে খুতবা দানের যোগ্যতা অপরিহার্য গুণে পরিণত হওয়া, যাতে তারা নানা শ্রেণীর মানুষের মন-মানসকে আকৃষ্ট ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন উপলক্ষে জনসমাবেশে খুতবা দিতে সক্ষম হয়।[১৮৮] তাই ড. শাওকী দায়ফ বলেছেন:[১৮৯] 'ইতিহাসের সকল সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়, তৎকালীন 'আরববাসীর নিকট খতীবের মর্যাদা ছিল কবির উর্দ্ধে। মর্যাদা, আভিজাত্য, নেতৃত্ব ও খুতবা ছিল পরস্পর অবিচ্ছিন্ন।'

জাহিলী আমলের প্রায় সকল খতীবই ছিলেন গোত্রীয় নেতা, মরুবাসী অভিজাত মানুষ, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি, কাহিন ও বিচারক। তাঁদের এ মর্যাদার কারণে

---

১৮৬. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ৪১৬
১৮৭. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৪১
১৮৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬২
১৮৯. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ৪১৫

www.nagorikpathagar.org

নানা উপলক্ষে তাদেরকে খুতবা দিতে হতো। 'আরববাসীর নিকট তাঁদের কথার একটা প্রভাব ছিল। বিভিন্ন গোত্র তাদের খতীবদের যোগ্যতা ও সংখ্যা নিয়ে দারুণ গর্ব করতো। জাহিলী যুগের 'আরবী কবিতা পাঠ করলে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেকালের কবিরাও খতীবদের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। যেমন কবি আল- আ'শা তাঁর গোত্রের প্রশংসায় বলেছেন:[১৯০]

فيهم الخصب والسماحة والنجب # دة جمعا والخاطب الصلاق.

সচ্ছলতা, উদারতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা সবই তাদের মধ্যে আছে।
আর আছে উচ্চ-কণ্ঠ খতীব।

কবি মা'আন ইবন আওস আল-মুযানী[১৯১] তাঁর এক হিজা কবিতায় বলেন:[১৯২]

إذا جتمع القبائل جئت ردفا # وراء الماسحين لك السبالا
فلاتعطى عصى عصا الخطباء فيهم # وقد نكفى المقادة والمقالا

যখন সকল গোত্র সমবেত হয়ে গেছে তখন তুমি এলে সবার শেষে তোমার দাড়ির অগ্রভাগ স্পর্শকারীদের পিছনে পিছনে। খতীবদের লাঠি তাদের মধ্যে দেয়া হবে না। সমাবেশের এক প্রান্ত এবং কিছু কথা কখনো যথেষ্ট মনে করা হয়।

কবি তাকে এই বলে নিন্দা করছেন যে, সে কোন নেতা ও খতীব নয়। এজন্যে তার দাড়ি স্পর্শ করা হয় এবং তাকে তাদের পিছনে চলতে হয়। যেহেতু সে কোন নেতা নয়, তাই তাকে খতীবের লাঠিও দেয়া হয় না।

কবি 'আমির আল-মুহারিবীও নিজ গোত্রের খতীবদের নিয়ে গর্ব করেছেন এ ভাবে:[১৯৩]

وهم يدعمون القول فى كل موطن # بكل خطيب يترك القوم كظما
يقوم فلايعيا الكلام خطيبنا # إذا الكرب أنسى الجبس أن يتكلما.

কবি আওস ইবন হাজার, কবি ও খতীব ফাদালা ইবন কালাদার প্রশংসায় যে কথা বলেছেন, তা আমরা পূর্বে উল্লখ করেছি। এমনি ভাবে কবি রাবী'আ ইবন মাকরূম আদ-দাব্বী[১৯৪], আবূ যায়দ আত-তায়[১৯৫], লাবীদ ইবন রাবীআ আল-

---

১৯০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৪১
১৯১. মা'আন ইবন আওস আল- মুযানী একজন বিশিষ্ট মুখাদরাম কবি। 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা.)- এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। (আল- আগানী, খ. ১০, পৃ. ১৫৬; ইবন হাজার আল- 'আসকালীন, আল- ইসাবা ফী তাময়ীয আস সাহাবা, বৈরূত : দরুল ফিকর, ১৯৭৮, খ. ৩, পৃ. ৪৯৯)
১৯২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৭২
১৯৩. আল-ফানুনু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ২৯; অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য: পৃ. ১২১
১৯৪. আল- আগানী, খ. ১৫, পৃ. ৯৩
১৯৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৭৬

www.nagorikpathagar.org

'আমিরী[১৯৬] প্রমুখের মত অসংখ্য কবির কবিতায় তৎকালীন 'আরবের খতীবদের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়।

(গ) খুতবা ও কবিতার সাদৃশ্য

জাহিলী যুগে কবিতা ও খুতবার মধ্যে যে একটি গভীর মিল ও সাদৃশ্য ছিল তার বড় প্রমাণ হলো, সে আমলের অধিকাংশ কবি খুতবা দিতে পারতেন, যেমন পারতেন বেশীরভাগ খতীব কবিতা রচনা করতে। তখন একই ব্যক্তি হতেন কবি ও বক্তা। সে ক্ষেত্রে তাঁর কাব্য প্রতিভা বিজয়ী হলে তাকে বলা হতো কবি, আর খুতবা প্রতিভা প্রবল হলে বলা হতো খতীব। যে গোত্রে কবির সংখ্যা বেশী হতো, সাধরণতঃ সেখানে খতীবের সংখ্যাও বেশী ছিল।[১৯৭] তবে সাধারণতঃ একজন বড় কবি খুতবা দানে একজন বড় খতীবের মানে যেমন পৌঁছতে পারেননি, তেমনিভাবে একজন বড় খতীব কবিতা রচনায় একজন বড় কবির স্তরে উঠতে পারেননি।[১৯৮] আর তাই আল-জাহিজ বলেছেন:[১৯৯]

ومن يجمع الشعر والخطابة قليل

> কাব্য ও খুতবা প্রতিভায় সমানভাবে সমাবেশ ঘটেছিল এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

সাহল ইবন হারূন বলতেন:[২০০]

اللسان البليغ والشعر الجيد لا يكادان يجتمعان في واحد،
وأعسر من ذلك أن تجتمع بلاغة الشعر، وبلاغة القلم.

> অলঙ্কারমণ্ডিত গদ্য ও অনুপম কবিতার প্রায়ই একত্রে সমাবেশ ঘটে না। আর তার চেয়ে বেশী কঠিন হলো কাব্যালঙ্কার ও লেখনীর অলঙ্কারের একত্রে সমাবেশ ঘটা।

জাহিলী যুগের কাব্য ও খিতাবা উভয় প্রতিভার অধিকারী যাঁরা হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে 'আমর ইবন কুলছূম আত-তাগলিবী, যুহায়র ইবন জানাব (হি. পূ. ৬২/খ্রি. ৫৬০), লাবীদ ইবন রাবী'আ (হি. ৩৮/খ্রি. ৬৬৯), 'আমির ইবন জারিব আল- 'আদওয়ানী (হি. পূ. ৮৭/খ্রি. ৫৩৫) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।[২০১]

---

১৯৬. আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ৩১
১৯৭. তারীখু আদাব আল-লুগা আল- 'আরবিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১৬৩
১৯৮. আল- মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৭১, ৭৭৩
১৯৯. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪৫
২০০. প্রাগুক্ত- খ. ১, পৃ. ২৪৩
২০১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৯, ৩৬৫; 'উমার ফাররূখ তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ১১২, ১৩১, ১৪২, ২৩১

www.nagorikpathagar.org

খুতবা দানের নিয়ম-পদ্ধতি

(ক) উঁচু স্থানে দাঁড়ানো

জাহিলী আমলের খতীবরা খুতবাদানকালে কতগুলি নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলতেন। তাঁরা বড় বড় মেলা ও জন সমাবেশে তাদের বাহন পশুর পিঠে অথবা কোন উঁচু স্থান বা টিলার উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।[২০২] মেলা বা জন সমাবেশ স্থলে খতীবের খুতবা দানের জন্য সেকালে মিম্বারও তৈরী করা হতো। আল-মারযুকী বলেন।[২০৩]

كانت بعكاظ منابر فى الجاهلية يقوم عليها الخطيب بخطبته

জাহিলী আমলে 'উকাজে অনেক মিম্বর ছিল যে গুলির উপর খতীবরা খুতবা দানের সময় দাঁড়াতেন।

কুস্‌সু ইবন সা'ইদা তাঁর সেই বিখ্যাত খুতবাটি 'উকাজে একটি লাল উঠের উপর দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।[২০৪]

তাঁরা শ্রোতাদের সমান্তরালে মাটিতে দাঁড়িয়েও খুতবা দিতেন।[২০৫] তবে বিয়ের খুতবা বসে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল এবং রক্তমূল্য আদান-প্রদান উপলক্ষে প্রদত্ত খুতবা দাঁড়িয়েই দেয়া হতো।[২০৬]

(খ) লাঠি ও ছড়ির ব্যবহার

খতীবরা যখন খুতবা দিতে দাঁড়াতেন তখন তাঁদের হাতে থাকতো লাঠি, ছোট ছড়ি, বর্শা, ঢাল বা এ জাতীয় কোন কিছু তা সে বাহনের পিঠে বা উঁচু কোন টিলার উপর দাঁড়িয়েই খুতবা দিন না কেন।[২০৭] অনেকে ধনুকে ঠেশ দিয়ে মাটিতে দাঁড়াতেন এবং খুতবা দানকালে হাতে লাঠি বা বর্শা দিয়ে ইশারা করতেন। এমন কি 'আরব রাজন্যবর্গেরও অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যে, তাঁদের মাজলিসে হাতে লাঠি রাখা ।[২০৮] অনেকে শান্তি ও সন্ধির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুতবার

---

২০২. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৭২; খ. ৩, পৃ. ৬; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৬৩
২০৩. আল-মারযুকী, আল- আযমিনা ওয়াল আমকিনা, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩২, খ. ১, পৃ. ১৭০;) ড. নাসির ইবন সা'দ আর- রাশীদ, সূকু 'উকাজ, তারীখুহু ওয়া নাশাতুহু ওয়া মাওকা'উহু, (মক্কা আল-মুকাররামা, সং. ১,১৯৭৭, পৃ. ৭৬)
২০৪. সূক 'উকাজ, পৃ. ৭৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ২, পৃ. ২৩৪
২০৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৭০
২০৬. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬
২০৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭২; খ. ৩, পৃ. ৯
২০৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭০

www.nagorikpathagar.org

সময় হাতে ছোট ছড়ি রাখতেন এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষের সময় প্রদত্ত খুতবার সময় ধনুক ধারণ করতেন।[২০৯] মোটকথা সেকালের কোন খতীবই লাঠি অথবা ছড়ি হাতে ছাড়া খুতবা দিতেন না। ইসলাম আসার পরও তাঁদের মধ্যে এ রীতি বিদ্যমান ছিল। খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বলতেন:[২১০]

لو ألقيت الخيزران من يدى لذهب شطر كلامى

আমি যদি আমার হাতের ছড়ি ফেলে দিই তাহলে আমার কথার একাংশ ভুলে যাই।

একবার হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) প্রখ্যাত 'আরব খতীব সাহবান ওয়াইলকে খুতবা দিতে বললেন। তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলেন না, যতক্ষণ না তাঁকে একটি লাঠি এনে দেয়া হলো।[২১১]

একজন 'আরব কবি সাফওয়ান আল-আনসারী বলেন:[২১২]

يصيبون فصل القول فى كل خطبة # إذ وصلوا أيما لهم بالمخاصر.

প্রতিটি খুতবায় তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কথা বলতে পারেন- যখন তাঁদের ডান হাত ছড়ির স্পর্শ লাভ করে।

খুতবার সময় 'আরবদের হাতে লাঠি, ছড়ি, বর্শা থাকা, ধনুকে ঠেস দেয়া, লাঠি, ছড়ি ও বর্শা দিয়ে ইশারা করা অভ্যাস ছিল। এমনকি পরবর্তীকালে রাজা-বাদশাদের দরবারের মাজলিসেও লাঠি তাঁদের হাতে শোভা পেত।[২১৩] 'আব্বাসী যুগে অনারব জাতীয়তাবাদীরা 'আরবদের এ অভ্যাসের কঠোর সমালোচনা করতো। আল-জাহিজ তাদের জবাব দিয়েছেন এবং সাথে সাথে হাতে লাঠি ও ছড়ি ধারণ করার উদ্দেশ্য ও উপকারিতাও বর্ণনা করেছেন। 'আরবদের এ অভ্যাস সম্পর্কে এক স্থানে তিনি বলেছেন:[২১৪]

إن حمل العصا والمخصرةدليل التأهب للخطبة والتهيؤ للإطناب والإطالة، وذلك شئ خاص فى خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب أليهم، حتى إنهم ليذ هبون فى حوائجهم، والمخاصر بأيديهم إلفا لها وتوقعا لبعض ما يوجب حملها والإشارة بها.

লাঠি বা ছড়ি হাতে খুতবা দান, সেই খুতবাটি দীর্ঘায়িত করার প্রস্তুতির

---

২০৯. বুলূগুল আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৫২; আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৭০
২১০. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১১৯
২১১. প্রাগুক্ত; আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৭২
২১২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৬, ৩৭১, খ. ৩. পৃ. ৩১৭
২১৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭০
২১৪. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৭

www.nagorikpathagar.org

প্রমাণ বহন করে। এটা কেবল 'আরব খতীবদের বৈশিষ্ট্য, তাদের মধ্যে সীমিত এবং তাঁদের প্রতিই আরোপকৃত। এমন কি কোন প্রয়োজনে কোথাও গেলেও তাঁরা হাতে ছড়ি রাখতেন। তাদের অভ্যাস। তা ছাড়া তাঁরা ধারণা করেন, হয়তো এমন কোন অবস্থা দেখা দিতে পারে যাতে ছড়ি বহন করা এবং তা দিয়ে ইশারা- ইঙ্গিত করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(গ) মাথায় পাগড়ি পরা

খুতবা দানকালে সেকালের খতীবদের অভ্যাস ছিল মাথায় পাগড়ি ও বিশেষ ধরনের পোশাক পরা।[২১৫] খতীবদের মাথায় পাগড়ি ছিল তাঁদের স্থান ও মর্যাদার প্রতীক।[২১৬] আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (হি. ৬৯/খ্রি. ৬৮৮) বলেন:[২১৭]

وهى عادة من عادات العرب

'পাগড়ি পরা ছিল 'আরবদের একটি অন্যতম অভ্যাস।

হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) বলেন:[২১৮]

العمائم تيجان العرب

পাগড়ীই হচ্ছে 'আরবদের মুকুট।

(ঘ) খতীবদের দৃষ্টিনন্দন চেহারা

জাহিলী যুগের খতীবদের চেহারা-সূরত কদাকার ও কুশ্রী হতো না। সুন্দর অথবা সুন্দরের কাছাকাছি দৃষ্টি–নন্দন হতো। তাদের নিকট এ সুন্দর ছিল মুখ ও দাঁত ঠিক থাকা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া, দেহ তীরের মত সোজা হওয়া, কোন রকম বাঁকা ভাব না থাকা এবং মুখমণ্ডল দীপ্তিমান হওয়া। একজন 'আরব কবি তার গোত্রের খতীবদের প্রশংসায় বলেছেন:[২১৯]

خطباء حين يقوم قائلها # بيض الوجوه مصاقع لسن.

যখন আমাদের মুখপাত্ররা দাঁড়ান, তখন তারা হন দীপ্তিমান ও
উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী একজন বক্তা।

খতীবরা হতেন শান্ত, সৌম্য, গম্ভীর, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, উচ্চ–বংশীয় মর্যাদাবান ব্যক্তি। মোটকথা তারা হতেন একজন পূর্ণ খতীবের অধিকাংশ গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

---

২১৫. বুলূগুল আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৫২
২১৬. আল-বায়ান ওয়াত তারয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৭; খ. ২, পৃ. ২০
২১৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০০
২১৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮; খ. ৩, পৃ. ১০০
২১৯. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৩৭

www.nagorikpathagar.org

(ঙ) খতীবদের আচরণ: প্রশংসিত ও নিন্দিত

সেকালের 'আরববাসীর নিকট একজন খতীবের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন প্রশংসিত ছিল, তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য নিন্দনীয়ও ছিল। এ সকল গুণাগুণের কিছু হতো খতীবের স্বভাবগত, আর কিছু হতো অর্জিত। খতীবের অবিচলিত ভাব ও স্থিরচিত্ততা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় ও দরাজকণ্ঠ, ডানে-বামে সামান্য মুখ ঘোরানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, একটু একটু ঢোঁক গিলা ইত্যাদি আচরণ ও অভ্যাস তাদের নিকট প্রশংসিত ছিল। গলা খাঁকারি দেয়া, কাঁপা, কথায় জড়তা ও বেঁধে যাওয়া ইত্যাদি আচরণ ছিল নিন্দিত।[২২০] খতীবের নিম্ন-কণ্ঠস্বর ছিল তাদের নিকট নিন্দনীয়। তারা চাইতো খতীব হবেন শ্রোতাদের হৃদয়ের উপর প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টিকারী, যাতে তাদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে খুতবা ছিল তাদের নিকট সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক।[২২১] কবি আল-নামির ইবন তাওলাব[২২২] বলেন:[২২৩]

أعذني رب من حصروعي # ومن نفس أعالجها علاجا

হে আমার প্রভু! কথা বেঁধে যাওয়া, ভাব প্রকাশে অক্ষমতা এবং বলতে বলতে থেমে যাওয়া থেকে আমাকে সাহায্য করুন। আমি এগুলির চূড়ান্ত নিরাময় চাই।

কবি আবূ আল 'ইয়ালআল-হুযালী[২২৪] বলেন:[২২৫]

ولاحصر بخطبته # إذا ماعزت الخطب.

অন্য সব খুতবা যখন অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাঁর খুতবায় কোন জড়তা ও বেঁধে যাওয়া ভাব নেই।

কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়া অথবা জড়তা ভাব তাদের কাছে অতিমাত্রায় নিন্দনীয় ছিল। এটাকে তারা বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ বলে মনে করতো।

---

২২০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ৬; শাওকী দায়ফ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ৪১৬

২২১. আল-মুফাসসাল ফী-তারীখ আল- 'আরাব,খ. ৮, পৃ. ৭৭২

২২২. আল-নামির ইবন তাওলাব একজন মুখাদরাম কবি। জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে একজন খাঁটি মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন 'আরবের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাতা ও অশ্বারোহী বীর। তাঁর সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন দীর্ঘজীবী মানুষ ছিলেন। কথিত আছে প্রায় দু শো বছর জীবন লাভ করেন। (আল- ইসাবা ফী তাময়ীয আস- সাহাবা, খ. ৩, পৃ. ৫৭২-৫৭৩, আশ-শির্ক ওয়াশ শুআরা, পৃ. ১৪১)

২২৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩; নাকদুন নাছর, পৃ. ৯২

২২৪. আবূ আল- 'ইয়াল আল- হুযালী একজন মুখাদরাম কবি। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফত কালে মিসর যান এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। (আল-আগানী, খ. ২৯, পৃ. ১৬৭০; আল-ইসাবা, খ. ৪পৃ. ২৪৬)

২২৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩

www.nagorikpathagar.org

আল-জাহিজ বলেন:[২২৬]

إنهم يجعلون العجز والعي من الخرق، كانا في الجوارح أم في الألسنة.

তারা কথা বলতে অক্ষম হয়ে পড়া এবং বেঁধে যাওয়া নিবুর্দ্ধিতা বলে গণ্য করতো তা সে অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা ভাষার ক্ষেত্রে।

কবি ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদ জিহ্বার জড়তা ও কথা বেঁধে যাওয়ার অবস্থার নিন্দা করে বলেছেন:[২২৭]

ومابي من عي ولا أنطق الخنا # إذا جمع الأقوام في الخطب محفل.

আমার কথা বেঁধে যাওয়া ভাব বা জড়তা নেই, আমি অশ্লীল কথাও বলিনা, যখন কোন খুতবার মাহফিল সম্প্রদায়গুলিকে সমবেত করে।

শব্দ ও বর্ণ উচ্চারণ করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ না করা, বর্ণধ্বনি একটু বিকৃত করে অন্যস্বরে উচ্চারণ করা। যেমন : الفأفأة[২২৮], التمتمة[২২৯], اللثغة[২৩০], اللفف[২৩১], الحبسة[২৩২], الرتة[২৩৩] ইত্যাদি একজন খতীবের জন্য নিন্দিত আচরণ মনে করা হতো।[২৩৪]

খুতবা দানকালে নিজের চিবুক, গোঁফ-দাড়ি স্পর্শ করা, আঙ্গুল বটা, নিষ্প্রয়োজনে এদিক ওদিক তাকানো, কাশির ভান করা, হাঁপানো ইত্যাদি আচরণ ছিল নিন্দনীয়। তৎকালীন একজন 'আরব কবি প্রতিপক্ষের খতীবের নিন্দায় বলেন:[২৩৫]

مليء ببهرو إلتفات وسعلة # ومسحة عثنون وفتل الأصابع

সে হাঁপানি, এদিক ওদিক তাকানো, কাশি দেয়া, গোঁফ-দাড়ি স্পর্শ করা এবং আঙ্গুল বটা-এসব কর্মে পরিপূর্ণ থাকে।

কবি সুহায়ম ইবন হাফ্স বলেন:[২৩৬]

---

২২৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫
২২৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৪
২২৮. তোতলানো বা থেমে থেমে অধিক উচ্চারণে কথা বলা
২২৯. উচ্চরণে ফা ও মীমের দিকে স্বর ঝুঁকানো
২৩০. সীন বর্ণকে ছা, রা' কে 'আয়ন, লাম অথবা য়া অথবা এজাতীয় এক বর্ণ অন্য বর্ণে পরিবর্তন করে উচ্চরণ করা
২৩১. বেঁধে যাওয়া, থেমে যাওয়া-এমন ভাবে যে, খতীবের মুখ কথায় পূর্ণ থাকে, অথচ প্রকাশ করতে পারে না
২৩২. কথা বলার প্রচণ্ড ইচ্ছা, অথচ বের হয় না
২৩৩. না থেমে খুব দ্রুত কথা বলা
২৩৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১২; ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ১১
২৩৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪
২৩৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০; ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ১৮

www.nagorikpathagar.org

تعوذ بالله من الإهمال ومن كلال# الغرب فى المقال ومن خطيب دائم السعال.

কথার মধ্যে ভুলে যাওয়া ও থেমে যাওয়া এবং সব সময় কাশি দেয় এমন খতীব থেকে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও।

খতীবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী হওয়া পসন্দনীয় ছিল। 'আরবরা তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেছিল, চোয়াল লম্বা করে মুখ হা করা প্রাঞ্জলভাষার জন্যে সহায়ক হয়। এজন্যে তারা খতীবের জন্যে এটাকে একটি গুণ বলে বিবেচনা করতো। উচ্চকণ্ঠ হওয়াও খতীবের একটি নন্দিত গুণ ছিল। অনুচ্চ কণ্ঠস্বর নিন্দিত ছিল। উচ্চ কণ্ঠ হওয়ার জন্য চোয়াল লম্বা করে মুখ হা করা প্রয়োজন হয়, এ কারণে তা-প্রশংসিত ছিল, পক্ষান্তরে মুখ ছোট করে খুতবা দেয়া ছিল নিন্দনীয়। আল-জাহিজ বলেন:[২৩৭]

وكانوا يمدحون الجهير الصوت، ويذمون الضئيل الصوت، ولذلك تشادقوا فى الكلام، ومدحوا سعة الفم، وذموا صغر الفم.

তারা উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারীর প্রশংসা করতো, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের অধিকারীর নিন্দা করতো। এ কারণে চোয়াল লম্বা করে মুখ হা করে কথা বলতো। তারা মুখের বিস্তৃতির প্রশংসা করতো এবং ক্ষুদ্রতার নিন্দা করতো।

একজন আরব বেদুঈনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: সৌন্দর্য কি? উত্তরে বলেছিল:[২৩৮]

رحب الشدقين وبعد الصوت

চোয়াল লম্বা করে হা করা ও কণ্ঠস্বর দূরে যাওয়া।

একবার হযরত মু'আবিয়া (রা)- এর দরবারে একাধিক খতীব খুতবা দেন। তাঁরা খুব চমৎকার খুতবা দিয়েছিলেন। তাঁদের খুতবাদান শেষ হলে মু'আবিয়া (রা) বললেন:[২৩৯]

والله لأرمينهم بالخطيب الأشدق، قم يا يزيد فتكلم.

আল্লাহর কসম! আমি এদের মুকাবিলায় মুখ হা করা খতীব অবশ্যই পাঠাবো। ইয়াযীদ ওঠো, কথা বলো।

আরব কবিরাও মুখ হা-করাকে অন্যতম প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করেছেন। জনৈক কবি বলেন:[২৪০]

---

২৩৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১২০
২৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২১
২৩৯. ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ১১
২৪০. আল-বায়ান,খ. ১, পৃ. ১২২

www.nagorikpathagar.org

وصلع الرؤس عظام البطون # رحاب الشداق طوال القصر.

মাথার অগ্রভাগের প্রশস্ততা, পেটের স্থূলতা, চোয়ালের বিস্তৃতি এবং ঘাড়ের দীর্ঘতা।

ভরাট গলা ও দরাজ কণ্ঠের অধিকারী হওয়াও খতীবের একটি বড় গুণ বলে তারা মনে করতো। কুদামা ইবন জা'ফার (৩৩৭-৯৫৮) বলেন:[২৪১]

ومما يزيد فى حسن الخطابة وجلالة موقعها جهارة الصوت، فإنه من أجل أوصاف الخطباء.

যে সকল জিনিস খুতবার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, প্রভাবকে আরো বড় করে তার মধ্যে অন্যতম হলো খতীবের দরাজ গলা। এটা হলো খতীবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ।

খুতবার মাঝে কোন কারণে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়া, ভীত-চকিত কণ্ঠে কথা বলে যাওয়া, ঠিক-বেঠিক কথা বলা খুবই নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হতো। এ ধরনের একটি মাত্র ঘটনার কারণে একজন খতীব সারা জীবনের জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত হতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর গোত্রকেও একটা মারাত্মক অপমান ও লজ্জার মধ্যে ফেলে দিতেন।[২৪২]

জাহিলী খুতবার ভাব ও ভাষা

'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলনসমূহে যে সকল খুতবা জাহিলী আমলের বলে সংকলিত হয়েছে তা পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন খতীবগণ مرسل ও مسجع - দুই রীতিতে খুতবা দিতেন। তাদের منافرة ও مفاخرة বিষয়ক খুতবা হতো سجع রীতিতে। 'আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ও হারব ইবন উমায়্যার منافرة এবং তাদের নুফায়ল ইবন 'আবদ আল-'উযযাকে শালিস মানার যে ঘটনা তাবারীর তারীখে বর্ণিত হয়েছে তা سجع রীতিতে।[২৪৩] তেমনি ভাবে জারীর ইবন 'আব্দুল্লাহ্ আল-বাজালী ও খালিদ ইবন আরতাত আল-কালবীর منافرة এবং তাদের বিচারক আকরা' ইবন হাবিস-এর খুতবাও سجع রীতিতে পাওয়া যায়।[২৪৪] 'আলকামা ইবন' 'উলাসা ও 'আমির ইবন আততুফায়ল-এর

---

২৪১. নাকদুন নাছর, পৃ. ৯৫
২৪২. ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ১০৭
২৪৩. আত-তাবারী, আত-তারীখ, (বৈরূত), খ. ২, পৃ. ১৮১; আল-কামিল ফিত্তা-তারীখ, খ. ২, পৃ. ৬
২৪৪. আত-তাবারী, (লেইডেন) খ. ১, পৃ. ১০৯১

www.nagorikpathagar.org

سجع ও منافرة রীতির।[২৪৫]

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ এবং এ ধরনের আরো বর্ণনার ভিত্তিতে আল-জাহিজ একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেন:[২৪৬]

> إن ضمرة بن ضمرة وهرم بن قطبة ةالأقرع بن حابس ونفيل بن عبد العزى كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع، وكذلك ربيعة بن حذار.
>
> দামরা ইবন দামরা, হারিম ইবন কুতবা , আল আকরা 'ইবন হাবিস ও নুফায়ল ইবন 'আব্দুল 'উযযা সাজা' গদ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ মূলক বিবাদে বিচার-ফয়সালার রায় দিতেন। তেমনিভাবে রাবী'আ ইবন হুযারও।

আল-জাহিজ অন্যত্র বলেছেন:[২৪৭]

> وكذلك الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة، واستعمال المنثور فى خطب الحمالة، وفى مقامات الصلح وسل السخيمة، والقول عند المعاقدة والمعاهدة.
>
> তাঁরা المنافرة والمفاخرة - ঘৃণা-বিদ্বেষ ও আত্মগৌরবের প্রতিযোগিতা মূলক খুতবা দিতেন সাজা' গদ্যে। আর দিয়াত বা রক্তপণ আদায়, সন্ধি, শান্তি, চুক্তি ও অঙ্গীকার অনুষ্ঠানের খুতবা দিতেন 'মুরসাল' গদ্যে।

মোটকথা, সে যুগের খুতবায় সাজা' গদ্যের প্রাধান্য ছিল। এ কারণে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক 'আরবী খুতবার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: [২৪৮]

> الخطبة عند العرب : الكلام المنشور المسجع.
>
> আরবদের নিকট সাজা' গদ্য কথার নাম হলো খুতবা।

সে যুগের খুতবার প্রকৃতিই ছিল সাজা' গদ্য। ছোট ছোট অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যে নীতি, ও তত্ত্ব কথা, প্রবাদ ও প্রবচন থাকতো। আর কিছু খুতবা হতো মুরসাল বা স্বাভাবিক গদ্যে, অথবা উভয়ের মিশ্রণ। সাধারণত ঃ সেকালের সকল কাহিনের বক্তব্যে সাজা'র প্রাবল্য থাকতো। তাই এ পদ্ধতি তাদের নামের সাথে সংযুক্ত

---

২৪৫. আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ৫১; সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ৩৮২

২৪৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৯০

২৪৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬

২৪৮. তাজুল 'আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস, কায়রো: ১৩০৬, খ. ১, পৃ. ২৩৮ মূল خطب আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৭৪

www.nagorikpathagar.org

হয়ে গেছে এবং বলা হয়েছে সাজ'উল কুহ্হান। অর্থাৎ কাহিনদের সাজা'। কবিতায় যেমন ছন্দ থাকে তেমনি সাজা' গদ্যের প্রতিটি ক্ষুদ্র বাক্যের শেষ পদের শেষবর্ণের মিল থাকে। বর্ণিত আছে, একদল লোক যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে গর্ভের সন্তানের দিয়াত সম্পর্কে কথা বলেছিল তখন তিনি তার বর্ণনা শুনে বলেছিলেন:[২৪৯]

أسجاعة كسجاعة الجاهلية ، أو أسجعا كسجع الكهان ، أو إنما هذا من إخوان الكهان.

এ কি জাহিলী যুগের সাজা'র মত সাজা' মতান্তরে এ কি কাহিনদের সাজার মত সাজা? অথবা বলেন, এ তো কাহিনদের ভাইদের কথার মত।

অনেকে আবার মনে করেছেন, জাহিলী খুতবায় মুরসাল তথা সরল গদ্যের প্রাধান্য ছিল। কারণ তারা তো স্বভাবগত ও তাৎক্ষণিক কথা বলতো। এজন্যে মুরসাল গদ্যই তো উপযুক্ত ছিল। তাছাড়া এ যুগের অতি কাছাকাছি সময়ের মানুষ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তাদের যে সকল বাণী সংরক্ষিত হয়েছে তার প্রায় সবই মুরসাল গদ্যে। সাজা'র সংখ্যা অতি নগণ্য। জাহিলী যুগের খুতবা দানের রীতি যদি সাজা' গদ্যে থাকতো তাহলে তাদের এ রীতি এ ভাবে পরিহারের কোন কারণ থাকতে পারে না। অন্যদিকে বিভিন্ন সূত্রে একথা জানা যায়, জাহিলী 'আরবের কাহিনরা তাদের সকল কথা সাজা' গদ্যে বলতো। এজন্যে সাজা'কে তাদের প্রতি আরোপ করে 'সাজা'উল কুহ্হান' বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় সাধারণ 'আরববাসীর মধ্যে সাজা'র তেমন প্রচলন ছিল না। তবে জাহিলী যুগের বেশীর ভাগ খুতবা যে সাজা' পদ্ধতির দেখা যায়, তার কারণ, হয় পরবর্তীকালে বানানো, নয়তো সাজা' স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ, সেজন্যে।[২৫০] এরকম কথাই তো বলেছেন 'আবদুস সামাদ ইবন আল-ফাদল আর-রাকাশী:[২৫১]

وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره، ولاضاع من الموزون عشره.

আরবরা ভালো ছন্দোবদ্ধ গদ্য যত না বলেছে তার চেয়ে বেশী বলেছে

---

২৪৯. সাহীহ মুসলিম, বৈরূত: খ. ৫. পৃ. ১১০; ই'জায আল-কুরআন, পৃ. ৮৪; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৮৭

২৫০. আল-খিতাবা: উসুলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৩৩

২৫১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৮৭

www.nagorikpathagar.org

সরল গদ্য। কিন্তু এ সরল গদ্যের এক দশমাংশও যেমন রক্ষিত হয়নি, তেমনি ছন্দোবদ্ধ গদ্যের এক দশমাংশও বিনষ্ট হয়নি।

জাহিলী 'আমলের খতীবরা দারুণ অলঙ্কারমণ্ডিত প্রাঞ্জল ভাষায় খুতবা দিতেন, যা শ্রোতাদের ভীষণ প্রভাবিত করতো এবং কাঙ্খিত বিষয়ের প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলতো।[২৫২] তবে তাদের কবিরা দীর্ঘ কাসীদাকে শিল্পমণ্ডিত করতে যে পরিমাণ শ্রম ও মেধা ব্যয় করতেন, দীর্ঘ খুতবা তৈরীর জন্যে তেমন দেখা যায় না। আল-জাহিজ বলেন:[২৫৩]

لم نرهم مع ذلك يستعملون مثل تدبيرهم فى طوال القصائد فى صنعة طوال الخطب، بل كان الكلام البائت عندهم كالمقتضب اقتدارا عليه وثقة بحسن عادة الله عندهم فيه. وكانوامع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظم التدبير ومهمات الأمور، ميّثوه فى صدورهم، وقيدوه على أنفسهم، فأذا قومه الثقاف وأدخل الكير، وقام على الخلاص، أبرزوه محككا منقحا، ومصفى من الأدناس مهذبا.

তা সত্ত্বেও আমরা দীর্ঘ কাসীদার ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টার মত দীর্ঘ খুতবা তৈরির ক্ষেত্রে চেষ্টা দেখিনা বরং সুচিন্তিত অকাট্য কথা তাদের স্বভাবগত, সেজন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন পড়ে না। কথার উপর তারা ক্ষমতাবান। সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আল্লাহর সুন্দর নিয়মের জন্য তারা বিশ্বস্তও। তা সত্ত্বেও বড় বড় বিষয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যখন সিদ্ধান্ত দানের প্রয়োজন পড়ে তখন কথাকে প্রথমে অন্তরের গহীনে ধারণ করে, নিজের মত করে আয়ত্বে নিয়ে। তারপর সে কথাকে যখন ছাঁচে ফেলে সোজা করা হয় এবং আগুনের ভাটির মধ্যে ঢোকানো হয় এবং বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তা সকল পঙ্কিলতা থেকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত করে শক্তিশালী রূপে প্রকাশ করে।

তবে কেউ তাঁদের খুতবার ছোট ছোট কথামালা এবং সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-প্রবচনসমূহ যা আল-জাহিজ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন তা পাঠ করলে সত্যিই অনুভব করবে যে, তাঁরা তাঁদের কথা পরিপাটি করার চেষ্টা করতেন। কখনো বা সাজা' সৃষ্টির মাধ্যমে, আবার কখনো বা রূপক উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ ও কল্পনার মাধ্যমে। সব সময় তারা শব্দের সৌন্দর্য, শক্তি ও বিশুদ্ধতার প্রতি যেমন গুরুত্ব প্রদান

২৫২. শাওকীফ দায়ফ, তারীখ, খ. ১, পৃ. ৪১৮
২৫৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৪

www.nagorikpathagar.org

করতেন, তেমনি স্পষ্ট যুক্তির প্রতিও। তাদের তৎকালীন কবিদের কবিতায় এর কিছু চিত্রও বিধৃত হয়েছে।

সে আমলের শ্রেষ্ঠ খতীবগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের খুতবায় অতিমাত্রায় প্রবাদ-প্রবচনের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল-জাহিজ বলেন:[২৫৪]

كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة.

আরবের কোন ব্যক্তি যখন কোন উপলক্ষে দাঁড়াতেন, অনেকগুলি মিসাল উপস্থাপন করতেন।

যে সকল খতীবের কথায় প্রবাদ-প্রবচন ও মিসালের ছড়াছড়ি বেশী পরিমাণে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন: আকসাম ইবন সায়ফী, 'আমির ইবন আজ-জারিব, যুল উসবু' আল-'আদওয়ানী প্রমুখ। সে আমলের এমন বিখ্যাত নেতা বা খতীব পাওয়া যাবে না যাদের নামে প্রচলিত খুতবায় কিছু না কিছু প্রবাদ-প্রবচন, নীতিকথা ও মিসাল পাওয়া যায় না।[২৫৫] খুতবার মধ্যে কবিতার উদ্ধৃতি দান করে বক্তব্যকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা ছিল খতীবদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।[২৫৬]

জাহিলী যুগের খুতবার ভাব ও অর্থ অতি সরল ও সাদামাটা। গভীর ও জটিল কোন দার্শনিক তত্ত্বকথা তাতে লক্ষ্য করা যায় না। আর এ দিকটি ছিল তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। খতীবরা যা ভেবেছেন এবং যা বুঝেছেন অকপটে বলে দিয়েছেন। যেহেতু তারা খুতবা দানের মধ্যে আগে ভাগে কোন প্রস্তুতি নিতেন না এবং তাদের খুতবা কোন নির্ধারিত বিষয় কেন্দ্রিকও হতো না, তাই তাতে চিন্তা, ভাব ও ভাবনার শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

তৎকালীন খতীবদের সামনে স্পষ্ট কোন নিয়ম নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ছিল না। তাই দেখা যায়, তাঁরা উঠে দাঁড়িয়েই কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই মূল বক্তব্যে চলে গেছেন। আর একই ভাবে কোন রকম উপসংহারের ভনিতা না করে বক্তব্য শেষ করে দিয়েছেন। তবে তাঁদের কিছু খুতবায় নির্দিষ্ট কিছু কথা দেখা যায়। অবশ্য সকলে এবং সব সময় যে তা অনুসরণ করেছেন, এমন নয়। যেমন : أمّا بعد কথাটি। কুস্‌সু ইবন সা'ইদা সর্বপ্রথম এটি উচ্চারণ করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে যুগের অনেক খুতবায় কথাটি দেখা যায় না।[২৫৭]

---

২৫৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৭১
২৫৫. আল-ফানুনু ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাছরিল 'আরাবী, পৃ. ৪৪
২৫৬. ইহসান আন-নাসস, আল-খিতাবা, পৃ. ১৫
২৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

www.nagorikpathagar.org

সে যুগের কাহিনদের খুতবায় সাজা' গদ্য ছাড়াও আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছোট ছোট বাক্য, অপ্রচলিত শব্দ, ভাবের পুনরাবৃত্তি এবং শপথের জন্যে ব্যবহৃত অভিনব সব শব্দ। যেমন কাহিনা যাবরা' বানূ রি'আমকে বলেছেন:[২৫৮]

> واللوح الخافق، والليل الغاسق، والصباح الشارق، والنجم الطارق، والمزن الوادق، إنشجر الوادى ليأد وختلا، ويحرق أنيابا عصلا، وإن صخر الطود لينذر ثكلا، لاتجدون عنه معلا.
>
> আকাশ ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত, উজ্জ্বল সকাল, রাতের নক্ষত্ররাজি ও বর্ষণকারী মেঘের শপথ! উপত্যকার বৃক্ষ অবশ্যই ধোঁকা দেবে ও রাগে-উত্তেজনায় বাঁকা ডাল ভাঙ্গবে। নিশ্চয় তাওদ পাহাড়ের শক্ত নির্জন ভূমি স্বল্পতার ভয় দেখাবে, যা থেকে তোমরা পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না।

কাহিনরা এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছে যার ভাব অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক।

জাহিলী খতীবদের সংখ্যা

পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে সেকালের 'আরবরা বিয়ে-শাদী, প্রতিনিধি মিশন, ধর্মীয় উপদেশ, যুদ্ধ, শান্তি ও সন্ধি, ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচার, গৌরব ও কৌলীন্যের প্রচার ও প্রতিষ্টা ইত্যাদি উপলক্ষে প্রচুর খুতবা দিত। এতে তাদের মাঝে খুতবার বিচিত্রমুখী বিকাশ ঘটেছিল। একথা স্পষ্ট যে, জাহিলী 'আরবে খতীব ছিলেন অসংখ্য। যদিও তাঁদের অনেকের নামে যে সকল খুতবা বর্ণিত হয়েছে তা যথার্থ নয়। তবে একথা বাস্তবসম্মত যে, তারা তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ও গোত্রে অসংখ্য খুতবা দিয়েছেন। যদিও তাঁদের অনেকে বিদগ্ধ খতীব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাননি।

ইসলামের অব্যবহিত পূর্বে 'আরবে প্রায় একই সাথে অসংখ্য কবি, খতীব ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্ম হয়। জুরজী যায়দান বলেন:[২৫৯]

> فتكاثر الشعراء والخطباء والحكماء فى القرن الأول قبل الأسلام

---

২৫৮. আবূ 'আলী আল-কালী, আল-আমালী, খ. ১, পৃ. ১২৬

২৫৯. তারীখ আত-তামাদ্দুন আল- ইসলামী, খ. ১, পৃ. ৩২

www.nagorikpathagar.org

دفعة واحدة هو ما عبر عنه بالنهضة العربية أو الأدبية.

ইসলাম-পূর্ব প্রথম শতকে এক সাথে কবি, বক্তা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর একেই 'আরবীয় অথবা সাহিত্য রেনেসাঁ বলা হয়েছে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক গোত্রের প্রধান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জ্ঞানী-গুণীরা ছিলেন খতীব। প্রত্যেক গোত্রের কমপক্ষে একজন খতীব তো ছিলেন। আবার বেশীও ছিলেন। যেমন ছিলেন প্রত্যেক গোত্রের এক বা একাধিক কবি।[২৬০] 'আব্বাসী যুগের লেখকদের, বিশেষতঃ আল-জাহিজের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তাঁরা খুব বেশী পরিমাণে খুতবা দিতেন। কমপক্ষে একজনও খতীব ছিলেন না, এমন কোন খান্দান বা গোত্র তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর মতে, জাহিলী 'আরবে খতীবের সংখ্যা অনেক। তবে কবিদের সংখ্যা আরো বেশী। কবিতা ও খুতবার সমন্বয় ঘটেছিল যাদের মধ্যে তারা সংখ্যায় অল্প।[২৬১] কোন কোন খতীবের মধ্যে কাব্য প্রতিভার প্রধান্য ঘটায় তাঁদেরকে কবিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর যাঁদের মধ্যে গদ্য কথা এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা ও বাগ্মিতা প্রাধান্য লাভ করেছে তাঁদেরকে খতীবদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেমন যার উপর যে শাস্ত্রবিজয়ী হয় তাকে সেই শাস্ত্রবিশারদ বলে গণ্য করা হয়। যিনি কবিতা রচনা করেছেন তিনি খুতবা দানে অপারগ হননি। তেমনিভাবে এমন বহু খতীব আছেন যাদেরকে শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যাই হোক এ সকল খতীবদেরকে কোন গণনা বা পরিসখংখ্যানের রশি বেষ্টন করতে পারবে না।[২৬২]

আল-জাহিজ তাঁর 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে জাহিলী খতীবদের নামের দীর্ঘ তালিকা, তাদের অনেকের ভূমিকা এবং মাঝে মাঝে তাদের কথামালার কিছু নির্বাচিত অংশ দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

জাহিলী 'আরবে শ্রেষ্ঠ খতীবদের জন্ম হয় যে ভাবে

'আব্দুল কায়স গোত্র ইয়াদ গোত্রের সাথে সংঘর্ষের পর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ 'উমান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং অন্যভাগ বাহরায়ন ও তার আশপাশে বসতি স্থাপন করে। প্রথমোক্ত দলটির মধ্যেই মূলতঃ 'আরবের শ্রেষ্ঠ খতীবরা জন্ম গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় দলটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ খতীবের জন্ম হয়েছে কিন্তু যখন তারা বেদুঈন জীবনের কেন্দ্র এবং বিশুদ্ধ ভাষার উৎস স্থলে ছিল তখন

২৬০. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল–লুগা, খ. ১, পৃ. ১৬৪
২৬১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪৫
২৬২. বুলূগ আল- আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৫৫

www.nagorikpathagar.org

হয়নি। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা অনারবদের সাথে মেলা-মেশার সময় তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের অন্যতম ফল। একই কারণে য়ামনে পারস্যবাসীদের সাথে মেলামেশার ফলে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে খতীবের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। 'আরবদের মত পারসিকরাও ছিল খুতবা দানে পারঙ্গম।[২৬৩]

জাহিলী যুগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ খতীবদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আল-জাহিজের আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন এবং 'আরবী সাহিত্যের অন্যান্য প্রাচীন সংকলনসমূহ পাঠ করলে জাহিলী আমলের অসংখ্য বড় খতীবের নাম ও তাঁদের খুতবার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের অতুলনীয় বাগ্মিতাশক্তি, স্পষ্ট বর্ণনা ক্ষমতা এবং বক্তৃতা-ভাষণে সীমাহীন যোগ্যতার জন্যে গোটা 'আরবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'আরব উপ-দ্বীপের সর্বত্র তারা ছড়িয়ে ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এমন অনেক বিখ্যাত খতীবের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদেরকে 'আল-মু'আম্মারীন'[২৬৪] বলা হয়েছে। এখানে সেই সকল খতীবের কয়েক জনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

লুকমান 'আদ

এই লুকমানের পিতা 'আদ ইবন মালতাত। লুকমান প্রাচীন জাহিলী 'আরবের একজন দীর্ঘজীবী মানুষ। তিনি য়ামনের একজন হিময়ারী রাজা। তাঁর উপাধি আর রাইস আল-আকবার। তাঁর দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত কথা প্রচলিত আছে। কাহিনীকারদের ধারণা, তিনি সাতটি শকুনের বয়স পেয়েছিলেন।[২৬৫] তবে প্রাচীনকালের 'আলিমগণ এই লুকমান 'আদ ও কুরআনে উল্লেখিত লুকমানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তাঁরা দু'জন ভিন্ন দু'ব্যক্তি।[২৬৬] আল-জাহিজ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:[২৬৭]

ومن القدماء ممن يذكر بالقدر والرياسة والبيان والخطابة

---

২৬৩. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৬৩

২৬৪. 'আল-মু'আম্মরীন' তাঁদেরকে বলা হয় যাঁরা কমপক্ষে ১২০ বছর বা তার চেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এর কম হলে তাঁদেরকে আল-মু 'আম্মারীন-এর মধ্যে গণ্য করা হয় না। ইবন দুরায়দ (৩২১/৯৩৩) বলেন : لاتعد العرب معمرا إلا من عاش مائة وعشرين سنة فصاعدا. একশো বিশ বছর ও তার উপরে যাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁরা ছাড়া আর কাউকে 'আরবরা 'মু 'আম্মার' গণ্য করে না। (বুলূগ আল-আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৫৮)

২৬৫. আল-আ'লাম, খ. ৬, পৃ. ১০৮

২৬৬. আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৪০; 'আবদুল কাদির আল-বাগদাদী, খাযানাতুল আদাব, (মিসর, মাতবা 'আতু বুলাক), খ.২পৃ. ৭৭; ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ৬২

২৬৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৮৪

www.nagorikpathagar.org

والحكمة والدهاء والنكر لقمان عاد.

মর্যাদা, নেতৃত্ব, বাগ্মিতা, খুতবা, বিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও চালাক-চাতুরীর জন্যে প্রাচীন কালের যাঁদেরকে স্মরণ করা হয় তাঁদের মধ্যে লুকমান 'আদ অন্যতম।

জাহিলী 'আরবে দুই জন লুকমান ব্যাপক ভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের নামে অনেক নীতিকথা ও প্রবাদ-প্রবচন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন তখন একবার সুওয়ায়দ ইবন সামিত হজ্জ অথবা 'উমরা উপলক্ষে মক্কায় আসেন। তাঁর বুকের পাটা, মর্যাদা ও বংশ মযাদার জন্যে তিনি 'আল-কামিল' উপাধি লাভ করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে কুরআন পাঠ করে শোনান। সুওয়ায়দ বলেন, সম্ভবত আমার কাছে যা আছে আপনার কাছেও তাই আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চাইলেন, তোমার কাছে কি আছে? বললেন: মাজাল্লাতু লুকমান। তারপর তিনি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখান।[২৬৮] এই লুকমান কে, তা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। তাঁর কোন খুতবা পাওয়া যায় না।

কা'ব ইবন লুআয়

কা'ব ইবন লুআয় ইবন গালিব প্রাচীন 'আরবের একজন বিখ্যাত খতীব। রাসূলুল্লাহ (রা) এর অষ্টম উর্দ্ধতন পুরুষ। একজন সৎকর্মশীল ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। বর্ণিত আছে, কা'ব ইবন লুআয় ও কা'ব ইবন 'আমর-এই দুই কা'বের ভাষায় আল-কুরআন নাযিল হয়েছে।[২৬৯] তিনিই সর্ব প্রথম জুমু'আর দিনের সমাবেশের প্রচলন করেন। তখন দিনটির নাম ছিল يَوْمُ الْعُرُوْبَةِ।[২৭০] কুরায়শরা এ দিনে তাঁর নিকট সমবেত হতো এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক খুতবা দিতেন।[২৭১] আর-রাগিব আল-ইসফাহানী (৫০৩/১১০৯) বলেন:[২৭২]

كان يخطب على العرب كافة

তিনি সমগ্র আরববাসীর উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন।

তাঁর একটি খুতবায় দেখা যায়, মানুষকে তিনি মক্কার হারামে জন্মগ্রহণকারী

---

২৬৮. ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ৬৩

২৬৯. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-মুযহির, (কায়রো: দারু ইয়াহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা), খ. ১, পৃ. ২১১)

২৭০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৯

২৭১. আল- আ'লাম, খ. ৬, পৃ. ৮৪-৮৫

২৭২. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, মুহাদারাত আল-উদাবা' ওয়া মুহাবারাত আশ-শু'আরা' ওয়া আল-বুলাগা'; সম. ইবরাহীম যায়দান, মিসর; মাতবা 'আতু আল-হিলাল, ১৯০২, পৃ. ৬২

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ নামে একজন নাবীর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাঁকে অনুসরণের জন্যে মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন।[২৭৩] ইবন কাসীর (হি. ৭৭৪) বর্ণনা করেছেন, কা'ব ইবন লুআয়-এর মৃত্যু ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের মধ্যে ৫৬০ বছরের ব্যবধান।[২৭৪] মুহাম্মদ আল-মারযুবানী (হি. ৩৮৪/খ্রি. ৯৯৪) বলেন, কা'ব ইবন লুআয়-এর মৃত্যু ও 'আম আল-ফীল-এর মধ্যে ৫২০ বছরের ব্যবধান। আয-যিরিকলী বলেন, সম্ভবত এটা মুদ্রণ প্রমাদ। এভাবে এসেছে আস-সাফাদীর 'আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত' গ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে হবে ১২০ বছর। এ হিসাবে তিনি হিজরী পূর্ব ১৭৩ মুতাবিক খ্রিষ্টিয়-৪৫৫ সনে মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৭৫] তাঁর মৃত্যু সন ছিল কিনানা গোত্রের জন্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আল-জাহিজ বলেন:[২৭৬]

فلم تزل كنانة تؤرخ بموت كعب بن لؤى إلى عام الفيل.

কিনানা গোত্র 'আম আল-ফীল পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু সন ধরে পঞ্জিকা নির্ধারণ করতো।

'আমর ইবন কুলসূম

'আমর ইবন কুলসূম তাগলিব গোত্রের সন্তান। খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের সূচনা পর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মা লায়লা প্রখ্যাত কবি আল-মুহালহাল-এর কন্যা। প্রবল ব্যক্তিত্ব ও তীব্র আত্ম–সম্মান বোধের জন্যে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। 'আমর মাত্র পনেরো বছর বয়সে গোত্র-পতির আসন লাভ করেন।[২৭৭] মাঝে মাঝে হীরা অধিপতি 'আমর ইবন হিন্দের (খ্রি: ৫৫৪-৫৭০) দরবারে যেতেন এবং কবিতা পাঠ করেতন। তবে কখনো 'আমর ইবন হিন্দের প্রশংসা করতেন না। হীরা অধিপতি 'আমর তাঁর মা লায়লাকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে প্রাসাদে পৌঁছলে 'আমর তাঁকে অপমান করেন। মায়ের অপমানের প্রতিশোধ হিসেবে 'আমর ইবন কুলসূম হীরা অধিপতিকে হিজরী পূর্ব ৫২/৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে হত্যা করেন। আর সেই বছর মক্কায় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন।[২৭৮] মতান্তরে হীরা অধিপতিকে হত্যা করে 'আমর ইবন কুলসূমের ভাই মুররা ইবন কুলসূম।[২৭৯]

---

২৭৩. ইবন কাসীর, আস-সীরাতু 'আন-নাববিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৮৫, ৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ২, পৃ. ২৬৫
২৭৪. প্রাগুক্ত
২৭৫. আল-আ'লাম খ. ৬, পৃ. ৮৫
২৭৬. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫১
২৭৭. মুহাম্মদ আল- খাদারী, মুহায়যাব আল-আগানী, (মিসর: মাতবা'আতু মিসর), খ. ১, পৃ. ১৯৪
২৭৮. আল-আ'লাম, খ. ৫, পৃ. ২৫৬
২৭৯. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ, পৃ. ১০৩

www.nagorikpathagar.org

বাসূস যুদ্ধের পরও বানূ বাকর ও বানূ তাগলিবের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ না হলে এক পর্যায়ে 'আমর ইবন হিন্দ তাদের বৈরিতা দূর করার চেষ্টা চালান। তারই এক বৈঠকে 'আমর ইবন কুলসূম তাঁর বিখ্যাত মু'আল্লাকা কাসীদাটি পাঠ করেন। তাঁর মু'আল্লাকার শ্লোক সংখ্যা ছিল এক হাজার। কিছু অংশ 'আমর ইবন হিন্দের হত্যার পূর্বে ও কিছু অংশ হত্যার পর রচনা করেন।[২৮০]

'আমর ইবন কুলসূম প্রাচীন 'আরবের দীর্ঘজীবী লোকদের একজন। তিনি এক শো পঞ্চাশ বছর জীবন পেয়েছিলেন[২৮১] কিন্তু এ কথা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে তিনি ইসলামী যুগের দীর্ঘ একটি সময় পেয়ে থাকবেন কিন্তু ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সঠিক তথ্য বলে সেটাই মনে হয় যা অনেকে বলেছেন, তা হলো তিনি খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতক শেষ হবার আগেই মারা যান এবং একশো বছরের কিছু বেশী সময় জীবন লাভ করেন।[২৮২]

জাহিলী যুগের 'আরবে যাঁরা খুতবা ও কাব্য উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী (হি. ২৩১/খ্রি. ৮৪৬) তাঁকে জাহিলী যুগের ষষ্ঠ স্তরের কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৮৩] ওয়াসীয়াত ও উপদেশ মূলক বহু খুতবা তাঁর নামে পাওয়া যায়। সে সকল খুতবায় নিজ সম্প্রদায়, বিশেষত: নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে জীবনাচারের নানা বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন।[২৮৪] জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের ডেকে যে উপদেশগুলি দান করেন তার কিছু নিম্নরূপ।[২৮৫]

> يا بني، إني قد بلغت من العمر مالم يبلغه أحد من ابائي ولابد أن يترل بي ما نزل بهم من الموت، وإني والله ما عيرت أحدا بشئ إلا عيرت بمثله إن كان حقا فحقا وإن كان باطلا فباطلا، ومن سب سب، فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لكم، واحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم.
>
> হে আমার সন্তান, আমি যে বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছি, সে পর্যন্ত আমার পূর্ব পুরুষের কেউ পৌঁছাতে পারেনি। তাঁদের উপর যে মৃত্যু আপতিত

---

২৮০. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ১৪৩

২৮১. মুহাযযাব আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ১৯৫

২৮২. আল- আ'লাম খ. ৫, পৃ. ২৫৬; ড: 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ১৪২

২৮৩. মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম আল জুমাহী, তাবাকাতু ফুহূল আশ-শু'আরা, (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়া, ১৯৮০), পৃ. ৫৬

২৮৪. বুলূগ আল-আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৭৪

২৮৫. মুহাযযাব আল- আগানী, খ. ১, পৃ. ১৯৫

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, তা অবশ্য আমার উপর ও আপতিত হবে। আল্লাহর কসম, আমি যখনই কোন ব্যক্তির কোন দোষের কথা বলেছি, অনুরূপ দোষের কথা বলে আমাকে বদলা দেয়া হয়েছে। সত্যের পরিবর্তে সত্য এবং মিথ্যার পরিবর্তে মিথ্যা বদলা লাভ করেছি। যে গালি দিয়েছে, সে গালি খেয়েছে। সুতরাং তোমরা গালি দেয়া থেকে বিরত থাকবে। তোমাদের জন্যে এটাই সবচেয়ে বেশী নিরাপদ পন্থা। তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাহলে তোমাদের ভালো প্রশংসা করা হবে।

'আমর ইবন কুলসূম সম্পর্কে বলা হয়েছে:[২৮৬]

كان (عمرو) من مصاقع الخطباء، وله في هذا الباب كلام حسن على أسلوب مستحسن.

আমর একজন উচ্চকণ্ঠ খতীব ছিলেন। এক্ষেত্রে একটা চমৎকার পদ্ধতিতে তাঁর অনেক সুন্দর কথা আছে।

যুহায়র ইবন জানাব ইবন হুবল

য়ামনের অধিবাসী যুহায়র ইবন জানাব প্রাচীন জাহিলী 'আরবের কাল্‌ব গোত্রের বানূ কিনানা শাখার সন্তান। তিনি ছিলেন গোত্রের একজন কবি, খতীব, নেতা, বীর যোদ্ধা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে রাজা-বাদশাদের নিকট তাদের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র।[২৮৭] সঠিক চিন্তা ও মতামতের অধিকারী হবার কারণে তৎকালীন 'আরবের প্রখ্যাত কাহিন 'হাযী'-এর সাথে তুলনা করে তাকে তাঁর গোত্রের 'হাযী' বলা হতো। তাকে 'আরবের বাকপটু, শুদ্ধভাষী ও যুক্তিবাদী লোকদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর গোত্র কেবলমাত্র তাঁর ও রাযাহ্ ইবন রাবী'আর কথার উপরই ঐক্যবদ্ধ হতো।[২৮৮] হাবশা-অধিপতি আবরাহা যখন মক্কার কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্যে আসে তখন নাজদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় যুহায়র তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আবরাহা তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে এবং তাঁকে 'ইরাকের একটি অঞ্চলে পাঠায় তাঁর আনুগত্য আদায়ের জন্যে। অতঃপর আবরাহা তাঁকে বাকর ও তাগলিব গোত্রদ্বয়ের শাসক নিযুক্ত করে। তাঁর শাসনকালে গোত্র দু'টিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তারা কর দানে বিরত থাকে।

---

২৮৬. বুলূগ আল- আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৭৪

২৮৭. আল- কামিল ফিত্তা তারীখ, খ. ১, পৃ. ৫০২

২৮৮. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- আরাব, খ, ৮ পৃ. ৭৭৭; বুলূগ আল- আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৫৯; আল-আগানী, খ. ২১. পৃ. ৯৩

www.nagorikpathagar.org

যুহায়র তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হন। একদিন এক আততায়ী তাঁকে ছুরিকাঘাত করে এবং ধারণা করে যে তিনি মারা গেছেন। আসলে তিনি মৃত্যুর ভান করে পড়ে থাকেন এবং গোপনে নিজ গোত্রের সাথে মিলিত হয়ে য়ামন থেকে এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করেন। তারপর বাকর ও তাগলিব গোত্রদ্বয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে তছনছ করে দেন।[২৮৯] এ ঘটনা বাসূস যুদ্ধেরও পূর্বের। যুহায়র গোত্র দু'টির বহু লোককে হত্যা এবং তাদের অনেক নেতা ও আশ্বারোহী বীরকে বন্দী করেন। বন্দীদের মধ্যে রাবী'আর বিখ্যাত দুই ছেলে কুলায়ব ও মুহালহালও ছিলেন। অতঃপর রাবী'আ ইবন মুররার নেতৃত্বে বাকর ও তাগলিব গোত্রদ্বয় সংগঠিত হয়ে যুহায়র ও তাঁর গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। তারা যুহায়রকে পরাজিত ও তাঁর বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে ও প্রচুর অর্থ-সম্পদ লুটপাট করে।[২৯০]

তিনি ছিলেন সেই যুগের বিখ্যাত তিন ব্যক্তির অন্যতম যাঁরা বিশুদ্ধ মদ পান করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অন্য দু'জন হলেন কবি লাবীদের চাচা আবূ বারা'আ মুলা'ইবুল আসিন্না ও 'আমর ইবন কুলসূম আত-তাগলিবী। যুহায়রের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, একদিন তিনি তাঁর গোত্রকে প্রস্থান করতে বলেন। কিন্তু তাঁর ভাতিজা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উলায়ম ইবন জানাব গোত্রকে অবস্থান করতে বলেন। তিনি বলেন, মনে হচ্ছে আমার বিরোধিতা করা হচ্ছে। তারপর তিনি মদ আনতে বলেন এবং পানি না মিশিয়ে পান করতে থাকেন। এ ভাবে মদ-পান করতে করতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[২৯১]

বলা হয়েছে, যুহায়রের চেয়ে বেশী সাহসী, বড় বক্তা এবং রাজন্যবর্গের নিকট বেশী সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর সমকালীনদের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ ছিল না।[২৯২] তিনি তাঁর জীবনে দু'শোটি যুদ্ধ করেন এবং একজন ভাগ্যবান বিজয়ী হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।[২৯৩]

তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করে বৃদ্ধ হন এবং শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান। তিনি আবরাহার য়ামন অভিযান (হি. পূ. ৯৮/ খ্রি. ৫৩০) যেমন প্রত্যক্ষ করন, তেমনি ভাবে আল-হারিস আল-জাফনী (খ্রি. ২২৯-৫৬৯)- এরও সাক্ষাৎ ও সাহচর্য্য লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুসন সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টকর। সম্ভবত: হিজরী পূর্ব ৬২ বা

---

২৮৯. আল-আ'লাম, খ, ৩. পৃ. ৮৬; আল- কামিল ফিত তারীখ, খ. ১. পৃ. ৫০২
২৯০. মুহাযযাব আল- আগানী, খ. ১, পৃ. ১৬-২১
২৯১. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'উ, পৃ. ১৮১; আল- কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, ৫০৬
২৯২. মুহাযযাব আল- আগানী, খ. ১. পৃ. ২২
২৯৩. আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ৫০১

www.nagorikpathagar.org

৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে কিংবা তার অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৯৪] সর্বমোট কত বছর তিনি এ পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন সে সম্পর্কে কল্পকাহিনীর মত নানা কথা বর্ণিত আছে। কেউ বলেছেন দু'শো পঞ্চাশ, আবার কেউ বলেছেন চারশো পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন।[২৯৫] আবার অনেকে দু'শো বিশ বছরের কথাও বলেছেন।[২৯৬] শেষ জীবনে তিনি সন্তানদের উদ্দেশ্যে একটি উপদেশ মূলক ভাষণ দান করেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[২৯৭]

> يا بني : قدكبرت سني وبلغت حرسا من دهري، فاحكمتني التجارب والأمور تجربة وإختبار، فا حفظوا عني ما أقول وعوه، إياكم والخور عند المصائب، والتواكل عند النوائب، فإن ذلك داعية للغم، شماتة للعدو، وسوء ظن بالرب، وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين، ولها امنين، ومنها ساخرين، فإنه ما سخر قوم قط إلا ابتلوا، ولكن توقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض.
>
> 'হে আমার সন্তানেরা! আমি আমার বার্ধক্যে পৌঁছেছি এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করেছি। নানা অভিজ্ঞতা আমাকে শক্ত-সবল করেছে। আর বিভিন্ন বিষয় তো অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষাই। আমি যা বলি, তোমরা সংরক্ষণ করো ও মনে রেখ। বিপদের সময় দুর্বল হয়ে পড়োনা। বিপদ-আপদের সময় অন্যের উপর নির্ভর করবে না। তা দুশ্চিন্তা ও শত্রুর আনন্দ-উল্লাসের আহ্বান জানায়। প্রভুর প্রতি খারাপ ধারণা থেকে দূরে থাক। বিভিন্ন ঘটনা ও বিপদ-আপদ দ্বারা তোমরা প্রতারিত হওয়া থেকে দূরে থাকবে। এর মধ্যে কিছু আছে তোমাদের নিরাপত্তা কামনাকারী, আর কিছু আছে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী। কোন সম্প্রদায় যখনই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, তাদের উপর বিপদ আপতিত হয়েছে। তোমরা তার আশা রাখবে। কারণ মানুষ এ দুনিয়াতে লক্ষ্যস্থল স্বরূপ।

'আরব দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের সংকলন সমূহে তাঁর বহু কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। একবার উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে যুহায়রের নিচের শ্লোক

---

২৯৪. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ১৩২
২৯৫. মুহায্যাব আল- আগানী, খ. ১, পৃ. ২২; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ, ৫০২
২৯৬. বুলূগ আল- আরিব, খ. ৩. পৃ. ১৫৯
২৯৭. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১২৬

www.nagorikpathagar.org

দু'টি আবৃত্তি করেন:[২৯৮]

ارفع ضعيفك لا يحربك ضعفه # يوما فتدركه عواقب ما جنى

يجزيك أو يثني عليك وأن من # أثنى عليك بما فعلت كمن جزى

তুমি উঠাও তোমার দুর্বলকে, যার দুর্বলতা তোমার বিরুদ্ধে কোন দিন যুদ্ধ করবে না। অতঃপর সে যা অর্জন করেছে তার পরিণতি সে লাভ করবে। সে তোমাকে প্রতিদান দিবে অথবা তোমার প্রশংসা করবে। তোমার কর্মের যে প্রশংসা করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে প্রতিদান দিয়েছে।

শ্লোক দু'টি শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'আইশা, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

যুল ইসবা' আল 'আদওয়ানী

যুল ইসবা'-এর আসল নাম হুরসান। পিতা আল- হারিস ইবন মুহাররিস। 'আদওয়ান গোত্রের সন্তান। তাঁর একটি আঙ্গুলে সাপে কামর দেয় ফলে তা কেটে ফেলতে হয়, এ কারণে তিনি যুল ইসবা' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২৯৯] মতান্তরে তাঁর একটি আঙ্গুল বেশী ছিল তাই এ নামে আখ্যায়িত হন।[৩০০] তিনি জাহিলী 'আরবের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী কবি। তাঁর জীবনকে ঘিরে অনেক রোমাঞ্চকর অভিযান ও ঘটনার কথা প্রচলিত আছে।

আল-আসমা'ঈ (হি. ২১৬/খ্রি. ৮১৩) বলেন, 'আদওয়ান গোত্র একটি জলাশয়ের নিকট অবতরণ করে তাদের খাতনা করা ছেলেদের গুনে দেখে, তাদের সংখ্যা সত্তর হাজার। অতঃপর তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেঁধে গেলে তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ সম্পর্কে যুল ইসবা'- এর একটি কবিতা আছে।[৩০১]

যুল ইসবা'- এর এক চাচাতো ভাই ছিল। সব সময় সে ছিল তাঁর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন। প্রতিটি মুহূর্ত সে তাঁর ক্ষতি ও অকল্যাণ চিন্তা করতো। যুল ইসবা'-এর শত্রুদের ক্ষেপিয়ে তুলতো। পরস্পরের সন্তানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানা রকম মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে বেড়াতো। এ সব কথা যুল

---

২৯৮. আল-'ইকদ আল- ফরীদ, খ. ৫, পৃ. ২৭৫; আশ শিরু ওয়াশ শু'আরা'উ, পৃ. ১৮২
২৯৯. আশ-শি'রু ওয়াশ-শু'আরা'উ পৃ. ৩৬৪; আল আমালী লিল কালী খ. ১, পৃ. ২০৯
৩০০. আল-আ'লাম, খ. ২,পৃ. ১৮৪
৩০১. মুহাযযাব আল-আগানী, খ. ১, প. ২০৮

www.nagorikpathagar.org

ইসবা' তাঁর কবিতায় ধরে রেখেছেন।[৩০২] 'আদওয়ান গোত্রের দুই শাখা বানূ নাজ ইবন য়াশকার ও বানূ 'আওফ ইবন সা'দের মধ্যে বিরোধ ছিল। যাতে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে না যায়, সেজন্যে যুল ইসবা' সেই বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩০৩]

তাঁর চার কন্যা ছিল। তাদের বিয়ের প্রস্তাব এলে তারা লজ্জায় বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানাতো। এভাবে তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যেত। স্ত্রী তাঁকে কন্যাদের বিয়ের কথা বললে তিনি তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ কহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৩০৪]

তিনি প্রাচীন আরবের অন্যতম দীর্ঘজীবী ব্যক্তি ছিলেন। হিজরী-পূর্ব ২২ মুতাবিক ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর জীবনে বহু যুদ্ধ, বহু ঘটনা ও কাহিনী আছে। তাঁর কবিতা-জ্ঞান, উপদেশ ও গর্বে পরিপূর্ণ। প্রণয় ও প্রশংসাগীতি অতি অল্প।[৩০৫] আবূ হাতিম "কিতাবুল মু'আম্মারীন" গ্রন্থে বলেছেন, তিনি তিনশো বছর জীবিত ছিলেন।[৩০৬] শেষ বয়সে যখন শাক্তিহীন হয়ে পড়েন তখন ধন-সম্পদ সব বিলি করে দিতে আরম্ভ করেন। এতে তাঁর সন্তান ও আত্মীয়রা বিরক্ত হয়। এ সময় তিনি উনিশটি চরণের একটি কবিতায় তাঁর অবস্থা চিত্রিত করেছেন।[৩০৭]

তিনি ছিলেন তৎকালীন 'আরবের একজন শ্রেষ্ঠ খতীব ও জ্ঞানী ব্যক্তি। মরণ-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ছেলে উসায়দকে যে অন্তিম উপদেশ দান করেন তা ছিল তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস। তার কিছু নিম্নরূপ:[৩০৮]

يابني إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش وإني أوصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته فا حفظ عني، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم و جهك يطيعوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك وأكرم صغار هم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم، ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك وارحم حريمك، وأعزز جارك، وأعن من استعان بك، وأكرم

৩০২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১১
৩০৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২
৩০৪. কিতাবুল আগানী, খ. ৩, পৃ. ৮৯
৩০৫. আল-আ'লাম, খ, ২, পৃ. ১৮৪
৩০৬. বুলূগ আল-আরিব, খ. ১, পৃ. ৩৩৫
৩০৭. মুহাযযাব আল-আগানী, খ. ১. পৃ. ২০৮
৩০৮. প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ২০৯

www.nagorikpathagar.org

ضيفك، وأسرع النهضة في الصريخ، فان لك أجلا لا يعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤددك.

হে আমার সন্তান, তোমার পিতা শেষ হয়ে গেছেন অথচ তিনি জীবিত। এত জীবন পেয়েছেন যে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছেন। আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি, সেগুলি যদি মনে রাখ তাহলে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই স্থানে পৌঁছতে পারবে যেখানে আমি পৌঁছতে পেরেছি। শোন তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে তোমার পার্শ্বদেশকে নরম করে দাও, তারা তোমাকে ভালোবাসবে। তাদের সামনে বিনয়ী হও, তারা তোমাকে উপরে তুলবে। তাদের সামনে তোমার চেহারা হাস্যোজ্জ্বল রাখবে, তারা তোমার আনুগত্য করবে। কোন ব্যাপারে তাদের উপরে নিজেকে প্রাধান্য দিবে না, তাহলে তারা তোমাকে নেতার আসনে বসাবে। তাদের ছোটদেরকে সম্মান করবে যেমন বড়দেরকে সম্মান করে থাক। তাহলে বড়রা তোমাকে সম্মান করবে এবং ছোটরা তোমার ভালোবাসার উপর বেড়ে উঠবে। তোমার অর্থ-সম্পদ দান করবে, তোমার পরিবারের নিরাপত্তা বিধান করবে, প্রতিবেশীর মর্যাদা দিবে, তোমার নিকট যে সাহায্য চায় তাকে সাহায্য করবে, তোমার অতিথির সম্মান করবে, বিপদগ্রস্থের আর্তচিৎকারে দ্রুত সাড়া দিবে। কারণ তোমার জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে যা তোমাকে ডিঙ্গিয়ে যাবে না। কারো নিকট কোন কিছু চাওয়া থেকে তুমি তোমার চেহারাকে রক্ষা করবে। এভাবে তোমার নেতৃত্ব পূর্ণ হবে।

দুওয়ায়দ ইবন যায়দ আল-হিময়ারী

দুওয়ায়দ তৎকালীন 'আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষী বিখ্যাত খতীবদের একজন। মরণকালে তিনি সন্তানদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক একটি খুতবা দান করেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আবূ হাতিম আস-সিজিসতানী (হি. ২৫৫) বলেন, দুওয়ায়দ ৪৫৬ বছর জীবন লাভ করেন। ইবন দুরায়দ মু'আম্মারীন- এর অন্তর্ভূক্ত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩০৯] জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দুওয়ায়দ তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে যে খুতবাটি দান

৩০৯. বুলূগ আল-আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৫৭-১৫৮; মু'জাম আল-উদাবা' (দারুল মা'মুন-এর প্রকাশনা), (কায়রো: মাতবা'আতু দারিল মা'মূন, ১৯৩৮), খ. ১১, পৃ. ২৬৫

www.nagorikpathagar.org

করেন তার একটি অংশ নিম্নরূপ:[৩১০]

أوصيكم بالناس شرا، ولاترحموا لهم عبرة، ولا تقيلوهم عشرة، قصروا الأعنة، وطولوا الأسنة، واطعنوا شزرا، واضربوا هبرا، زإذا أردتم المحاجزة، فقبل المناجزة، والمرء يعجز لا المحالة، باجلد لا بالكد، التجلد ولا التبلد، والمنية ولا الدنية، ولا تأسرا على فائت وإن عز فقده، ولا تحنوا إلى ظاعن وإن ألف قربه، ولا تطمعوا فتطبعوا، ولا تهنوا فتخر عوا.

খারাপ মানুষ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। তাদের জন্য দয়া-মমতার অশ্রু ফেলবে না। তারা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে টেনে উঠাবে না। লাগামের রশি খাটো রাখবে, তীর-বর্শার ফলা লম্বা করবে, ডানে-বামে চতুর্দিকে আঘাত করবে এবং কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে। যদি তোমরা কাউকে বাধা দিতে চাও তাহলে যুদ্ধকে মেনে নেবে। মানুষ অবশ্যই দ্রুততার দ্বারা অক্ষম হয়, চেষ্টার দ্বারা নয়। শক্ত হও, নির্বোধ হয়োনা। মৃত্যুকে বরণ কর, নীচতাকে নয়। যা চলে গেছে তার জন্য আফসোস করোনা- যদিও তা চলে যাওয়া তোমার জন্য কষ্টদায়ক হয়। কোন প্রস্থানকারীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করো না- যদিও তার সান্নিধ্য তোমার অতি প্রিয় হয়। লোভ করো না। তাহলে কলুষিত হবে। দুর্বল হয়ো না। তাহলে অলস হয়ে যাবে।

'আমির ইবন আজ-জারিব আল-'আদওয়ানী

'আমির-এর পিতা আজ-জারিব ও পিতামহ 'আমর। 'আদওয়ান গোত্রের সন্তান। 'আমির ছিলেন প্রাচীন আরবের একজন জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও বিচারক । সা'দ, 'আমর, সা'সা' ও সা'লাবা নামে তাঁর আরো কয়েকজন ভাই ছিল।[৩১১] বানূ হাওয়াযিনের মু'আবিয়া নামক এক ব্যক্তি যায়দ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। 'আমির তার রক্ত–মূল্য বাবদ এক শো উট দান করেন। তখন পর্যন্ত এটাই ছিল 'আরবের রেকর্ড পরিমাণ রক্ত–মূল্য। তাঁর পূর্বে লুকমান এক শো ছাগল–ছানা রক্তমূল্য দিয়েছিলেন।[৩১২]

---

৩১০. জামহারাতুল খুতবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১২৪
৩১১. ইবন হাযাম আল- আন্দালুসী, জামহারাতু আনসাব আল- 'আরাবঃ সম. আবদুস সালাম হারূন, (মিসরঃ দারুল মা' আরিফ, ১৯৬০), খ. ১, পৃ. ২৪৩
৩১২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৪

www.nagorikpathagar.org

'আমির ইবন আজ-জারিব আল-'আদওয়ানী ও হুমামা ইবন রাফে' আদ-দাওসী-এ দু'জন হিময়ার রাজন্যবর্গের কোন এক রাজার দরবারে যান। রাজা তাঁদেরকে বলেন: আপনারা দু'জন পরস্পর প্রশ্নোত্তর করুন, আমি শুনি। তখন 'আমির হুমামাকে মোট ষোলটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন এবং হুমামা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যেকটির উত্তর দেন।[৩১৩]

আকসাম ইবন সায়ফীর মত তিনিও জাহিলী 'আরবের একজন শ্রেষ্ঠ খতীব, জ্ঞানী ও বিচারক ছিলেন।[৩১৪] মানুষ পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে তাঁর কাছে আসতো। কবি যুল ইসবা' আল-'আদওয়ানী তাঁর একটি চরণে গর্ব করে বলেছেন;[৩১৫]

ومنا حكم يقضى # فلا ينقض ما يقضى

আমাদের আছেন এমন একজন বিচারক যিনি বিচার করেন। তিনি
যে সিদ্ধান্ত দেন তার সমালোচনা করা হয় না।

ইবন ইসহাক (হি. ১৫১) বলেন:[৩১৬] حكم يقضى দ্বারা 'আমির ইবন আজ-জারিবকে বুঝানো হয়েছে।

'আমিরের ছিল এক বুদ্ধিমতী কন্যা। বার্ধক্যে 'আমিরের যখন স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে বসে তখন কন্যাকে বলেন, যদি সে তাঁকে ন্যায় বিচার থেকে বিচ্যুত হতে দেখে তাহলে যেন একটি ছড়ি দ্বারা টোকা দিয়ে সতর্ক করে দেয়। এ সম্পর্কেই কবি মুতালাম্মিস বলেন:[৩১৭]

لذى الحلم قبل اليوم ماتقرع العصا

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে আজকের দিনের পূর্বে ছড়ি দিয়ে টোকা
দেয়া হয়নি।

নানা জটিল বিষয়ে "আরবরা তঁর নিকট ফয়সালার জন্যে আসতো। একবার এক হিজড়ার মীরাস সম্পর্কিত একটি বিচার এলো। প্রশ্নটি ছিল তাকে ছেলে না মেয়ের মীরাছ দেয়া হবে? তিনি বিচার প্রার্থীদের পরদিন সকালে আসতে বললেন। রাতে তিনি সমস্যাটি নিয়ে ভাবতে থাকেন। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে

---

৩১৩. আল- 'ইকদ আল- ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৫৬
৩১৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৬
৩১৫. আল- আগানী, খ. ৩, পৃ. ৯০
৩১৬. ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ১২২
৩১৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১. পৃ. ৩৮; আল- ইকদ আল-ফরীদ, খ. ৩, পৃ. ৯৪, 'আরবে সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তিকে ছড়ি দিয়ে টোকা দেয়া হয়, সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। আবূ 'উবায়দার মতে সর্বপ্রথম 'আমির ইবন আজ-জারিবকে টোকা দেয়া হয়। (বুলূগ আল- আরিব, খ. ১, পৃ. ৩১৭) পক্ষান্তরে অন্য একটি বর্ণনা মতে সর্ব প্রথম টোকা দেয়া হয় সা'দ ইবন মালিক আল- কিনানীকে। তারপর দেয়া হয় 'আমির ইবন আজ-জারিবকে। (আল- 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ৯৪)

www.nagorikpathagar.org

পারছেন না। একবার বিছানায় যান তো পরক্ষণেই উঠে অস্থির পায়চারী করতে থাকেন। ব্যাপারটি তাঁর এক দাসীর দৃষ্টিতে পড়ে। সে মনিবের এমন আচরণের কারণ জানতে চায়। তিনি বিষয়টি তাকে খুলে বলেন। দাসী তাঁকে পরামর্শ দেয়: أتبع القضاء المبال - বিচারকে প্রস্রাব পথের অনুসারী করুন।' ছেলে বা মেয়ে, যার মত প্রস্রাব করে, তার মত মীরাছ দিবেন। পরদিন সকালে 'আমির দাসীর পরামর্শ মত সিদ্ধান্ত দান করেন।[৩১৮]

জাহিলী যুগে 'আরবে যাঁরা মদপান হারাম মনে করতেন তিনিও তাদের একজন। 'আরবরা তাঁর বোধ, তাঁর বিচার ক্ষমতার সাথে আর কাউকে তুলনা করতো না।[৩১৯] তাঁর নামে প্রচারিত বহু জ্ঞানগর্ভ কথা ও উপদেশবাণী বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন:[৩২০]

دعوا الرأى يغب حتى يختمر، وإياكم والرأى الفطير.

রাত পোহালে যে সিদ্ধান্ত পাল্টে যায় তা পরিত্যাগ কর। আর ভাবনা-চিন্তা ছাড়া রায় দান থেকে বিরত থাকবে।

তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের 'আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ভাষী।[৩২১] তাঁর কাব্য খ্যাতিও আছে। তবে একজন শ্রেষ্ঠ খতীব হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবী। হিজরী পূর্ব ৮৭/ ৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যু বরণ করেন।[৩২২] বলা হয়েছে, তিনি তিনশো বছর জীবন লাভ করেছিলেন।[৩২৩]

আল-হারিস ইবন কা'ব আল-মুযহিজী

আল-হারিস ইবন কা'ব আল-মুযহিজী 'আরবের প্রচীনতম খতীবদের একজন। কথার জাদুকর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কাহিনীকারদের ধারণা, তিনি নাবী শু'আয়ব (আ)-এর অনুসারী ছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে তিনি প্রায় ১৬০ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে তখন সন্তানদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দান করেন, ইতিহাসের কোন কোন গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে।[৩২৪]

---

৩১৮. সীরাত ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ১২২-১২৩
৩১৯. আল-আ'লাম, খ. ৪, পৃ. ২০
৩২০. আল-'ইকদ-আল-ফারীদ, খ. ১, পৃ. ৬৩
৩২১. বুলুগ আল- আরিব, খ, ১, পৃ. ৩১৭
৩২২. ড: 'উমর ফাররূখ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ১১২
৩২৩. বুলুগ আল- আরিব, খ. ১, পৃ ৩১৭
৩২৪. বুলুগ আল-আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৬৪; আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব কাবলাল ইসলাম, খ. ৮, পৃ. ৭৭৭

www.nagorikpathagar.org

সেই ভাষণ বা ওয়াসীয়াতের কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৩২৫]

يابني قد أتت على مائة وستون سنة، ماصافحت يميني يمين غادر، ولا قنعت لنفسي بخلة فاجر، ولا صبوت بابنة عم ولا كنة، ولا بحت لصديق بسر، ولا طرحت عن مومسة قناعا، ولا بقى على دين عيسى بن مريم وروى : على دين شعيب- من العرب غيرى وغير تميم بن مرة وأسد بن خزيمة، فموتوا على شريتى، واحفظوا وصيتى، وإلهكم فاتقوا.

হে আমার সন্তানেরা! আমার উপর দিয়ে একশো ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আমি কোন ধোঁকাবাজের ডান হাতের সাথে আমার ডান হাত মিলাইনি। আর না কোন পাপাচারীর বন্ধুত্বে আমার অন্তর তুষ্ট হয়েছে। আর না আমি কোন চাচাতো বোন, ছেলের বউ ও ভাবীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছি। কোন বন্ধুর কোন গোপন কথা প্রকাশ করিনি এবং কোন নষ্ট নারীর মুখের আবরণও ফেলিনি। আমি তামীম ইবন মুররা ও আসাদ ইবন খুযায়মা ছাড়া এখন 'আরবের আর কেউ 'ঈসা ইবন মারয়ামের দীন, মতান্তরে শু'আয়বের দীনের উপর নেই। তোমরা আমার শারী'আতের উপর মৃত্যু বরণ কর। তোমরা আমার এ উপদেশ মনে রেখ। আর তোমাদের ইলাহ্ বা উপাস্যকে ভয় কর।

আকসাম ইবন সায়ফী

তামীম গোত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খতীব। 'আরবের সাহিত্যিকরা তাঁকে নাজরানের বিশপ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আহমাদ আমীন, লা মানস- এর সূত্রে বলেছেন, নাজরানের সাথে তঁর কোন সম্পর্ক নেই।[৩২৬] তিনি জাহিলী যুগের গোটা 'আরবে حكيم العرب[৩২৭] উপাধি লাভ করেন এবং সে যুগের একজন দীর্ঘজীবী মানুষ। তিনি ইসলামী যুগও লাভ করেন। তার গোত্রের একশো লোকের একটি দলের সাথে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে মৃত্যু হওয়ায় হযরত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর অন্য সঙ্গীরা মদীনায় পৌঁছে ইসলামের ঘোষণা দেন।[৩২৮] আবূ হাতিম আস-সিজিসতানী তাঁকে 'আরবের

---

৩২৫. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১২২
৩২৬. ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ২৬
৩২৭. আরবের মহাজ্ঞানী ব্যক্তি
৩২৮. আল-আগানী, খ. ১৫, পৃ. ৭০; আল- মায়দানী: মাজমা 'আল-আমছাল, খ. ২, পৃ. ১৪৫

www.nagorikpathagar.org

দীর্ঘজীবী মানুষদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে আকসাম ৩৩০ বছর এবং তাঁর পিতা ২৭০ বছর জীবন লাভ করেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে আকসাম ১৯০ বছর জীবিত ছিলেন।[৩২৯]

আল-'আসকারী তাঁকে ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাতের উদেশ্যে বের হয়ে পথে মারা গেছেন।

وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ٥

যে নিজ ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরাত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়।'

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, উপরিউক্ত আয়াতটি আকসামের শানে নাযিল হয়েছে।[৩৩০]

তিনি ছিলেন কুষ্টীবিদ্যায় বিজ্ঞ খতীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকল খতীবের চেয়ে অধিক প্রবাদ-প্রবচনের স্বার্থক প্রয়োগকারী এবং শক্ত ও সঠিক যুক্তি ও মতামত দানের যোগ্যতম ব্যক্তি। নু'মান ইবন আল-মুনযির যে সকল খতীবকে পারস্যের কিসরার দরবারে পাঠান, তিনি তাঁদের দল নেতা। তাঁর ভাষণ শুনে কিসরা মন্তব্য করেন:[৩৩১]

لولم يكن للعرب غيرك لكفى

আপনি ছাড়া আরবের আর কেউ না থাকলেও যথেষ্ট।

বর্ণিত আছে, তিনি নু'মান ইবন আল-মুনযিরের দরবারে গেলে তাঁর অসুন্দর চেহারা ও খর্বাকৃতির দেহ দেখে নু'মান তাঁকে কিছুটা অবজ্ঞা করেন। তিনি তা বুঝতে পেরে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন:[৩৩২]

تسمع بالمعيدى لا أن تراه

আল-মু'আয়দীর কথা শুনবেন, তাকে দেখবেন না।

---

৩২৯. আল-ইসাবা, খ. ১, পৃ. ১১১

৩৩০. আল-ইসাবা, খ. ১, পৃ. ১১। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ও মৃত্যু বরণের ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও রূপে বর্নির্ত হয়েছে। আব্দুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া আল-জালুদীর –أخبار أكثم- শিরোনামে একখানি গ্রন্থ আছে (আল-আ'লাম, খ. ১, পৃ. ৩৪৪)

৩৩১. আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, মিসর, মাতবা'আতু সা'আদা, ১৯৬৪, খ. ২, পৃ. ২০

৩৩২. আল-মুনজিদ আরবী-উর্দূ, করাচী: দারুল ইশা'আম, ১৯৬৪, পৃ. ১৫৫২; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৭১

www.nagorikpathagar.org

এ একটি 'আরবী প্রবাদ। কথিত আছ, আল-মু'আয়দী নামক এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি মাঝে মাঝে অতর্কিত আক্রমণ করে রাজা নু'মান ইবন আল- মুনযিরের অর্থ-সম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। রাজা তাকে বহু চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না। উপরন্তু তিনি তার সাহস ও বীরত্বের অনেক কথা নানা জনের কাছ থেকে শুনতে পান। শেষে তিনি আল-মু'আয়দীর নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। সে রাজা নু'মানের সাথে দেখা করতে দরবারে এলো। তার চেহারা ছিল ভীষণ কুশ্রী। নু'মান তাকে পছন্দ করলেন না। সে তা বুঝতে পেরে এই বাক্যটি উচ্চরণ করে। মতান্তরে নু'মানই উচ্চারণ করেন।

তারপর তিনি আরো বলেন: [৩৩৩]

إن الرجال لاتكال بالقفزان، ولاتوزن بالميزان، وليست بمسوك يستقى بها،

إنما المرأ بأصغرية : بقلبه ولسانه، إن صال صال بجنان، وإن قال قال ببيان.

'মানুষকে 'কাফীয' (قفزان শব্দটি قفيز এর বহু বচন। 'কাফীয' 'ইরাকী পরিমাণের একটি একক) দ্বারা মাপা যায় না, পাল্লায়ও ওজন করা যায় না এবং চামড়ার কোন পাত্রও নয় যে তাতে পানি পান করা যায়। মূলত: ছোট্ট দু'টি জিনিস দ্বারাই মানুষের পরিচয়: তার অন্তর ও তার ভাষা। যদি সে আক্রমণ করে, অন্তরের জোরেই করে। আর যদি বলে, স্পষ্ট বাগ্মিতার সাথে বলে।'

হানজালা (হি. ৪৫/ খ্রি. ৬৬৫) ইবন আর-রাবী' আল-তামীমী, যিনি হানজালা আল-কাতিব নামে প্রসিদ্ধ, আকাসাম ইবন সায়ফীর ভ্রাতুষ্পুত্র। এই হানজালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম কাতিব। এ কারণে তিনি হানজালা আল-কাতিব নামে খ্যাত।[৩৩৪]

আকসাম ইবন সায়ফীর নামে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা ও প্রবাদ-প্রবচন বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আস-সুয়ূতী 'আল-মুযহির', ইবন দুরায়দ 'আল-অমালী' গ্রন্থে তার কিছু বর্ণনা করেছেন। আল-জাহিজ বলেন:[৩৩৫]

ومن الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء أكثم بن صيفي.

আকাসাম ইবন সায়ফী বাগ্মী বক্তা ও নেতৃস্থানীয় শাসকদের একজন। তিনি হি. ৯/ খ্রি. ৬৩০ সনে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৩৬]

---

৩৩৩. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, খৃ. ৪১৪। আল-জাহিজ এ বক্তব্যটি দামরা ইবন দামরার বলে বর্ণনা করেছেন। আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৭১

৩৩৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৪১; জামতহারাতু আনসাব আল-'আরব, খ. ১, পৃ. ২১০

৩৩৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৬৫

৩৩৬. আল-আ'লাম, খ. ১, পৃ. ৩৪৪

www.nagorikpathagar.org

হাজিব ইবন যুরারা (রা)

১. 'উতারিদ ও তাঁর পিতা হাজিব উভয়ে জাহিলী যুগের তামীম গোত্রের বিখ্যাত খতীব। হীরার রাজা আননূ'মান ইবন আলমুনযির 'আরবের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও খতীবদের যে দলটি কিসরার দরবারে পাঠান হাজিব ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। তিনি সেখানে খুতবা দিয়েছিলেন।[৩৩৭] তিনি আরো একবার কিসরার দরবারের যান। যখন কিসরা তামীম গোত্রের জন্যে 'ইরাকের পল্লীসমূহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তখন তাঁর সাথে আলোচনার জন্যে। তিনি কিসরার সাক্ষাৎ কামনা করলে, কিসরা জানতে চাইলেন, তিনি কি 'আরবের কোন নেতা? বললেন: না। আবার জানতে চাইলেন: তাহলে কি মুদার সম্প্রদায়ের নেতা? বললেন: না। পুনরায় জানতে চাইলেন: তাহলে কি তিনি নিজ গোত্রের নেতা? বললেন: না।

কিসরা তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। প্রবেশের পর কিসরা প্রশ্ন করলেন: আপনি কে? জবাব দিলেন: আমি 'আরবের একজন নেতা। কিসরা বললেন: পূর্বেই কি আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়নি যে, আপনি কি 'আরবের কোন নেতা? তখন আপনি 'না' সূচক জবাব দিয়েছেন। এমন কি আপনি কোন গোত্র-নেতা কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়েছে এবং তার উত্তরেও না বলেছেন ।

হাজিব বললেন: হে শাহানশাহ! আপনার নিকট পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমি কোন কিছুই ছিলাম না। যখন আপনার নিকট পৌঁছেছি, 'আরবের একজন নেতা হয়ে গিয়েছি। তাঁর এমন জবাব শুনে কিসরা বলে উঠলেন 'উহ্, ওহে তোমরা মুক্তো দিয়ে তাঁর মুখটি পূর্ণ করে দাও।' তারপর কিসরা হাজিবকে লক্ষ্য করে বললেন: আপনারা অর্থাৎ 'আরববাসীরা খুব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। সুযোগ পেলেই ধ্বংসে মেতে উঠেন। জনগণের উপর লুটতরাজ চালান। আপনারা আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছেন।

হাজিব বললেন: আমি শাহানশাহকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি তারা আর এমন করবে না।

কিসরা বললেন: আপনি কথা রাখবেন তার জামিনদার হবে কে? হাজিব বললেন: আমি আমার ঢাল জামিনদার হিসেবে রেখে যাচ্ছি। তাঁর কথা শুনে দরবারে হাসির রোল পড়ে গেল। তারা বলাবলি করলো, এ ঢালের জন্যে তারা কথা রাখবে!

কিসরা তাঁর ঢালটি রেখে দিয়ে তাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পল্লীতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

এ ঘটনার পর হাজিব দেশে ফিরে মারা যান। দীর্ঘকাল পর তাঁর ছেলে 'উতারিদ

৩৩৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৯

www.nagorikpathagar.org

গেলেন কিসরার নিকট পিতার গচ্ছিত ঢাল ফিরিয়ে আনতে। কিসরা বললেন: যিনি এটি রেখে গিয়েছিলেন তিনি তো আপনি নন।
উতারিদ বললেন: তা ঠিক, আমি রেখে যাইনি।
কে রেখে গিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে উতারিদ বললেন: তিনি আমার পিতা মারা গেছেন। তাঁর জনগণ তাঁর কথা রেখেছে এবং তিনিও শাহানশাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। কিসরা ঢালটি ফেরত দেন এবং একটি চাদর তাকে উপহার দেন।[৩৩৮]
হাজিব ইসলামী যুগ লাভ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বানূ তামীমের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন।[৩৩৯] তিনি হি: ৩/খ্রি: ৬২৫ সনের কাছাকাছি সময়ে ইনতিকাল করেন।[৩৪০]
পিতার মৃত্যুর পর 'উতারিদ বানূ তামীমের নেতা হন। হিজরী নবম খ্রীষ্টাব্দ ৬৩০ সনে বানূ তামীমের একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসে।[৩৪১] তখন গোটা 'আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার আগের বছর মক্কাও বিজিত হয়েছে। সংখ্যা, শক্তি ও মর্যাদায় তৎকালীন 'আরবে বানূ তামীম একটি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল। তাঁরা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌঁছে বললো: মুহাম্মাদ ! আমরা আমাদের গৌরব ও অভিজাত্য জানাতে এসেছি। সুতরাং আপনি আমাদের কবি ও খতীবদের তা ব্যক্ত করার অনুমতি দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আপনাদের খতীবদের অনুমতি দিলাম। তখন 'উতারিদ ইবন হাজিব উঠে দাঁড়ালেন এবং বানূ তামীমের মর্যাদা, কৌলীন্য ও গৌরব তুলে ধরে একটি খুতবা দিলেন। তাঁর খুতবা শেষ হলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার জবাব দিলেন সাবিত ইবন কায়স (রা)।[৩৪২]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এ সাক্ষাৎকালে 'উতারিদ কিসরার নিকট থেকে প্রাপ্ত চাদরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উপহার দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে চাইলেন না। অতঃপর চাদরটি

---

৩৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০
৩৩৯. আল-আগানী, খ. ১১, পৃ. ১৫০ আল-ইসবা, খ. ১, পৃ. ২৭৩; খ. ২, পৃ. ১৮৭
৩৪০. আল-আ'লাম, খ. ২, পৃ. ১৫৩
৩৪১. 'উতারিদ- ইবন হাজিব, আল-আকরা' ইবন হাবিস, আয-যিবিরকান ইবন বাদর, 'আমর ইবন আল-আহ্তাম, আল-হাবহাব ইবন যায়ীদ ছিলেন এই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য। তাঁরা সকলে তামীম গোত্রের লোক। তাঁরা মদীনার মাসজিদে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুজরার বাইরে থেকে চিৎকার করে ডাকতে থাকে: 'মুহাম্মদ, আপনি একটু বেরিয়ে আমাদের কাছে আসুন।' এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হন। (সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫৬০-৫৬১)
৩৪২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬০-৫৬২; 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৩২৯

www.nagorikpathagar.org

'উতারিদের নিকট থেকে এক য়াহুদী চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে।[৩৪৩]

তিনি বানূ তামীমের এই প্রতিনিধি দলটির সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকালের পর মুরতাদ হয়ে মহিলা ভণ্ড নাবী সাজাহ- এর অনুসারী হন। পরে আবার ইসলামে ফিরে আসেন। এই ভণ্ড নাবী সাজাহ সম্পর্কে তাঁর এ চরণ দু'টি প্রসিদ্ধ:[৩৪৪]

أضحت نبينا أنثى نطيف بها # وأضحت أنبياء الناس ذكرانا
فلعنة الله رب الناس كلهم # على سجاح ومن بالكفر أغوانا

আমাদের নাবী হয়েছে এক নারী, যার পাশে আমরা ঘুর ঘুর করি। আর অন্য মানুষের সকল নাবী হলেন পুরুষ। আল্লাহ যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, তাঁর অভিশাপ সাজাহ-এর উপর এবং সেই সকল লোকদের উপর যারা আমাদেরকে আল্লাহকে অস্বীকার কারার জন্যে উৎসাহিত করেছিল।

'আমর ইবন আল-আহ্তাম্ম আল-মিনকারী

'আমরের পিতার নাম সিনান এবং আল-আহতাম্ম তাঁর উপাধি। 'আমর তাঁর গোত্র তামীমের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী-বক্তা, কবি, ভদ্র ও সুদর্শন পুরুষ।[৩৪৫] আল আহ্তাম্মের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে খতীব ছিলেন।[৩৪৬] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগত বানূ তামীমের প্রতিনিধি দলের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য।

বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট আয-যিবিরাকান ইবন বাদার সম্পর্কে তাঁর উপস্থিতিতে জিজ্ঞেস করলে বলেন: সে তার সীমানা বা সংরক্ষিত স্থানের রক্ষক এবং তার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে মান্যগণ্য। তখন আয-যিবিরকান বলেন: সে যতটুকু বলেছে তার চেয়ে বেশী জানেন। তবে সে আমার মর্যাদাকে ঈর্ষা করে। জবাবে 'আমর বলেন: আর হাঁ, সে যাই বলুক না কেন, আল্লাহর কসম ! আমি তাকে সংকীর্ণ হৃদয়, স্বল্প ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ বিশিষ্ট একজন নব্য বিত্তশালী বলেই জানি।

---

৩৪৩. আল- 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২০
৩৪৪. আল-ইসাবা, খ. ২, পৃ. ৪৮৪
৩৪৫. আল-ইসাবা, খ. ২, পৃ. ৫২৮
৩৪৬. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আর' উ,পৃ. ৩১৮

www.nagorikpathagar.org

একথা বলার পর তিনি যখন বুঝতে পারলেন তাঁর প্রথম ও শেষের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৃষ্টিতে অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করলেন তখন বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খুশী ছিলাম তাই তার সম্পর্কে আমার জানা ভালো দিকটি বলেছি। যখন রেগে গিয়েছি, খারাপ দিকটি বলেছি। আমি প্রথমেও যেমন মিথ্যা বলিনি, তেমনি শেষে সত্য বলেছি। তাঁর এমন বাক চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেন:[৩৪৭]

إن من البيان لسحرا

'নিশ্চয় কিছু কিছু বর্ণনা জাদুস্বরূপ।'

আল-আহনাফ ও 'আমার ইবন আল-আহ্তাম্ম গেলেন 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের নিকট। উদ্দেশ্য, তিনি লটারি করে নেতৃত্ব তাঁদের যে কোন একজনকে দিবেন। বানূ তামীম সমবেত হবার পর আল-আহনাফ একটি উত্তেজনাকর শ্লোক আবৃত্তি করেন। জবাবে 'আমর বলেন: আমরা এবং তোমরা সকলে একটি জাহিলী গৃহে অবস্থান করছিলাম। তখন সম্মান ও মর্যাদা তারই ছিল, যে ছিল বর্বর। তখন আমরা তোমাদের রক্ত ঝরিয়েছি, তোমাদের নারীদের বন্দী করেছি। কিন্তু এখন সকলে একটি ইসলামী গৃহে অবস্থান করছি। এখন সম্মান ও মর্যাদা তাদেরই যারা সভ্য ও সহিষ্ণু। আমাদের ও তোমাদের সকলকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন। সে দিন 'আমর আল-আহ্তাম্ম লটারিতে বিজয়ী হন।[৩৪৮]

'আমর ইবন আল-আহতাম্মের দৃষ্টিনন্দন চেহারার জন্যে তাঁকে বলা হতো 'আল-মুকাহহাল।[৩৪৯] কাসামা ইবন যুবায়র[৩৫০] বলেন:[৩৫১]

كلام عمرو بن الأهتم أنق، وشعره أحسن.

আমর ইবন আল-আহতাম্মের কথা খুব সুন্দর এবং তার কবিতা আরো বেশী সুন্দর।

আল-জাহিজ বলেন:[৩৫২]

---

৩৪৭. আল-'ইকদ-আল ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৬৪-৬৫; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ, ১, পৃ. ৫৩

৩৪৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৬৪

৩৪৯. আশ-শিরু ওয়াশ শু'আরা'উ, পৃ. ৩১৮

৩৫০. কাসামা ইবন যুবায়র আল- মাযিনী, 'উতবা ইবন যাযওয়ানের সাথে পারস্যের 'উবুল্লা' বিজয়ে অংশীদার ছিলেন। সে সময়ের যুদ্ধগুলির তিনি একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। হি. ৮০ সনের পরে মৃত্যুবরণ করেন। (আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪৫; আল-ইসাবা, খ. ৩, পৃ. ২৬৯ (৭২৮৬)। তবে আল-ইসাবাতে তাঁর পিতার নাম যুহায়র বালা হয়েছে।

৩৫১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪৫

৩৫২. প্রাগুক্ত, খ, ১, পৃ. ৩৫৫

www.nagorikpathagar.org

إنما شعره حلل منشرة بين أيدى الملوك، تأخذ منه ما شاءت،
ولم يكن فى بادية العرب فى زمانه أخطب منه.

তাঁর কবিতা রাজা-বাদশাদের সামনে ছড়ানো অলঙ্কারাদির মত। তাদের হাত সেখান থেকে যেটা খুশী তুলে নেয়। তাঁর সময়ে আরবের পল্লী অঞ্চলে তাঁর চেয়ে বড় কোন খতীব হয়নি।

তামীম গোত্রের একজন খতীব কায়স ইবন 'আসিম। তাঁর সম্পর্কে আল-আহনাফ ইবন কায়স (হিজরল ৬৭ খ্রিষ্টাব্দ ৬৮৬) বলেছেন:[৩৫৩]

ماتعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم

আমার এ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা আমি কায়স ইবন আসিম থেকে অর্জন করেছি।

আর কবি 'আবাদা ইবন আত-তাবীব তাঁর একটি শোক গাঁথায় বলেছেন:[৩৫৪]

وما كان قيس هلكه هلك واحد # ولكنه بنيان قوم تهدما.

কায়সের মৃত্যু একক কোন ব্যক্তির মৃত্যু নয়; বরং তিনি হলেন সম্প্রদায়ের অট্টালিকা যা ধ্বসে পড়েছে।

কায়স কাব্য চর্চাও করতেন। তাঁর অনেক চরণ বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে।

কুস্‌সু ইবন সা'ইদা আল-ইয়াদী

কুস্‌সু ইবন সা'ইদা জাহিলী 'আরবের আল-ইয়াদ গোত্রের একজন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ প্রাজ্ঞ খতীব।[৩৫৫] তিনি নাজরানের বিশপ ছিলেন।[৩৫৬] মাঝে মাঝে রোমান কায়জারের দরবারে যাওয়া-আসা ছিল। কায়জার তাঁকে খুবই সম্মান ও সমাদর করতেন।[৩৫৭] তিনি তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বক্তা ছিলেন। বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষী হিসেবে তিনি একজন প্রবাদ পুরুষ। এ ক্ষেত্রে মানুষ এখনো দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর নামটি উল্লেখ করে থাকে। যেমন বলে থাকে:[৩৫৮]

هو أبلغ من قس

সে কুস্‌সু এর চেয়ে বেশী শুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী।

---

৩৫৩. ইহসান আন-নাস্‌সু, আল-খিতাবা, পৃ. ২৩

৩৫৪. আল-আগামী, খ. ১২, পৃ. ১৪৩

৩৫৫. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, খ. , পৃ. ৩২৮

৩৫৬. ফাদার লামান্‌স তাঁর বিশপ হবার কথাটি অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন তা অস্বীকার করেননি। (ইহসান আন-নাসস, আল-খিতাবা, পৃ. ২৬)

৩৫৭. আল-আ'লাম খ. ৬, পৃ. ৩৯

৩৫৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৫২, ৩০৯; আল-মায়দানী: মাজমা' আল-আমসাল, খ. ১, পৃ. ১১৭

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন:[৩৫৯] 'আমি তাঁকে 'উকাজে একটি লাল মতান্তরে ধূসর বর্ণের উটের উপর ভাষণ দানরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলছিলেন, 'ওহে জনমণ্ডলী! সমবেত হও, শোন এবং মনে রেখ। যে জীবন ধারণ করেছে, সে মৃত্যুবরণ করবে। যে মৃত্যুবরণ করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যা কিছু আসার আসবে।'

এজন্যে জাহিজ বলেছেন, ইয়াদ গোত্র এমন এক বিরল সম্মান ও গৌরবের অধিকারী যা 'আরবের আর কোন গোত্রের নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কুস্‌সুকে দেখেছেন ও তাঁর বায়ান শুনেছেন। তাঁর বাচন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর যথার্থতার প্রশংসা করেছেন।[৩৬০] ইবন হাজার (হিজরী ৮৫২/খ্রিষ্টাব্দ ১৪৪৯) এ বর্ণনার সনদকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন।[৩৬১]

'আরবে প্রচলিত অনেকগুলি বিষয় সর্বপ্রথম তিনিই সূচনা করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, من فلان إلى فلان - এ পদ্ধতিতে লেখা, البينة على من ادعى واليمين على من أنكر - এ নীতিবাক্যটি উচ্চরণ করা, কোন উঁচুস্থানে এবং তরবারি বা লাঠিতে ঠেস দিয়ে খুতবা দেয়া, খুতবায় ভূমিকার পরে أما بعد শব্দটি ব্যবহার করা ইত্যাদি। এসব কাজ 'আরবে তিনিই সর্বপ্রথম করেন।[৩৬২] তবে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, أما بعد সর্ব প্রথম বলেন প্রাচীন কিনানা গোত্রের কা'ব ইবন লুআয় ইবন গালিব।[৩৬৩]

তিনি ইসলামের অব্যবহিত পূর্ব যুগের লোক। সেই জাহিলী যুগে কোন ঐশী জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও পুনরুত্থান ও শেষ বিচার দিনে বিশ্বাসী ছিলেন।[৩৬৪] কোন কোন গবেষক তাঁকে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী বলেছেন। অনেকে এমন কথাও বলেছেন যে, তিনি ইসলামী যুগ লাভ করেন এবং মুসলমানও হন।[৩৬৫] আসলে তিনি খ্রিষ্টান, য়াহূদী বা মুসলমান কোনটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন দীনে হানীফ-এর একজন অনুসারী। তাঁর খুতবার বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এমন ধারণা করা হয়েছে। তিনি তৎকালীন 'আরবের খ্রিষ্টান, য়াহূদী ও পৌত্তলিকদের 'ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিকৃত জীবনাচার থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রেখে একত্ববাদের স্বতন্ত্র ধারার প্রবক্তা

---

৩৫৯. সূক 'উকাজ, তারীখুহু ওয়া নাশাতাতুহু ওয়া মাওকা'হু পৃ. ১৩; আল-বাকিল্লানী, ই'জায আল-কুরআন, পৃ. ১৬৮-১৬৯; ইবন কাসীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৭২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়, খ. ১, পৃ. ৩০৮

৩৬০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৫২

৩৬১. ইবন বুরহান আদ-দীন আল-হালাবী, আস-সীরা আল-হালাবিয়্যা (মিসর), খ. ১, পৃ. ২১০)

৩৬২. কিতাবুল আগানী, খ. ১৪, পৃ. ৪০; আল-বাকিল্লানী, ই'জায আল-কুরআন, পৃ. ১৬৯; ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ২৮

৩৬৩. আবদুর কাদির আল-বাগদাদী, খাযানাতুল আদাব, (বূলাক, ১২৯৯), খ. ৪, পৃ. ৩৪৭; আল মারযুবানী, মু'জাম আশা-শু'আরা', (আল-কুদসী, ১৩৫৪), পৃ. ৩৪১

৩৬৪. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম, খ. ৮, পৃ. ৭৮৪

৩৬৫. বুলূগ আল- আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৫৫

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশংসায় বলেছেন:[৩৬৬]

يرحم الله قسا، إني لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة واجدة

আল্লাহ কুস্‌সু-এর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। আমি আশা করি কিয়ামতের দিন তিনি তাঁকে একটি স্বতন্ত্র উম্মত হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

তিনি যদি ইসলামী যুগ লাভ করে মুসলমান হতেন তাহলে তিনি স্বতন্ত্র উম্মাত হিসেবে উঠবেন কেন?

কুস্‌সু ইবন সা'ইদার একটি খুতবায় এসেছে: إن في السماء لخبرا - 'নিশ্চয় আকাশে একটি বড় ধরনের খবর আছে'। হিব্রুভাষীরা ভবিষ্যতের বিষয় জানার জন্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতো। এ বিষয়ে কিছু লোক বিশেষজ্ঞও হয়েছিলেন। আকাশে যা ঘটবে সে বিষয়ে যারা খবর দিত তাদের বলা হতো- خبري شمايم আর আকাশ নিয়ে যারা অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করতো তাদের বলা হতো قري شمايم। ভবিষ্যৎ বিষয় জানার জন্যে 'আরবরাও আকাশ পর্যবেক্ষণ করতো। উল্লেখিত বাক্যটিতে ভবিষ্যতে যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটবে, যা তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে- তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৩৬৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রোমান সম্রাটের দরবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। একবার কায়জারের সাথে তাঁর যে সংলাপ হয় তাঁর কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৩৬৮]

কায়জার: সর্বোত্তম জানা কোনটি?

কুস্‌সু: নিজেকে জানা।

সর্বোত্তম জ্ঞান কি?

একজন মানুষ তাঁর অর্জিত জ্ঞানের কাছে অবস্থান করা।

সর্বোত্তম আত্মমর্যাদা কি?

একজন পুরুষের মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা।

সর্বোত্তম সম্পদ কি?

যে সম্পদ দ্বারা অধিকার পূরণ করা হয়।

জাহিলী যুগের বহু 'আরব কবি, বিশেষত: আল-হুতায়্যা, আল-আ'শা ও লাবীদ তাদের কবিতায় কুস্‌সু- এর কথা উল্লেখ করেছেন। আল-হুতায়্যা বাগ্মিতায় তাঁর উপমা দিয়েছেন। আল-আ'শা তাঁর প্রতি বিচক্ষণতার গুণ আরোপ করছেন। আর

---

৩৬৬. আল-আ'লাম, খ. ৬, পৃ. ৩৯; মুহাযযাব আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ১৪৯
৩৬৭. আল মুফাসসাল ফী তারীখ আলা'আরব কাবলাল ইসলাম, খ. ৮, পৃ. ৭৮৬
৩৬৮. আল-আমালী লিলকালী, খ. ২, পৃ. ৩৭; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৫৪

www.nagorikpathagar.org

কবি লাবীদ তাঁর একটি চরণে বলেছেন :[৩৬৯]

أخلف قسا ليتني ولو أنني # وأعيا على لقمان حكم التدبر

কুস্‌সু-এর আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হয়নি এবং লুকমানের জ্ঞান ও বিচক্ষণতাও তাঁর কাজে আসেনি।

প্রাচীন 'আরবী কবিতায় তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের বহু কথা ছড়িয়ে আছে।
কুস্‌সু একজন দীর্ঘজীবী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এ দীর্ঘজীবন একটা কল্পকাহিনী বলে মনে হয়। কেউ তাঁর সাত শো, কেউ ছয় শো, আবার কেউ তিন শো আশি বছর জীবনের কথা বলেছেন।[৩৭০] কখন তাঁর মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা মত পার্থক্য থাকলেও হিজরত পূর্ব ২৩ খ্রিষ্টাব্দ ৬০০ সনে তাঁর মৃত্যুর কথাটি বেশী প্রচলিত।[৩৭১]

'আমির ইবন আত-তুফায়ল

'আমির ইবন আত-তুফায়ল বানূ 'আমির ইবন সা'সা'র সন্তান। মা কাবশা বিনত 'উরওয়া আর-রাহ্‌হাল। 'আমির 'শি'বু জাবালা' যুদ্ধের অল্প কিছু দিন পর হিজরী পূর্ব ৬৭ (খ্রি. ৫৫৫) সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ে নাজদে জন্ম গ্রহণ করেন। মতান্তরে 'শি'বু জাবালা' যুদ্ধের দিনেই তাঁর জন্ম হয়।[৩৭২] একজন দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা হিসেবে বেড়ে ওঠেন। গোত্রের নেতা হন এবং বহু যুদ্ধ তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। 'ফায়ফুর রীহ' তাঁর জীবনের একটি অন্যতম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসহির ইবন য়াযীদ আল-হারিসীর বর্শার একটি খোঁচায় তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়।[৩৭৩] 'আর রাকাম'-এর যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। বানূ ফাযারা ও মুররার সাথে তাঁদের যুদ্ধ হয়। তাঁর ভাই আল-হাকাম ইবন আত-তুফায়ল বন্দী হবার ভয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।[৩৭৪]
যুদ্ধ ও শান্তি-এ দু'সময়ের জন্যে তাঁর ছিল দু'টি ভিন্ন ডাকনাম। যুদ্ধের সময় ছিল আবু 'আকীল এবং শান্তির সময় আবু 'আলী।[৩৭৫]
জাহিলী যুগে তিনি 'উকাজ মেলায় আসতেন এবং ঘোষণা করতেন: কোন পায়ে হাঁটা ব্যক্তি কি আছে যাকে আমরা বাহনের পিঠে উঠিয়ে নিতে পারি? কেউ কি

---

৩৬৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৮৯; আল-মারযুবানী, মু'জাম আশ-শু'আরা', ৩৩৮
৩৭০. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৮৬
৩৭১. আল-আ'লাম, খ. ৬, পৃ. ৩৯
৩৭২. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৮৫-২৮৬
৩৭৩. আল-আগানী, খ. ১৫, পৃ. ৭০; 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল- আদাব, খ. ১, পৃ. ২১৮
৩৭৪. জামাহারাতু আনসাব আল-'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৮৪
৩৭৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৪২

www.nagorikpathagar.org

অভূক্ত আছে যাকে আমরা আহার করাতে পারি? কেউ কি ভীত-শংকিত আছে যাকে আমরা নিরাপত্তা দান করতে পারি?[৩৭৬] হীরার রাজা নু'মান ইবন আল-মুনযির যে 'আরব প্রতিনিধিদলকে কিসরার দরবারে পাঠান, তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। সেখানে তিনি এক জ্ঞানগর্ভ খুতবা দান করেন।[৩৭৭] তিনি একবার 'আলকামা ইবন 'উলাসার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং হারিম ইবন কুতাকে বিচারক মানেন।[৩৭৮]

হিজরী ৮ (খ্রি. ৬২৫) সনের সাফর মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজদবাসীদের ইসলামের দা'ওয়াত দানের উদ্দেশ্যে চল্লিশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। যখন তাঁরা 'বি'রে মা'উনা-এর নিকট পৌঁছেন তখন রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের সহযোগিতায় 'আমির তাঁদের উপর আক্রমণ চালান এবং দলটির প্রায় সকলকে হত্যা করেন।[৩৭৯] তারপর তিনি হিজরী ৮ অথবা ৯ (খ্রি. ৬২৯) সনে বানূ 'আমিরের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন কিন্তু 'আমির ইসলাম গ্রহণের জন্যে দু'টি শর্ত আরোপ করেন। ক. মদীনায় উৎপাদিত ফলের অর্ধেক তাঁকে দিতে হবে। খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দু'টি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন এবং এই বলে দু'আ করেন: 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে 'আমিরের অকল্যাণ থেকে বাঁচান এবং বানূ 'আ'মিরকে হিদায়াত দান করুন।' 'আমিরের প্রখর আত্মাভিমান দারুন ভাবে আহত হয়। তিনি মদীনা ছেড়ে যাবার সময় দর্পভরে বলে যান:

> لأ ملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولأربطن لكل نخلة فرسا.
>
> আমি আপনার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে ধূসর বর্ণের দুর্দান্ত অশ্ব ও দু:সাহসী যোদ্ধাদের দ্বারা মদীনা ভরে ফেলবো। মদীনার প্রতিটি খেজুর গাছে একটি করে অশ্ব বাঁধবো।

তার এ বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি তাঁর গোত্রে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পথে

---

৩৭৬. আল- আ'লাম, খ. ৪, পৃ. ২০
৩৭৭. আল-ইকদ আল-ফারীদ, খ. ১, পৃ. ৯, ১৮
৩৭৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১০৭, ১০৯
৩৭৯. আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ, সম. ডঃ হামীদুল্লাহ, (মিসঃ দারুল মা'আরিফ), খ. ১, পৃ. ৩৭৫

www.nagorikpathagar.org

তা'উনে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[৩৮০] তিনি তেষট্টি বছর জীবন লাভ করেন।[৩৮১]

জাব্বার ইবন সুলমা আল-কিলারী একবার 'আমিরের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:[৩৮২]

كان والله لايضل حتى يضل النجم، ولا يعطش حتى يعطش البعير، ولايهاب حتى يهاب السيل، وكان والله خير مايكون حين لاتظن نفس بنفس خيرا.

আল্লাহর কসম, আকাশের নক্ষত্র না হারানো পর্যন্ত তিনি হারাতেন না, উট তৃষ্ণার্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তৃষ্ণার্ত হতেন না এবং প্লাবন ভীতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ভীত হতেন না। যখন সকল মানষ শুধু নিজের কল্যাণ নিয়ে ব্যস্ত তখনও অপরের কল্যাণ তাঁর কাছে পাওয়া যেত।

'আলকামা ইবন 'উলাছা

জাহিলী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খতীব 'আলকামা ইবন 'উলাসা ছিলেন জা'ফার ইবন কিলাবের বংশধর।[৩৮৩] জাহিলী যুগে তাঁর গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলামী যুগ পান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেন। জাহিলী যুগে তিনি নেতৃত্ব, কৌলীন্য ও মর্যাদা নিয়ে 'আমির ইবন আত-তুফায়লের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সে যুগের কবি লাবীদ ও আল-আ'শা পক্ষ নেন 'আমির ইবন আত-তুফায়লের, আর আল-হুতায়্যা নেন 'আলকামার। এ ব্যাপারে প্রথমে তারা আবূ সুফয়ান ইবন হারবকে বিচারক মানেন। কিন্তু তিনি কোন রায় দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা 'উয়ায়না ইবন হিসনের নিকট যান। তিনিও অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তারপর তাঁরা যান গায়লান ইবন সালামা আস-সাকাফীর কাছে। তিনি তাঁদেরকে হারমালা ইবন আল-আশ'আর আল-মুররী নিকট পাঠান। আর তিনি পাঠান হারিম ইবন কুতবা আল-ফিযারীর নিকট। তাঁরা উপস্থিত হলে হারিম তাদেরকে বলেন,

---

৩৮০. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা'উ, পৃ, ১৫৫। তাঁর জীবনের শেষ উচ্চারণ ছিল এ কথাটি: أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية পরবর্তীকালে এটি একটি প্রবাদে পরিণত হয়। রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বানূ সালূল গোত্রের এক মহিলার ঘরে আশ্রয় নেন এবং অত্যন্ত অসহায় ভাবে সেখানে মারা যান। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১২৮) বালাযুরী বলেন, এটা হিজরী ৫ম সনের ঘটনা। (আনসাব আল-আশারাফ, খ. ১, পৃ. ২৮২

৩৮১. 'উমার ফাররূখ, খ. ১ পৃ. ২১৮-২৩১

৩৮২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৫৪; আল-আ'লাম, খ. ৪, পৃ. ২০

৩৮৩. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, খ. ২৮৪

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের এ বিবাদের ফয়সালা আমি করবো- তবে আগামী বছরে। তাঁরা ফিরে এলেন এবং এক বছর পর নির্ধারিত সময়ে আবার গেলেন। হারিম অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করেন। তাঁদের উভয়কে সম মর্যাদার বলে ঘোষণা দেন এবং তাঁতে তাঁরা উভয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান।[৩৮৪] এক পর্যায়ে তাঁরা আরতাত ইবন 'উমারের নিকট যান এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পুত্রদেরকে এ শর্তে বন্ধক রাখেন যে, এ বিতর্কে যে জিতবে সে প্রতিপক্ষের পুত্রদের মালিক হয়ে যাবে।[৩৮৫]

'আলকামা ছিলেন কিসরার দরবারে আননু'মান ইবন মুনযির প্রেরিত বিশিষ্ট 'আরব ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলটির অন্যতম সদস্য। তিনি সেখানে 'আরবদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে একটি খুতবা দেন এবং কিসরার সাথে মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর পর্বেও অংশ নেন।[৩৮৬]

'আলকামা রোমান সম্রাট কায়জারের দারবারেও যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আবূ সুফয়ান কায়জারকে অসত্য কথা বললেও 'আলকামা কোন মিথ্যা বলেননি। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ আচরণ স্মরণ রেখেছিলেন।[৩৮৭] পরে 'আলকামা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য লাভের গৌরব অর্জন করেন। খলীফা আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফত কালে তিনি মুরতাদ হয়ে শামে চলে যান এবং বানূ কা'বে একটি বিদ্রোহী বাহিনী গড়ে তোলেন। আবূ বাকর (রা) তাঁদের দমনের জন্যে আল-কা'কা' ইবন 'আমরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠালে তিনি পালিয়ে যান। পরে আবূ বাকর-এর নিকট এসে আবার ইসলামে ফিরে আসার ঘোষণা দেন। খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) তাঁকে হাওরানের ওয়ালী নিয়োগ করেন। এর কিছুকাল পরে হিজরী ২০(খ্রিষ্টাব্দ ৬৪০) সনের কাছাকাছি কোন এক সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩৮৮]

নানাভাবে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জাহিলী আমলে মক্কা ও তার আশ-পাশের গোত্রসমূহে অসংখ্য খতীব জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কায় ছিল 'দারুন নাদওয়া'। এ ছিল ছোটখাট একটি প্রতিনিধি পরিষদের মত। কুরায়শ নেতৃবর্গ

---

৩৮৪. আল-আগামী, খ. ১৫, পৃ. ৫১; সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ৩৮২; আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৫০৪

৩৮৫. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৮২

৩৮৬. আল 'ইকদ-আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৯, ১৭-১৮

৩৮৭. আল-ইসাবা, খ. ২, পৃ. ৫০৩; ইবনুল আছীর, তাজরীদু আসমা' আস-সাহাবা, (হায়দ্রাবাদঃ দাউরাতুল মা'আরিফ, সং, ১,.. (১৩১৫), খ. ১, পৃ. ৪২২

৩৮৮. আল-আ'লাম, খ. ৫, পৃ. ৪৮; খাযানাতুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৮৮-৮৯; খ. ২, পৃ. ৪২

www.nagorikpathagar.org

সেখানে সমবেত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। সেখানে বক্তৃতা-ভাষণের প্রয়োজন হতো এবং তাঁরা বক্তৃতা করতেন।[৩৮৯] মক্কার প্রাচীনতম খতীবদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকজন হলেন: হাশিম, উমায়্যা ও নুফায়ল। এই নুফায়ল হলেন 'উমার ইবন আল-খাত্ত্বাবের পিতামহ। আবদুল মুত্ত্বালিব ইবন হাশিম ও হারব ইবন উমায়্যা তাঁদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া মীমাংসার জন্যে তাঁকেই শালিস মানেন।[৩৯০]

'আবদুল মুত্ত্বালিব ইবন হাশিম

শায়বা ইবন হাশিম ইবন 'আবদি মান্নাফ। এই শায়বা হলেন 'আবদুল মুত্ত্বালিব। উপনাম আবুল হারিস। হিজরাত পূর্ব ১২৭ (খ্রিষ্টাব্দ ৫০০) সনে ইয়াসরিবে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় বেড়ে উঠেন।[৩৯১] তাঁর মা সালমা বিন্‌ত 'আমর আল-নাজ্জারিয়্যা। তাঁর এক ছেলে 'আবদুল্লাহ হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানিত পিতা।[৩৯২] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে আবদুল মুত্ত্বালিবের প্রতি সম্পর্ক আরোপ করে বলেছেন:[৩৯৩]

أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب.

আমি নাবী একথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তাবলিবের বংশধর।

আবদুল মুত্ত্বালিবের ছেলেদের মধ্যে হামযা ও 'আব্বাস (রা) ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি। ঐতিহাসিকরা 'আবদুল মুত্তাবলিবকে কুরায়শ বংশের সেই সকল খতীবদের মধ্যে গণ্য করেছেন যাঁরা অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপুর্ণ সময়ে খুতবা দিতেন। তাঁরা মক্কার প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত: য়ামনের কোন রাজা মৃত্যুবরণ করলে অথবা সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁরা সেখানে গিয়ে শোক জ্ঞাপন ও অভিনন্দন জানিয়ে খুতবা দিতেন।[৩৯৪] হাশিম ইবন 'আবদি মান্নাফ. 'আবদুল মুত্তাবলিব, আবু তালিব ও আল-'আস ইবন ওয়াইল মক্কার বিচারক ছিলেন।[৩৯৫]

তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিশুদ্ধভাষী ও উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন

---

৩৮৯. আল-ফানুনু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ৩০
৩৯০. তাবারী, আত-তারীখ, খ. ১, পৃ. ১০৯১
৩৯১. আল-আ'লাম খ. ৪, পৃ. ২৯৯
৩৯২. জামাহরাতু আনসাব আল- 'আরব, খ. ১, পৃ. ১৪
৩৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৩৯৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৩-২৮
৩৯৫. আল-মায়দানী, মাজমা' আল-আমছাল, খ. ১, পৃ. ৪১

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি। ৫২০ থেকে ৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মক্কার পরিচালক ছিলেন। হাবশার হস্তী বাহিনীর হাত থেকে মক্কার হারামকে রক্ষা করেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরম সম্মানিত পিতামহ।[৩৯৬]

তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা গৃহীত ব্যক্তি। দানশীলতার জন্যে 'আল-ফায়্যাদ' উপাধি লাভ করেন। পশু-পাখির জন্যে পাহাড়ের চূড়ায় খাবার রেখে দিতেন তাই তাঁকে বলা হতো 'মুত'ইমু তায়রিস সামা' (আকাশের পাখীদের আহারদানকারী)। সন্তানদেরকে তিনি যুলুম-অত্যাচার ও যাবতীয় সীমা লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকার আদেশ করতেন। নৈতিকতার সর্বোত্তম মানে পৌঁছার জন্যে উৎসাহ দিতেন এবং সব ধরনের নীচতা পরিহার করার কথা বলতেন। শেষ জীবনে তিনি মূর্তি উপাসনা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহয় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রতি আরোপকৃত এমন বহু বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠানের কথা বর্ণিত হয়েছে যা পরবর্তীকালে কুরআন ও সুন্নাহও তা ঘোষণা করেছে। যেমনঃ মান্নত পূর্ণ করা, মুহররম ব্যক্তির সাথে বিয়ে-শাদী নিষিদ্ধ করা, চোরের হাত কাটা এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া, মদপান, ব্যাভিচার ও নগ্ন অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। ভাল কাজের জন্যে তিনি মানুষের প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন। এজন্যে তাঁকে বলা হতো- 'শায়বাতুল হামদ'।[৩৯৭]

আবদুল মুত্তালিব প্রায় আশি বছর বয়সে হিজরী পূর্ব ৪৫(খ্রি. ৫৭৯) সনে মক্কায় মারা যান। তবে একথাও বর্ণিত হয়েছে, নবম হাতীর বছরে তিনি মারা যান এবং পৌত্র মুহাম্মদ-এর বয়স তখন আট, মতান্তরে তিন বছর।[৩৯৮]

'উতবা ইবন রাবী'আ মক্কার একজন শ্রেষ্ঠ খতীব। বদর যুদ্ধে তিনি কুরায়শদের খতীব ছিলেন।[৩৯৯]

সুহায়ল ইবন 'আমর আল-আ'লাম ও ছিলেন মক্কার অন্যতম প্রসিদ্ধ খতীব। ঠোঁটকাটা ছিল এজন্য 'আল-আ'লাম' বলা হতো। কুরায়শ গোত্রের আল 'আমিরী শাখার সন্তান। তৎকালীন মক্কার বিশিষ্ট নেতা।[৪০০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাইফবাসীদের হাতে নির্যাতিত হয়ে মক্কায় ফিরে খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তিকে এই সুহায়লের নিকট পাঠান নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভের আশায়। কিন্তু তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। বদর যুদ্ধে তিনি কুরায়শ বাহিনী গঠনে সাহায্য করেন। এ যুদ্ধে তিনি

---

৩৯৬. আল-আ'লাম, খ. ৪, পৃ. ২৯৯
৩৯৭. বুলূগ আল-আরিব, খ. ১, পৃ. ২৩২-৩২৪
৩৯৮. আল-আ'লাম, খ. ৪, পৃ. ২৯৯
৩৯৯. আল-ফানু ওয়া মাযহিবুহু, পৃ. ৩০
৪০০. আল-আ'লাম, খ. ৩, পৃ. ২১২; আল-ইসাবা, খ. ২, পৃ. ৯৪

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন।[৪০১] এ সময় 'উমার (রা) তাঁর সম্পর্কে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলন:[৪০২]

يا رسول الله ! أنزع ثنيتيه السفليين حتى يدلع لسانه فلايقوم عليك خطيبا.

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার নিচের পাটির সামনের দিকের দু'টি দাঁত তুলে ফেলুন, যাতে তার জিহ্বা বেরিয়ে যায় এবং আপনার বিরুদ্ধে আর কোন দিন খতীব হিসেবে দাঁড়াতে না পারে।

জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:[৪০৩]

لاأمثل فيمثل الله بي، وإن كنت نبيا، دعه يا عمر، فعسى أن يقوم مقاما تحمده.

না, আমি তার দৈহিক বিকৃতি ঘটাবো না, তাহলে আল্লাহও আমার বিকৃতি ঘটাবেন। যদিও আমি নাবী হইনা কেন। 'উমার, তাকে ছেড়ে দাও। হতে পারে সে এমন এক অবস্থানে দাঁড়াবে যা তুমি প্রশংসা করবে।

সুহায়াল মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত হয়ে মক্কায় ফিরে যান। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়শ পক্ষের আলোচক ছিলেন এবং সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। সন্ধি পত্রে بسم الله الرحمن الرحيم ও محمد رسول الله লেখার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি তোলেন এবং বাদ দিতে বাধ্য করেন।[৪০৪] মক্কা বিজয়ের সময় 'খানদামা' নামক স্থানে খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান।[৪০৫] মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪০৬] হাওয়াযিন যুদ্ধের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর 'তা'লীফে কালব' এর জন্য তাঁকে একশো উট দান করেন।[৪০৭] হিজরী ১৮/ (খ্রি. ৬৩৯) সনে 'আমওয়াসের তা'উন রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মতান্তরে ইয়ারমূক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৪০৮]

কায়স ইবন শাম্মাস ও সা'দ ইবন আর-রাবী'; য়াসরিবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খতীব।

---

৪০১. আনসাবুল আশরাফ, খ. ১,. ২৩৭, ২৯৩, ৩০৩
৪০২. আল- বায়ান, খ. ১, পৃ. ৩১৭; আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৩০৩
৪০৩. প্রাগুক্ত
৪০৪. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৩১৬; আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৩৪৯-৩৫০
৪০৫. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২. পৃ. ৪০৭
৪০৬. ইবনূল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ; দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭হি.), খ. ১, পৃ. ৩০৭; আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৩০৩
৪০৭. সীরাতুন ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৪৯৩
৪০৮. আনসার, খ. ১, পৃ. ২২১, ৩৬৩; আল-ইসাবা, খ. ২, পৃ. ৯৪; আল-আ'লাম, খ. ৩,পৃ. ২১২

www.nagorikpathagar.org

কায়সের পুত্র সাবিত পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খতীব। সা'দ ইবন আর-রাবী' মদীনার আনসারদের খতীব হন।[৪০৯] তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৪১০] তাঁর কন্যা উম্মু সা'দ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন: তুমি কে? তিনি উত্তর দেন: আমি খতীব, নাকীব ও শাহীদ সা'দ ইবন রাবী'র কন্যা।[৪১১] খলীফা আবূ বাকর সা'দের একটি ছোট্ট মেয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: 'এ সা'দ ইবন রাবী'র মেয়ে। তিনি ছিলেন 'আকাবার নাকীব, বদরের যোদ্ধা ও উহুদের শাহীদ।[৪১২]

মদীনার কবি হাস্‌সান ইবন সাবিতের মামাও একজন খতীব ছিলেন। তিনি আন-নু'মান ইবন মুনযিরের রাজসভায় খুতবা দিয়েছেন বলে কবি দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন :[৪১৩]

إن خالى خطيب جابية الجو # لان عند النعمان حين يقوم.

আমার মামা জাবিয়াতুল জাওলানে আন-নু'নামের দরবারের একজন খতীব- যখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন।

হাযযান ইবন শায়খ, আল-'উশারা' ইবন জাবির, খুওয়ায়লিদ ইবন 'আমর- সকলেই গাতফান গোত্রের খতীব ছিলেন। হায়যান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মন্তব্য আছে:[৪১৪]

رب خطيب من عبس

অনেক খতীবই কর্কশভাষী।

আল-জাহিজ বলেছেন:[৪১৫]

وخويلد خطيب يوم الفجار

খুওয়ায়লিদ ফিজার যুদ্ধে খতীব ছিলেন।

আর কায়স ইবন খারিজা দাহিস ও আল - গাবরা' যুদ্ধের সময় একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধারে খুতবা দিয়েছিলেন। তাঁর এ খুতবা আল-'আযরা'[৪১৬] নামে 'আরববাসীর নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আল-জাহিজ এ খুতবা সম্পর্কে

---

৪০৯. আল-বায়ান, খ. ১, পৃ. ৩৫৮-৩৬০
৪১০. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরূত: দারু সাদির) খ. ৩, পৃ. ৫২৩; মুহয়ু আদ-দীন ইবন শারফ আন- নাওবী, তাহযীবুল আসমা লুগাত, (মিসর: আত-তিবা'আ আল-মুগীরিয়্যা), খ. ১. পৃ. ২১০
৪১১. আল-বায়ান, খ. ১, পৃ. ৩৬০
৪১২. সীরাতুন ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৯৫
৪১৩. আল-বায়ান, খ. ১, পৃ. ৩৬০
৪১৪. আল-বায়ান, খ. ১, পৃ. ২৭৩, ইবন হাজার তাঁর পিতার নাম 'সানাহ উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবা, খ. ৩,পৃ. ৩১৬)
৬১৫. আল-বায়ান, খ. ১, পৃ. ২৫১
৪১৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৮

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন:[৪১৭] فما أعاد فيها كلمة ولا معنى 'তাতে তিনি একটি শব্দ ও ভাবেরও দ্বিরুক্তি করেননি।'

আল-আসওয়াদ ইবন কা'ব-যে আল কাযযাব আল'আন্সী নামে খ্যাত-গাতফান গোত্রের একজন বড় খতীব ছিল।[৪১৮]

রাবী'আ ইবন হুযার ছিলেন বানূ আসাদের খতীব।[৪১৯] আয-যিবিরকান ইবন বাদার, আল-মুখাব্বাল আস-সা'দী, 'আবাদা ইবন আল-তাবীব ও 'আমর ইবন আল-আহতাম্ম- তৎকালীণ 'আরবের এই চার কবি, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে- এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে রাবী'আকে বিচারক মানেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করে চমৎকার রায় দেন।[৪২০]

হানজালা ইবন দাররার ছিলেন বানূ দাররার খতীব। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। উটের যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁছে ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আপনি কী নিয়ে বেঁচে আছেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন:[৪২১]

أذكر القديم وأنسى الحديث، وأرق بالليل، وأنام وسط القوم.

আমি অতীতকে স্মরণ করি, বর্তমানকে ভুলে যাই। রাতে জেগে থাকি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যভাগে ঘুমাই।

আল-হারিছ ইবন জালিম জাহিলী 'আরবের একজন বিখ্যাত সাহসী ব্যক্তি ও লুটতরাজকারী। আবুল খারীফ ইবন 'উবায়দ তাঁকে লুটতরাজ ও ডাকাতি শিক্ষা দেয়। একবার বানূ 'আবদি শামসের হাতে তিনি তাঁর দুই সঙ্গীসহ বন্দী হন।[৪২২] এক পর্যায়ে তিনি বানূ 'আবস ও বানূ 'আমির তথা বানূ হাওয়াযিনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তিনি একবার হীরার রাজা আন-নু'মানের পশু ও ধন-সম্পদ লুট করে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আন-নু'মানের হাতে বন্দী হন এবং আন-নু'মান তাঁকে হত্যা করেন।[৪২৩] তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত খতীব।

আল-হারিস ইবন যুবয়ানও জাহিলী যুগের একজন বিখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী খতীব ছিলেন। বিভিন্ন সমাবেশ, গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও কঠিন সময়ে তিনি বহু খুতবা দিয়েছেন। তাঁর অনেক চমৎকার কথা পাওয়া যায়।[৪২৪]

---

৪১৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৭
৪১৮. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল- 'আরাব, খ. ৮, পৃ. ৭৮০
৪১৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৬৫
৪২০. আল-আগানী, খ. ১২, পৃ. ৪২, খ. ২১, পৃ. ১১৩
৪২১. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৪১
৪২২. জামহারাতু আনসাব আল- 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৫৪, ২৯৪
৪২৩. আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ১, পৃ. ৫৫৬
৪২৪. বুলুগ আল-আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৭৭

www.nagorikpathagar.org

'আমর ইবন 'আম্মার আত-তায় গোটা মুযহিজ গোত্রের খতীব ছিলেন। তিনি একজন কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। হীরার রাজা আননু'মানের হাতে তিনি নিহত হন।[৪২৫]

হানী ইবন কুবায়সা আশ-শায়বানী ছিলেন জাহিলী যুগের শেষের দিকের একজন সাহসী ব্যক্তি ও প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী পুরুষ। তিনি যী কার যুদ্ধের খতীব ছিলেন।[৪২৬] তিনি ছিলেন বানূ শায়বান-এর নেতা। বানূ তামীম ও বানূ শায়বান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'আল-গুবায়তীন' নামক যে যুদ্ধ হয়, তাতে তিনি প্রতিপক্ষ বানূ তামীমের হাতে বন্দী হন। কবি আল-জারীর (হি. ১১৪/ খ্রি. ৭৩২) তাঁর একটি কাসীদায় একথা উল্লেখ করেছেন।[৪২৭] বর্ণিত আছে, হানী জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেছেন এবং কূফায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে তাঁর ইসলামী যুগ লাভ করার ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে।[৪২৮] অনেকে হানী ইবন কুবায়সার স্থলে হানী ইবন মাসউদের নামটি উল্লেখ করেছেন। এটা তাঁদের ভুল। কারণ হানী বিন মাস'উদ যীকার যুদ্ধের পূর্বেই মারা যান।[৪২৯]

আসাদ ইবন কুরয[৪৩০] জাহিলী যুগের একজন বিখ্যাত খতীব। তিনি সে যুগের মানুষের নিকট থেকে خطيب الشيطان উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রপৌত্র খালিদ 'ইরাকের গভর্ণর হন এবং خطيب الله উপাধি লাভ করনে।[৪৩১]

প্রাচীন 'আরবে যাঁরা বিজ্ঞতা, নেতৃত্ব ও খুতবা দানে খ্যাতি অর্জন করেন তাদের মধ্যে 'উবায়দ-ইবন শারিয়্যা আল-জুরহুমী, নাজরানের বিশপ, দুমাতুল জান্দালের নেতা উকায়দার, জারিব ইবন হূত, 'উলায়ম ইবন জানাব, 'আমর ইবন রাবী'আ ও হীরার রাজা জাযীমা ইবন মালিক আল-আবরাশ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই শেষোক্ত ব্যক্তি সর্বপ্রথম 'আরবে প্রদীপ জ্বালান ও মিনজিনীক নিক্ষেপ করেন।[৪৩২]

---

৪২৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২২২-২২৩, ৩৪৯; মুহাদারাত আল-উদাবা' ওয়া মুহাবারাত আশ-শু'আরা ওয়াল বুলাগা', খ.১, পৃ. ৯২

৪২৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৬১

৪২৭. নাকায়েদ্বে জারীর ওয়াল ফারাযদাক, (লেইডেন), পৃ. ৫৮১-৮৭, ৮১০,৮৩৫

৪২৮. আল-আ'লাম, খ. ৯, পৃ. ৫২

৪২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৪৩০. আসাদ ইবন কুরয ইবন 'আমির আল- বাজালী আল-কিসরী। তিনি খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন য়াযীদ ইবন আসাদ আল- কিসরীর প্রপিতামহ। জাহিলী যুগে তাঁকে رَبُّ بَجِيلة বলে ডাকা হতো। জাহিলী যুগেই তিনি মদ পান হারাম মনে করতেন। তিনি একজন দুঃসাহসী ডাকাত কবি ছিলেন। তিনি ইসলামী জীবন লাভ করেন ও মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একটি ঢাল উপহার দেন। (আল-ইসাবা, খ. ৩, পৃ. ১০৩; আল-আগানী, খ. ১৯, পৃ. ৫৩-৫৫)

৪৩১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২. পৃ. ২৭৫

৪৩২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬২

www.nagorikpathagar.org

মারসাদ আল-খায়র ইবন য়াকনাফ আল-মুদাহহী ছিলেন তাঁর গোত্রের একজন বিচক্ষণ ও কল্যাণকামী নেতা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে:

كان من أفصح الفصحاء، وأخلب الخطباء.

তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী ও সর্বশ্রেষ্ঠ খতীবদের একজন।

সুবায়' ইবন আল-হারিস ও মায়সাম ইবন মুসাওবিব এর মধ্যেকার ঝগড়ার নিষ্পত্তি তিনিই করেন। তাঁর অনেক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও বক্তৃতা-ভাষণ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৪৩৩]

কায়স ইবন যুহায়র আল-'আবসী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ খতীব। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, 'আল-হাবাআ' (الْهَبَاءَةَ) যুদ্ধের পর তিনি আন-নামির ইবন কাসিত- এর প্রতিবেশী হন এবং তাদের মধ্যে বিয়ে করেন। তারপর তিনি 'গিমার' চলে যান এবং খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ ও আহার ত্যাগ করেন এবং হানজাল খেয়ে খেয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আমসালের গ্রন্থসমূহে তাঁর নামে বেশ কিছু আমসাল পাওয়া যায়।[৪৩৪]

তৎকালীন 'আরবে ইয়াদ ও তামীম গোত্রদ্বয় খিতাবার জন্যে দারুণ প্রসিদ্ধি লাভ করে। একবার কথা প্রসঙ্গে 'আমীর মু'আবিয়া (রা) বলেছিলেন:[৪৩৫]

لقد أوتيت تيم الحكمة مع رقة حواشي الكلم

তামীম গোত্রকে কোমল কথার কারু কাজ খচিত আঁচলের সাথে বিজ্ঞতা দান করা হয়েছে।

আল-জাহিজ বলেছেন, 'ইয়াদ ও তামীম গোত্রদ্বয়ের খুতবার ক্ষেত্রে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা 'আরবের আর কারো নেই।[৪৩৬] কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উকাজ মেলায় ইয়াদ গোত্রের কুস্‌সু ইবন সা'ইদার ভাষণ শুনেছেন, তাঁর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর প্রশংসাও করেছেন। তেমনিভাবে তামীম গোত্রের খতীব 'আমর ইবন আল-আহতাম্ম-এর খুতবা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুণ পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন:

إن من البيان لسحرا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখের এমন প্রশংসা 'আরবের অন্য কোন গোত্রের ভাগ্যে জোটেনি।[৪৩৭]

---

৪৩৩. আল-কালী, আমালী, খ. ১, পৃ. ৯২; বুলুগ আল-আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৬১-১৬২

৪৩৪. আবূ হিলাল আল-'আসকারী, জামহারাতুল আমসাল, (আমসাল আল-মাযদানীর পার্শ্বটীকা, কায়রো, ১৩১০), খ. ১, পৃ. ২৬৮, ২৯৯, ৩৪৪, ৪৫৭

৪৩৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৫৪

৪৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৪৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

www.nagorikpathagar.org

আসলে বাস্তব কারণ হলো, ইয়াদ ও তামীম গোত্রদ্বয় খিতাবা, বায়ান ও বাগ্মিতায় 'আরবের অন্যান্য গোত্রকে ডিঙ্গিয়ে সকলের নাগালের বাইরে চলে যায়। এজন্যে তারা বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে।[৪৩৮] আবূ দাউদ ইবন হারীয একজন ইয়াদ গোত্রের কবি। তিনি তাঁর গোত্রের একজন খতীবের মৃত্যুতে একটি শোক গাঁথা রচনা করেন। তাতে তিনি মৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করার মত অন্য কোন গোত্রের কোন খতীবকে পাননি। তাই ইয়াদ গোত্রেরই একাধিক খতীবের নাম উচ্চারণ করেছেন এ ভাবে:[৪৩৯]

كقس إياد أو لقيط بن معبد # وعذرة والمنطيق وزيد بن جندب

শ্লোকটিতে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের সকলে ইয়াদ গোত্রের খতীব। জাহিলী ও ইসলামী যুগে তাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এখানে এই দুই গোত্রের কয়েকজন প্রধান খতীবের পরিচয় দেয়া হলো।

---

৪৩৮. হুহসান আন-নাসূস, আল-খিতাবা, পৃ. ২২
৪৩৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৫৩

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় - ৩

খুতবা : ইসলামের প্রাথমিক যুগ

এ যুগের পরিধি ও বিস্তৃতি

হাবশীরা ৫২০ খ্রিস্টাব্দ, মুতাবিক হিজরত পূর্ব ৯৭ সনে য়ামন দখল করে।[১] এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর য়ামনের হাবশী শাসক আবরাহা আল-আশরাম মক্কার কা'বা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয় এবং ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা অবরোধ করে।[২] এই বাহিনীতে একটি মাদি হাতি,[৩] মতান্তরে বহু হাতি ছিল।[৪]

মক্কাবাসীরা এর আগে কোন বাহিনীতে কোন হাতি দেখেনি। তাছাড়া এ ঘটনা তাদের গোটা অস্তিত্বকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এ কারণে তারা এ বছরকে 'আমুল ফীল' নামে অভিহিত করতো।[৫]

এই হাতির বছরের প্রথম সন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে[৬] মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন।[৭] জন্মের পূর্বে তিনি

---

১. 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাব, খ. ১, পৃ. ২৩৭

২. আল-কুরআনে এ ঘটনা সম্পর্কে এসেছে:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হাতি-বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (কা'বা বিনষ্ট করার ব্যাপারে) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপর পাঠিয়েছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা তাদের উপর পাথরের কণা নিক্ষেপ করেছিল। অত:পর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যকণাসদৃশ (ধ্বংস) করে দেন। (আল-কুরআন, ১০৫ : ১-৫; ইবন হিশাম, আস-সীরা, খ. ১, পৃ. ৪৪-৪৫, ৫৪)

৩. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ২৩৭

৪. জুরজী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ. ১, পৃ. ৩৩

৫. 'আমুল ফীল' অর্থ হাতির বছর। আবরাহা মক্কা আক্রমণকে ভিত্তি ধরে পরবর্তীকালে মক্কাবাসীরা তাদের সন গণনা করতো। এর পূর্বে তারা আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা অথবা হিশাম ইবন আল- মুগীরা আল-মাখযুমীর মৃত্যুকে ভিত্তি করে পঞ্জিকা নির্ধারণ করতো। (আল-আগানী, খ. ১১, পৃ. ১৫; তারখি আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ.১, পৃ. ৩৪)

৬. জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমূদ পাশার হিসাব মতে ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাস হয়। (মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, মিসর, আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা, ১৯৬৯, খ. ১, পৃ. ৬২)

৭. কায়স ইবন মাখরামা ইবন 'আবদুল মুত্তালিব বলেন:

ولدت أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل.

আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতির বছর জন্মগ্রহণ করেছি।

মুহাম্মাদ ইবন জুবায়র ইবন মুত'ইম বলেন :

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতির বছর জন্মগ্রহণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

পিতৃহারা হন এবং ছয় বছর বয়সে হন মাতৃহারা। পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার বিখ্যাত ধনবতী ব্যবসায়ী মহিলা খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদকে বিয়ে করেন।[৮] চল্লিশ বছর[৯] বয়সে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দান করেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের ঘোষণা দিয়ে তেরো বছর যাবত মক্কাবাসীদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করতে না করতে মক্কাবাসীদের জুলুম-অত্যাচারে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের জীবন দু:সহ হয়ে ওঠে। অত:পর আল্লাহ তাঁকে পার্শ্ববর্তী জনপদ য়াসরিবে হিজরাতের নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে হিজরাত করেন। য়াসরিববাসীরা আনন্দের সাথে তাঁদেরকে স্বাগতম জানান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁদের নগরের নাম পরিবর্তন করে 'মাদীনাতুর রাসূল' রাখেন। কালক্রমে মানুষ তা আরও সংক্ষেপ করে 'আল-মাদীনা' করে নেয়।[১০] পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এ হিজরাতকে ভিত্তি করে ইসলামী সন-তারিখ গণনার সূচনা হয়।[১১]

মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানরা একটি 'উম্মাহ' বা জাতিতে পরিণত হয়। মক্কার অংশীবাদীরা মদীনার য়াহূদীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বার বার মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। বিশষত: বদর (হি. ২/খ্রি. ৬২৪), খন্দক (হি. ৫/খ্রি. ৬২৭) ও হুনায়ন (হি. ৮/খ্রি. ৬৩০)-এর যুদ্ধ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। হিজরী অষ্টম সনে হুনায়ন যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানরা মক্কা জয় করে এবং ইসলাম গোটা 'আরব উপ-দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। হিজরী ১১ (খ্রি. ৬৩২) সনে[১২] মুহাম্মাদুর

(আল-যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, কায়রো: মাকতাবা আল-কুদসী ১৩৬৭, খ. ১, পৃ. ২১)

৮. তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৬২

৯. সূক্ষ্ম ও সঠিক হিসেবে মতে তখন তাঁর বয়স চান্দ্র বছর হিসেবে ৪০ বছর ৬ মাস ৮ দিন এবং সৌর বছর হিসেবে ৩৯ বছল ৩ মাস ৮ দিন। সেটা ৬ আগাস্ট ৬১০ খ্রিস্টাব্দ। (তারীখ, আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা খ. ১, পৃ. ৬৯) জুরজী যায়দান বলেন: সেটা ৬১১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাস। (তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ. ১, পৃ. ৩৬)

১০. মনে হয় ইসলামের পূর্বে 'আল-মাদীনা' য়াসরিবের অন্য একটি নাম ছিল। তবে তা তেমন প্রসিদ্ধ ছিল না। ('উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাব, খ. ১, পৃ. ২৩৭)

১১. তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ. ১, পৃ. ৪০

১২. History of the Arabs, P. 119
ইমাম আয-যাহাবী বলেন:

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বমোট তেইশ বছর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের পর ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একাধারে একজন রাসূল, পরিচালক ও শাসক। পি, কে, হিট্টির ভাষায়: 'As long as Muhammad lived he performed the functions of prophet, Lawgiver, religious leader, chief judge, commander of the army and civil head of the state-all in one.'[13] তাই তাঁর ইনতিকালের পর মুসলমানদের জন্য এমন একজন নেতাকে নির্বাচন করা ছাড়া উপায় থাকলো না যিনি তাদের নাবীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। তাঁরা আবূ বাকর 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ কুহাফা (রা)-কে তাঁদের খলীফা নির্বাচন করেন। তিনি মাত্র দু'বছর (খ্রি. ৬৩২-৩৪) খিলাফত পরিচালনার পর ইনতিকাল করেন। তারপর 'উমার ইবন আল-খাত্ত্বাব (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি প্রায় দশ বছর (খ্রি. ৬৩৪-৪৪) খিলাফত পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর নেতৃত্বে 'আরবরা 'ইরাক, বৃহত্তর সিরিয়া, মিসর ও পারস্য জয় করে। ইসলামী রাষ্ট্র একটি স্পষ্ট রূপ ও আকৃতি ধারণ করে এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতির নিকট থেকে সম্মান ও মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়। পারসিক ও রোমানরা 'উমার (রা)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। কেননা তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যদ্বয়কে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। পারসিক অগ্নি উপাসক আবূ লু'লু' কে তারা চর হিসেবে নিয়োগ করে এবং তারই ছুরিকাঘাতে খলীফা 'উমার (রা) খ্রি. ৬৪৪/হি. ২৩ সনে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত 'উমার (রা)-এর পর খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'উসমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা)। তাঁর সময়ে ইসলামী খিলাফতের সীমানা আরও বিস্তার লাভ করে। বানূ উমাইয়্যার লোকেরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় দারুণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং তা জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা মদীনায় খলীফার বাস ভবন অবরোধ করে এবং খলীফা তাদের হাতে হিজরী-৩৫ (৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) সনে অত্যন্ত নির্মম ভাবে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি প্রায় বারো বছর (খ্রি. ৬৪৪-৬৫৬) খিলাফত পরিচালনা করেন।

قال محمد بن اسحاق : توفى لا ثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول فى اليوم الذى قدم فيه المدينة مهاجرا فاستكمل فى هجرةه عشر سنين كوامل.

ইবন ইসহাক বলেন: তিনি ১২ রাবীউল আওয়াল যে দিনটিতে প্রথম মদীনায় আসেন সেই দিন ইনতিকাল করেন। সুতরাং তাঁর হিজরাতের জীবন পূর্ণ দশ বছর হয়। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল ওয়াল আ'লাম খ. ১, পৃ. ২২০)

১৩. History of the Arabs, P. 139

www.nagorikpathagar.org

তারপর 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পুরা সময় কালেই পূর্ববর্তী খলীফার সময়ে সৃষ্ট অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে। খলীফা (আলী (রা) ও শামের গভর্ণর মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ান (রা) খলীফা 'উসমান (রা) হত্যার বিচার ও বদলা গ্রহণের বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। ইসলামী খিলাফতের বিজয় অভিযান থেমে যায়। পরবর্তীকালে 'আলী (রা)-এর সমর্থকরা শী'আ[১৪] ও খারিজী[১৫] দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। খারিজীরা বিশ্বাস করতে থাকে, ইসলামী খিলাফতের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অশান্তির মূল কারণ তিন ব্যক্তি- 'আলী, মু'আবিয়া ও 'আমর ইবন আল-'আস (রা)। তাই তারা এ তিন জনকে হত্যার মাধ্যমে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্য দু'জনের ক্ষেত্রে তারা সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে ব্যর্থ হলেও 'আলী (রা)-এর ক্ষেত্রে সফল হয়। খ্রি. ৬৬১/হি. ৪০ সনে খলীফা হযরত 'আলী (রা) খারিজী আততায়ীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

'আরবী সাহিত্যের ইসলাম-পূর্ব সময়কালকে বলা হয় 'আল-'আসরুল জাহিলী' বা জাহিলী যুগ। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাকে 'আসরু সাদরিল ইসলাম' বলা হয়, দ্বিতীয় যুগ। এ যুগের সূচনা হয় ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর রাসূল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর এবং শেষ হয় খ্রি. ৬৬১/হি. ৪০ সনে খিলাফতে রাশিদার সমাপ্তি ও মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ান (রা)-এর নেতৃত্বে দামিশকে উমাইয়্যা খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মক্কা ও মদীনার তেইশ বছরের জীবন এবং আবূ বাকর, 'উমার, 'উসমান, 'আলী ও হাসান ইবন 'আলী (রা)-এর গোটা খিলাফত কাল এ যুগের অন্তর্গত।

এ যুগের সম্পূর্ণ বিস্তৃতি মোট তিপ্পান্ন চান্দ্র বছর।[১৬] এ যুগটি জাহিলী যুগ এবং পরবর্তী উমাইয়্যা যুগ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ এ যুগের 'আরবী সাহিত্যে যে সকল কার্যকারণ প্রভাব ফেলেছে তা জাহিলী ও 'উমাইয়্যা যুগের কার্যকারণসমূহ থেকে একেবারে ভিন্ন। তাই 'আরবী সাহিত্যের অধিকাংশ ইতিহাস লেখক ও

---

১৪. খিলাফত লাভের ব্যাপারে যারা' আলী (রা)-কে অগ্রগণ্য বলে বিশ্বাস করে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে শত্রুর মত আচরণ করেছে তারাই 'শী'আ' অথবা 'শী'আতু 'আলী' নামে অভিহিত। কোন ব্যক্তির সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদেরকে شيعة الرجل বলা হয়। অর্থাৎ লোকটির সঙ্গী-সাথী ও অনুসারী। (ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ২৬৬)

১৫. যারা আলী (রা) তাঁর সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তারা খারিজী নামে পরিচিত। অনেকেই মনে করে, যেহেতু তারা 'আলী (রা)-এর দলত্যাগ করে আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়েছিলো, তাই তাদেরকে 'খরিজী' বলা হয়।'খারিজী' শব্দের অর্থ দলত্যাগী, বিদ্রোহী ইত্যাদি। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭)

১৬. আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলী ওয়াল ইসলাম, পৃ. ২৩০

www.nagorikpathagar.org

গবেষক এ সময়কালকে 'ইসলামের প্রাথমিক যুগের 'আরবী সাহিত্য নামে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন।[১৭]
আমরাও তাদের পন্থা অনুসরণ করে 'ইসলামের প্রাথমিক যুগ' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ সময়কালের 'আরবী খুতবা সম্পর্কে আলোচনা করবো।[১৮]

এ যুগের খুতবার সার্বিক অবস্থা

ইসলামের অভ্যুদয় না শুধু 'আরব ও ইসলামের ইতিহাস বরং মানব ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'আরবী খুতবা সাহিত্যের উপরও এর গভীর প্রভাব পড়ে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সব সময় দু'রকম অবস্থায় খুতবার উন্নতি ও বিকাশ ঘটে। কখনো এমন হয় যে, ঘুমন্ত অথবা পরাজিত জাতির ভাগ্য জেগে ওঠে এবং তাদের ইতিহাস পাশ ফিরে নেয়। ফলে তাদের মধ্যে বড় বড় ঘটনা ও বিপ্লবী পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে। আর সেই প্রক্রিয়ায় বড় বড় খতীবের জন্ম ও খুতবার সৃষ্টি হয়। আবার কোথাও এমন হয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং জনগণ ও সরকারকে সমালোচনা করে সঠিক পথে চালিত করা ও ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশ দেয়ার জন্যে কথা বলার লোকের প্রয়োজন দেখা দিল। এমতাবস্থায় খুতবারই কেবল উন্নতি হয় না, গোটা জাতিরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এরকম অবস্থা তুখোড় খতীবদের জন্ম দেয়, যাঁরা তাঁদের বাগ্মিতার মাধ্যমে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দান করেন।
মানব জাতির ইতিহাসে বড় বড় বিপ্লব ও পরিবর্তনের দৃশ্য ও পটভূমি মোটামুটি এ রকমই ছিল। গ্রীক ও রোমানদের বিজয় সমূহ এবং তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অসংখ্য খতীবের জন্ম দিয়েছিল। সেই খতীবরাই তাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'আরবের ইসলামী বিপ্লবও অসংখ্য মহান খতীবের জন্ম দেয়। তাঁরা কখনো ধর্ম ও রাজনীতির মিম্বরের উপর, আবার কখনো জিহাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে খুতবা দানের মাধ্যমে আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ব্যবস্থা, ফরাসী বিপ্লব ও রুশ সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়।[১৯]

---

১৭. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৫৮
১৮. তবে অনেক গবেষক দুই যুগকে এক করে নুবুওয়াতের সূচনা খ্রি. ৬১০ থেকে ৭৫০খ্রিষ্টাব্দে (হিজরী ১৩২) সনে উমাইয়্যা খিলাফতের পতন পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কে 'ইসলামী যুগ' শিরোনামে আলোচনা করেছেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
১৯. ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ১১৪

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের অভ্যুদয়ে 'আরবী খুতবার বিকাশে মস্তবড় সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হিজরাতের পূর্বে মক্কায় অবস্থান কালের দীর্ঘ সময় দীন প্রচারের মূল হাতিয়ার ও মাধ্যম ছিল খুতবা। দীর্ঘ তেরো বছর যাবত নিজ গোত্র কুরায়শ এবং বাইরে থেকে মক্কায় আগত মানুষের কাছে বাড়ীতে, হাটে-বাজারে, মেলায়, তথা সকল স্থানে আল-কুরআনের বাণী তুলে ধরতেন। হিকমত ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন। এ কাজ তিনি করতেন খুতবার মাধ্যমে। জোরালো খুতবার মাধ্যমে সর্বশক্তি দিয়ে তিনি চেষ্টা করতেন মানুষের অবচেতন মনকে জাগিয়ে তুলতে, যাতে তারা এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টার শক্তি, পরিকল্পনা ও পরিচালনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তারা বুঝতে পারে, এ ধরণীতে তাদের বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল তাঁরই 'ইবাদত ও দাসত্বের জন্যে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরাত করলেন। খুতবা তাঁর সহচর হলো। খুতবার বিস্তারও ঘটলো। কেননা এখানে তিনি মুসলমানদের জন্যে আইন ও বিধান দিতে লাগলেন এবং তাদের রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণসহ জীবন পদ্ধতিও দিতে শুরু করলেন। দীনের আদেশ-নিষেধ সহ দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধান মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে লাগলেন। যেমন সম্পদ বিতরণ, দাস-মনিব ও নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি সমস্যা। আর এই উপস্থাপনায় খুতবা ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তাঁর খুতবা ছিল পবিত্র কুরআনের পরিপূরক। জুমু'আ ও 'ঈদের সালাত সমূহে খুতবা ছিল অপরিহার্য।[২০] তারপর হজ্জের সময়েও খুতবার প্রচলন হয়। এসব খুতবা দানের ক্ষেত্রে যে সকল রীতি-পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতেন তা হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত আছে। জীবনের শেষ দিকে মদীনায় যে সকল প্রতিনিধিদল আসতো তাদের সামনেও ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরে খুতবা দিতেন।[২১]

খিলাফতে রাশেদার সময় জুমু'আ ও 'ঈদের পাশাপাশি আরো এমন বহু পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যে উপলক্ষে খলীফাদের খুতবা দানের যোগ্যতা প্রদর্শনের সযোগ হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ইনতিকালের পর যে ভাব-বিহবল পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সাকীফা বানী সা'ইদায় খলীফা নির্বাচন নিয়ে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, উভয় ক্ষেত্রে আবূ বাকরের (রা) বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ খুতবা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।[২২] তেমনি ভাবে রাসূলুল্লাহ

---

২০. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব 'আরাবী খ. ১, পৃ. ১০৭
২১. তারীখ আত-তাবারী, খ. ২, পৃ. ২
২২. আল-'ইকদ আল-'ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৫৮-৫৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৪৭; যাহ্‌রুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৫

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ইনতিকালের পর 'আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়, আর কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা) বহু খুতবা দিয়েছেন।[২৩] এ সকল ঘটনায় উভয় পক্ষে বহু খতীব তাঁদের খুতবা দানের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কেউ হয়ত স্বগোত্রের লোকদের বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে খুতবা দিয়েছে, আবার কেউ দিয়েছে আনুগত্যের উৎসাহ মূলক খুতবা। আর একথা সত্য যে, 'আরব উপ-দ্বীপে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে 'ঈদ ও জুমু'আর জামা'আতের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এই 'ঈদ ও জুমু'আর নামায প্রতিটি স্থানের মুসলমানদের জন্যে অবশ্য করণীয় কাজ। তারপর শুরু হলো বিজয় অভিযান। খলীফা আবূ বাকর (রা) শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে মুসলিম মুজাহিদদের উৎসাহ দিয়ে খুতবা দিতেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরিত সেনাপতিরাও নিজেদের অধীনস্থ সৈনিকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। তাঁরা জিহাদের ময়দানে ধৈর্যধারণ, শাহাদাত ও তার বিনিময়ে আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিদান লাভের প্রতি তাদের উৎসাহ দিতেন। সেই সকল খুতবা সৈনিকদের অন্তরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করতো যা দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়ে করা যেতনা। এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, পারস্যের 'ইরাক, ইরান এবং রোমান শাসিত সিরিয়া ও মিসরের প্রতিটি শহর সৈনিকরা যুদ্ধের মাধ্যমে জয়ের পূর্বেই তাদের সেনাপতিরা খুতবার মাধ্যমে জয় করে ফেলেছিলেন।[২৪] এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাদেসিয়ায় মুগীরা ইবন শু'বা[২৫], ইয়ারমূকে খালিদ ইবন ওয়ালিদ[২৬] এবং উবুল্লায় 'উতবা ইবন গাযওয়ানের খুতবাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে 'উতবা উবন গাযওয়ানের খুতবাটি তুলে ধরা হলো:[২৭]

إن الدنيا قدتولت وقد أذنت أهلها منها بصرم، وإنما بقى منها صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها. ألا وإنكم مفارقوها لا محالة، ففارقوها بأحسن ما يحضركم. ألا وإن من العجب أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الحجر الضخم يرمى به شفير جهنم فيهوى فى النار سبعين خريفا، ولجهنم سبعة أبواب، بين كل

২৩. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলুগ আল-আমানী, খ. ২৩, পৃ. ৬৩
২৪. শাওকী দায়ফ; তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ১০৮
২৫. তারীখ আত-তাবারী, খ. ৪, পৃ. ১৯০; আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ২২৮
২৬. তাবারী, তারীখ, ৪, পৃ. ৩৩; আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ২০০
২৭. খুতবাটির বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা আছে। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৩১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৫৭; আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ১৮৮; আত-তাবাকাত আল-কুবরা, খ. ৭, পৃ. ৬-৭)

www.nagorikpathagar.org

بابين منها مسيرة خمسمائة عام، وليأتين عليها ساعة ولها كظيظ بالزحام. ولقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، وما لنا طعام ألا ورق البشام، حتى قرحت أشداقنا، فوجدت أنا وسعد (بن مالك) تمرة فشققتها بيني وبينه نصفين، وما منا أحد اليوم وهو أمير على مصر. وإنه لم تكن نبوةقط إلا تناسخت، وأنا أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، وفي أعين الناس صغيرا.

আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা এবং রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর বলেন: অত:পর নিশ্চয় দুনিয়া খুব দ্রুত পিছন ফিরে প্রস্থান করেছে। তবে তার অধিবাসীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্নতার কথাও জানিয়ে দিয়েছে। পান পাত্রের অবশিষ্ট পানীয়ের মত তারও কিছু অবশিষ্ট আছে যা তার বন্ধুরা পান করে থাকে। জেনে রাখ, তোমরা অবশ্যই দুনিয়া ত্যাগ করবে। সুতরাং তোমাদের জন্যে তার সর্বোত্তম জিনিস উপস্থাপন করা কালেই তোমরা তাকে ত্যাগ কর। শুনে রাখ, একটি আশ্চর্য কথা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি: একটি বৃহদাকৃতির পাথর জাহান্নামের কিনারা থেকে ফেলা হবে, আর তা সত্তর বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে। জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে। দু'টি দরজার মাঝখানের ব্যবধান পাঁচ শো বছরের পথ। এই পথেও এমন এক সময় আসবে যখন প্রচণ্ড ভীড় হবে। আমি রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে ছিলাম সাতজনের মধ্যে সপ্তম জন। তখন 'বাশাম' বৃক্ষের পাতা ছাড়া আমাদের আর কোন খাবার ছিল না। সেই পাতা খেতে খেতে আমাদের মুখের পাশে ও চোয়ালে ঘা হয়ে গিয়েছিল। তখন একদিন আমি ও সা'দ ইবন মালিক একটি মাত্র খেজুর পাই। আমরা তা সমান দু'ভাগে ভাগ করে নিই। আজ আমাদের সেই সঙ্গীদের প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের আমীর। প্রত্যেক নবুওয়াতই একটি আরেকটির সংস্করণ মাত্র। নিজেকে আমি বড় বলে মনে করি এবং মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যাই এ ব্যাপারে আল্লাহর পানাহ চাই।

আবূ বাকর (রা)-এর পর 'উমার (রা) খিলাফতের পদ অলকৃত করেন। তিনি কেবল জুমু'আ, 'ঈদ ও হজ্জ উপলক্ষেই খুতবা দিতেন তাই নয় বরং প্রতিটি বড় বড় ঘটনা, উপলক্ষ্য, তথা প্রতিটি বিজয়ের সংবাদ শুনেও খুতবা দিতেন। আবূ বাকর (রা)- এর অনুকরণে তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, প্রতিটি আইন

www.nagorikpathagar.org

প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং বিজিত জাতি সমূহের ব্যাপারে সংগী-সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যেহেতু শাসন ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক, এ কারণে প্রত্যেকের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপনের অধিকার ছিল। 'উমার (রা) বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের জন্যে তাঁর দরবারি বৈঠক সমূহের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। তারা আপন আপন গোত্রের কথা বলার সুযোগ পেতেন। তামীম গোত্রের নেতা এবং বিজয়ী সৈনিকদের এক সেনাপতি আল-আহনাফ বিন কায়স খলীফার দরবারে যে খুতবা দিয়েছিলেন ইতিহাসে তা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।[২৮]

এ যুগে ধর্মীয় উপদেশমূলক খুতবা কেবলমাত্র 'আরব উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলমানরা যে শহরটিই জয় করেছিল সেখানেই এ জাতীয় খুতবার প্রসার ঘটেছিল। খুতবার অনুশীলন এবং শিল্পমণ্ডিত ও অলঙ্করনের চেষ্টা যাঁরা করতেন তাঁদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

খলীফা 'উমার (রা)-এর গোটা খিলাফতকাল এবং 'উসমান (রা)-এর খিলাফতকালের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত ওয়া'আজ-নসীহত ও জিহাদের উৎসাহ দান,-প্রধানত: এই দু' ধরনের খুতবার প্রচলন চলে আসছিল। অবশেষে বিদ্রোহীরা কূফা ও মিসরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। আর এ কাজে তারা খুতবাকে যথাযথভাবে কাজে লাগায়। কূফায় আল-আশতার আন-নাখ'ঈ ও মিসরে মুহাম্মদ ইবন আবূ বাকর-এর মত বিদ্রোহী খতীবরা জ্বালাময়ী খুতবার মাধ্যমে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুললো। ঘটনা একটার পর একটা ঘটে গেল। খলীফা 'উসমান (রা) শহীদ হলেন এবং 'আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।[২৯] 'আইশা, তালাহা ও যুবায়র (রা), 'আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মক্কা থেকে বসরার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বসরাবাসীরা তাঁদের স্বাগতম জানালো।[৩০] 'আলী (রা.) বাধ্য হলেন তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। তিনি মদীনা থেকে প্রথমে কূফা এবং সেখান থেকে বসরায় গেলেন।[৩১] এমনই এক প্রক্রিয়ায় ঘটে গেল উটের যুদ্ধ। এতে 'আলী (রা) বিজয়ী হলেন এবং 'ইরাকীরা তাঁর হাতে বায়'আত করে।[৩২]

এই যে যুদ্ধটি ঘটে গেল, তার অব্যবহিত পূর্বে, মধ্যভাগে ও পরে 'আলী (রা)-এর পক্ষে ও বিপক্ষে জনগণের মধ্যে বহু খুতবা দেয়া হয়েছিল। একদল যদি এঁর

---

২৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৪৩-১৪৪
২৯. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১০৯-১১১
৩০. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭২-১৭৩
৩১. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৪, ১৯৯-২০২
৩২. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, ক. ২, প. ১০৯

www.nagorikpathagar.org

পক্ষ অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে, তো অন্যদল বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে। এ সকল খুতবার বিরাট একটি অংশ আত-তাবারী তাঁর তারীখে বর্ণনা করেছেন।[৩৩] 'আলী (রা)-এর পক্ষ সমর্থন করে যাঁরা সে সময়ে জনগণের মধ্যে শক্তিশালী খুতবা দিয়েছিলেন এবং জ্বালাময়ী খুতবার মাধ্যমে 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার জন্যে জনগণকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন হলেন, আল-আশ'আস ইবন কায়স, আল-আশতার আন-নাখ'ঈ, যায়দ ইবন সুহান এবং যায়দের ভাই সায়হান।[৩৪] আর যাঁরা এ ব্যাপারে জনগণকে ধৈর্য্য ধারণের আবেদন জানিয়ে খুতবা দেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী আবূ মূসা আলআশা'আরী (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৫]

'আলী (রা) 'ইরাকীদের আহবান জানালেন মু'আবিয়া (রা) ও তাঁর সহযোগী শামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে। তাঁরা সিফফীনে মু'আবিয়া ও তাঁর বাহিনীর মুখোমুখী হলেন।[৩৬] এ পর্যায়ে উপনীত হতে উভয় পক্ষে, আর বিশেষত: 'আলীর পক্ষে বহু বক্তৃতা-ভাষণ দেয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। 'আলী (রা)-নিজেই ছিলেন একজন অতি উঁচুমানের প্রাঞ্জলভাষী বক্তা। তাঁর বাহিনীতে সে সময় পূর্বে উল্লেখিত খতীবগণ ছাড়াও 'আম্মার ইবন য়াসির, কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা, 'আদী ইবন হাতিম, 'আমর ইবন আল-হামাক এবং শাবাস ইবন রিব'ঈ-এর মত খ্যাতিমান বক্তাগণ ছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে একটা মীমাংসায় পৌঁছার জন্যে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি মিশন পর্যায়ে একাধিক বৈঠক হয়েছিল। সে সকল বৈঠকে উভয় পক্ষের অনেক বক্তা ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁরা মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন,[৩৭] যুদ্ধ শুরু হলো। মু'আবিয়া (রা) তাঁর বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উত্তেজনাকর ভাষণ দেন। তাঁর বাহিনীতে সে সময় 'আমর ইবন আল-'আস (রা) ছিলেন অত্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা।

যুদ্ধ চললো। যখন বুঝা গেল 'আলী (রা)-এর পাল্লা ভারী হতে চলেছে, মু'আবিয়া (রা) অমনি কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। তাঁর শামী সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআনের কপি বেঁধে উঁচু করে ধরে প্রতিপক্ষ 'আলী (রা)-এর বাহিনীকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালার আহ্বান জানায়।[৩৮] সাথে সাথে ফল পাওয়া

---

৩৩. দ্র. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১৭২-২০২
৩৪. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ১১০
৩৫. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮
৩৬. প্রাগুক্ত, খ. ৫পৃ. ২৩৬, খ. ৬, পৃ. ২-৫
৩৭. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২৪
৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭-২৮

www.nagorikpathagar.org

গেল। 'আলী (রা)-এর বাহিনীতে যে সকল ক্বারী সৈনিক ছিলেন তাঁরা প্রতিপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তরবারি কোষবদ্ধ করে ফেললেন। 'আলী (রা) মু'আবিয়ার চাতুরী বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে এমনটি না করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কাজ হলো না। তাঁরা উল্টো 'আলীকে (রা) ধমক লাগালেন। যদি তিনি মু'আবিয়ার আহ্বানে সাড়া না দেন তাহলে তাঁকেও 'উসমানের (রা) পরিণতি বরণ করতে হবে। অগত্যা তিনি তাঁদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করলেন। যুদ্ধ বন্ধ হলো। সিদ্ধান্ত হলো 'আলী (রা) তথা 'ইরাকীদের পক্ষে আবূ মূসা আল-আশ'আরী এবং মু'আবিয়া তথা শামীদের পক্ষে 'আমর ইবনুল 'আস আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

'আলী (রা) তাঁর বাহিনীসহ কূফায় ফিরে চললেন। ইতিমধ্যে তাঁর বাহিনীর বহু সদস্যের মনে এই প্রত্যয় জন্মেছে যে ফয়সালার নামে তারা মূলত: প্রতারিত হয়েছে। এমন শালিসী ব্যবস্থা মেনে নেয়া তারা 'আলী (রা)-এর কঠোর সমালোচনা শুরু করে। ধীরে ধীরে তা বিবাদ ও বিদ্রোহের রূপ নেয়। এ পর্যায়ে পৌঁছাতে উভয় পক্ষের বহু বক্তাকে বহু বক্তৃতা-ভাষণ দিতে হয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। শেষ পর্যন্ত 'আলীর (রা) বাহিনীর বড় একটি দল তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কূফার অদূরে 'হারূরা' ছাউনীতে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। মূলতঃ তারা 'খারিজী' নামে পরিচিত।

'আলী (রা) ও 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) তাদেরকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তখন শালিসীর ব্যাপারে উভয় দলের মধ্যে প্রবল তর্ক-বিতর্ক হয়। সবাই নিজ নিজ মতের সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য পেশ করতো। এ জন্য ইতিহাসে এ সময়টা বাক্‌যুদ্ধের কাল বলে পরিচিত। এ বিষয়টি নিয়ে দারুণ একটা তর্ক-বিতর্ক খিলাফতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই খারিজীদের সাথে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস তথা 'আলী (রা)-এর লোকদের যে সকল বিতর্ক হয় তার কিছু তাবারী তাঁর তারীখে উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

খারিজীরা 'আলী (রা)-এর কোন কথাই মানলো না। তারা 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল। তিনি তাঁদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। নাহ্‌রাওয়ানে তাদের সাথে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হলো। এতে খারিজীরা সীমাহীন সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করলো। এর মূলে ছিল তাদের নেতা 'আবদুল্লাহ ইবন

৩৯. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০-৫০

www.nagorikpathagar.org

ওয়াহাব আর-রাসিবী, হারকুস ইবন যুহায়র আস-সা'দী এবং আল-মুস্‌তাওরিদ ইবন 'উলাফা-এর মত ব্যক্তিবৃন্দের অসংখ্য জ্বালাময়ী খুতবা। কেউ তাঁদের এই সকল খুতবা পাঠ করলে দেখতে পাবে, তাতে কিভাবে সাহস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা হয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহাব আর-রাসিবীর সে সময়ের একটি খুতবার একাংশ নিম্নরূপ:[৪০]

أما بعد فوالله ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن، وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا – التى الرضابها والركون إليها والإيثار إياها عناء وتبار (هلاك) – اثره عندهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بالحق وإن مُنَّ وضُرَّ، فإنه من يمن ويضر فى هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عزوجل والخلود فى جناته.

অতঃপর ! আল্লাহর শপথ যে দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট, তার কাছে নত হওয়া এবং তাকে প্রাধান্য দেয়া কেবল কষ্ট ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়- এমন দুনিয়াতে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং সত্য বলার চেয়ে অন্য কিছুকে প্রাধান্য দান করা এমন সম্প্রদায়ের জন্যে উচিত নয় যারা পরম করুণাময়ের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আল-কুরআনের বিধানের প্রতি নত হয়। এর জন্যে তাদের যতই কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করতে হোক না কেন। এ দুনিয়াতে যে কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে, বিনিময়ে কিয়ামতের দিন সে লাভ করবে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁরই জান্নাতে চিরস্থায়ী অবস্থান।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষেপ। খারিজীদের হাতে খলীফা 'আলী (রা) শহীদ হলেন। খিলাফতের গুরু দায়িত্ব হযরত হাসান (রা)-এর হাত দিয়ে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট অর্পিত হলো।

ইসলামের অভ্যুদয় ছিল একটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। প্রত্যেকটি বিপ্লব সমকালীন সমাজ ও ব্যক্তি মন-মানসের উপর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই ফেলে। আর সে প্রভাব তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিবর্তন সাধন করে। জাহিলী যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলাম যে পরিবর্তন আনে, প্রধানতঃ তা তিন ধরনের:

(১) জাহিলী যুগে বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির কিছু বাতিল ঘোষণা করে।

৪০. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪২

www.nagorikpathagar.org

(২) তা চালু রেখে তাতে নতুন কিছু সংযোজন করে।

(৩) সম্পূর্ণ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও চালু করে।

ইসলাম যা বাতিল করে তা হলো কাহানাত[৪১] ও তার শাখা-প্রশাখা সমূহ। হাদীসে তা স্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আর ইসলাম যা নতুন সৃষ্টি করেছে তার কিছু তো ইসলামের চাহিদা ও প্রয়োজনমত হয়েছে। যেমন ইসলামী শরী'আত বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান এবং ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি। আর কিছু হয়েছে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর নিকট থেকে গ্রহণের মাধ্যমে। যেমন দর্শন চর্চা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি।[৪২]

খুতবার স্থান ও মর্যাদা

জাহিলী যুগের যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলাম নতুনত্ব আনে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কবিতা ও খুতবা। এ দুটি জাহিলী যুগেরই শিল্প। ইসলাম তা বহাল রেখে তার আরো উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। এ যুগে বিজয় অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিতে মুসলমানদের খুতবার বেশী প্রয়োজন থাকায় উন্নতির ক্ষেত্রে খুতবা কবিতাকে ডিঙ্গিয়ে যায়। কারণ 'আরবরা তখনও যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের মন-মানস কাব্য-কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হতো–তা সে খুতবার আঙ্গিকেই হোক বা কবিতার আঙ্গিকে। খুতবা তাদের নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ খুতবার প্রতি মানুষ বিরূপ হয়ে উঠতে পারে আল-কুরআনে তেমন কোন কথা আসেনি, যেমন এসেছে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে।[৪৩] জাহিলী যুগের লোকদের অতিমাত্রায় কবিতার প্রয়োজন থাকায় কবিকে খতীবের উপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিত। কেননা কবিতা তাদের গৌরব ও খ্যাতি ধরে রাখতো, তাঁদের কর্মকাণ্ডকে বড় করে তুলে ধরতো এবং শত্রুদের নিকট তাদের শক্তিকে ভয়ঙ্কররূপে উপস্থাপন করতো। কিন্তু ইসলামী যুগে শক্তি-সাহসকে জাগিয়ে তোলার জন্যে, বিভিন্ন দল ও মতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে এবং শত্রুকে ভয় দেখানো ও বিতাড়নের জন্যে খুতবার বেশী প্রয়োজন হওয়ায় তাদের নিকট কবির চেয়ে খতীবের মর্যাদা বেড়ে যায়।[৪৪] ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ ও আকৃতি যাই হোক না কেন, তার প্রাণসত্ত্বা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। জনসাধারণের মধ্যে তাদের সমর্থনে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত

---

৪১. কাহিনদের ধাঁধা মূলক কথা ও ভবিষ্যদ্বাণী

৪২. জুরজী যায়দান,, তারীখু আদব আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৮৫

৪৩. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ আর কবিদের পথে তো পথভ্রষ্ট লোকেরাই চলে। (আল-কুরআন, ২৬ সূরা আশ শু'আরা, আয়াত- ২২৪)

৪৪. আল-বায়ান ওয়াত তারয়ীন, খ. ২, পৃ. ৯৮; জুরজী যায়দান, তারীখু আদব আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৮৭

www.nagorikpathagar.org

হতো এবং তাদেরই সমালোচনা ও সমর্থন-সহযোগিতায় সামনে অগ্রসর হতো। তাছাড়া ইসলাম না কেবল উত্তরাধিকারের রাজতন্ত্রকেই প্রত্যাখান করে বরং রোম ও ইরানের অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদকেও সরাসরি চ্যালেঞ্জ দেয়। এ কারণে ইসলামী আন্দোলন ছিল ইতিহাসের এক মহা বিপ্লব। যা কেবল জীবনের রূপই পাল্টে দেয়নি বরং চিন্তা-অনুভূতির ধারাও একেবারেই বদলে দেয়। ফলে এমন এক নতুন আবহ তৈরী হয়, যা বক্তৃতা-ভাষণের মনোরম পরিবেশ এবং পথ সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং এটা স্বাভাবিক কথা যে, জাহিলী যুগের তুলনায় ইসলামী যুগের খুতবাশাস্ত্র শুধু উন্নতির সুযোগই পায়নি বরং নতুন পথও পেয়ে যায়। ইসলাম খুতবার গুরুত্ব বাড়ানোর সাথে সাথে বিষয়বস্তু ও রীতি পদ্ধতিতেও নতুনত্ব আনে।

সেই সাথে এ সত্যও স্বীকৃত যে, চিন্তা ও ধর্ম ক্ষেত্রের আন্দোলনসমূহ সব সময় খুতবার কাছে ঋণীই থেকে গেছে। বক্তাসুলভ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী দা'ঈ (আহবানকারী) চিন্তা ও ধর্মের জগতে মাথার মুকুট হয়ে রয়েছেন। সকল নাবী-রাসূল এবং সততা ও সত্যের দিকে সকল আহ্বানকারী নিজ নিজ যুগে মানুষের মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করণের এবং সত্যের আওয়াজকে তাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছানোর জন্যে সর্বদাই খুতবা ও বায়ানের প্রয়োগ করেছেন।

ওয়া'আজ-নসীহত ও উপদেশমূলক সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক, তথা জুমু'আ, 'ঈদ ও হজ্জের খুতবা ছাড়াও এযুগে অন্য যে সকল খুতবা আত্মপ্রকাশ করে, তার মধ্যে জিহাদের খুতবা, বাহাস-মুনাজারার খুতবা, বিজয়ের খুতবা এবং শোক জ্ঞাপক খুতবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক খুতবা, প্রতিনিধি মিশনের খুতবা এবং তাদের স্বাগতম জানিয়ে প্রদত্ত খুতবা ছাড়াও আরো এক প্রকার অতিগুরুত্বপূর্ণ খুতবার আত্মপ্রকাশ ঘটে–যাকে খিলাফত ও বিলায়ত-এর খুতবা নামে অভিহিত করা হয়। এভাবে এ যুগে খুতবার ব্যাপক প্রসার ও সীমাহীন বিকাশ ঘটে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে যার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

খুতবার উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য

(ক) দা'ওয়াত ইলাল্লাহ (الدعوة إلى الله)

ইসলামের প্রাথমিক যুগের মানুষ জীবন–সংগ্রামে যে ধরনের পরিবেশ ও অবস্থার মুখোমুখি হতো এবং যে ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাদের উপর

www.nagorikpathagar.org

আপতিত হতো, সে যুগের খুতবার বিষয় ও উপলক্ষ ছিল তার সাথে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই খুতবার প্রথম উপলক্ষ ও বিষয় ছিল ইসলামী দা'ওয়াত ও তার বিরুদ্ধাচরণ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন দীন সহকারে যে জাতির নিকট প্রেরিত হন, তারা ছিল জাতিগতভাবে কথাশিল্পী। কলা ও অলঙ্কারমণ্ডিত কথা তাদের নিকট সীমাহীন গুরুত্ববহ ছিল। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশুদ্ধতম ভাষায় তাদেরকে আহ্বান জানালেন, সহজ সাবলীল ভাষায় চমৎকার ভঙ্গিতে তাদেরকে সম্বোধন করে বক্তৃতা-ভাষণ দিলেন। তিনি তাদের সভা-সমাবেশে স্বীয় রিসালাতের সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে খুতবা দিলেন। এ সকল খুতবায় তাঁর দীনের উদ্দেশ্য- লক্ষ্য সবার সামনে তুলে ধরলেন। সবাইকে এ দীনের মধ্যে শামিল হবার আহ্বান জানালেন। স্বজাতির লোকেরা তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। যুক্তির বিপরীত যুক্তি উপস্থাপন করলো কিন্তু তারা হেরে গেল। অবশেষে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য শোনার ব্যাপারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। তারা যুক্তির বিপরীতে শক্তি প্রয়োগের দিকে চলে গেল।
আবূ হুরায়রা (রা) বলেন:[৪৫] 'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ (হে মুহাম্মাদ!) আপনি আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক করুন। (সূরা আশ্ শু'আরা, আয়াত : ২১৪) আয়াতটি নাযিল হলো তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ গোত্র কুরায়শের বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকদের নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। সেই সমাবেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করেন এভাবে:

> يابنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار، يابنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يافاطمة أنقذى نفسك من النار، فإنى لا أملك لكم من الله شيئا.

> হে বানূ কা'ব ইবন লুআয়! তোমরা আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। হে বানূ 'আবদি মান্নাফ! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও! হে বানূ হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে বানূ 'আবদিল মুত্তাবলিব! তোমরা আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। হে

৪৫. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, খ. ১, পৃ. ৮২

www.nagorikpathagar.org

ফাতিমা! তুমি নিজেকে আগুন থকে বাচাঁও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না।

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন: উপরিউক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বেরিয়ে সাফা পাহাড়ের শীর্ষে উঠে চিৎকার করে বলতে থাকেন: হে মক্কাবাসীরা, তোমরা শত্রুর আক্রমণ থেকে সতর্ক হও! লোকেরা দৌড়ে তাঁর কাছে সমবেত হলো। তিনি তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যদি আপনাদেরকে এ সংবাদ দিই যে, এই পাহাড়ের অপর দিকে একটি অশ্বোরোহী বাহিনী আক্রমণের জন্য উপস্থিত হয়েছে, তাহলে কি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? তারা বললো, আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে জানি না। তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন:

فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد

একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী হিসেবে আমার আগমন হয়েছে।

তাঁর এ বক্তব্য শুনে আবূ লাহাব মন্তব্য করে: তোমার ধ্বংস হোক ! তুমি কি এ কথার জন্যে আমাদেরকে জড় করছো?[৪৬] বিভিন্ন বর্ণনায় এই একই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিম্নে উদ্ধৃত খুতবাটিও বর্ণিত হয়েছে:[৪৭]

إن الرائد لايكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ماكذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذى لا اله الا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة، وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا، وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا.

নিশ্চয় নেতা তার অধীনদের নিকট মিথ্যা বলেন না। আল্লাহর নামে শপথ! আমি যদি সকল মানুষের নিকটও মিথ্যা বলি, আপনাদের নিকট মিথ্যা বলবো না। সকল মানুষকেও যদি ধোঁকা দিই, আপনাদেরকে ধোঁকা দিব না। সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয় আমি বিশেষ ভাবে আপনাদের নিকট এবং সাধারণ ভাবে সকল

---

৪৬. আত-তাবারী, তারীখ, (লাইডেন), খ. ৩, পৃ. ১১৭০-৭৩; আয-যাহাবী, তারীখ, খ. ১, পৃ. ৮৩; ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, খ. ১, পৃ. ১৯৯

৪৭. আল-কামিল ফিত তারখি, খ. ২, পৃ. ২৭, ইবন হিশাম, আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. ২৭২

www.nagorikpathagar.org

মানুষের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আপনারা মারা যাবেন, যেমন আপনারা ঘুমিয়ে যান এবং পুনরায় আপনাদেরকে জীবিত করা হবে, যেমন আপনারা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। আর অবশ্যই আপনাদের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ করা হবে। আপনাদের ভালো কাজের ভালো বদলা এবং মন্দ কাজের মন্দ বদলা দেয়া হবে। আর তা হবে অবশ্যই অনন্তকালের জন্যে জান্নাত, অথবা অনন্তকালের জন্যে জাহান্নাম।

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের মওসুমে, সভা-সমাবেশে, ক্লাব ও পরামর্শ সভায় মানুষের সাথে মিশতেন এবং মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে স্পষ্ট ভাষায় মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। দীর্ঘ তেরো বছর জাতির নিকট দীনের দা'ওয়াত দানের পর তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। সেখানেও তিনি একাধারে দশ বছর মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। আর এ কাজের প্রধান উপায় ও উপকরণ ছিল খুতবা। এই খুতবার মাধ্যমেই তিনি দীনের দাওয়াত দিতেন। সুতরাং এ সময় দা'ওয়াত ইলাল্লাহ ছিল খুতবার একটি অন্যতম উপলক্ষ ও বিষয়।[৪৮]

একটি খুতবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে দীনের দা'ওয়াত দিচ্ছেন এভাবে:[৪৯]

إن الحمد لله أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وإن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله فى قلبه، وأدخله فى الإسلام بعد الكفر، إختاره على ماسواه من أحاحديث الناس، وإنه أصدق الحديث وأبلغه، أحبوا من أحب الله وأجبوا الله من كل قلوبكم، ولاتملوا كلام الله وذكره، ولاتقسوا عليه قلوبكم، أعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا، اتقوا الله حق تقاته، وصدقوا صالح ماتعملون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য কামনা করি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় মন্দ এবং আমাদের কর্মের

---

৪৮. মুহাম্মাদ আবু যাহ্‌রা, আল-খিতাবা, পৃ. ২৫৩
৪৯. আল-বাকিল্লানী, ই'জাযুল কুরআন, পৃ. ১৪৭; 'আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, (বৈরূতঃ মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, সং. ৫, ১৯৮৫), খ, ১৬, পৃ. ১২৪-১২৫

www.nagorikpathagar.org

সকল অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথগামী করার নেই। আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তার আর কোন পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তার কোন শরীক নেই। সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব। সে ব্যক্তি সফল হয়েছে যার অন্তরকে আল্লাহ এই কিতাব দিয়ে সুজ্জিত করেছেন, কুফরীর পরে যাকে ইসলামে ঢুকিয়েছেন এবং মানুষের অন্য যাবতীয় কথা বাদ দিয়ে এই কিতাবকে যার জন্য নির্বাচন করেছেন। এ কিতাবই সর্বাধিক সঠিক ও সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট কথা। যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তাদেরকে তোমরা ভালোবাস। আর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহকে ভালোবাস। আল্লাহর কালাম ও তাঁর যিকর শুনে বিরক্ত হয়ো না এবং এ ব্যাপারে মনকে কঠোরও করো না। তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং তার সাথে কোন কিছু শরীক করো না। সত্যিকার ভাবে আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের ভালো কাজকে তোমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারণের মাধ্যমে সত্যায়িত কর। আল্লাহর প্রাণ দিয়ে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস। ওয়াস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ইনতিকালের পর সর্বশ্রেণীর মানুষ যখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে তখন আবূ বাকর (রা) একটি সংক্ষিপ্ত খুতবায় সকলকে সচেতন করে তোলেন। তিনি বলেন:[৫০]

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الكتاب كما نزل، وإن الدين كما شرع، وأن الحديث كما حدث، وإن القول كما قال، وأن الله هو الحق المبين ثم قال أيها الناس، من يعبد محمدا فإن محمدا قدمات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت، وإن الله قدتقدم إليكم في أمره، فلاتدعوه جزعا، وإن الله قداختار لنبيه ماعنده على ماعندكم، وقبضه إلى ثوابه، وخلف فيكم كتابه، وسنة نبيه، فمن أخذبهما عرف، ومن فرق بيهما أنكر. يأأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. ولايشغلنكم الشيطان بموت نبيكم، ويفتننكم عن دينكم، فعاجلوه بالذى تعجزونه، ولا تستنظروه فيلحف بكم.

---

৫০. তারীখ আত-তাবারী, খ. ৩, পৃ. ১৯৮; যাহরুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৫

www.nagorikpathagar.org

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তার কোন শরীক নেই। সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিতাব তেমন আছে, যেমন নাযিল হয়েছে, দীন তেমনই আছে যেমন শুরু হয়েছে, হাদীছ তেমন আছে যেমন বর্ণনা করেছেন, কথা তেমন আছে যেমন বলেছেন এবং আল্লাহই হলেন স্পষ্ট সত্য। অতঃপর বলেন: হে মানুষ! আপনারা যাঁরা মুহাম্মাদের 'ইবাদাত করতেন তারা শুনে রাখুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন। আর যাঁরা আল্লাহর 'ইবাদাত করতেন, জেনে রাখুন, আল্লাহ চিরঞ্জীব-তাঁর মৃত্যু নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কর্মের মাধমে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, শোকে-দুঃখে তাঁকে ত্যাগ করবেন না। আল্লাহ তাঁর নাবীর জন্য অগ্রাধিকার দিয়েছেন আপনাদের যা আছে তার উপর নিজের নিকট যা আছে তাই। তাঁকে তার প্রতিদান দেয়ার জন্য মৃত্যু দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মধ্যে স্বীয় গ্রন্থ ও তাঁর নাবীর সুন্নাহ রেখে দিয়েছেন। যে এ দু'টিকে ধারণ করবে, তাঁকে চিনবে, আর যে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করবে, অস্বীকার করবে। 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।' তোমাদের নাবীর মৃত্যু দ্বারা শয়তান তোমাদেরকে যেন ব্যস্ততা ও তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে না দেয়। সুতরাং যা দ্বারা তোমরা তাকে অপারগ ও অক্ষম করে দিতে পার, দ্রুত সে কাজ কর। তোমাদের সাথে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ তাকে দিও না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন। এ খরব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বানূ তামীম গোত্রের বিখ্যাত খতীব আকসাম ইবন সায়ফীর কানে এ খবর পৌঁছলো। তিনি তাঁর ছেলে হুবায়শকে মক্কায় পাঠালেন প্রকৃত ঘটনা জানার জন্যে। তিনি মক্কা থেকে ফিরে গিয়ে পিতাকে সব ঘটনা বিস্তারিত জানালেন। অতঃপর আকসাম ইবন সায়ফী গোত্রের লোকদের সমবেত করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যে খুতবা দান করেন তা নিম্নরূপ:[৫১]

يابني تميم : لاتحضروني سفيها، فإنه من يسمع يخل، إن السفيه يوهن
من فوقه ويتيب من دونه، لاخير فيمن لاعقل له. كبرت سني

৫১. আবুল ফাদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল আমসাল, খ. ২, পৃ. ২১৮; জামহারাতু খুতাবিল আরাব, খ. ১, পৃ. ১৬০

www.nagorikpathagar.org

ودخلتني ذلة، فإذا رأيتم مني حسنا فاقبلوه، وإن رأيتم مني غير ذلك فقوموني أستقم. إن إبني شافه هذا الرجل مشافهة، وأتاني بخبره، وكتابه يأمر فيه بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق، ويدعو إلى توحيد الله تعالى، وخلع الأوثان، وترك الخلف بالنيران، وقدعرف ذوو الرأى منكم أن الفضل فيما يدعو إليه، وإن الرأى ترك ماينهى عنه، إن أحق الناس بمعونة محمد – صلى الله عليه وسلم – ومساعدته على عمره أنتم، فإن يكن الذى يدعو إليه حقا، فهو لكم دون الناس، وإن يكن باطلا كنتم أحق الناس بالكف عنه وبالستر عليه، وقدكان أسقف نجران يحدث بصفته، وكان سفيان بن مجاشع يحدث به قبله، وسمى إبنه محمدا، فكونوا فى أمره أولا، ولاتكونوا آخرا، ائتوا طائعين قبل أن تأتوا كان رهين، إن الذى يدعو إليه محمدا – صلى الله عليه وسلم– لو لم يكن دينا كان فى أخلاق الناس حسنا، أطيعونى واتبعوا أمرى، أسأل لكم أشياء لا تترع منكم أبدا، وأصبحتم أعز حى فى العرب، وأكثرهم عددا، وأوسعهم دارا، فإنى أرى أمرا لايجتنبه عزيز إلا ذل، ولايلز مه ذليل إلا عز، إن الأول لم يدع للآخر شيئا،وهذا أمر له ما بعده من سبق إليه عمر المعالى، واقتدى به التالى والعزيمة حزم، ولإختلاف عجز.

হে বানূ তামীম! তোমরা আমাকে নির্বোধ ভেবো না। কারণ কোন ব্যক্তি যখন কোন মানুষের সংবাদ ও দোষ-ত্রুটির কথা শোনে তখন তার সম্পর্কে তার মনে খারাপ ধারণা জন্মে। নিশ্চয় নির্বোধ ব্যক্তি তার চেয়ে উপরে যারা তাদেরকে দুর্বল করে ফেলে এবং নিচের যারা তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ে। বুদ্ধিহীন মানুষের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আমার বয়স হয়েছে এবং আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার মধ্যে ভালো কিছু দেখলে তোমরা তা গ্রহণ করবে, আর অন্য কিছু দেখলে আমাকে ঠিক করে দেবে। আমি ঠিক হয়ে যাব। আমার ছেলে এই ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে তথ্য ও তাঁর কিতাব আমাকে দিয়েছে। তাতে তিনি ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ এবং মহান চরিত্রের কথা বলেছেন। তিনি আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, মূর্তি ও আগুনের সাথে অঙ্গীকার ত্যাগের কথা বলেছেন। তোমাদের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জেনেছে, তিনি যে দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, তার

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে কল্যাণ নিহিত। তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকাই সঠিক সিদ্ধান্ত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাজে সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে তোমরাই সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি যে দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে অন্যদের আগে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যদি তা মিথ্যা হয় তাহলে তা থেকে বিরত এবং তা গোপন রাখার জন্যে তোমরাই অধিক উপযুক্ত। নাজরানের বিশপ তাঁর গুণাগুণ সম্পর্কে বলতেন। সুফয়ান ইবন মুজাশি' তাঁরও আগে তাঁর সম্পর্কে বলতেন এবং নিজের ছেলের নাম মুহাম্মাদ রাখেন। তোমরা তাঁর ব্যাপারে প্রথম হও, শেষ নও। অনিচ্ছায় তাঁর কাছে যাবার আগে তোমরা অনুগত হয়ে তাঁর কাছ যাও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তা যদি কোন দীন নাও হয়, তাহলেও তা মানুষের নৈতিকতার জন্য ভালো হবে। তোমরা আমার আনুগত্য কর এবং আমার আদেশের অনুসরণ কর। আমি তোমাদের জন্যে এমন জিনিস কামনা করি যা কখনও তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে না। তোমরা হবে 'আরবের সর্বাধিক সম্মানের, সর্বাধিক সংখ্যার এবং প্রশস্ততর গৃহের অধিকারী গোত্র। আমি এমন একটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি, যা কোন সম্মানিত ব্যক্তি উপেক্ষা করলেই অপমানিত হয় এবং কোন তুচ্ছ ব্যক্তি গ্রহণ করলেই সম্মানিত হয়। নিশ্চয় প্রথম ব্যক্তি শেষের ব্যক্তির জন্য কিছুই রাখে না। এ এমন একটি বিষয় যার পরেও কিছু থাকে। যে তার দিকে অগ্রগামী হবে সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। পরবর্তীরা তার অনুসরণ করবে। দৃঢ় সংকল্পই হলো বুদ্ধিমত্তা এবং বিভেদ হলো অক্ষমতা।

এখানে উদ্ধৃত খুতবাগুলি ছাড়াও আরো বহু খুতবার মূল বিষয় ছিল দা'ওয়াত ইলাল্লাহ।

(খ) শারী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা

মানুষ যখন দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করা আরম্ভ করলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে খুতবার মাধ্যমে শারী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে এই মহান শারী'আত ও সত্য-সঠিক হিদায়াতের সাথে পরিচয় করাতে লাগলেন। আল-কুরআন যে সকল বিষয়

www.nagorikpathagar.org

সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে, তিনি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে থাকেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন:[৫২]

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলি তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

যে সকল বিষয় তাদের বোধ্যগম্য হচ্ছিল না এবং যা তাদের নিকট অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছিল, তিনি তার সবই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর সে সকল বর্ণনার ভাষা ছিল খুবই শক্তিশালী ও সাবলীল। তার মধ্য থেকে নবুওয়াতের ওয়াহীর ও আল্লাহর নূরের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতো। আল্লাহ বলেন:[৫৩]

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ٥ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٥

এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহী ছাড়া কিছু নয়, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে মহাশক্তিশালী (এক ফেরেশতা) শিক্ষা দেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অসংখ্য খুতবার বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনা। শুধু বিধি-বিধান নয়, মানব জীবনের নানা সমস্যার সমাধান এবং অসংখ্য প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার জবাব উপলক্ষ্যে তিনি অনেক খুতবা দিয়েছেন।। হিজরী ৮/(খ্রি. ৬৩০) সনে রাসূল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নের খুতবাটি দান করেন:[৫৪]

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال يدعى، فهو تحت قدمى هاتين، إلا سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ مثل العمد بالسوط والعصا، فيهما الدية مغلظة، منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها، يامعشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، ثم تلا : (يأ يها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

৫২. আল-কুরআন, সূরা আন্ নাহ্ল, আয়াত : ৪৪
৫৩. প্রাগুক্ত, সূরা আন্ নাজ্ম, আয়াত : ৩-৫
৫৪. আত-তাবারী, আত-তারীখ, খ. ৩, পৃ. ১২০ আল-বাকিল্লানী ই'জাযুল কুরআন, পৃ. ১৫০; আল-কামিল ফিত-তারখি, খ. ২, পৃ. ১২১

www.nagorikpathagar.org

لتعارفوا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم) الأية، يامعشر قريش، (أويا أهل مكة) ماترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا خيرا، أخ كريم، وإبن أخ كريم، قال : إذهبوا فأنتم الطلقاء.

এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। যার কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং (কাফিরদের সংগঠিত) দলগুলিকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, একমাত্র কা'বা গৃহের সেবা ও হাজীদের পানি পান করানোর কাজ ছাড়া যাবতীয় দাবীকৃত মহৎ কাজ, রক্ত অথবা অর্থ-সম্পদসবই আমার এ দু'পায়ের তলায় নিপতিত। জেনে রাখ, ভুলক্রমে হত্যা, লাঠি ও চাবুকের সাহায্যে ইচ্ছাকৃত হত্যার মত। দু'টিতেই কঠিন রক্তমূল্য রয়েছে। তার মধ্যে চল্লিশটি গাভীন উটও আছে। হে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের যাবতীয় অহমিকা এবং পূর্ব পুরুষদের নামে গৌরব ও অহংকার রহিত করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম থেকে এবং আদমের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। এরপর তিনি পাঠ করেন: 'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানার্হ যে সর্বাধিক পরহেযগার।' হে কুরায়শ গোত্র (মতান্তরে হে মক্কাবাসী), তোমাদের সাথে আমার কিরূপ আচরণ তোমরা প্রত্যাশা কর? তারা বললো: উত্তম আচরণ। কেননা আপনি একজন মহান ভ্রাতা এবং একজন মহান ভ্রাতার পুত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যাও, তোমরা সকলে মুক্ত, স্বাধীন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে 'আরাফাত ময়দানে অগণিত শ্রোতার সামনে যে ঐতিহাসিক খুতবাটি দান করেন তা শারী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে তাঁর দীর্ঘতম খুতবা, অন্য কথায় সংরক্ষিত খুতবাসমূহের মধ্যে দীর্ঘতম বলা চলে। এ খুতবাটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবনের শেষ প্রান্তের। তাই তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বিধৃত হয়েছে। এখানে খুতবাটি উপস্থাপন করা হলো:[৫৫]

৫৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩১-৩৩; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৫৭-৫৮; ই'জাযুল কুরআন, পৃ. ১৪৯-১৫০; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ২, পৃ. ১৪৬; সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, ৩৯০

www.nagorikpathagar.org

الحمد لله نحمده ونستينه ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يظلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أحثكم على طاعته، استفتح بالذى هو خير، أمابعد : أيها الناس! إسمعوا منى أبين لكم، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا، أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأبه ربا عمى العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإن ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن زاد، فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس : إن الشيطان قد يئس أن يعبد أرضكم هذه، ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، أيها الناس، إنما الناسئ زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات ولأرض، وإن عدة الشهر عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، وواحد فرد : ذو القدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذى بين جمادى شعبان، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد!

أيها الناس : إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتحجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوقمن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان لايملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله،

www.nagorikpathagar.org

واستحلتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله فى النساء، واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد !
أيها الناس : إنما المؤمنون أخوة، ولايحل لإمرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! فلاترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأنى قدتركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعد، كتاب الله، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد !
أيها الناس : إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وأدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! قالوا نعم. قال : فليبلغ الشاهد الغائب.
أيها الناس : إن الله قدقسم لكم وارث نصيبه من الميراث، ولايجوز لوارث وصية، ولا يجوز وصية فى أكثر من الثلث، والولد للفرش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعلبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولاعدل، والسلام عليكم ورحمة الله.

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে মাগফিরাত চাই এবং তাঁরই কাছে ফিরে আসি। আমাদের অন্তরের সকল মন্দ থেকে, আমাদের কর্মের সকল অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে বিপথগামী করার কেউ নেই। আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। যাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে আল্লাহর বান্দারা! আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্য উৎসাহ প্রদান করছি। যা ভালো ও মঙ্গলজনক তা দ্বারাই আমি সূচনা করছি।
আম্মা বা'দ! হে জনগণ, আমার কথা শোন, আমি তোমাদেরকে বলছি। আমি জানি না তবে সম্ভবতঃ এই স্থানে এ বছরের পর আর কখনো তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারবো না। হে জনতা, আজকের দিনে এই মাসে ও এই শহরে যেমন অন্যের জান-মালের ক্ষতি সাধন করা

www.nagorikpathagar.org

হারাম, তেমনি তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের জান-মাল তোমাদের উপর হারাম হয়ে গেল। হে জনমণ্ডলী! আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছি? হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন! কারো কাছে কোন গচ্ছিত জিনিস থাকলে সে যেন তার মালিকের কাছে তা ফেরত দেয়। জাহিলী যুগের সকল সুদ রহিত করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমার চাচা আল-'আব্বাস ইবন 'আব্দুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করলাম। জাহিলী যুগে সংঘটিত সকল খুন-জখমের শাস্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আল-হারিস ইবন 'আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র 'আমির ইবন রাবী'আর[৫৬] হত্যার শাস্তি বা প্রতিশোধ রহিত করছি। শুধুমাত্র কা'বার সেবা ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া জাহিলী যুগের যাবতীয় সুকীর্তি রহিত করা হলো। ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হলো, হত্যার পরিবর্তে হত্যা। লাঠি অথবা পাথর দ্বারা হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ। এর দিয়াত একশো উট। কেউ এর বেশী নিলে সে হবে জাহিলী যুগের লোক।

হে জনগণ, তোমাদের এই ভূখণ্ডে শয়তান পূজা-অর্চনা প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে পূজা-অর্চনা ছাড়া তোমাদের ছোট কাজে–যাকে তোমরা তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে থাক, শয়তানের আনুগত্য করলেই সে খুশী হবে।

হে জনগণ! নিষিদ্ধ মাসগুলোকে পরবর্তী বছরের জন্যে মুলতবী রাখা আরো জঘন্য কুফরী কাজ। কাফিররা এই প্রথা দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। এর মাধ্যমে তারা রক্তপাতকে এক বছর বৈধ ও আর এক বছর অবৈধ করে নেয়। এ ভাবে কার্যতঃ তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ দিনগুলোকে ফাঁকি দেয়ার চক্রান্ত করে। আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি লগ্ন থেকেই সময় তার নিজস্ব নিয়মে গড়িয়ে চলেছে। আল্লাহর কাছে মাস হলো বারোটা। তার মধ্যে চারটা হলো নিষিদ্ধ। তিনটি এক নাগাড়ে, আর একটা পৃথক। যথাঃ যুল কা'দা, যুল হিজ্জা, মুহাররাম ও রজব। রজব মাসটা জামাদি উস-সানী ও শা'বানের মাঝখানে অবস্থিত। ওহে জনতা, আমি কি যথাযথ ভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন!

৫৬. 'আমির ইবন রাবি'আ বানূ লায়স গোত্রের দুগ্ধ পোষ্য ছিল। বানূ হুযায়ল তাকে হত্যা করে। (সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৬০৪)

www.nagorikpathagar.org

হে জনগণ, তোমাদের নারীদের তোমাদের উপর কিছু অধিকার রয়েছে এবং তাদের উপরও তোমাদের কিছু অধিকার আছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো, তারা তোমাদের বিছানায় অন্য কাউকে শোয়াবে না। তোমাদের অনুমতি ছাড়া ঘরে এমন কোন লোককে প্রবেশ করতে দেবে না যাদের প্রবেশ করা তোমরা পছন্দ কর না এবং তারা কোন অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না। আর যদি করেই বসে তবে তাদের থেকে আলাদা বিছানায় শোয়া এবং মৃদু প্রহার করার অনুমতি আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। তবে যদি তারা বিরত থাকে এবং তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া তোমাদের কর্তব্য। নারীরা তোমাদের নিকট বন্দীস্বরূপ। তারা নিজেদের জন্যে কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর আমানত হিসেবে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে তোমরা তাদেরকে বৈধ করে নিয়েছো। অতএব নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাদেরকে সৎ উপদেশ দাও। হে জনতা, আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক।

হে জনমণ্ডলী! ঈমানদারগণ একজন আরেক জনের ভাই। কাজেই নিজের ভাইয়ের কোন জিনিস তার খুশীমনে দান করা ছাড়া নেয়া বৈধ নয়। ওহে, আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। আমার পরে তোমরা অবশ্যই সেই কাফির অবস্থায় ফিরে যাবে না, যারা একজন আরেক জনের গর্দান মারবে। আমি তোমাদের মধ্যে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা শক্ত করে ধারণ কর তাহলে পথভ্রষ্ট হবে না। সেই জিনিসটি হলো-কিতাবুল্লাহ। ওহে জনগণ, আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক।

হে জনমণ্ডলী, তোমাদের রব বা প্রভু একজন, তোমাদের পিতা একজন। তোমাদের সবার জন্ম হয়েছে আদম থেকে। আর আদমের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক খোদাভীরু। একমাত্র তাকওয়া-পরহেযগারী ছাড়া একজন 'আরবের একজন অনারবের উপর বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। ওহে আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। লোকেরা বললো: হাঁ, আপনি পৌঁছিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাম বললেন: উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার এ বাণী অবশ্যই পৌঁছাবে।

হে জনতা, আল্লাহ মীরাসে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ বন্টন করে দিয়েছেন। কোন উত্তরাধিকারীর জন্য ওয়াসীয়াত বৈধ নয়। আবার এক তৃতীয়াংশের অধিকও ওয়াসীয়াত জায়েয নেই। সন্তানের পিতৃত্ব শয্যার অধিকারী ব্যক্তির। আর ব্যভিচারীর জন্যে রয়েছে পাথর। আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করে, অথবা অন্যের সন্তানের অভিভাবকত্ব কেড়ে নেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের অভিশাপ। তার কোন দান না কবুল করা হবে, না তার কোন বিচার। ওয়াস্ সালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম , তাঁর চার মহান খলীফা ও অন্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ সারা জীবন অসংখ্য খুতবা দিয়েছেন। সেই সকল খুতবার প্রায় সবগুলিতে অল্প-বিস্তর শারী'আতের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

(গ) পরামর্শ ও আলোচনা (المشاورة)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মুখোমুখি হতেন, সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কর্মপদ্ধতি ছিল আল্লাহর এ নির্দেশ অনুযায়ী:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ -কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯) এবং وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ - এবং তাদের প্রত্যেকের কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শে। (আল কুরআন, সূরা আশ্ শূরা, আয়াত : ৩৮) আর এ সকল শূরাতে খুতবা ছিল অপরিহার্য। তিনি খুতবার মাধ্যমে বিষয়টি সাহাবীদের সামনে উপস্থাপন করতেন, তাঁদের মতামত অবগত হতেন এবং তাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, তা জানতেন। এমনটি করতেন এ জন্যে যে, কেউ যাতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে এবং কারো মধ্যে এ বিশ্বাস জন্ম না নেয় যে, তার মতটিই নির্ভুল ও সঠিক। আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের মধ্যে মানুষের জন্যে সুন্দর আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। শূরার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির জন্যে এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ইবন খালদূন (খ্রি. ১৪০৬) বলেন:[৫৭]

---

৫৭. ইবন খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা, মিসরঃ মাতবা'আতু আমীরিয়্যা, ১৩২০ হি., পৃ. ২০৬

www.nagorikpathagar.org

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوض أصحابه ويشاورهم فى مهماته العامة والخاصة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ ও বিশেষ সকল বিষয়ে তাঁর সাহাবীদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করতেন।

হযরত 'আলী (রা) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বললেন: আপনার পরে যদি আমাদের এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যে সম্পর্কে না কুরআনে কোন বিধান আছে, আর না আপনার নিকট থেকে আমরা কিছু শুনেছি, সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী হবে? বললেন:[৫৮]

شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولاتمضوا فيه برأى خاص.

এমন বিষয়ে দীনের তত্ত্বজ্ঞানী ও 'আবিদ লোকদের সাথে পরামর্শ করবে এবং বিশেষ কোন ব্যক্তির মতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিবে না।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবীদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয়ে, উহুদ যুদ্ধে শহরের বাইরে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীর মুকাবিলা করা ইত্যাদি। খুলাফায়ে রাশেদূন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে শূরা পদ্ধতি চালু রাখেন। প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবীদের মতামত গ্রহণ করতেন। কোন আইন ও বিধান তৈরির ব্যাপারে যখন দ্বিধা-সংশয়ে পড়তেন, সাহাবীদের সাথে আলোচনা করতেন। মায়মূন ইবন মাহ্রান বলেন, আবূ বাকর (রা)-এর নিয়ম ছিল, যখন তাঁর সামনে কোন বিষয় আসতো তখন সর্বপ্রথম দেখতেন যে এ বিষয়ে কিতাবুল্লাহ কি বলে। যদি সেখানে কোন হুকুম না পেতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কিনা তা জানার চেষ্টা করতেন। যদি সেখানেও কোন হুকুম না পেতেন তাহলে মিল্লাতের নেতৃস্থানীয় ও সৎ লোকদের ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। তারপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি কাজ করতেন।[৫৯]

মত বিনিময় ও পরামর্শ মূলক খুতবা এ যুগে প্রচুর দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ইনতিকালের পর খলীফা নির্বাচনের সংকট দেখা দেয়। মদীনার সাকীফা বানী সা'ইদায় খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি চূড়ান্ত করণের জন্যে প্রথমে আনসারগণ এবং পরে মুহাজিরগণ সমবেত হয়। সেখানে

---

৫৮. আবুল আ'লা মাওদূদী, খিলাফত ও মুলূকিয়াত, লাহোর: ইসলামি পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯, প, ৬৯
৫৯. সুনানু আদ-দারিমী, বাবু আল-ফুতয়া ওয়ামা ফীহি মিনাশ শিদ্দাতি

www.nagorikpathagar.org

উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যে সকল খুতবা দান করেন, মূলত: তা সবই ছিল শূরা বা পরামর্শ মূলক। সেখানে সা'আদ ইবন 'উবাদা, 'উমার ইবন আল-খাত্ত্বাব, আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির, আবূ বাকর সিদ্দীক, আবূ নু'মান বাশীর ইবন সা'আদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ খুতবার মাধ্যমে স্ব স্ব মত উপস্থাপন করেন।[৬০] উদাহরণ হিসেবে এখানে তার কিছু অংশ তুরে ধরা হলো।

প্রবীণ আনসার নেতা সা'আদ ইবন 'উবাদা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহর হামদ ও রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর বলেন:[৬১]

> يامعشر الأنصار، لكم سايقة فى الدين، وفضيلة فى الإسلام، ليست لقبيلة من العرب، إن محمدا عليه الصلاة والسلام لبث بضع عشرة سنة فى قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن، وخلع الأنداد والأوثان، فماأمن به قومه إلا رجال قليل، وماكانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعزوا دينه، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به، حتى إذا آراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة، وخصكم بالنعمة، فرزقكم الله الايمان به وبرسوله، والمنع له ولأصحابه، والإعزاز له ولدينه، والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد الناس على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا، حتى أثخن الله عزوجل لرسوله بكم الأرض، ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو عنكم راض، وبكم قرير عين، استبدوا بهذا الأمر دون الناس، فإنه لكم دون الناس.
>
> হে আনসার সম্প্রদায়! দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের রয়েছে অগ্রগামিতা, ইসলামে রয়েছে বিশেষ মর্যাদা (যেমন সৎকর্মের পুরষ্কার), যা 'আরবের কোন গোত্রের নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দশ বছরের মত সময় অবস্থান করে তাদেরকে পরম করুণাময়ের 'ইবাদাতের দিকে এবং অংশীবাদিতা ও মূর্তি সমূহ ত্যাগের দিকে আহ্বান জানান। তাঁর সম্প্রদায়ের স্বল্পসংখ্যক লোকই ঈমান আনে। তারা যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

৬০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৫৮, পৃ. ২৪৫; আনসাব আল-আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৫৮০: আয-যাহাবী, তারীখ, খ. ১, পৃ. ৩৩৬-৩৩৮

৬১. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ, ১৭৩-১৭৪; মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার, সং. ২, ১৯৯৯), খ. ৩, পৃ. ৮৬

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিরাপত্তা বিধান করতে ও তাঁর দীনের মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়নি; তেমনিভাবে তাদের উপর ব্যাপক জুলুম-অত্যাচারের প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হয়নি। অবশেষে তিনি যখন তোমাদেরকে মর্যাদা দান করতে চাইলেন, মর্যাদাকে তোমাদের দিকে পরিচালিত করলেন। তোমাদের বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত করলেন। অত:পর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের নিরাপত্তা, তাঁর এবং তাঁর দীনের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যোগ্যতার অধিকারী করেন। তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে অন্যদের তুলনায় তোমরাই ছিলে সবচেয়ে কঠোর। অবশেষে গোটা 'আরব ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দূরবর্তীরাও তুচ্ছ ও হেয় অবস্থায় তাঁর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়। এমন কি আল্লাহ তা'আলা গোটা পৃথিবীকে তাঁর মহান রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুগত ও বাধ্য করে দেন। গোটা 'আরব তোমাদের তরবারির ভয়ে তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়। তোমাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট ও তোমাদের দ্বারা চোখের প্রশান্তি থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাকে ওফাত দান করেছেন। এখন তোমরা এ ক্ষমতা আঁকড়ে থাক, যেন অন্যরা নিতে না পারে। কারণ এ ক্ষমতা তোমাদের জন্য, অন্যদের জন্য নয়।

সা'আদ ইবন 'উবাদার (রা) ভাষণের পর 'উমার ইবন আল-খাত্ত্বাব (রা) কিছু বলতে উদ্যত হন। আবূ বাকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ান এবং আল্লাহর হামদ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর নিম্নোক্ত ভাষণটি দান করেন :[৬২]

أيها الناس، نحن المهاجرون أول الناس إسلاما، وأكرمهم أحسابا، وأوسطهم دارا، وأحسنهم وجوها، وأكثر الناس ولادة فى العرب، وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمنا قبلكم، وقدمنا فى القرآن عليكم، فقال تبارك وتعالى : (واسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان). فنحن المهاجرون

৬২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ২৯৭; আত-তাবারী, তারীখ, খ. ২, পৃ. ২০০; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৫৮; আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, (মিসর: মাতবাআতুস সা'আদা, ১৯৬৪), খ. ২, পৃ. ৩৭৩

www.nagorikpathagar.org

وأنتم الأنصار، إخواننا فى الدين، وشركاؤنا فى الفىء، وأنصارنا على العدو، آويتم وآسيتم، فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لاتدين العرب إلا لهذا الحى من قريش، فلاتنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله.

হে জনমণ্ডলী, আমরা মুহাজিররা মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে প্রথম। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক মর্যাদাবান, ঘর হিসেবে মধ্যম, চেহারা-সুরতে সবার চেয়ে বেশী সুন্দর, আরবে সন্তান জন্মদানের দিক দিয়ে সর্বাধিক (ক্ষমতাবান) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি দয়া-মমতার দিক দিয়ে সর্বাধিক অনুভূতিশীল। আমরা আপনাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কুরআনে আমাদেরকে আপনাদের উপর প্রধান্য দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'আর যারা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রথম অগ্রগামী, আর যারা নিতান্ত সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন'। সুতরাং আমরা হচ্ছি মুহাজির, আর আপনারা আনসার। আপনারা আমাদের দীনী ভাই, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। আপনারা আমাদেকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। অতএব আমরা হবো আমীর, আর আপনারা হবেন উযীর। এই কুরায়শ গোত্র ছাড়া গোটা 'আরব আর কারও বশ্যতা স্বীকার করবে না। সুতরাং আল্লাহ আপনাদের ভাইদের যে অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন তাতে আপনারা ঈর্ষান্বিত হবেন না।

তারপর আনসারদের মধ্য থেকে আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির ইবন আল-জামূহ উঠে দাঁড়িয়ে নিম্নের সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দেন:[৬৩]

يامعشر الأنصار : أملكوا عليكم أمركم، فإن الناس فى فيئكم وفى ظلكم، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم، ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم، أنتم أهل العز والثروة، وأولو العدد والمنعة والتجربة، ذوو البأس والنجدة، وإنما ينظر الناس إلى ماتصنعون، ولاتختلفوا فيفسد عليكم رأيكم، وينتقص عليكم أمركم، فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم، فمنا أمير ومنهم أمير.

৬৩. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২০৭; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ২, পৃ. ১৫৮; আবূ বাকর আহমাদ আল-বায়হাকী, আল-ই'তিকাদ (পাকিস্তান: হাদীস একাডেমী); পৃ. ১৭৬

www.nagorikpathagar.org

হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তোমরা আঁকড়ে থাক। অন্য সব মানুষ তোমাদের দান ও ছায়ায় পালিত। কেউ তোমাদের বিরেধিতার দুঃসাহস কক্ষণও দেখাবে না। তোমাদের মতামত ছাড়া মানুষ কোন কিছুই করতে পারবে না। তোমরা হলে সম্মান, বীরত্ব ও সাহসের এবং অর্থ-বিত্ত, সংখ্যা, নিরাপত্তা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী সম্প্রদায়। তোমরা যা কর, মানুষ তা চেয়ে দেখে। তোমরা মত-পার্থক্য করোনা। তাহলে তোমাদের মতামত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তোমাদের ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। (পূর্ববর্তী বক্তার) মুখ থেকে তোমরা যা শুনেছো, তাছাড়া তোমাদের কথা মানতে যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে আমীর হবেন দুই জন- আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং তাদের মধ্যে থেকে একজন।

আল-হুবার ইবন আল-মুনযিরের ভাষণ শেষ হলে ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন:[৬৪]

هيهات لايجتمع إثنان فى قرن، والله لاترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لاتمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجه الظاهرة، واسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مدل بباطل، أومتجانف لإثم، أو متورط فى هلكة.

‘দূর ! দুইটি জিনিস এক রশিতে আটে না। আল্লাহর কসম, নাবী হবেন অন্য গোত্রের, এমতাবস্থায় ‘আরববাসী আপনাদেরকে আমীর বানাতে রাজী হবে না। তবে নবুওয়াত যে গোত্রে হবে তাদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব দিলে ‘আরববাসী বাধা দিবে না। ‘আরবের যারা তা মানতে অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে স্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ আছে। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ক্ষমতা ও নেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে? আর আমরা হচ্ছি তাঁর নিকট আত্মীয় ও স্বগোত্রীয়। তবে যারা, মিথ্যার বেসাতি করে অথবা পাপের দিকে ঝুঁকে যায় অথবা ধ্বংসের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

৬৪. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২০৯ ইবন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, (মিসর: মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, সং. ১.১৯৩৭), খ. ১, পৃ. ৭

www.nagorikpathagar.org

'উমার ইবন আল-খাত্ত্বাবের বক্তব্য শেষ হতেই আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির ত্বরিৎ উঠে দাঁড়িয়ে একটি সম্পূরক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন:[৬৫]

يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم، ولاتسمعوا مقالة هذا وأصحابه، فيذهبوا بنصيبكم من الأمر، فأن أبوا عليكم ما سألتموه، فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين، أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرحب، أما والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة.

হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের ক্ষমতা আকঁড়ে ধর। এই ব্যক্তি ও তার সঙ্গীদের কথায় কান দিও না। তাহলে তারা তোমাদের ক্ষমতার অংশ নিয়ে যাবে। তোমরা তাদের কাছে যা চাচ্ছো তা যদি তারা দিতে অস্বীকার করে তাহলে তোমরা তাদেরকে এ মাটি থেকে উচ্ছেদ কর এবং তাদের কাছ থেকে এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। আল্লাহর কসম, এ ক্ষমতার তোমরাই তাদের থেকে অধিক হকদার। যারা এ দীনের আনুগত্য করেছে তাদেরকে তা করিয়েছে তোমাদেরই তরবারি। আমি এর চর্মরোগগ্রস্ত উটের শরীর চুলকাবার খুঁটি এবং তার দীর্ঘ ও ফলবান বৃক্ষের ঠেস দানের খুঁটি বা প্রাচীর। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি চাও তাহলে অবশ্যই আমরা এ খিলাফতকে পাঁচ বছরের উটের বাচ্চায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।[৬৬]

আল-হুবাব ইবন আল-মুনযিরের বক্তব্য শুনে 'উমার (রা) মন্তব্য করেন: 'তাহলে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করবেন'।[৬৭] তখন আবূ 'উবায়দা (রা) বলেন:[৬৮]

يامعشر الأنصار : إنكم أول من نصر وآزر، فلاتكونوا أول من بدل وغير.

---

৬৫. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২০৯; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ২৯৬; কান্‌স আল-'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ৬৪৬। বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় কিছু তারতম্য আছে

৬৬. 'আরবে চর্মরোগগ্রস্ত উটের জন্যে একটি খুঁটি বা কাঠ গেঁড়ে দেয়া হতো, যাতে গা চুলকাতে পারে এবং এর মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তেমনিভাবে যে গাছটি দীর্ঘ ও ফলবান হবার কারণে উপড়ে পড়ার আশঙ্কা হতো, তাতে ঠেস দিয়ে একটি খুঁটি পুতে দেয়া হতো অথবা একটি প্রাচীর খাড়া করে দেয়া হতো। হযরত হুবাব নিজেকে সেই খুঁটি ও প্রাচীরের সাথে তুলনা করে নিজের শক্তি ও যোগ্যতার কথা বলতে চেয়েছেন। (তাজরীদ আসমা' আস-সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১২৩; হায়াতুস সাহাবা, দামিশ্‌ক: দারুল কালাম, সং. ২, ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ১৬-১৭; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, খ. ৪, পৃ. ৩১)

৬৭. জামহারাতু খুতবাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১৭৭

৬৮. আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, খ. ১, পৃ. ৮

www.nagorikpathagar.org

হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছো। সুতরাং তোমরা প্রথম পরিবর্তনকারী হয়ো না।

অতঃপর আবূ আন-নু'মান বাশীর ইবন সা'আদ (রা) উঠে দাঁড়িয়ে নিম্নের ভাষণটি দেন :[৬৯]

يامعشر الأنصار، إنا والله لئن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين، وسابقة فى هذا الدين، ما أردنا به الا رضا ربنا، وطاعة نبينا، والكدح لأنفسنا، فما ينبغى لنا أن نستطيل على الناس بذلك، ولانبتغى به من الدنيا عرضا، فإن الله ولى المنة علينا بذلك، ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحق به وأولى، وأيم الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله ولاتخالوهم ولا تنازعوهم.

فقال أبو بكر : هذا عمر، وهذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم فبايعوا، فقالا لا والله لانتولى هذا الأمر عليك، فإنك أفضل المهاجرين وثانى اثنين إذ هما فى الغار وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، والصلاة أفضل دين المسلمين، فمن ذا ينبغى له أن يتقدمك، أويتولى هذا الأمر عليك ؟ أبسط يدك نبايعك، وقام الناس إليه فبايعوه.

হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম, আমরা যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের এবং এই দীনে অগ্রগামিতার ক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত হই, তাহলে একথা বলতে হয় যে, তদ্বারা আমরা আমাদের রবের সন্তুষ্টি, আমাদের নাবীর আনুগত্য ও আমাদের নিজেদের জন্যে সাওয়াব অর্জন ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং এ নিয়ে অন্য লোকদের সাথে পাল্লা দেয়া যেমন উচিত নয়, তেমনি ভাবে এটাকে দুনিয়ার সুবিধা লাভের উপায় ভাবা ঠিক নয়। কারণ এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল। আপনারা শুনে রাখুন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরায়শ বংশের। তাঁর সম্প্রদায় এ খিলাফতের বেশী হকদার এবং উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, এই খিলাফতের ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে তাঁদের সাথে বিবাদ করতে কখনো দেখবেন না। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। তাঁদের বিরোধিতা করবেন না, তাঁদের

৬৯. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২০৭-২০৯; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ২, পৃ. ১৫৮

www.nagorikpathagar.org

সাথে বিবাদেও লিপ্ত হবেন না। অতঃপর আবূ বাকর (রা) বললেন: আপনাদের সামনে এই 'উমার আছেন, এই আবূ 'উবায়দা আছেন- যাঁকে আপনাদের পছন্দ হয় তাঁর হাতে বায়'আত করুন। জবাবে তাঁরা দু'জন বললেন, আল্লাহর কসম, আপনাকে ডিঙ্গিয়ে আমরা কখনো এ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো না। কারণ আপনি হলেন মুহাজিরদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আপনি হলেন (সাওর পর্বতের) গুহায় দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন। সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খলীফা, আর সালাত হলো মুসলমানদের দীনের সর্বোত্তম কাজ। সুতরাং আপনার সামনে যাওয়া, অথবা আপনাকে ডিঙ্গিয়ে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা, কার জন্যে উচিত হবে? আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা বায়'আত করবো। এ বক্তব্যের পর সব মানুষ দাঁড়িয়ে যায় এবং তাঁর হাতে বায়'আত করে।

এখানে উদ্ধৃত পরামর্শ ও বিতর্ক মূলক খুতবায় আমরা দেখতে পাই, তা যেন অনেকটা জাহিলী যুগের 'মুফাখারা ও মুনাফারা মূলক (পারস্পরিক গর্ব ও অহঙ্কার এবং ঘৃণা ও তুচ্ছতা প্রকাশক) খুতবার মত। একদল অন্য দলের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে বক্তৃতা করে অন্যদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। তবে জাহিলী যুগের মত এ খুতবায় ব্যক্তিগত কোন আক্রমণ নেই, নেই কোন অশালীন ও নৈতিকতা বিবর্জিত বক্তব্য। শূরার এ খুতবায় আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহায্য ও দীনের সেবার ক্ষেত্রে একদল অন্যদলের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার মাত্র।

শূরা বা পরামর্শ মূলক খুতবার আর একটি চমৎকার দৃশ্য ও নমুনা আমরা পেয়ে থাকি খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফত কালে। তিনি ঘোষণা করেন:[৭০]

لاخلافة إلا من مشورة

পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফত নেই।

তিনি আরো বলেন:[৭১]

من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين
فلا لكم أن لاتقتلوه يحل

যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া নিজের অথবা অন্য কারোর নেতৃত্বের দা'ওয়াত দেয়, তাহলে তোমাদের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, তাকে হত্যা করবে না।

৭০. কান্‌য আল-'উম্মাল, খ. ৫পৃ. ৬৪৮
৭১. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৭৮

www.nagorikpathagar.org

তিনি একবার মাজলিসে শূরার এক অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন:[৭২]

إنى لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا فى أمانتى فيما حملت من أموركم، فإنى واحد كأحدكم وأنتم اليوم تقرون الحق، خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافقنى، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى.

আমি আপনাদেরকে যে উদ্দেশ্যে কষ্ট দিয়েছি তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে আমার উপর আপনাদের আমানতের যে বোঝা চাপানো হয়েছে তা উঠানোর ব্যাপারে আপনারাও আমার সাথে শরিক হোন। আমি আপনাদের মতই একজন ব্যক্তি মাত্র এবং বর্তমানে আপনারাই হলেন সেই সকল লোক যারা সত্যকে স্বীকার করে। আপনাদের মধ্যে যার ইচ্ছে হয় আমার সাথে মতবিরোধ করতে পারেন এবং যার ইচ্ছে হয় আমার সাথে একমত হতে পারেন। আমি এটা চাই না যে, আপনারা কেবল আমার ইচ্ছার অনুসারী হোন।

খলীফা 'উমারের সময়ে মতবিনিময়, আলোচনা ও পরামর্শ এবং নানা মতের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা ও বিষয়ের আধিক্য ও প্রাবল্যের কারণে তিনি শূরার দ্বার আরো প্রশস্ত করেন। তিনি শূরাকে দু'ভাগে ভাগ করেন: বিশেষ শূরা (شورى خاصة) ও সাধারণ শূরা (شورى عامة)।[৭৩]

বিশেষ শূরার মাজলিসটি গঠিত হতো উঁচু স্তরের সাহাবা, প্রথম পর্বের মুহাজির ও অগ্রবর্তী আনসারদের নিয়ে। তাঁদের সাথে সকল ছোট-বড় বিষয়ে তিনি পরামর্শ ও আলোচনা করতেন। আর সাধারণ শূরা মাজলিসের সদস্য ছিলেন মদীনার সকল স্তরের অধিবাসী। খলীফা মাসজিদে নাবাবীতে এ মাজলিসের বৈঠক আহ্বান করতেন। স্থান সংকুলান না হলে মাসজিদের বাইরেও শূরার এ মাজলিস বসতো। খলীফা একটি উদ্বোধনী খুতবা দিতেন এবং আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করতেন। এ ক্ষেত্রে মদীনার অধিবাসীরা ছিল প্রাচীন এথেন্সের অধিবাসীদের মত। রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারতো। খিলাফতের এই 'আম শূরায় প্রত্যেকে খুতবার মাধ্যমে আপন আপন মত ও যুক্তি উপস্থাপন করতেন। যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিত শূরার সধারণ সভা আহ্বান করা হতো।[৭৪]

এমনিভাবে পারস্য অভিযানের এক পর্যায়ে শাহানশাহ্ কিসরার বাহিনী পাল্টা আঘাত হানার জন্যে হিজরী ২১ সনে নিহাওয়ান্দের আশপাশে সমবেত হয়।

---

৭২. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, (মিসর: আল-মাতবা' 'আতু আস-সালাফিয়্যা, ১৩৫২), পৃ. ২৫
৭৩. আবূ যাহরা, আল-খিতাবা, উসুলুহা, পৃ. ২৫৪
৭৪. শিবলী নু'মানী, আল-ফারূক, বাংলা অনু. মুহীউদ্দীন খান, (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৪), পৃ. ১৬২

www.nagorikpathagar.org

তখন খলীফা 'উমার (রা) মাজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করেন। শূরার সামনে তিনি নিজেই একটি বাহিনী নিয়ে নিহাওয়ান্দে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেখানে অনেকেই খলীফার মতের পক্ষে ও বিপক্ষে মত প্রকাশ করে বক্তৃতা দেন। শেষ পর্যন্ত অধিক সংখ্যকের মতে খলীফা মদীনা ছেড়ে না যাওয়াই স্থিরীকৃত হয়। এখানে আমরা সেই সকল খুতবার মধ্য থেকে 'উসমান, তালহা ও 'আলী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত খুতবা তিনটি নমুনা স্বরূপ তুলে ধরছি।[৭৫]

'উসমান (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন:[৭৬]

أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام، فيسيروا من شامهم، وتكتب إلى أهل اليمن، فيسيروا من يمنهم، ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصريين البصرة والكوفة، فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين، فإنك إذا سرت بمن معك، ومن عندك، تكن في نفسك بالكاثر من عدد القوم، وكنت أعزعزاً وأكثر، إنك لاتستبقى من نفسك بعد اليوم باقية، ولا تمتع من الدنيا بعزيز، ولا تكون منها في حرز حريز إن هذا اليوم له ما بعده، فاشهده بنسك ورأيك وأعوانك، ولاتغب عنه.

হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি শামের অধিবাসীদেরকে লিখুন। তারা শাম থেকে বেরিয়ে পড়ুক। আপনি য়ামনবাসীদেরকে লিখুন। তারাও বেরিয়ে পড়ুক। তারপর আপনি এই হারামের অধিবাসীদের সংগে করে বসরা ও কূফায় চলুন। অতঃপর মুশরিকরা মুমিনদের মুখোমুখি হবে। আপনি যখন আপনার সংগী-সাথীদের সাথে নিয়ে চলবেন, তখন আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করবেন। আপনি সর্বাধিক সম্মানিত থাকবেন। আপনি আজকের দিনের পরে অন্তরে কোন কিছু পোষণ করে রাখবেন না। কোন শক্তিমানের সাহায্যে দীর্ঘদিন পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করবেন না। এ দুনিয়াতে আপনি কোন রক্ষকের নিরাপত্তায়ও থাকবেন না। এ দিনের পরে আরও দিন আছে। সুতরাং আপনি তা প্রত্যক্ষ করুন নিজে, নিজের সিদ্ধান্ত ও আপনার সহযোগীদের দ্বারা। আপনি তা থেকে দূরে থাকবেন না।

---

৭৫. আত-তাবারী, তারিখ, খ. ৪, পৃ. ২৩১-২৩৮; খ. ৫, পৃ. ৮৩; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৮৫-২৮৬

৭৬. আত-তাবারী, তারিখ. খ. ৪পৃ. ২৩৮

www.nagorikpathagar.org

তারপর তালহা (রা) উঠে দাঁড়ান। তিনি বলেন:[৭৭]

أما بعد يا أمير المؤمنين، فقد أحكمتك الأمور، وعجمتك البلايا، وحنكتك التجارب، أنت وشأنك، وأنت ورأيك، لا ننبو فى يدك، ولانكل أمرنا إلا إليك، فأمرنا نجب، وادعنا نطع، واحملنا نركب، وقدنا نقد، فإنك ولى هذا الأمر، وقد بلوت، وجربت، واختبرت، فلم ينكسف شئ من عواقب الأمور لك إلا عن خيار.

অতঃপর হে আমীরুল মুমিনীন! বিভিন্ন দায়িত্ব আপনাকে জ্ঞানী করেছে, নানা রকম বিপদ-আপদ আপনাকে শক্ত করেছে এবং বহু অভিজ্ঞতা আপনাকে বিজ্ঞ করেছে। এখন আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন, আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করুন। আমরা আপনার ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণ করবো না। আপনার কাছেই আমরা আমাদের সকল বিষয় অর্পণ করবো। আমাদেরকে আদেশ করুন, আমরা পালন করবো, আমাদেরকে আহ্বান জানান, আমরা আনুগত্য করবো, আমাদেরকে বাহনের পিঠে চড়ান, আমরা চড়বো। আমাদেরকে চালিত করুন, আমরা চলবো। কারণ আপনি এই খিলাফতের অভিভাবক। আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নির্বাচনের মাধ্যমেই এ সকল বিষয়ের কিছু ফলাফল আপনার জন্যে প্রকাশ পেয়েছে।

সে দিন আলী (রা) তাঁর ভাষণে বলেন:[৭৮]

أما بعد فإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، إنما هودين الله الذى أظهره، وجنده الذى أعزه، وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ. فنحن على موعود من الله، والله منجز وعده، وناصر جنده. وإن مكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه، ويمسكه، فإن انحل تفرق ما فيه، وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا، والعرب اليوم، وإن كانوا قليلا، فإنهم كثير بالإسلام، أقم مكانك، واكتب أهل الكوفة، فإنهم أعلام العرب ورؤساؤهم وليشخص منهم الثلثان وليقم الثلث، واكتب إلى أهل البصرة أن يمدوهم ببعض من عدوهم، ولا تشخص الشام ولا اليمن، إنك إن أشخصت أهل

৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৯
৭৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৭-২৩৮

www.nagorikpathagar.org

الشام من شامهم، سارت الروم إلى ذراريهم، وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم، سارت الحبشة إلى ذراريهم، ومتى شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافها، حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا، قالوا هذا أمير العرب وأصلهم، فكان أشد لكلبهم عليك. وأما ماذكرت من مسير القوم، فإن الله أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير مايكره. وأما ماذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وإنما كنا نقاتل بالصبر والنصر. فقال عمر : أجل هذا الر أى، وقد كنت أحب أن أتابع عليه.

অতঃপর, এ দীনের বিজয় ও পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যা স্বল্পতার দ্বারা নয়। নিশ্চয় এ আল্লাহর দীন, যা তিনি বিজয়ী করেছেন এবং তাঁরই বাহিনী যাদেরকে সম্মানীত করেছেন। ফেরেশতাদের দ্বারা সেই বাহিনীকে সাহায্য করেছেন, ফলে তারা যে পর্যন্ত পৌঁছার পৌঁছেছেন। আর আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত। নিশ্চয় তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। তাঁর বাহিনীকে সাহায্য করবেন। তাদের মধ্যে আপনার স্থান হলো সূতা দিয়ে সেলাইয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার স্থানের মত- যে সেটাকে একত্র করে ধরে রাখে। যদি সেটা ছুটে যায় তাহলে তার মধ্যে যা কিছু থাকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তা এমন ভাবে চলে যায় যে, তা আর পুরোপুরি কখনো একত্র হয় না। আজকের 'আরব, যদিও তারা সংখ্যায় অল্প ছিল, ইসলামের কল্যাণে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আপনি আপনার স্থানে অবস্থান করুন এবং কূফাবাসীদেরকে লিখুন। কেননা তারা হচ্ছে 'আরবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও 'আরবদের নেতা। তাদের দুই তৃতীয়াংশ বেরিয়ে পড়বে, আর এক তৃতীয়াংশ সেখানে অবস্থান করবে। আর আপনি বসরার অধিবাসীদেরকে লিখুন, তারা যেন তাদের কিছু সংখ্যক লোক দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে। শাম ও য়ামন থেকে কোন লোককে ডাকবেন না। যদি আপনি শামবাসীদেরকে শাম থেকে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, তাহলে রোমানরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের দিকে বেরিয়ে পড়বে। তেমনিভাবে য়ামনীদের ডেকে পাঠালে হাবশীরা তাদের সন্ত

www.nagorikpathagar.org

ান-সন্ততিদের দিকে অগ্রসর হবে। আর আপনি যদি নিজে এই যমীন থেকে বেরিয়ে পড়েন তাহলে 'আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়বে। তখন আপনার সামনের অবস্থার চেয়ে পিছনে রেখে যাওয়া নারী ও পরিবার-পরিজনই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। অনারবরা যদি আগামী কাল আপনাকে দেখে তাহলে বলবে, ইনি 'আরবের আমীর এবং তাদের মূল ব্যক্তি। আপনাকে সহ্য করা তাদের কুকুরের জন্যে ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর কাওমের লোকদের যাত্রার যে কথা আমি বলেছি, তা আল্লাহ্ তাদেরকে যাত্রার জন্যে বাধ্য করেছেন। আর তিনি তার অপছন্দনীয় বিষয় পরিবর্তনে সবচেয় বেশী শক্তিমান। আর তাদের সংখ্যার যে কথা উল্লেখ করেছি, তা অতীতে আমরা যে সব যুদ্ধ করেছি তাতে সংখ্যাধিক্য দ্বারা যুদ্ধ করিনি। সেখানে আমরা ধৈর্য্য ও সাহায্যের দ্বারাই যুদ্ধ করতাম। অতঃপর 'উমার (রা) বলেনঃ হাঁ, এটা একটি মত। আর এটা অনুসরণ করা আমারও পছন্দ।

এ যুগে পরামর্শ মূলক খুতবার আরও একটি চমৎকার দৃশ্য আমরা দেখতে পাই খলীফা 'উমারের (রা) মৃত্যুর পর যাঁদের উপর তিনি দায়িত্ব দান করে গিয়েছিলেন তাঁদেরই মধ্য থেকে একজনকে খলীফা নির্বাচনের, তাঁদের পরামর্শ সভায়। তাঁরা ছিলেন ছয়জন : 'আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ, 'উসমান ইবন 'আফ্‌ফান, 'আলী ইবন আবী তালিব, যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম, সা'আদ ইবন আবী ওয়াকাস ও তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ।[৭৯] খলীফা 'উমারের (রা) ওফাতের পর একমাত্র তালহা ছাড়া অন্যরা সমবেত হলেন। তালহা সে সময় মদীনার বাইরে ছিলেন। 'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ সর্বপ্রথম নিম্নের বক্তব্যটি রাখেন:[৮০]

يا هؤلاء، إن عندى رأيا، وإن لكم نظرا، فاسمعوا تعلموا، وأجيبوا تفقهوا، فإن حابيا خير من زاهق، وإن جرعة من شروب بارد أنفع من عذب موب، أنتم أئمة يهتدة بكم، وعلماء يصدر إليكم، فلا تفلوا المدى بالاختلاف بينكم، ولاتغمدوا السيوف عن أعدائكم، فتوتروا ثأركم، وتؤلتوا أعمالكم، لكل كتاب، ولكل بيت إمام، بأمره يقومون، وبنهيه يرعون، قلدوا أمركم واحدا منكم، تمشوا

৭৯. প্রগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩; ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, (বৈরূতঃ দারুল কালাম, সং ৪, ১৯৮৪), পৃ. ২১০
৮০. আত-তাবারী, তারীখ, খ, ৫, পৃ. ৩৮

www.nagorikpathagar.org

الهوينى، وتلحقوا الطلب، ولولا فتنة عمياء، وضلالة حيراء، يقول أهلها ما يرون، وتحلهم الحبوكرى، ما عددت نياتكم معرفتكم، ولا أعمالكم نياتكم، إحذروا نصيحة الهوى، ولسان الفرقة، فإن الحيلة فى المنطق أبلغ من السيوف فى الكلم، علقوا أمركم رحب الذراع فيما حل، مأمون الغيب فيما نزل، رضا منكم وكلكم رضا، ومقترعا منكم وكلكم منتهى، لاتطيعوا مفسدا يتنصح، ولاتخالفوا مرشدا ينتصر، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم.

ওহে, আমার একটি ভিন্ন মত আছে, আর আপনাদেরও আছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। শুনুন, তাহলে জানতে পারবেন, আর জবাব দিন তাহলে বুঝতে পারবেন। লক্ষ্যস্থলে পতিত তীর লক্ষ্যস্থলে অতিক্রমকারী তীর থেকে ভালো। এক ঢোক ঠান্ডা পানি, কণ্ঠ দিয়ে উপরের দিকে উঠে আসে এমন মিষ্ট পানি থেকে উত্তম। আপনারা হলেন অনুসরণীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সিদ্ধান্তদানকারী 'উলামা। সুতরাং পরস্পর মত-পার্থক্য সৃষ্টি করে ছুরি ভোঁতা করে ফেলবেন না। আর শত্রুদের থেকে ফিরিয়ে তরবারি খাপবদ্ধ করে ফেলবেন না। তাহলে তাদেরকে আপনাদের থেকে বদলা নেয়ার সুযোগ করে দেবেন এবং আপনাদের আমল বরবাদ করে ফেলবেন। প্রতিটি গ্রন্থ এবং প্রতিটি গৃহের একজন নেতা থাকে। তাঁরই নির্দেশে তারা কাজ করে এবং তাঁর নিষেধে তারা সতর্ক হয়। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব নিজেদের মধ্য থেকে কারো কাঁধে চাপিয়ে দিন। তারপর আপনারা আপনাদের নিজ নিজ গন্তব্য ও আপন আপন উদ্দেশ্যে গমন করুন। যদি অন্ধ বিশৃঙ্খলা ও বিস্ময়কর বিভ্রান্তি না থাকতো সেই বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তিতে আপতিত মানুষ যা দেখবে তাই বলবে এবং তাদের উপর বালুর পাহাড় নেমে আসবে। আপনাদের নিয়্যাত আপনাদের জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘন করেনি, তেমনিভাবে আপনাদের কর্মও আপনাদের নিয়্যাতকে অতিক্রম করেনি। আপনারা প্রবৃত্তির উপদেশ ও বিভেদ সৃষ্টি করা ভাষা থেকে সতর্ক হোন। কারণ জখম সৃষ্টির ক্ষেত্রে তরবারির আঘাতের চেয়ে কথার কৌশল বেশী উপযুক্ত। আপনাদের এই খিলাফতের বিষয়টি যার মধ্যে আপতিত হয়েছে, তা প্রশস্ত হাতে লটকিয়ে দিন। যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে অদৃশ্যের বিষয়ে নিরাপদ থাকুন। আপনাদের সন্তুষ্টি প্রয়োজন এবং

www.nagorikpathagar.org

সকলেই সন্তুষ্ট আছেন। আপনাদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে এবং এ ব্যাপারে আপনারা সকলেই চূড়ান্ত পর্যায়ে আছেন। কৃত্রিম উপদেশ দানকারী বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর অনুসরণ আপনারা যেমন করবেন না, তেমনিভাবে সত্যিকার পথপ্রদর্শন-কারীর বিরোধিতাও করবেন না। আমার কথা এতটুকুই। আমার ও আপনাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফের ভাষণ শেষ হলে 'উসমান ইবন 'আফ্ফান নিম্নের ভাষণটি দান করেন:[৮১]

الحمد لله الذى اتخذ محمدا نبيا، وبعثه رسولا، صدقه وعده، ووهب له نصره، على كل من بعد نسبا، أوقرب رحما صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله له تابعين، وبأمره مهتدين، فهو لنا نور، ونحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواء، ومجادلة الأعداء، جعلنا الله بفضله أئمة، وبطاعته أمراء، لايخرج أمرنا منا ولا يدخل علينا غيرنا، إلا من سفه الحق ونكل عن القصد، وأحربها يا بابن عوف أن تترك، وأجدر بها أن تكون، إن خولف أمرك، وترك دعاؤك، فأنا أول مجيب لك، وداع أليك، وكفيل بما أقول زعيم، وأستغفر الله لى ولكم.

সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি মুহাম্মাদকে নাবী হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন। আর তাঁকে বিজয় দান করেছেন বংশগত দিক দিয়ে দূরবর্তী অথবা আত্মীয়তার দিক দিয়ে নিকটবর্তীদের উপর। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুসারী যেমন বানিয়েছেন, তেমনি আদেশ দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত বানিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্যে একটি আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আর আমরা তাঁরই নির্দেশে কর্মতৎপর হই, যখন বিভিন্ন মত-পথ ও কামনা- বাসনায় ভিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং শত্রুরা বিতর্কে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাঁর করুণা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে নেতা বনিয়েছেন। তাঁরই আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা হয়েছি উমারা বা শাসকবৃন্দ। আমাদের ক্ষমতা আমাদের থেকে বের হবে না এবং আমাদের ছাড়া অন্য কেউ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে না। তবে যে

৮১. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯

www.nagorikpathagar.org

সত্যকে নির্বোধ ভেবেছে এবং উদ্দেশ্য সাধনে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। হে ইবন 'আওফ, তাদেরকে পরিত্যাগ করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা উচিত হবে। যদি আপনার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করা হয় এবং আপনার আহ্বান পরিত্যাগ করা হয় তাহলে আমিই হবো আপনার আহ্বানে প্রথম সাড়াদানকারী। আমিই হবো আপনার প্রতি আহ্বানকারী। আমি যা কিছু বলছি তার দায়িত্ব আমার। আমি আমার নিজের ও আপনাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তারপর যথাক্রমে যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম ও সা'আদ ইবন আবী ওয়াককাস (রা) একটি করে খুতবা দেন। সবশেষে 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) নিম্নের খুতবাটি দান করেন:[৮২]

الحمد لله الذى بعث محمدا منا نبيا، وبعثه إلينا رسولا فنحن بيت النبوة، ومعدن الحكمة، وأمان أهل الأرض، ونجاة لمن طلب، لنا حق إن نعطه، نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الابل، ولو طال السرى، لو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لأنفذنا عهده، ولو قال لنا قولا لجادلنا عليه حتى نموت، لن يسرع أحد قبلى إلى دعوة حق، وصلة رحم، ولاحول ولا قوة إلا بالله، اسمعوا كلامى، وعوا منطقى، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع، تنتضى فيه السيوف، وتخان فيه العهود، حتى تكونوا جماعة، ويكون بعضكم لأهل الضلالة، وشيعة لأهل الجهالة.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে নাবী করে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকেই আমাদের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা হচ্ছি নুবুওয়াতের ঘর, হিকমতের উৎস, পৃথিবীবাসীর নিরাপত্তা এবং যে মুক্তি চায় তার মুক্তি। যদি আমাদেরকে দান করা হয়, আমরা গ্রহণ করবো। এ অধিকার আমাদের আছে। যদি আমাদেরকে বাধা দেয়া হয়, তাহলে আমরা উটের পিঠে উঠে বসবো- যদিও সে ভ্রমণ দীর্ঘ হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের কাছে কোন অঙ্গীকার করে থাকেন, আমরা অবশ্য তাঁর সে অঙ্গীকার কার্যকরী

৮২. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ৩, পৃ. ৩৬

www.nagorikpathagar.org

করবো। যদি তিনি আমাদের নিকট কোন কথা বলে থাকেন, আমরা তার পক্ষে আমরণ বিতর্ক করবো। আমার আগে কেউ কখনও দ্রুত সত্যের দা'ওয়াত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে অগ্রসর হবে না। আল্লাহ ছাড়া আর কোন সহায় ও শক্তি নেই। আপনারা আমার কথা শুনুন। আমার বক্তব্য অনুধাবন করুন। আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন এই সমাবেশের পর এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তরবারি কোষমুক্ত করা হবে এবং সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে, যা আপনারা জামা'আতবদ্ধ থাকার জন্যে করেছিলেন। তখন আপনাদের কিছু লোক পথভ্রষ্টদের পক্ষে যাবে এবং মূর্খদের সঙ্গী হবে। তারপর তিনি কবিতার দু'টি চরণ আবৃত্তি করেন।

(ঘ) আল-জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (الجهاد في سبيل الله)

এ যুগের খুতবার আরেকটি উপলক্ষ ও বিষয় হলো 'জিহাদ-ফী-সাবীলিল্লাহ'। মক্কার পৌত্তলিক শক্তি মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘোরতর বা প্রবল শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন যতদিন ও যতক্ষণ না গোটা দীন আল্লাহর জন্যে হয়ে গেল এবং মানুষের অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা ও প্রভুত্বের বিশ্বাস বিদ্যমান না থাকলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতিকাল করলেন।

অত:পর মুসলমানরা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল জয়ের জন্যে পরিচালিত অভিযান সমূহে অতি মারাত্মক ধরণের পরীক্ষা সমূহের সম্মুখীন হয়। এ সকল যুদ্ধে খুতবা ছিল তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের ভাণ্ডার স্বরূপ। সেনা কমাণ্ডারগণ সব সময় তা আগলে রাখতেন এবং তাঁর পরিচালিত বাহিনীর মধ্যে কোন রকম দুর্বলতা দেখতে পেলেই তা দ্বারা সাহায্য করতেন। ফলে তাঁদের দুর্বলতা শক্তিতে পরিণত হতো, তাদের পিছনে সরে আসা অগ্রগামিতা ও বিজয়ে রূপলাভ করতো। সমর বিশারদ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (খ্রি.১৭৬৯-১৮২১) বলেছেন: 'বিজয়ের জন্য সৈনিকদের মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং আভ্যন্তরীণ, তথা নৈতিক শক্তির পরিমাণ ১ ঃ ৩ থাকা প্রয়োজন।'[৮৩]

---

৮৩. আবু যাহ্‌রা, আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৫১

www.nagorikpathagar.org

নেপোলিয়নের সম-সাময়িক আরেকজন জার্মান সেনাধ্যক্ষ বলেছেন: 'আধুনিক যুগে প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি ও অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যুদ্ধে নৈতিক উপাদান অতীত কালের মতই চূড়ান্তভাবে কার্যকরী।'[৮৪]

দৈহিক বলে বলীয়ান কিন্তু প্রাণ শক্তিহীন, এমন একটি বাহিনী একটি ভোতা অসির মত, যা দ্বারা কাউকে ধরাশায়ী করা যায় না। বাহিনীর কমাণ্ডার যদি তাঁর বাহিনীকে প্রকাশ্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক শক্তিতে উজ্জীবিত করে তুলতে পারেন তাহলেই কেবল বিজয় অর্জিত হতে পারে। আর এই নৈতিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তিতে উজ্জীবিত করার একমাত্র হাতিয়ার খুতবা। ইসলামের বিজয়-ইতিহাসে এই হাতিয়ারের ব্যাপক ও সফল প্রয়োগ দেখা যায়। রিদ্দার যুদ্ধ, পারস্য অভিযান, রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মোটকথা প্রতিটি বিজয়ের পশ্চাতে রয়েছে একেকটি জ্বালাময়ী খুতবার বিশেষ ভূমিকা। জাতীয় নেতৃবৃন্দ খুতবার মাধ্যমে জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে বেরিয়ে পড়ার জন্যে উৎসাহিত করতেন, সেনা কমাণ্ডারগণ রণক্ষেত্রে চরম মুহূর্তে খুতবার মাধ্যমে সৈনিকদের ভেঙ্গে পড়া মনোবল চাঙ্গা করে কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনতেন। সুতরাং 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' এ যুগের খুতবার একটি প্রধান বিষয় ও উপলক্ষ ছিল বলা যায়।

'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহ অনুসন্ধান করলে এ জাতীয় খুতবা যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে আমরা তার থেকে মাত্র কয়েকটি খুতবা তুলে ধরতে চাই।

খলীফা আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফতকালের শেষ দিকে সেনাপতি আল-মুসান্না ইবন হারিসা আশ-শায়বানীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী ও সেনাপতি বাহ্মান-এর নেতৃত্বাধীন পারস্য বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং বাবেলের যুদ্ধে বাহ্মানের বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। আল-মুসান্না শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে মাদায়েনের উপকণ্ঠ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। তারপর তিনি আবার আল-হীরায় ফিরে আসেন।

হীরায় ফিরে তিনি মদীনায় খলীফার জীবনের অন্তিম অবস্থার কথা অবগত হন। তিনি শঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে, পারসিকরা হয়তো আবার প্রবল শক্তিতে আক্রমণ চালাবে এবং তার মোকাবিলা করা তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বাশীর ইবন আল-খাসাসিয়ার উপর স্বীয় বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করে

---

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় চলে যান এবং খলীফার নিকট পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ তুরে ধরেন। খলীফা তখন জীবনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে এ অবস্থায় তিনি 'উমার (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন জরুরী ভিত্তিতে আল-মুসান্নার জন্যে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

খলীফা আবু বাকর (রা) যে রাতে ইনতিকাল করেন, সে রাতের ফজরের নামাজের পূর্বে হযরত 'উমার (রা) জনগণকে আল-মুসান্নার সাথে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। সেকালে পারস্যের শক্তি, শান-শওকাত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর উপর তাদের দুর্দান্ত প্রতাপ ইত্যাদি কারণে আরবরা তাদেরকে ভীতির চোখে দেখতো। 'উমার (রা) পরপর তিনদিন আহ্বান জানানোর পরও কেউ সাড়া দিলনা। চতুর্থ দিন তিনি যথারীতি আহ্বান জানালেন। সে দিন সর্ব প্রথম আবু 'উবায়দা ইবন মাস'উদ আস-সাকাফী সাড়া দিলেন। তারপর একে একে আরো বহু মানুষ সাড়া দিল। সে সময় মানুষের মধ্যে দোদুল্য ভাব লক্ষ্য করে আল-মুসান্না নিম্নের সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দান করেন:[৮৫]

> أيها الناس : لايعظمن عليكم هذا الوجه، فإنا قدتبحبحنا ريف فارس، وغلبنا هم على خير شقي السواد، وشاطرناهم ونلنا منهم، واجترأنا من قبلنا عليهم، ولها إن شاء الله ما بعدها.
>
> হে জনগণ! এই চেহারা যেন তোমাদের নিকট বড় হয়ে দেখা না দেয়। ইতোমধ্যে আমরা পারস্যের গ্রামে প্রবেশ ও আমাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। তাদের ভালো দু'টি ভূমির একটিতে আমরা তাদেরকে পরাজিত করেছি । তাদেরকে দু'ভাগ করে একভাগ আমরা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। তাদের উপর আক্রমণের সাহস আমরা দেখিয়েছি। ইনশাআল্লাহ এরপরে রয়েছে তাদের জন্যে আরো কিছু।

তারপর 'উমার (রা) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, হিজায কোন প্রাচুর্যের দেশ নয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্যান্য জাতির উপর বিজয় দানের অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর ভাষণটি নিম্নরূপ:

---

৮৫. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৪, পৃ. ৬০; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ২,পৃ. ২১১; তারিখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১৯৯; ঈলিয়া হাবী, পৃ. ১৬৬

www.nagorikpathagar.org

إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة، ولايقوى عليه أهله إلا بذلك، أين الطراء المهاجرون عن موعود الله، سيروا فى الأرض التى وعدكم الله فى الكتاب أن يورثكموها، فإنه قال : (ليظهره على الدين كله) والله مظهر دينه ومعز ناصره، ومولى أهله مواريث الأمم، اين عباد الله الصالحون؟

হিজায আপনাদের জন্যে অস্থায়ী চারণভূমি ছাড়া আর কিছু নয়। এর অধিবাসীরা শুধু এর উপর নির্ভর করা ছাড়া বলিষ্ঠ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দ্রুত পরিত্যাগকারীরা কোথায়? আপনারা যমীনে ভ্রমণ করুন, আল্লাহ যার অঙ্গীকার করেছেন যে আপনাদেরকে তার উত্তরাধিকারী বানাবেন। কারণ তিনিই বলেছেন: 'সকল দীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করবেন।' আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন, তার দীনের সাহায্যকারীকে সম্মান দান করবেন। তার দীনের অধিকারীদেরকে অন্যান্য জাতির উত্তরাধিকারী করবেন। সৎকর্মশীল ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাগণ কোথায়?

হযরত সা'আদ ইবন আবী ওয়াককাস (রা) 'ইয়াওমুল আরমাস'[৮৬] এর দিন তাঁর বাহিনীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। হামদ ও সালাম পেশের পর তিনি বলেন:[৮৭]

إن الله هو الحق لاشريك له فى الملك وليس لقوله خلف، قال الله جل ثناؤه : (ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون)، إن هذا ميراثكم وموعود ربكم، قد أباحها لكم منذ ثلاث حجج، فأنتم تطعمون منها وتأكلون منها، وتقتلون أهلها وتجبوهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيام منكم، وقد جاءكم منهم هذا الجمع، وأنتم وجوه العرب وأعيانهم، وخيار كل قبيلة وعز من وراءكم، فإن تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الأخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة، ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله، وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا وتذهب ريحكم وتوبقوا آخركم.

---

৮৬. হিজরী ১৪ সনে পারস্য বাহিনী ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রথম দিনটিকে ইয়ামুল আরমাস বলা হয়। (তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ২১০)
৮৭. আত-তাবারী, তারীখ, খ.৪, পৃ. ১১৪; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২২৯-২৩০

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই সত্য। সাম্রাজ্যে তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর কথার কোন জুড়ি নেই। আল্লাহ–যার প্রশংসা সুমহান, বলেন: 'উপদেশের পর আমরা যাবূরে একথা লিপিবদ্ধ করেছি যে, পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার সত্যনিষ্ঠ যোগ্য বান্দারা।' নিশ্চয় এ যমীন তোমাদের মীরাস, তোমাদের প্রভুর অঙ্গীকার। তিন বছর যাবত তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। তোমরা এর থেকে আহার্য লাভ কর এবং তা খেয়ে থাক। তোমাদের যোদ্ধারা তাদের পক্ষ থেকে যে ক্ষতি ও বিপদ লাভ করেছে তার পরিবর্তে আজকের দিন পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছো এবং তাদের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করেছো। এখন তাদের পক্ষ থেকেই এ বাহিনী এসেছে। তোমরা হচ্ছো 'আরবের গণ্যমান্য, নেতৃস্থানীয়, প্রত্যেক গোত্রের সেরা ব্যক্তি এবং তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে সম্মান। যদি তোমরা দুনিয়াকে উপক্ষো কর এবং আখিরাতের অভিলাষী হও তাহলে আল্লাহ তোমাদরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি দান করবেন। আর তা তোমাদের কাউকে তার মৃত্যুর নিকটবর্তী করবে না। আর যদি তোমরা হতবল হয়ে থেমে যাও ও দুর্বল হয়ে পড় তাহলে তোমাদের বিজয় হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং আখিরাত থেকেও তোমরা বঞ্চিত হবে।

এই কাদিসিয়াতে মুসলিম মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে কাসিম ইবন 'আমর (রা) যে ভাষণটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[৮৮]

إن هذه بلاد قد أحل الله لكم أهلها، وأنتم تنالون منها منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منكم، وأنتم الأعلون والله معكم، إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم أمر الهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم، إن خرتم وفشلتم – والله لكم من ذلك جار وحافظ – لم يبق هذا الجمع منكم باقية، مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك الله الله، أذكروا الأيام وما منحكم الله فيها، أولا ترون أن الأرض وراءكم بسابس قفار ليس فيها خمر ولا وزر يعقل إليه ويمتنع به؟ إجعلوا همكم الأخرة.

নিশ্চয় এই দেশ, যার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। তোমরা তিন বছর যাবত এ দেশ থেকে যা কিছু গ্রহণ

৮৮. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৪, পৃ. ১১৪; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৩০

www.nagorikpathagar.org

করছো, এখানকার অধিবাসীরা তোমাদের থেকে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। তোমরা তাদের উপর বিজয়ী। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করে তাদেরকে হত্যা ও আঘাত করতে পার তাহলে তাদের ধন-সম্পদ, নারী, সন্তান-সন্ততি ও তাদের দেশ সবই তোমাদের হবে। আর যদি তোমরা ভীরুতা ও কাপুরুষতা দেখিয়ে আক্রমণে বিলম্ব কর-এমন কাজ থেকে আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করুন-তাহলে প্রতিপক্ষের এ বাহিনী এই ভয়ে তোমাদের কোন অবশিষ্ট রাখবে না যে, তোমরা তাদেরকে আবার আঘাত করে ধ্বংস করে ফেলবে।

আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা অতীত যুদ্ধগুলি এবং তাতে আল্লাহ তোমাদেরকে যে সব অনুগ্রহ দান করেছেন, তা স্মরণ কর। তোমরা কি দেখনা যে, তোমাদের পিছনে এমন দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য মরুভূমি যেখানে এমন কোন প্রকার বৃক্ষ ও লতাগুল্ম নেই যেখানে পশু চরানো যায়, অথবা রক্ষা করা যায়? তোমরা তোমদের সকল কর্ম প্রচেষ্টা আখিরাতের জন্য নিবদ্ধ রাখ।

'আরবের বিখ্যাত মহিলা কবি হযরত খানসা'[৮৯] (রা) তাঁর চার ছেলেকে সংগে করে কাদেসিয়া যুদ্ধে যোগ দেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে রাতে তিনি তাঁর ছেলেদেরকে একত্র করে তাদেরকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে একটি জোরালো ভাষণ দান করেন।[৯০] ভাষণটি নিম্নরূপ:[৯১]

يا بنى، أنتم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين. ووالله الذى لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ماخنت أباكم، ولا فضحت خالكم، ولاهجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقدتعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب العظيم فى حرب الكافرين، وأعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، يقول عزوجل : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا الله

৮৯. খানসার ভালো নাম 'তুমাদির', পিতার নাম 'আমর ইবন শারীদ। জাহিলী ও ইসলামের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। মৃত্যু হি. ১৪/খ্রি: ৬৪৪। (তাবাকাত আশ-শু'আরা', পৃ. ১৬০; 'উমার ফাররূখ, তারীখ, খ. ১. প. ৩১৮)

৯০. ইবন হাজার, আল-ইসাবা, খ. ৪, পৃ. ৫৫১; ইবনুল আসীর, উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরূত: দারু ইহয়া আত-তুরাছ-আল 'আরাবী), খ. ৫, পৃ. ৪৪২

৯১. 'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, খাযানাতুল আদব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৩১

www.nagorikpathagar.org

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.[৯২] فإذا أصبحتم غدا، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، ولله على أعدائه مستنصرين.

আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছো এবং আপন ইচ্ছায় হিজরাতও করেছো। সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা যেমন এক মায়ের সন্তান, তেমনি ভাবে একই পিতার ঔরসজাত সন্তানও বটে। আমি না তোমাদের পিতার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি, আর না তোমাদের মাতুল কুলকে লজ্জায় ফেলেছি। না তোমাদের বংশের মুখে কালি দিয়েছি, আর না তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ধুলিমলিন করেছি। আর একথা তোমরা জান যে, আল্লাহ মুসলমানদের জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে বড় রকমের সাওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমরা একথাটি ভালো করে জেনে-বুঝে নাও যে, ইহকালীন ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়ে পরকালীন অনন্ত জীবন অনেক ভালো। মহান আল্লাহ্ বলেন: 'হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা ধৈর্য ধর এবং মোকাবেলায় দৃঢ় ও অটল থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হও।' আগামীকাল যখন সকাল হবে, তোমরা জেনে বুঝে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়বে। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করা আল্লাহর দায়িত্ব।

(ঙ) আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা (الفتن الدخلية)

ইসলামী ঐক্য ও স্থিতি দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা)-এর সময়েই ইসলামী খিলাফতে নানা রকম গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জনগণের মাঝে অস্থিরতা দেখা দেয়। ফলাফলও দ্রুত প্রকাশ পায়। তার প্রথম পরিণতি ৩য় খলীফার শাহাদাত বরণ। তাতেও ফিতনা-ফাসাদ দূর হয়নি, বরং আরো বেড়ে যায়। জনগণ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে- একটি চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা)-এর পক্ষে, অন্যটি 'আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা)-এর পক্ষে। উটের যুদ্ধ যার চূড়ান্ত পরিণতি।

হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) দ্বন্দ্বও এ সময় দেখা দেয় এবং তা প্রবল আকার ধারণ করে। যার পরিণতিতে ঘটে যায় সিফ্ফীনের যুদ্ধ। এ সময় মুসলিম উম্মাহ্ তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে:

---

৯২. আল-কুরআন, ৩ : সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ২০০

www.nagorikpathagar.org

(১) আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা)-এর সমর্থক, (২) মু'আবিয়া (রা)-এর সমর্থক, (৩) উপরিউক্ত উভয় দল থেকে স্বতন্ত্র একটি দল। এ সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতে প্রত্যেকটি দল ও উপদলের মধ্যে ছিল একাধিক তুখোড় বক্তা। তাঁরা নিজ নিজ দলের চিন্তা-ভাবনা ও দাবীর সমর্থনে আবেগময়ী ভাষায় খুতবা দিয়ে জনগণকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। সাথে সাথে নিজ দলের বক্তব্য মানুষের কাছে তুলে ধরতেন। উটের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের খতীবগণ যেমন অসংখ্য খুতবা দিয়েছেন,[৯৩] তেমনিভাবে খুতবা দিয়েছেন সিফ্ফীনের যুদ্ধ উপলক্ষেও।[৯৪] মূলত: এ সকল খুতবা বিষয় ও ভাবের দিক দিয়ে জিহাদ ও যুদ্ধের আহ্বান সম্বলিত খুতবার অনুরূপ। উদাহরণ স্বরূপ এখানে আমরা এ জাতীয় কয়েকটি খুতবা উপস্থাপন করছি।

উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) উটের যুদ্ধের প্রাক্কালে বাসরাবাসীদের উদ্দেশ্যে যে খুতবাটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[৯৫]

يا أيها الناس : صه صه، إن لى عليكم حق الأمومة، وحرمة الموعظة، لايتهنى إلا من عصى ربه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى، فأنا إحدى نسائه فى الجنة، له ادخرنى ربى، وخلصنى من كل بضاعة، وبى ميز منافقكم من مؤمنكم، وبى أرخص الله لكم فى صعيد الأبواء، ثم أبى ثانى اثنين الله ثالثهما، وأول من سمى صديقا، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنه، وظوقه أعباء الإمامة، ثم اضطرب حبل الدين بعده، فمسك أبى بطرفيه، ورتق لكم فتق النفاق، وأغاض نبع الردة، وأطفأ ماحش يهود، وأنتم، يومئذ جحظ العيون، تنظرون الغدرة، وتسمعون الصيحة، فرأب الثأى، وأود من الغلظة وانتاش من الهوة واجتحى دفين الداء، حتى أعطن الوارد، وأورد الصادر وعل الناهل، فقبضه الله إليه، واطئا على هامات النفاق، مذيا نار الحرب للمشركين، فانتظمت طاعتكم بحبله،

---

৯৩. দ্র. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, ১৮৪, ১৮৭-১৮৮, ১৯১, ১৯৪; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ৩, পৃ. ১০৫; ১১৩-১১৪; আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, খ. ১, পৃ. ৪৫-৪৬, ৪৯-৭০; ইবন আবিল হাদীদ, শারহু নাহ্জিল বালাগা, (কায়রো: আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩২৯ হি.) খ. ১, পৃ. ৭৮, ১০১-১০২, ২৪৮; খ. ২,. ৮১, ১৫২-২২৬; খ. ৩, পৃ. ২৯২-২৯৩

৯৪. আত-তাবারী, খ. ৫, ২৩৬, ২৪২; খ. ৬পৃ. ২, ৯-১১, ১৩, ১৯, ২১-২৫; শারহু ইবন আবিল হাদীদ, খ. ১, পৃ. ২৭৮, ২৮৬, ৪৮১-৪৮৭; ৪৯৪-৪৯৭, ৫০৩-৫০৪; নিহায়াতুল আরিব, খ. ৭, পৃ. ২৪১ সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ২৮৪, ২৫২-২৫৩

৯৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১২৮-১৩০, ৩১-৩১৬

www.nagorikpathagar.org

فولى أمركم جلا مرعيا إذا ركن إليه، بعيد ما بين اللابتين، عركة للأذاة بجنبه، صفوحا عن أذاة الجاهلين، يقظان الليل فى نصرة الإسلام، فسلك السابقة ففرق شمل الفتنة، وجمع أعضاد ماجمع القرآن، وأنا نصب المسألة عن مسيرى هذا، لم ألتمس أثما، ولم أونس فتنة أوطئكموها، أقول قولى هذا صدقا وعدلا، وإعذارا وإنذارا، وأسأل الله أن يصلى على محمد، وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين.

ওহে জনমণ্ডলী! চুপ করুন, চুপ করুন। নিশ্চয় আপনাদের উপর মা হিসাবে আমার দাবী আছে, উপদেশ দানের অধিকার আছে। আমার প্রতি কেউ কলঙ্ক আরোপ করতে পারেনা। কেবল সে ব্যক্তি ছাড়া যে তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমারই পার্শ্বদেশে ও বুকে মাথা রেখে ইনতিকাল করেছেন।জান্নাতে আমি হবো তাঁর অন্যতমা স্ত্রী। আমার রব আমাকে তাঁর জন্যেই সংরক্ষিত রেখেছেন এবং যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে আমাকে পূত-পবিত্র করেছেন। আমার সত্ত্বা দ্বারাই আল্লাহ আপনাদেরকে 'আবওয়া'র মাটিতে তায়াম্মুমের সুযোগ দিয়েছেন। অতঃপর আমার পিতা সেই 'সাওর' পর্বতের গুহায় দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়, আর আল্লাহ ছিলেন তৃতীয়। তিনিই সর্বপ্রথম 'সিদ্দীক' উপাধি লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি খুশী থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনিই তাঁর মাথায় ইমামাতের বোঝা চাপিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পরে দীনের রশি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর আমার পিতা তার দু'পাশ শক্তভাবে মুঠ করে ধরেন। নিফাকের ফাটা তালি দেন, রিদ্দার উৎস বন্ধ করেন এবং য়াহূদীদের ষড়যন্ত্র নির্মূল করেন। আর সেদিন আপনারা চোখ বড় করে আস্থা ভঙ্গকারীদের দেখতেন, চতুর্দিকে শোরাগোল শুনতেন। অতঃপর তিনি বিশৃঙ্খলা দূর করেন, কঠোরতা নির্মূল করেন, পতন ঠেকিয়ে রাখেন এবং রোগের মূলকে উৎপাটিত করেন, অবশেষে তিনি অবতরণকারীকে পেট ভরে পানি পান করান, চলে যাওয়া লোককে পানির ঘাটে ফিরিয়ে আনেন। পিপাসিত ব্যক্তি বার বার তৃষ্ণা নিবারণ করে। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন। নিফাকের

www.nagorikpathagar.org

সকল ষড়যন্ত্র পদদলিত করেন এবং পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেন। অতঃপর আপনাদের আনুগত্য তাঁর রশিতে বাঁধা হয়। তারপর আপনাদের এ ক্ষমতা একজন সচেতন ও দায়িত্ব পরায়ণ ব্যক্তির হাতে যায়- যখন তাঁর প্রতি ঝোঁকা হয়। যিনি মানুষের দেহে লাঠিপেটাকারীদের থেকে দূরে ছিলেন, আশ-পাশের লোকদের কষ্ট নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। মূর্খদের বিরক্তি ও জ্বালাতন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ইসলামের বিজয়ের জন্যে রাত জেগে কাটাতেন। এভাবে তিনি পূর্বসূরীদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করেন। তিনি বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং এমন সব সহকারীকে একত্র করেন যাঁরা কুরআন সংগ্রহ করেন। আমার এ চলার মাধ্যমে আমি বিষয়টি উপস্থাপন করছি। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কোন পাপের বাসনা ও ফিত্না-ফাসাদের অন্বেষণ করা নয়। সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, ওজর-আপত্তি ও সতর্ককরণের সুরে আমি আমার এ কথাগুলি বলছি। আমি আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি করুণা বর্ষণ করেন এবং রাসূলদের সর্বোত্তম খিলাফত আপনাদেরকে দান করেন।

বাসরাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হযরত 'আইশা (রা)- এর অন্য একটি খুতবা নিম্নরূপ:[৯৬]

প্রথমে তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন:

كان الناس يتجنون على عثمان رضى الله عنه ويزرون على عماله، ويأتوننا بالمدينة فيستشير وننا فيما يخبرو ننا عنهم، و يرون حسنا من كلامنا فى صلاح بينهم فننظر فى ذلك فنجده بريا تقيا صفيا ونجدهم فجرة غدرة كذبة يحاولون غير ما يظهرون، فلما قووا على المكاثرة كاثروه واقتحموا عليه واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلاترة ولا عذر، ألا أن مما ينبغى، ولا ينبغى لكم غيره، أخذ قتلة عثمان رضى الله عنه، وإقامة كتاب الله عزوجل :

৯৬. আত-তাবারী, তারীখ,খ. ৫, পৃ. ১৭৫; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ৩, পৃ. ১০৫

www.nagorikpathagar.org

٩٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُوْنَ . الأية.

মানুষ 'উসমান (রা)-এর অপরাধের কথা বলতো, তাঁর কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রতি দোষারোপ করতো। তারা মদীনায় আমাদের নিকট আসতো এবং তাঁদের সম্পর্কে নানা রকম তথ্য আমাদেরকে জানিয়ে পরামর্শ চাইতো। তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা মূলক আমাদের কথাকে তারা ভালোভাবে গ্রহণ করতো।

আমরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতাম। আমরা 'উসমানকে (রা) পবিত্র, খোদাভীরু ও অঙ্গীকার পালনকারী রূপে দেখতে পেতাম। আর অভিযোগকারীরা আমাদের নিকট পাপাচারী, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বলে প্রতীয়মান হতো। তারা মুখে যা বলতো, তার বিপরীত কাজ করার চেষ্টা করতো। যখন তারা মুকাবিলা করার মত শক্তিশালী হলো তখন সম্মিলিত ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তারা তাঁর উপর তাঁর বাড়িতে হামলা চালালো। যে রক্ত ঝরানো হারাম ছিল তা তারা হালাল করলো, আর যে মাল লুট করা এবং যে শহরের অবমাননা করা অবৈধ ছিল তা তারা বিনা দ্বিধায় ও বিনা কারণে বৈধ করে নিল। শোন, এখন যা করণীয় এবং যা ছাড়া অন্য কিছু করা তোমাদের উচিত হবে না, তা হলো 'উসমানের (রা) হত্যাকারীদের ধরা এবং তাদের উপর মহান আল্লাহর কিতাবের হুকুম কার্যকরী করা। তারপর তিনি পাঠ করেন:

আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের (তাওরাতের) কিছু অংশ পেয়েছে- আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অত:পর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উটের যুদ্ধের সময় হযরত 'আলী (রা)-এর একজন প্রবল সমর্থক 'আদী ইবন হাতিম। তিনি 'আরবের বিখ্যাত তায় গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সমাবেশে তাঁদেরকে 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে যে খুতবাটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[৯৮]

---

৯৭. আল-কুরআন, ৩ : সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ২৩
৯৮. আল-ইমামা ওয়াস সিয়াস, পৃ. ৪৫

www.nagorikpathagar.org

يامشعر طئ : إنكم أمسكتم عن حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشرك، ونصرتم الله ورسوله فى الإسلام على الردة، وعلى قادم عليكم، وقدضمنت له مثل عدة من معه منكم، فخفوا معه، وقد كنتم تقاتلون فى ال جاهلية على الدنيا، فقاتلوا فى الإسلام على الآخرة، فإن أردتم الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، وأنا أدعوكم إلى الدنيا والآخرة، وقد ضمنت عنكم الوفاء، وباهيت بكم الناس، فأجيبوا قولى، فإنكم أعز العرب دارا، لكم فضل معاشكم وخيلكم، فاجعلوا فضل المعاش للعيال، وفضول الخيل للجهاد، وقد آظلكم على والناس معه من المهاجرين والبدريين والبدريين والأنصار، فكونوا أكثرهم عددا، فأن هذا سبيل للحى فيه الغنى والسرور، وللقتيل فيه الحياة والرزق.

হে তায় গোত্রের লোকেরা। আপনারা আপনাদের পৌত্তলিক জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন। ইসলামী যুগে ধর্মত্যাগের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছেন। এখন 'আলী (রা) আপনাদের নিকট উপস্থিত হচ্ছেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, যে পরিমাণ লোক তাঁর সাথে আছে, তার সমপরিমাণ লোক আপনাদের মধ্য থেকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন। সুতরাং আপনারা খুব দ্রুত বেরিয়ে পড়ুন। আপনারা জাহিলী যুগে দুনিয়ার জন্যে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং ইসলামী যুগে আখিরাতর জন্যে যুদ্ধ করুন। যদি দুনিয়া লাভই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ গনীমত (যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ) রয়েছে। আমি আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আপনাদের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার পালনের জামিন হয়েছি। আপনাদেরকে নিয়ে মানুষের নিকট গর্ব করেছি। সুতরাং আপনারা আমার আবেদনে সাড়া দিন। আপনারা হলেন 'আরবের সর্বাধিক সম্মানিত বংশ। আপনাদের আছে অতিরিক্ত জীবিকা ও অতিরিক্ত ঘোড়া। সন্তান-সন্ততিদের জন্যে অতিরিক্ত জীবিকা রেখে দিন এবং জিহাদের জন্যে রেখে দিন অতিরিক্ত ঘোড়া। আপনাদের ব্যাপারটি তিনি আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন মুহাজির, বদরী সাহাবী ও আনসারদের বহু মানুষ। আপনারা

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশী হোন। কারণ এটাই জীবিতদের পথ, যার মধ্যে রয়েছে চিত্তের বিত্তশীলতা ও আনন্দ-উৎফুল্লতা আর নিহতের জন্যে রয়েছে জীবন ও জীবিকা।

হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর একজন প্রবল সমর্থক যুল কিলা' আল-হিমায়রী'।[৯৯] হযরত আলী (রা) তাঁর বাহিনীসহ সিফ্‌ফীনে সমবেত হলে মু'আবিয়া (রা) 'ইরাকী জনগণকে 'আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করে তুলতে যুল কিলা' কে খুতবা দানের জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর ঘোড়াটিকে বাঁধলেন, তারপর জনতার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ একটি খুতবা দান করেন। তাঁর কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো:[১০০]

প্রথমে তিনি আল্লাহর হাম্‌দ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি সালাম পেশ করেন, তারপর বলেন:

كان من قضاء الله أن ضم بيننا وبين أهل ديننا بصفين، وإنا لنعلم أن فيهم قوما، قدكانت لهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله سابقة ذات شأن خطر عظيم، ولكنى ضربت الأمر ظهرا وبطنا، فلم أر يسعنى أن يهدر دم عثمان، صهر نبينا صلى الله عليه وآله، الذى جهز جيش العسرة، وألحق فى مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بيتا، وبنى سقاية، وبايع له نبى الله بيده اليمنى على اليسرى، واختصه بكريمته أم كلثوم ورقية، فإن كان أذنب ذنبا، فقد أذنب من هو خير منه، قد قال الله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقتل موسى نفسا، ثم استغفر الله فغفر له، وقد أذنب نوح، ثم استغفر الله فغفر له، وقد أذنب أبوكم آدم استغفر الله فغفر له، ولم يعر أحدكم من الذنوب، وإنا لنعلم. قدكانت لابن أبي طالب سابقة حسنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لم يكن مالأ على قتل عثمان فقد خذله، وإنه لأخوة فى دينه، وابن عمه وسلفه، ثم قد اقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامكم وبلادكم وبيضتكم، وإنما عامتهم بين قاتل وخاذل، فاستعينوا بالله واصبروا، فلقد ابتليتم أيتها

---

৯৯. যুল কিলা' আল-আসগার সুমায়ফা' ইবন নাকুর ইবন 'আমর ইবন য়া'ফার ইবন যুল কিলা' আল-আকবার য়াযীদ ইবন আন-নু'মান। তিনি ছিলেন য়ামনের অধিবাসী এবং হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান সঙ্গী। (জামহারাতু খুতাবিল 'আরব, খ. ১, পৃ. ৩৪০)

১০০. ইবন আবিল হাদীদ, শারহু নাহ্‌জিল বালাগা, খ. ১, পৃ. ৪৮৪; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ৩৪০

www.nagorikpathagar.org

الأمة ويحكم الله! ومع أنا والله لا نفارق العرصة حتى نموت فعليكم يتقوى الله، وليكن الثبات لله، فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما يبعث المقتول على الثياب. أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وأعز لنا ولكم النصر، وكان لنا ولكم فى كل أمر، وأستغفر الله لى ولكم.

এ আল্লাহরই ফয়সালা যে, তিনি আমাদের দীনী ভাই ও আমাদের সিফ্ফীনে সমাবেশ ঘটিয়েছেন। আর আমরা একথাও জানি, তাঁদের সাথে এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে অনেক অগ্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কর্মকাণ্ড। কিন্তু আমি বিষয়টি ভিতর-বাইরে উল্টে-পাল্টে দেখেছি, কিন্তু 'উসমানের (রা) রক্ত ঝরানোর কোন বৈধতা খুঁজে পাইনি। তিনি ছিলেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জামাই। তিনি তাবুক যুদ্ধের বাহিনী তথা 'জায়শুল 'উসরা' গঠনে বিরাট অংকের অর্থ দান করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাসজিদের সন্নিকটে ঘর বাঁধেন এবং (মদীনার 'বি রে রূমা' ক্রয় করে ওয়াকফ করার মাধ্যমে) পানি পানের ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হুদায়বিয়ায়) নিজের ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে তাঁর পক্ষ থেকে বায়'আত করেন এবং নিজের দু'কন্যা উম্মু কুলসুম ও রুকায়্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। তিনি যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তো এমন কী হয়েছিল? কারণ তাঁর চেয়ে ভালো যিনি, তিনিও তো অপরাধ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর নাবীকে বলেন: 'যাতে আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন।' মূসা (আ) তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাঁকেও আল্লাহ ক্ষমা করেন, আর আপনাদের আদি-পিতা আদম (আ) অপরাধ করেন। তারপর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন। আপনাদের কেউই অপরাধ থেকে মুক্ত নন। একথা আমরা জানি।

আবু তালিবের ছেলের রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে অগ্রবর্তী বহু ভালো কাজ। তিনি যদি 'উসমান (রা)-কে হত্যায় সাহায্য নাও করে থাকেন, তবে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। অথচ তিনি তো তাঁর দীনী ভাই, চাচাতো ভাই, ভায়রা ও ফুফাতো ভাই।

www.nagorikpathagar.org

তারপর তিনি 'ইরাকীদের নিয়ে আপনাদের শামে, আপনাদের এই দেশে এবং আপনাদের সম্প্রদায়ের এই আঙ্গিনায় এসে শিবির গেঁড়েছেন। তাদের অধিকাংশ ঘাতক ও 'উসমানকে (রা) পরিত্যাগকারী। সুতরাং আপনারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চান এবং ধৈর্য ধারণ করুন। ওহে জনগণ, আপনারা পরীক্ষার সম্মুখীন। আল্লাহ ফয়সালা করুন! তা সত্ত্বেও আল্লাহর শপথ, আমরা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আঙ্গিনা ত্যাগ করবো না।

অতএব আপনাদের উচিত হবে আল্লাহকে ভয় করা। আর আপনাদের দৃঢ়তা যেন হয় আল্লাহর জন্যে। আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি: 'দৃঢ়তার উপর নিহত ব্যক্তিদের পুরুজ্জীবিত করা হবে।' আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের উপর ধৈর্যকে পরিব্যপ্ত করুন, আমাদের ও আপনাদেরকে বিজয় দ্বারা সম্মানিত করুন এবং প্রতিটি ব্যাপার ও বিষয়ে তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের হয়ে যান। আমার ও আপনাদের জন্যে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

(চ) খিলাফাত ও বিলায়ত-এর খুতবা (خطب الخلافة والولاية)

এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা যা ইসলামী যুগে প্রচলিত হয় এবং যাকে খিলাফত ও বিলায়াত-এর খুতবা নামে অভিহিত করা হয়।[১০১] যখন কোন নতুন খলীফা বা আমীর নির্বাচিত হতেন অথবা কোন ওয়ালী দায়িত্ব প্রাপ্ত হতেন তখন তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণের সূচনাতেই একটি খুতবা দিতেন। প্রত্যেক খলীফা তাঁর বায়'আত শেষ হবার পর মুসলিম জনসাধারণের মুখোমুখি হতেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের কর্মপদ্ধতি এবং জনগণের কর্তব্য তুলে ধরে খুতবা দিতেন। মুহাম্মদ আল-খাদারী বেক বলেন:[১০২]

كانت الخطبة بعد تمام أمر الخلافة عادة للخلفاء بعد أبي بكر، يظهرون بها ما بأنفسهم من الخطة التي سيتبعونها في سياسة أمتهم إجمالا.

আবূ বাকরের (রা) পর থেকে নিয়ে খিলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠিত হবার পর খুতবা দেয়া খলীফাদের রীতি ও অভ্যাসে পরিণত হয়। সেই

১০১. ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ১১৭
১০২. তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১৭০

www.nagorikpathagar.org

খুতবায় তাঁরা জনগণকে শাসনের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন।

আবূ বাকর (রা), 'উমার (রা), 'উসমান (রা) ও 'আলী (রা) প্রত্যেকেই এ খুতবা দিয়েছেন। পরবর্তীকালের সকল আমীর ও ওয়ালী খুলাফা আর-রাশেদূন- এর খুতবা দানের এ ধারা অনুসরণ করেছেন। এ খুতবায় তাঁরা তাঁদের শাসন ও বিধি-নিষেধের যা কিছু পালনীয় ও বর্জনীয় সবই জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন।[১০৩] অনেকে এ জাতীয় খুতবাকে রাজনৈতিক খুতবা নামে অভিহিত করেছেন।[১০৪]

ইসলামী যুগে শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা তাঁদের শাসন ও রাজনীতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আর এ জন্যে অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ হজ্জের মৌসুমকে বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতেন। সেখানে তারা তাদের কর্মপন্থা জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করতেন এবং তাদের অনুগত্য কামনা করতেন। এ সকল খুতবাও খিলাফত ও বিলায়াত-এর খুতবার অন্তর্গত।[১০৫] এখানে আমরা এ জাতীয় খুতবার কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করছি।

ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা) খলীফা হিসেবে তাঁর বায়'আত সম্পন্ন হবার পর জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম যে খুতবাটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[১০৬]

সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা এবং রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন:

أيها الناس : إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتمونى على حق فأعينونى، وإن رأيتمونى على باطل فسددونى، أطيعونى ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم، ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى أخذ الحق له، وأضعفكم عندى القوى حتى أخذ الحق منه، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم.

وزاد ابن هشام :[١٠٧] لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولاتشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعونى ما

---

১০৩. আবূ যাহ্রা, আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ.২৫৭
১০৪. আহমাদ আল-হূফী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ৭১
১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৬
১০৬. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৩৪; আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২০৩; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৫৯; ই'জায আল-কুরআন, পৃ. ১৫৫
১০৭. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৬৬১

www.nagorikpathagar.org

أطعت الله و رسوله، فإذا عصيت الله و رسوله فلا طاعة لى عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

কোন কোন বর্ণনায় খুতবাটি এভাবে এসেছে:[১০৮]

أيها الناس : إنما أنا مثلكم، وإنى لا أدرى، لعلكم ستكلفونى ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. إن الله اصطفى محمدا على الصالحين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعونى وإن زغت فقومونى. ألا وإن لى شيطانا يعترينى فإذا غضبت، فاجتنبونى.

হে জনমণ্ডলী, আমাকে আপনাদের শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আপনারা আমাকে সত্যের উপর দেখেন, আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। আর যদি আপনারা আমাকে অসত্যের উপর দেখেন, আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন। আপনারা আমার ততক্ষণ আনুগত্য করবেন, যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করি। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানি করি তাহলে আপনাদের জন্যে আমার আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। শুনে রাখুন! আমার নিকট আপনাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হচ্ছে দুর্বল ব্যক্তিটি, আমি তার অধিকার আদায় করে দিব। আর আমার নিকট আপনাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি হলো শক্তিমান ব্যক্তিটি। আমি তার থেকে অন্যের অধিকার আদায় করে দিব। আমার এই কথাই আমি বলছি। আল্লাহর নিকট আমি আমার নিজের ও আপনাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করি।

ইবন হিশাম আরো বর্ণনা করেন: 'যে জাতি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে যিল্লতি ও অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। আর যখনই যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটেছে, আল্লাহ তাদের মধ্যে বালা-মুসীবত ব্যাপক করে দিয়েছেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আনুগত্য করে চলি আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যখন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করি, আপনাদের জন্যে আমার আনুগত্য তখন প্রয়োজন নেই। আপনারা আপনাদের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহ আপনাদের প্রতি করুণা করুন'। 'হে জনমণ্ডলী, আমি

১০৮. ঈলিয়া হাবী, ফান্নুল খিতাবা, পৃ. ৯৪

www.nagorikpathagar.org

আপনাদের মতই একজন মানুষ। আমি জানিনা, হয়ত আপনারা খুব শীঘ্র আমার কাঁধে এমন দায়িত্ব চাপাবেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহন করতে সক্ষম ছিলেন। আল্লাহ সত্যনিষ্ঠদের মধ্য থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখেন। আর আমি তো একজন অনুসরণকারী মাত্র, নতুন কোন কিছু প্রচলনকারী নই। যদি আমি সঠিক পথে অটল থাকি, আপনারা আমার অনুসরণ করবেন। যদি আমি বেঁকে যাই, আপনারা আমাকে সোজা করে দেবেন। আর জেনে রাখুন, আমার একটি শয়তান আছে, যে আমাকে বাঁধা দেয়। সুতরাং আমি যখন রেগে যাই, তখন আপনারা আমার থেকে দূরে থাকবেন।' হযরত 'উমার (রা) খলীফা হিসেবে তাঁর বায়'আত সম্পন্ন হবার পর মিম্বরের উপর উঠে প্রথম যে কথাগুলি বলেন তা নিম্নরূপ:[১০৯]

> إنى قائل كلمات فأمنوا عليهن. إنما مثل العرب مثل جمل أنف إتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده، وأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق.
>
> 'আমি কিছু কথা বলছি, আপনারা তার উপর আমীন বলুন। 'আরবদের দৃষ্টান্ত হলো নাকে লাগাম লাগানো উঠের মত। সে তার চালককে অনুসরণ করে। এখন দেখতে হবে চালক তাকে কোথায় চালিত করে। আর আমি, কা'বার প্রভুর শপথ! অবশ্যই তাদেরকে পথে নিয়ে আসবো।'

ইবন কুতায়বা (হি. ২৭৬/খ্রি. ৮৮৯) বলেন, খলীফা নির্বাচিত হবার পর 'উমার (রা) মিম্বরের উপর উঠে নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন:[১১০]

> ماكان الله ليرانى أرى نفسى أهلا لمجلس أبى بكر، ثم نزل عن مجلسه مرقاة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : اقرؤا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله إنه لم يبلغ حق ذى حق أن يطاع فى معصية الله، ألا وإنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم، إن استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، تقرم البهمة الأعرابية، القضم لا الخضم.
>
> আমি নিজেকে আবূ বাকর (রা)-এর বসার স্থানের যোগ্য মনে করি, আল্লাহ আমাকে তেমন দেখতে চান না। তারপর তিনি সিঁড়ি বেয়ে

১০৯. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৪, পৃ. ৫৪; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ২, পৃ. ২০৮
১১০. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২২৫; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৬২

www.nagorikpathagar.org

বসার স্থান থেকে নীচে নেমে আসেন। অতঃপর আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পেশের পর বলেন: 'আপনারা আল-কুরআন পড়ুন, তার দ্বারা পরিচিত হবেন। তার উপর 'আমল করুন, তার অধিকারী হবেন। কোন অধিকারীর অধিকার নিশ্চয় এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রেও তার আনুগত্য করা হবে। জেনে রাখুন, আল্লাহর সম্পদের ব্যাপারে আমি নিজেকে য়াতীমের ওয়ালীর স্তরে নামিয়ে এনেছি। যদি আমার প্রয়োজন না হয়, হাত গুটিয়ে রাখবো। আর প্রয়োজন হলে যুক্তিসম্মত ভাবে খাব। গ্রাম্য বেদুঈনের ছাগল ছানার মত অল্প অল্প করে দাঁতের পাশ দিয়ে চিবিয়ে, মাড়ির প্রান্ত দিয়ে চিবিয়ে নয়।

তাবারী উল্লেখ করেছেন-'উমার (রা) খুতবার শুরুতে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পেশ করেন। তারপর মানুষকে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন:[১১১]

يا أيها الناس : إني قدوليت عليكم، ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم، وأقواكم عليكم، وأرشدكم استضلاعا بما ينوب من مهم أموركم، ماتوليت ذلك منكم، ولكفى عمر مهما محزنا إنتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذها، ووضعها أين أضعها، وبالسير فيكم كيف أسير، فربي المستعان، فإن عمر أصبح لايثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداكره الله عزوجل برحمته وعونه وتأييده.

হে জনমণ্ডলী! আমি আপনাদের কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছি। যদি আমার এ আশা না থাকতো যে, আমি হবো আপনাদের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকারী, আপনাদের উপর সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাবান এবং আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের ভার সর্বাধিক বহনকারী, তাহলে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতাম না। 'উমারের (রা) ক্লেশকর গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, আমি আপনাদের অধিকার কিভাবে গ্রহণ করছি, কিভাবে কোথায় রাখছি এবং কিভাবে আপনাদের মাঝে বিচরণ করছি, তার সাথে হিসাব-নিকাশের মিলের জন্যে প্রতীক্ষা করা। আমার প্রভুই আমার সাহায্যকারী। কারণ 'উমার (রা) না কোন শক্তি, আর না কোন কৌশলে বিশ্বাস করে- যদি না মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর করুণা, তাঁর সাহায্য ও সহায়তায় তাকে পার করে নেন।

---

১১১. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ২৫-২৬; শারহু ইবন আবী আল-হাদীদ, খ. ৩, পৃ. ১২৪

www.nagorikpathagar.org

ইবন কুতায়বা বলেন, হযরত 'উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর মিম্বারে উঠে সর্বোচ্চ ধাপে বসেন। লোকেরা তাঁর দিকে তাকালো। আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পেশের পর কাঁপতে লাগলেন। তারপর বলেন:[১১২]

يا أيها الناس : إن أول مركب صعب، وإن مع اليوم أياما، وما كنا خطباء، وإن نعش لكم تأتكم الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى، ويجعل الله بعد عسر يسرا.

'হে জনগণ, নিশ্চয় প্রত্যেকটি বাহনের সূচনা কঠিন হয়ে থাকে। নিশ্চয় একটি দিনের সংগে থাকে আরো বহু দিন। আমরা কোন খতীব ছিলাম না। যদি আমরা বেঁচে থাকি তাহলে ইনশা আল্লাহ খুতবা যথারীতি আপনাদের সামনে আসবে। খুব শীঘ্রই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন।'

পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা জানা যায় খলীফা 'উসমান (রা) বায়'আতের প্রথম খুতবা দানের সময় স্বাভাবিক হতে পারেননি। তাই সুন্দর ভাবে খুতবাটি দান করতে সক্ষম হননি। পরে প্রস্তুতি নিয়ে পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা এবং রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর নিম্নের খুতবাটি দান করেন:[১১৩]

أما بعد، فإني قد حملت وقد قبلت، الأ وإني متبع، ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله عزوجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثا : إتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم. ألا وإن الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس، ومال إليها كثير منهم، فلاتركنوا إلى الدنيا، ولاتثقوا بها، فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها.

অতঃপর এই যে, আমার উপর বোঝা চাপানো হয়েছে এবং আমি তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছি। আপনারা জেনে রাখুন, আমি একজন অনুসরণকারী মাত্র, কোন নতুন পন্থা উদ্ভাবনকারী নই। ওহে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাতের পরে আপনাদের জন্যে রয়েছে আমার উপর

---

১১২. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৩৫; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৬৬
১১৩. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১৪৯; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৭১

www.nagorikpathagar.org

করণীয় তিনটি জিনিস: ১. যে সকল বিষয়ে আপনারা একমত হয়েছেন ও একটা পদ্ধতি চালু করেছেন, সে ব্যাপারে আমার পূর্বসূরীদের অনুসরণ করা। ২. জনগণের পক্ষ থেকে আপনারা যে সকল বিষয়ে কোন পদ্ধতি চালু করেননি সে সকল বিষয়ে সৎকর্মশীলদের রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করা। ৩. আপনারা যা কিছু নিজেদের উপর চাপিয়ে নিয়েছেন তা ছাড়া আপনাদের থেকে বিরত থাকা। আর জেনে রাখুন, দুনিয়া একটি চাকচিক্যময় বস্তু যা মানুষের নিকট খুবই লোভনীয় ভাবে দেখা দেয়। তাদের অনেকে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং আপনারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাবেন না এবং তার উপর আস্থাও স্থাপন করবেন না। কারণ সে আস্থাশীল নয়। আর জেনে রাখুন, যে তাকে পরিত্যাগ করে, কেবল তাকেই সে ত্যাগ করে।

খলীফা হিসেবে হযরত 'আলী (রা)-এর বায়'আত সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি সর্ব প্রথম যে খুতবাটি দান করেন তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[১১৪]

সর্বপ্রথম আল্লহর প্রশংসা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি সালাম পেশ করেন। তারপর এভাবে শুরু করেন:

إن الله عزوجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض أدوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنة، إن الله حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالاخلاص والتوحيد المسلمين، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب، بادروا أمر العامة، وخاصة أحدكم – الموت، فإن الناس أمامكم، وإنما من خلفكم الساعة تحدوكم. انكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله عزوجل ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض.

নিশ্চয় মহান আল্লাহ একখানা পথ প্রদর্শক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। তাতে ভালো ও মন্দ বর্ণনা করেছেন। অতএব আপনারা ভালোকে গ্রহণ করুন ও মন্দকে বর্জন করুন। আপনারা ফরজ সমূহকে মহা পবিত্র আল্লাহর নিকট পৌঁছান, তিনি আপনাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন।

---

১১৪. হায়াতুস সাহাবা, খ. ৩, পৃ. ৪৫৭; বিভিন্ন গ্রন্থে খুতবাটি ভিন্ন রকম বর্ণিত হয়েছে'। দ্র. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ.২, পৃ. ৫০; 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৩৬; শারহু ইবন আবিল হাদীদ, খ. ১, পৃ. ৯০; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৬৩

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ অনেক কিছুকে হারাম করেছেন (মর্যাদা দিয়েছেন) যা অজ্ঞাত নয়। একজন মুসলমানের মর্যাদাকে সকল মর্যাদার উপর প্রধান্য দিয়েছেন। নিষ্ঠা ও একত্বের সাথে মুসলমানদেরকে বাঁধুন। আর প্রকৃত মুসলমান সেই যার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে। তবে সত্যের সাথে (অর্থাৎ শরী'আতের হুকুম অনুযায়ী)। প্রাপ্য শাস্তি ছাড়া কোন মুসলমানকে শাস্তি দেওয়া বৈধ নয়। সাধারণের বিষয় এবং আপনাদের কারো বিশেষ বিষয়ের পূর্বে আপনারা দ্রুত মৃত্যুকে স্বাগত জানান। কারণ মানুষ আপনাদের সামনে রয়েছে। অর্থাৎ আপনাদের আগের মানুষেরা মৃত্যুবরণ করেছে। আর আপনাদের পিছনের লোকদেরকে কিয়ামত তাড়া করছে। আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। এমন কি ভূমি ও জীব-জন্তু সম্পর্কেও। আপনারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করুন। তাঁর অবাধ্য হবেন না। যখন আপনারা ভালো কিছু দেখবেন, গ্রহণ করবেন। আর যখন খারাপ কিছু দেখবেন, বর্জন করবেন। আপনারা সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন আপনারা এই পৃথিবীতে ছিলেন স্বল্প সংখ্যক ও দুর্বল।

(ছ) ঐক্য ও সংহতির আহ্বান (الدعوة إلى الوحدة)

এ যুগে ইসলামী ঐক্য ও সংহতির আহ্বান জানানো ছিল খিতাবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য এবং অন্যতম উপলক্ষ। মুসলমানরা যখন বিভক্ত হয়ে পড়তো তখন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যম ছিল খুতবা। এই খুতবা পরস্পর বিদ্বেষী অন্তরসমূহকে ঐক্যবদ্ধ, হৃদয়ের ক্ষতসমূহকে নিরাময় এবং বিপ্লবী-বিদ্রোহী মানুষগুলিকে শান্ত ও প্রশমিত করতো। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সময়কালে ইসলামী ঐক্য ও সংহতি মাঝে-মধ্যে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর হিকমত ও হিদায়াতের কল্যাণে অতি সহজে তা দূর হয়েছে। হাওয়াযিন যুদ্ধের পর গানীমতের সম্পদ বন্টনের সময় আনসারদের কিছু না দেয়ার কারণে তারা একটু ক্ষুব্ধ হয়। এতে অপপ্রচারকারীরা নানা কথা প্রচার করে বেড়াতে থাকে। সে সব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কানে গেলে তিনি খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং তাদের মনের সকল ক্ষোভ-উত্তেজনা দূর করে সত্য ও সুন্দরের দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনলেন।[১১৫]

---

১১৫. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৪৯৯; ইবন কাছীর, আস-সীরা, খ. ২, পৃ. ২৪২-২৪৪

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুলআহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তিরোধানের পর আরেকবার ইসলামী ঐক্য ও সংহতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকের দাবী ছিল তাদের মধ্য থেকেই খলিফা নির্বাচনের। যদি না সেদিন আবূ বাকর (রা) খুতবার মাধ্যমে তাঁর হিকমত ও বিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতেন এবং 'উমার (রা) তাঁর দৃঢ়তা ও অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করতেন তাহলে সে বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হতো না।[১১৬] যখন মানুষের অন্তর উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে তখন তা প্রশমনের ধন্বন্তরি ঔষধ ও মোক্ষম দাওয়া হলো খুতবা। ইসলামী ঐক্য ও সংহতিতে যখনই ফাটল ধরার উপক্রম হয়েছে তখনই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঐক্য ও সংহতির আহ্বান জানাতে খুতবার আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে আমরা এ জাতীয় দু'একটি খুতবার কিছু অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে উপস্থাপন করছি।

হাওয়াযিন যুদ্ধে মুসলমানরা প্রচুর গানীমাত লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মক্কার নওমুসলিম ও অন্যান্য আরবগোত্র সমূহের মধ্যে তা বণ্টন করে দেন। মদীনার আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে আনসাররা ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং অনেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত হয়ে আনসাররদের মাসজিদের সন্নিকটে একটি স্থানে সমবেত করান এবং তাঁদের সামনে যে খুতবাটি দান করেন তাতে ছিল ঐক্য ও একতার আহবান। তিনি আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পাঠ করার পর বলেন:[১১৭]

يامعشر الأنصار، ماقالة قد بلغتنى عنكم، وموجدة وجدتموها فى أنفسكم! ألم آتكم ضلا لا فهداكم الله؟ وعالة فاغناكم الله؟ وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا بلى، لله ولوسوله المن والفضل، ألا تجيبونى يا معشر الأنصار! قالوا بماذا نجيبك يارسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل، قال أما والله لوشئتم لقلتم، فصدقتم، ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فأويناك، وعائلا فآسيناك. وجدتم فى أنفسكم يا معشر الأمصار فى عالة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى اسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى

---

১১৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৫৮-৫৯; আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৪৭; আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, খ. ১, পৃ. ৭; আত-তাবারী, খ. ৩, পৃ. ২০৭

১১৭. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু গাযওয়াতি আত-তাইফ; সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৪৯৯

www.nagorikpathagar.org

رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده. لولا الهجرة لكنت إمرأ من الأنصار، ولوسلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا، لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم النصار، وأبناء الأنصار، وأبناء ابناء الأنصار.

হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের থেকে কিছু খারাপ কথা এবং তোমাদের অন্তরের কিছু কষ্টের কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তোমরা যখন পথভ্রষ্ট ছিলে তখন কি আমি তোমাদের নিকট আসিনি? অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেননি? তোমরা কি তখন দরিদ্র ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ কি তোমাদেরকে সম্পদশালী করেননি? তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের অন্তরের মধ্যে প্রেম-প্রীতির জোড় লাগিয়ে দেননি? তারা সমস্বরে জবাব দিল: হাঁ, আপনি যা বলছেন তা সবই ঠিক। এ জন্য অনুগ্রহ ও মহানুভবতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে আনসার জনগোষ্ঠী! তোমরা কি আমার আহ্বানে সাড়া দিবে না? তারা বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে সাড়া দিব? সকল অনুগ্রহ ও মহানুভবতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাঁ, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পারতে, আর তা বলা সত্য হতো। তোমাদের এ বলাটা সত্য হতো যে-আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, এ অবস্থায় আপনি আমাদের নিকট এসেছেন। অতঃপর আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলেছি। আপনি লাঞ্চিত অবস্থায় এসেছেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। বিতাড়িত হয়ে এসেছেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। কপর্দকহীন অবস্থায় এসেছেন, আমরা আপনাকে দান করেছি।

হে আনসার জনমণ্ডলী! তোমরা কি দুনিয়ার যৎ কিঞ্চিৎ সামগ্রীর জন্যে অন্তরে কষ্ট পেয়েছো- যা দ্বারা আমি একটি সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছি এবং তোমাদেরকে ইসলামের উপর ছেড়ে দিয়েছি? হে আনসার সম্প্রদায়! অন্য লোকেরা ছাগল-উট নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে তোমাদের আবাস স্থলে ফিরে যাবে- এতে কি তোমরা খুশী নও?

www.nagorikpathagar.org

যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই আল্লাহর শপথ ! যদি হিজরাত না হতো, আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আর যদি সব মানুষ একটি গিরিপথ দিয়ে যেত আর আনসাররা যেত ভিন্ন একটি গিরিপথ দিয়ে, তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়ে যেতাম। হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের প্রতি দয়া কর, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়া কর এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতিও দয়া কর।

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন খলীফা হযরত 'আলী (রা)-এর নিয়োগকৃত কুফার ওয়ালী। উটের যুদ্ধের প্রাক্কাল হযরত 'আলী (রা) রাবযায় উপস্থিত হয়ে আবূ মূসাকে কুফার জনগণকে সংগে নিয়ে 'আইশা (রা) ও তাঁর সংগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। পত্র পেয়ে আবূ মূসা কুফার জনগণকে একত্র করে একটি খুতবা দেন। খুতবাটি ঐক্য ও সংহতির আহ্বান মূলক খুতবার উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তিনি বলেন:[১১৮]

أيها الناس : إن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه فى المواطن، أعلم بالله جل وعز وبرسوله صلى الله عليه وسلم ممن لم يصحبه، وإن لكم علينا حقا، فأنا مؤديه إليكم، كان الرأى ألا تستخفوا بسلطان الله عزوجل، ولاتجترئوا على الله عزوجل، وكان الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها، حتى يجتمعوا، وهو أعلم بمن تصلح له الإمامة منكم، ولاتكلفوا الدخول فى هذا، فأما إذا كان ماكان، فإنها فتنة صماء، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، فكونوا جوثومة من جراثيم العرب، فأغمدوا السيوف، وأنصلوا الأسنة، واقطعوا الأوتار، وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا الأمر، وتنجلى هذه الفتنة.

হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবীগণ, যাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাঁর সংগে ছিলেন, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জানেন। আমাদের উপর আপনাদের কিছু অধিকার আছে। আমি তা আপনাদেরকে দান করছি। একটি মত এই যে, আপনারা মহান আল্লাহ

১১৮. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১৮৭; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ৩, পৃ. ১১৩

www.nagorikpathagar.org

তা'আলার শাসককে হেয় ও অপমান করবেন না এবং আল্লাহর উপর বাড়াবাড়িও করবেন না। আর দ্বিতীয় মতটি এই যে, মদীনা থেকে যাঁরা আপনাদের নিকট এসেছেন তাঁদেরকে ধরে সেখানে পাঠিয়ে দিবেন, যাতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। আপনাদের মধ্য থেকে কে ইমামতের যোগ্য তা তারাই ভালো জানেন। এর মধ্যে ঢোকার কষ্ট স্বীকার করবেন না। তারপর যা হয়, হবে। কেননা এটি একটি নির্বাক ফিত্না। এ ক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির চেয়ে ভালো এবং জাগ্রত ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে ভালো। উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে ভালো। তেমনি ভাবে দণ্ডায়মান ব্যক্তি বাহনের পৃষ্ঠে আরোহিত ব্যক্তির চেয়ে ভালো।'আরবের একটি অন্যতম মূলে আপনারা পরিণত হোন। আপনারা তরবারি কোষবদ্ধ করুন, তীরের ফলা ভেঙ্গে ফেলুন, ধনুকের সূতা কেটে ফেলুন, মাজলূম ও অত্যাচারিতদেরকে আশ্রয় দিন- যাতে এ বিষয়টি জোড়া লাগে এবং এ ফিতনা দূর হয়।

(জ) ওয়াসীয়াত বা উপদেশ (الوصية)

আমরা জাহিলী যুগের খুতবার আলোচনায় দেখেছি ওয়াসীয়াত সে যুগের খুতবার একটি অন্যতম বিষয় ও উপলক্ষ ছিল। 'আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে সন্তানদেরকে অথবা স্বগোত্রের লোকদেরকে ওয়াসীয়াত করে যেতেন। ইসলামী যুগে এসে এ ওয়াসীয়াতের পরিধি আরো বিস্তার লাভ করে। বিশেষ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যেমন ওয়াসীয়াত করেছেন, তেমনি ভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সমাজ বা রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে ওয়াসীয়াত করেছেন। যখন কোন বাহিনী কোন অভিযানে বের হতো তখন খলীফা বা ওয়ালী সৈনিকদেরকে বা সেনা প্রধানকে ওয়াসীয়াত করেছেন। আবার রণাঙ্গনে চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে বাহিনীর প্রধান তাঁর সৈনিকদেরকে তাদের করণীয় বিষয়েও ওয়াসীয়াত করেছেন। এ যুগে ওয়াসীয়াতের বিষয় ও উপলক্ষ ছিল বিচিত্রমুখী। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এ জাতীয় খুতবার বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হতে দেখা যায়। এ যুগের 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এ জাতীয় খুতবা প্রচুর দেখা যায়। এখানে কয়েকটি খুতবার উদ্ধৃতি দান করা হলো।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সম্মানিত চাচা আবূ তালিব তাঁর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে যে উপদেশ মূলক খুতবাটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[১১৯]

يا معشر قريش : أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، فيكم السيد المطاع، فيكم المقدام الشجاع، الواسع الباع، اعلموا أنكم لم تتركوا للعرب فى المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولاشرفا إلا ادركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، ولهم به إلبكم الوسيلة، والناس لكم حرب، وعلى حربكم ألب، وإنى أوصيكم بتعظيم هذه البنية يعنى الكعبة - فإن فيها مرضاة للرب قواما للمعاش، وثباتا للوطأة، صلوا أرحامكم فإن فى صلة الرحم منسأة فى الأجل، زيادةفى العدد، أتركوا البغى والعقوق، فيهما هلكت القرون قبلكم، أجيبوا الداعى، وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة والممات، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، فإن فيهما محبة فى الخاص، ومكرمة فى العام.

وإنى أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين فى قريش، والصديق فى العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقد جاءنا بأمر قبله الجنان، وأنكره اللسان، مخافة الشنآن، وأيم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته، وصدقوا كلمته وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت، وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا، ودورها خرابا، وضعفاؤها أربابا، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قدمحضته العرب ودادها وأصفت له بلادها، وأعطته قيادها يامعشر قريش : كونوا له ولاة، ولحزبه حماة، والله لايسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يأخذ بهديه أحد إلا سعد، ولو كان لنفسى مدة، وفى أجلى تأخير، لكففت عنه الهزاهز، ولدفعت عنه الدواهى.

হে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা! আপনারা আল্লাহর সৃষ্টির সারাংশ ও 'আরবের মধ্যমণি স্বরূপ। আপনাদের মাঝেই আছে অনুসরণীয় নেতা। আর আপনাদের মধ্যে আছে আক্রমণকারী বীর, প্রশস্ত দানশীল প্রতাপশালী মানুষ। জেনে রাখুন, আপনারা 'আরবের যাবতীয় সুখ্যাতি

---

১১৯. বুলূগুল আরিব, খ. ১, পৃ. ৩২৭; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১৬১-১৬২

www.nagorikpathagar.org

ও সকল মর্যাদা অধিকার ও অর্জন করেছেন। এ কারণে মানুষের উপর আপনাদের রয়েছে মর্যাদা, আর আপনাদের নিকট পৌঁছার তাদের মাধ্যম হলো এটাই। মানুষের সাথে আপনাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে এবং সেই যুদ্ধে আপনাদের এমন প্রচেষ্টা ও কৌশল আছে যা কেউ জানে না। আমি আপনাদেরকে এই ঘর-কা'বার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। এ ঘরের মধ্যেই রয়েছে প্রভুর সন্তুষ্টি, জীবিকার স্থিতি এবং বিপদে দৃঢ়তা। আপনারা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখুন। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে রয়েছে জীবনের মেয়াদের বৃদ্ধি ও সংখ্যার আধিক্য। আপনারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা ত্যাগ করুন। এর মাধ্যমে আপনাদের পূর্বের বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিন এবং প্রার্থীকে দান করুন। এ দু'টি কাজের মধ্যে রয়েছে জীবন ও মৃত্যুর মর্যাদা। আপনারা সত্য বলবেন, এবং গচ্ছিত সম্পদ মালিককে ফেরত দিবেন। কারণ এ দু'টির মধ্যে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভালোবাসা ও সাধারণ মানুষের সম্মান।

আর আমি মুহাম্মাদের ব্যাপারে আপনাদেরকে উপদেশ দিতে চাই। সে কুরায়শদের মধ্যে পরম বিশ্বাসী ও 'আরবের মধ্যে অতি সত্যবাদী। আমি আপনাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছি তার সবগুলির ধারক সে। এমন একটি ব্যাপার সে আমাদের নিকট নিয়ে এসেছে, যা আমার অন্তর তো গ্রহণ করেছে, কিন্তু মানুষের ঘৃণা-বিদ্বেষের ভয়ে জিহ্বা অস্বীকার করেছে। আল্লাহর শপথ, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, 'আরবের দরিদ্র, প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তার কথায় বিশ্বাস করেছে এবং তার বিষয়টির গুরুত্ব দিয়েছে এবং সে তাদেরকে নিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ডুব দিয়েছে। আর কুরায়ইশ নেতৃবৃন্দ ও শক্তিধর ব্যক্তিবর্গ তাদের পুচ্ছে পরিণত হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের দুর্বলরা প্রভুতে পরিণত হয়েছে। তাদর সবচেয়ে বড় নেতা তার নিকট সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে গেছে এবং তাদের সবচেয়ে দূরের লোকটি তার সবচেয়ে কাছের হয়ে গেছে। একনিষ্ঠভাবে 'আরববাসী তাকে ভালোবেসেছে এবং তাদের দেশকে তার হাতে অর্পণ করে তাকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে। হে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা, আপনারা তার অভিভাবক এবং তার দলের সাহায্যকারী হোন। আল্লাহর কসম, তার পথে যে কেউ চলবে সে সঠিক পথ পাবে। যে কেউ তার হিদায়াত গ্রহণ করবে সে সৌভাগ্যবান হবে।

www.nagorikpathagar.org

আমার যদি সময় থাকতো, মৃত্যু একটু দেরীতে আসতো তাহলে মানুষের বিরোধিতায় বাধা দিতাম এবং সকল ষড়যন্ত্রে তার পক্ষে রুখে দাঁড়াতাম।

প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেনাপতি উসামা ইবন যায়িদ (রা)-কে উবনা[১২০] অভিযানে পাঠানোর সময় তার বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ওয়াসীয়ত মূলক খুতবাটি দান করেন:[১২১]

يا أيها الناس : قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لا تخونوا، ولاتغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولاشيخا كبيرا، ولا إمرأة، ولا تقعروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ةلا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء، فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤسهم، وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعرا باسم الله.

হে জনমণ্ডলী! একটু থামুন, আমি আপনাদেরকে দশটি উপদেশ দিচ্ছি, আপনারা মনে রাখুন। আস্থা ভঙ্গ করবেন না, অগোচরে কোন কিছু হস্তগত করবেন না, ধোঁকাবাজি করবেন না, কারো দেহ বিকৃত করবেন না, কোন ছোট শিশু, কোন অতিবৃদ্ধ ও কোন নারীকে জবাই করবেন না। কোন খেজুর গাছ সমূলে উৎপাটন করবেন না এবং তা জ্বালিয়েও দিবেন না। কোন ফলবান গাছ কাটবেন না। খাবার প্রয়োজন ছাড়া কোন ছাগল-বকরি, গরু ও উট হত্যা করবেন না। আপনারা এমন সব লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবেন যারা তাদের জীবনকে উপাসনালয়ের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে। আপনারা সেই লোকদেরকে এবং যার উদ্দেশ্যে তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে আপন অবস্থায় থাকতে দিবেন। আপনারা এমন লোকদের নিকট উপস্থিত হবেন যারা বিভিন্ন পাত্রে নানা রকম খাবার আপনাদের নিকট নিয়ে আসবে। যদি আপনারা সেই খাবার থেকে কিছু খান তাহলে

---

১২০. 'উবনা' শামের পূর্ব সীমান্তে মূতার নিকটবর্তী একটি স্থান। উসামার এ অভিযানের পূর্বে তাঁর পিতা যায়িদ ইবন হারিসা (রা) এখানে শাহাদাত বরণ করেন। (জামাহারাতু খুতাবিল 'আরব, খ. ১, পৃ. ১৮৭)
১২১. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২১৩; আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ২, পৃ. ১৬২

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নাম নিয়ে খাবেন। আপনারা এমন লোকেরও সাক্ষাৎ পাবেন যারা তাদের মাথার মাঝখানে গর্ত খুঁড়েছে এবং পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের মত তার চারপাশ পরিত্যাগ করেছে। আপনারা তাদেরকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করবেন। এবং আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা করুন।[১২২]

'আমর ইবন আল-'আস (রা) যখন শাম অভিযানে মদীনা থেকে যাত্রা করেন তখন খলীফা আবূ বাকর (রা) তার বাহনের পাশে পায়ে হেঁটে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং চলতে চলতে উপদেশ মূলক ভাষণের রীতিতে তাঁকে অনেক কথা বলেন। নিম্নে সেই দীর্ঘ ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো:[১২৩]

يا عمرو اتق الله فى سر أمرك وعلانيته، واستحييه، فإنه يراك ويرى عملك، وقد رأيت تقديمى إياك على من هو أقدم سابقة منك، ومن كان أعظم غناء عن الإسلام وأهله منك، فكن من عمال الآخرة، وأرد بما تعمل وجه الله، وكن والدا لمن معك، ولا تكشفن الناس عن أستارهم، واكتف بعلانيتهم، وكن مجدا فى أمرك، واصدق اللقاء إذا لاقيت ولاتجبن، وتقدم فى العلوم وعاقب عليه، وإذا وعظت أصحابك فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك.

হে 'আমর, গোপন ও প্রকাশ্য সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করবে ও তাঁকে লজ্জা করবে। কারণ, তিনি তোমাকে ও তোমার আমল দেখেন। তোমার চেয়ে যারা অগ্রগামী ও তোমার চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের উপর আমি যে তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছি তা তুমি দেখেছো। সুতরাং তুমি আখিরাতের কর্মী হও। আর যা কর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কর। তোমার সঙ্গীদের নিকট তুমি পিতার মত হয়ে যাও। মানুষের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দিও না। তাদের প্রকাশ্য অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তোমার কাজের মাধ্যমে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হও। যখন সাক্ষাৎ করবে, সাক্ষাৎকে সত্যে পরিণত করবে, ভীরু ও কাপুরুষ হবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে এবং তা অর্জনে সচেষ্ট থাকবে। সঙ্গী-সাথীদের যখন উপদেশ দিবে, সংক্ষেপ

১২২. ইবন 'আবদি রাব্বিহি এই ওয়াসিয়াতটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি য়াযিদ-ইবন আবী সুফয়ানের প্রতি আবূ বাকরের (রা) ওয়াসীয়াত। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ১২৮-১২৯)

১২৩. ইবন 'আসাকির, আত-তারীখ আল-কাবীর, (আশ-শাম, মাতবা'আতুশ শাম, ১৩২৯হি,), খ. ১, পৃ. ১২৯

www.nagorikpathagar.org

করবে। নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে,তাহলে যারা তোমার অধীন তারা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

খলীফা হযরত ‘উমার (রা) যখনই কোন অভিযানে কোন বাহিনী পাঠাতেন তখন কমাণ্ডারের হাতে পতাকা তুলে দিবার সময় মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই নিম্নের ওয়াসীয়াত মূলক খুতবাটি দান করতেন।[১২৪]

بسم الله وبالله وعلى عون الله، امضوا بتأييد الله، وما النصر إلا من عند الله، ولزوم الحق والصبر، فقاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله، ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين، ولاتجبنوا عند اللقاء، ولاتمثلوا عند القدرة، ولاتسرفوا عند الظهور ولاتقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وعندشن الغارات.

আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে আরম্ভ করছি। আপনারা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে যাত্রা করুন। আল্লাহ ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী নেই। সর্বদা সত্যকে আঁকড়ে থাকবেন ও ধৈর্য ধারণ করবেন। যারা আল্লাহর কুফরী করেছে তাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করুন। তবে সীমা লংঘন করবেন না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। শত্রুর মোকাবিলায় ভীরু হয়ে পড়বেন না। শত্রুকে কাবু করার পর তার লাশ বিকৃত করবেন না এবং বিজয় লাভের পর বাড়াবাড়ি করবে না। কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবেন না, আর না কোন নারী ও শিশুকে। দুই বাহিনী যখন মুখোমুখি হয় এবং ব্যাপক আক্রমণ চালানো হয়, তখন তাদেরকে হত্যার আকাঙ্খা রাখবেন।

(ঝ) প্রতিনিধি মিশনের আগমন উপলক্ষে খুতবা (خطب الوفود)

জাহিলী ‘আরবেও এ জাতীয় খুতবার প্রচলন ছিল- যাকে ‘খুতাবুল ওফূদ’ বলা হয়। বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোত্র অথবা রাজার পক্ষ থেকে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রতিনিধি মিশনের গমনাগমনের রীতি জাহিলী ‘আরবে ছিল। ইসলামী যুগে এ ধারা অব্যাহত থাকে। শুধু তাই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এ জাতীয় খুতবার ব্যাপক বিস্তারও ঘটে। ‘আরব উপ-দ্বীপে ইসলাম অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে ‘আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

১২৪. আল-‘ইকদ আল-ফারীদ, খ. ১, পৃ. ১২৮

www.nagorikpathagar.org

ক্রমাগত মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে প্রতিনিধি মিশন আসতে থাকে। 'আরবের রীতি ও প্রথা অনুযায়ী সেই সব প্রতিনিধি দলের সাথে থাকতো তাদের কবি ও খতীব। তাদের খতীবরা খুতবা এবং কবিরা কবিতার মাধ্যমে নিজেদের গৌরব ও কীর্তির কথা তুলে ধরতো। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খতীব ও কবিরাও খুতবা দিতেন ও কবিতা শোনাতেন।[১২৫]

হিজরী নবম সনে (খ্রি. ৬৩০) 'আরবের বিখ্যাত গোত্র বানূ তামীমের ৭০ অথবা ৮০ জনের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট আসে। এই দলে বানূ তামীমের আয-যিবিরকান ইবন বাদারের মত বাঘা কবি ও 'উতারিদ ইবন হাজিবের মত তুখোড় বক্তাও ছিলেন। তখন গোটা 'আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার আগের বছর মক্কাও বিজিত হয়েছে। জনসংখ্যা, শক্তি ও মর্যাদার দিক দিয়ে গোটা বানূ তামীমের তখনও ভীষণ দাপট। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সামনে উপস্থিত হয়ে 'আরবের প্রথা অনুযায়ী বললো: 'মুহাম্মদ! আমরা এসেছি আপনার সাথে গর্ব ও গৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতা করতে। আপনি আমাদের কবি ও খতীবদের বলার অনুমতি দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'আপনাদের খতীবদের অনুমতি দেয়া হলো।' তখন বানূ তামীমের পক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠ খতীব 'উতারিদ ইবন হাজিব উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের গৌরব ও কীর্তির বর্ণনা দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পক্ষে জবাব দিলেন প্রখ্যাত খতীব সাবিত ইবন কায়স। বানূ তামীমের শ্রোতারা এক বাক্যে সে দিন বলেছিল:[১২৬]

إن هذا الرجل لمؤتى له، لخطيبه أخطب من خطيبنا،

নিশ্চয় এই ব্যক্তি-যাঁকে সামর্থ্য ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে।
তাঁর খতীব আমাদের খতীব থেকেও শ্রেষ্ঠ।

সেদিন বানূ তামীমের খতীব 'উতারিদ ইবন হাজিব যে ভাষণটি দান করেন এবং তার জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খতীব সাবিত ইবন কায়স যে ভাষণ দান করেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো:[১২৭]

---

১২৫. ইবন কাসীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা, খ. ২, পৃ. ২৯৯-৩৪৭; ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫৩৭-৫৯২

১২৬. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫৬৭; 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৩২৯

১২৭. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫৬২; তারিখ আত-তাবারী, খ. ৩, পৃ. ১৫০; আল-কামিল, খ. ২ পৃ. ১৩৯; আল-কাল-কাশান্দি, সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ৩৭৩

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুমতি পেয়ে ‘উতারিত উঠে দাঁড়িয়ে বলেন:

الحمد لله الذى جعل علينا الفضل والمن، وهو أهله الذى جعلنا ملوكا، وهب لنا أموالا عظاما، نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق واكثره عددا، وأيسره عدة، فمن مثلنا فى الناس فى الناس؟ ألسنا برؤس الناس وأولى فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس.

সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। আর তিনিই এর অধিকারী। তিনি আমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন এবং প্রভূত ধন-সম্পদ দান করেছেন যা দ্বারা আমরা সেখানে ভালো কাজ করে থাকি। তিনি আমাদেরকে পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ করেছেন এবং আমাদের জন্যে যুদ্ধ-প্রস্তুতি সহজসাধ্য করেছেন। মানুষের মধ্যে আমাদের সমকক্ষ আর কারা আছে? আমরাই কি মানুষের নেতা ও তাদের সম্মান ও মর্যাদার অধিকতর যোগ্য নই? যে আমাদের সাথে গর্ব ও অহংকারে প্রতিযোগিতা করতে চায়, সে যেন গুণে দেখায় যেমন আমরা গুণেছি। আমরা চাইলে কথা আরো বেশী বলতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা বেশী করে বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা লজ্জা বোধ করি। আর আমরা তা জানি। আমি একথা বলে শেষ করছি, যাতে আপনারা আমাদের বক্তব্যের মত বক্তব্য এবং আমাদের কর্মের চেয়ে উত্তম কর্মের বিবরণ উপস্থাপন করতে পারেন। অতঃপর তিনি বসে পড়েন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিত ইবন কায়সকে লক্ষ্য করে বলেন:

قم، فأجب الرجل فى خطبته.

ওঠো, লোকটি তার ভাষণে যা বলেছে তার জবাব দাও

আদেশ পেয়ে সাবিত উঠে দাঁড়ান ও নিম্নের খুতবাটি দান করেন:[১২৮]

---

১২৮. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫৬২; আত-তাবারী, তারীখ, খ: পৃ. ১৫০; জামহারাতু খুতাবিল ‘আরাব, খ. ১, পৃ. ১৬৩-১৬৪

www.nagorikpathagar.org

الحمد لله الذى السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يك شئ قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمه نسبا، وأصدقه حديثا، وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأئمنه على خير خلقه، فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوى رحمه، اكرم الناس أنسابا، وأحسن الناس وجوها، وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق استجابة لله، حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه فى الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا، أقول قولى هذا، واستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.

সকল প্রশংসা আল্লাহর- আসমান ও যমীন যাঁর সৃষ্টিজগত। তিনি তার মধ্যে স্বীয় আদেশ কার্যকরী করেছেন। তাঁর জ্ঞান তাঁর 'আরশকেও বেষ্টন করেছে। তাঁর দয়া অনুগ্রহ ছাড়া কোন কিছুই হয় না। অতঃপর তারই মহিমা এই যে, তিনি আমাদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছেন এবং তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টিকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। যিনি বংশগত ভাবে সর্বাধিক কুলীন, কথার দিক দিয়ে সর্বাধিক সত্যবাদী ও ব্যক্তিগত গুণের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর স্বীয় গ্রন্থ নাযিল করলেন এবং তা স্বীয় সৃষ্টির নিকট আমানত রাখলেন। সুতরাং তিনি হলেন বিশ্বজগতের মধ্যে আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি। তিনি মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান জানালেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের মুহাজিরগণ ও নিকট আত্মীয়রা ঈমান আনলেন। যারা বংশের দিক দিয়ে সবচেয়ে অভিজাত, চেহারা-সুরতে সর্বাধিক সুন্দর ও কর্মের দিকে দিয়ে সবচেয়ে ভালো মানুষ। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আহ্বান জানালেন তখন আমরাই সৃষ্টি জগতের মধ্যে প্রথম আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দানকারী। এভাবে আমরা হলাম আল্লাহর অনসার এবং তাঁর রাসূলের উযীর। আমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। সুতরাং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ঈমান আনবে, সে তার ধন-সম্পদ ও রক্ত নিরাপদ রাখবে আর যে কুফরী করবে, আমরা অনন্তকাল তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাব। আর তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য অতি সহজ। আমার কথা এতটুকুই। আমি সকল বিশ্বাসী নারী-পুরুষের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করি। ওয়াস্সালামু 'আলায়কুম।

এই বিষয়ে হিলাল ইবন ওয়াকী', যায়দ ইবন জাবালা ও অল-আহনাফ ইবন কায়সের খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের দরবারে প্রদত্ত ভাষণগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[১২৯]

এ জাতীয় আরো বহু খুতবা আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলন সমূহে সংরক্ষিত থাকতে দেখা যায়।[১৩০]

(ঞ) বিয়ের খুতবা (خطب الزواج والإملاك)

জাহিলী যুগের প্রচলিত বিয়ের খুতবার রীতি ও ধারা ইসলামী যুগেও চালু থাকে। বিষয় ও আঙ্গিকে দুই যুগের এ জাতীয় খুতবার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও উপস্থাপনায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে আমরা এ যুগের এ জাতীয় দুইটি খুতবার নমুনা উপস্থাপন করলাম।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলী (রা)-এর সাথে কন্যা ফাতিমা (রা)-এর বিয়ের সময় কনের পক্ষ থেকে একটি খুতবা দেন এবং বর 'আলী (রা) দেন একটি জবাবী খুতবা। ইসলামী যুগে বিয়ের খুতবার মডেল হিসেবে খুতবা দুটি এখানে উপস্থাপন করা হলো। রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রস্তাব মূলক খুতবা;[১৩১]

الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المرهوب من عذابه، المرغوب فيما عنده، النافذ أمره فى سمائه وأرضه، الذى خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه. ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا، ووشج به الأرحام، وألزمه الأنام، قال تبارك اسمه، وتعالى ذكره :

১২৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৪৩-১৪৪
১৩০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৩১-৬৭; কিতাবুল আগানী, খ. ১৬, পৃ. ৯৩; সুবহুল আ'শা, খ. ২, পৃ. ২৪৪-২৭৩; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১৬৩-১৭০
১৩১. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ৩, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫

www.nagorikpathagar.org

[১৩২] (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) فأمر الله يجرى إلى قضائه، ولكل قضاءقدر ولكل قدر أجل. [١٣٣] يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

ثم إن ربى أمرنى أن أزوج فا طمة من على بن أبى طالب، وقد زوجتها إياه على أربعمائه مثقال فضة، إن رضى بذلك على.

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্যে প্রশংসিত। স্বীয় ক্ষমতাবলে উপাস্য। যাঁর শাস্তিকে ভয় করা হয়। তাঁর কাছে যা কিছু আছে তার প্রাপ্তির আশা করা হয়। আসমান ও যমীনে তাঁরই হুকুম কার্যকরী হয়। যিনি স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে তাঁর বিধি-বিধান দ্বারা পার্থক্য করেছেন। নিজের দীন দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা তাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ বৈবাহিক সম্পর্ককে বংশ-সম্পর্কের মর্যাদা এবং একে একটি অবশ্য করণীয় কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে রক্ত সম্পর্কের পারস্পরিক জোড় দিয়েছেন এবং এ কাজকে সৃষ্টির জন্যে অপরিহার্য করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী: 'তিনি সেই সত্ত্বা যিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমতাবান।' সুতরাং আল্লাহর হুকুম তাঁর সুনির্ধারিত পন্থায় চলমান, আর প্রত্যেকটি সুনির্ধারিত পন্থার আছে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা, আর তারও আছে একটি চূড়ান্ত সময়। আল্লাহ যে হুকুমকে ইচ্ছে বাতিল করেন, আর যা ইচ্ছে বহাল রাখেন। তাঁর কাছেই আছে "উম্মুল কিতাব"।

অতঃপর আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন ফাতিমাকে 'আলীর সাথে বিয়ে দেই। আমি তাকে 'আলীর সাথে বিয়ে দিলাম চারশো মিসকাল রূপোর বিনিময়ে যদি এতে 'আলী রাজি হয়।

কনের পক্ষের প্রস্তাবমূলক খুতবার পর বর 'আলী (রা) যে খুতবাটির মাধ্যমে প্রস্তাব কবুল করেন তা নিম্নরূপ:[১৩৪]

---

১৩২. আল কুরআন, ২৫ : সূরা আল ফুরকান, আয়াত-৫৪
১৩৩. প্রাগুক্ত, ১৩ সূরা আর্ রা'দ, আয়াত- ৩৯
১৩৪. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫

www.nagorikpathagar.org

প্রথমে তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের হামদ ও সানা এবং তাঁর নাবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন:

أما بعد : فإن اجتماعنا مما قدره الله تعالى ورضيه، والنكاح ما أمره الله به وأذن فيه، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد زوجني فاطمة ابنته على صداق أربعمائة درهم وثمانين درهما، رضيت به فاسئلوه، وكفى بالله شهيدا.

অতঃপর, আল্লাহ্ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন এবং যাতে রাজি হয়েছেন, আমাদের সমাবেশ তারই একটি। আল্লাহ্ যা কিছুর আদেশ করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন, বিয়ে তার একটি। এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে তাঁর কন্যা ফাতিমাকে চারশো আশি দিরহাম মাহরের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন এবং আমি তাতে রাজি আছি। আপনারা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

এ বিষয়ে হযরত বিলাল (রা)-এর একটি খুতবার নমুনা উপস্থাপন করা হলো। তিনি বানূ খাস'আমের নিকট নিজের ও তাঁর ভাইয়ের বিয়ের উপলক্ষে যে খুতবাটি দান করেন তা নিম্নরূপ:[১৩৫]

আল্লাহর হামদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর তিনি বলেন:

أنا بلال وهذا أخي، كنا ضالين فهدانا الله، عبدين فأعتقنا الله فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فالمستعان الله.

আমি বিলাল, আর এ আমার ভাই। আমরা ছিলাম পথ হারা, আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আমরা ছিলাম দাস, আল্লাহ্ আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা ছিলাম দরিদ্র আল্লাহ্ আমাদেরকে ধনী করেছেন। যদি আপনারা আমাদের সাথে আপনাদের কন্যাদের বিয়ে দেন, তাহলে সকল প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে সহায় একমাত্র আল্লাহ্।

(ট) বাহাস-মুনাজারা বা তর্ক-বিতর্ক (البحث والمناظرة)

খলীফা হযরত 'উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর মারাত্মক রকমের গোলযোগের মধ্যে হযরত আলীকে (রা) জুন ২৪, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মদীনার

---

১৩৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৫০; ইহসান আল-নাস্‌স, আল-খিতাবা, পৃ. ৩৫

www.nagorikpathagar.org

মাসজিদে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তালহা, যুবায়র ছাড়া সবাই আলীর (রা) খিলাফত মেনে নেয়। কিন্তু তবুও গোলযোগ থামেনি, বরং বেড়েই চলেছে। এ ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণররা নীরব ভূমিকা পালন করে এবং কেউ কেউ আবার বিদ্রোহীদের উস্কানি দেয়। তারপর হযরত আলী (রা) বাধ্য হয়ে মু'আবিয়া সহ অধিকাংশ গভর্ণরকে বরখাস্ত করে নতুন গভর্ণর নিয়োগের আদেশ দেন। খিলাফতের অধিকার নিয়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে মারাত্মক রকমের দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। যার ফলে ঘটে যায়, উট ও সিফফীনের যুদ্ধ দু'টি। সিফফীনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয় আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ী এ বিরোধের মীমাংসা করা হবে। উভয় পক্ষ আলোচনার জন্যে শালিস নিয়োগ করে। দু'পক্ষের প্রতিনিধিরা একটা সমাধানে পৌঁছার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এই শালিসকে কেন্দ্র করে হযরত 'আলীর সমর্থকদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। তাদের একটি দল 'আলীর পক্ষ ত্যাগ করে। ইতিহাসে তারা খারিজী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাদের 'আলী (রা) ও তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে বহু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এ সব বিতর্কে উভয় পক্ষের তুখোড় বক্তারা যে সকল বক্তৃতা-ভাষণ দান করেন মূলতঃ তাই এ যুগের বাহাস-মুনাজারা মূলক খুতবা নামে প্রসিদ্ধ।

ধর্মান্ধ গোড়া সৈন্যদের চাপে পড়ে হযরত 'আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু সিফফীনে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে শালিসি চুক্তি করে কূফায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর দলের এই সৈন্যরাই এ চুক্তিকে ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে তাঁর দল ছেড়ে কূফার অদূরে হারূরা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। তারা চার হাজার, কারো মতে, বারো হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী গঠন করে 'আলী (রা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়। শাবাছ ইবন রিব'ঈকে বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও 'আবদুল্লাহ ইবন আল-কাওয়াকে তারা নামাযের ইমাম হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করে। 'আলী (রা) এ খবর অবগত হয়ে তাদের সাথে আলোচনার জন্যে প্রথমে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) কে পাঠান। কিন্তু তিনি যাত্রাকালে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসকে (রা) বলে দেন, আমি না আসা পর্যন্ত তাদের কথার কোন উত্তর দিবে না এবং কোন রকম তর্ক-বাহাসে লিপ্ত হবে না। 'আবদুল্লাহ (রা) তাদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদের বক্তব্য শুনলেন। কিন্তু তাদের অযৌক্তিক কথায় তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তাই তাদর উদ্দেশ্যে বললেন:

www.nagorikpathagar.org

ما نقمتم الحكمين ؟ وقدقال الله عزوجل : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. [١٣٦]فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟

'তোমরা এ দু'জন বিচারকের প্রতি এত ক্ষিপ্ত কেন? অথচ মহান আল্লাহ বলেন:[১৩৭] যদি তারা দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) আপোষ-মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করে দিবেন। তাহলে উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিরোধের ব্যাপারে কেমন হতে পারে?'

উত্তরে খারিজীরা বললো:

قلنا أما ماجعل حكمه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له، فهو أليهم كما أمربه، وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه، حكم فى الزانى مائة جلدة وفى السارق بقطع يده، فليس للعباد أن ينظروا فى هذا.

'আমাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত মানুষের উপর ন্যস্ত করেছেন, যে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপোষ-মীমাংসার কথা বলেছেন, সে ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তা করবে, কিন্তু যে সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ দান করেছেন সে ক্ষেত্রে বান্দার চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ নেই। ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে আল্লাহ একশো বেত্রাঘাত ও চোরের হাত কাটার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বান্দার ভাবা-চিন্তার কোন এখতিয়ার নেই।'

জবাবে ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন:

فإن الله عزوجل يقول : يحكم به ذوا عدل منكم.

মহান আল্লাহ মুহরিম ব্যক্তির শিকারের অপরাধ বিষয়ে বলেন: 'তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবে।'[১৩৮]

---

১৩৬. স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যে আপোষ-মীসাংসা বিষয়ক আয়াতটি হলো :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থকে একজন শালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন।' (আল-কুরআন, ৪ : সূরা আন নিসা, আয়াত-৩৫)
History of the Arabs, pp. 179-182

১৩৭.

১৩৮. মুহরিম ব্যক্তির শিকার করার হুকুম সংক্রান্ত আয়াত :

www.nagorikpathagar.org

খারিজীরা বললো: শিকারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত এবং স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের ঘটনা কি আপনি মুসলমানদের রক্তপাতের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের সাথে একই পাল্লায় ওজন করছেন? সুতরাং এ আয়াত আমাদের ও আপনার মধ্যে প্রতিবন্ধক। যে 'আমর ইবন আল-'আস আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আমাদের রক্ত ঝরিয়েছে, সে কি আজ আপনার নিকট বেশী ন্যায়পরায়ণ? সে যদি ন্যায়পরায়ণ হয়েই থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা তো ন্যায়পরায়ণ নই। আমরা হবো যুদ্ধবাজ। আপনারা আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করেছেন। অথচ আল্লাহ মু'আবিয়া ও তার দলের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত দান করেছেন। হয় তারা প্রত্যাবর্তন করবে অথবা তাদের হত্যা করা হবে।[১৩৯] এর পূর্বে আমরা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান জানিয়ে ছিলাম কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল। তারপর আপনারা তাদের সাথে চুক্তি করলেন। তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ স্থাপন করলেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বারাআ নাযিলের পর মুসলমান ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ চূড়ান্ত ভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে যারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দানে সম্মত হয়।[১৪০]

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) ও খারিজীদের মধ্যে বিতর্কমূলক ভাষণ চলছে এমন সময় 'আলী (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ইবন 'আব্বাসকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন, থাম। আল্লাহ তোমার প্রতি করুণা করুন। আমি কি তোমাকে তাদের কথার উত্তর করতে নিষেধ করিনি? তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

'মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তু, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে। (আল কুরআন, ৫ : সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৯৫)

১৩৯. তারা মূলতঃ এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্টা হয় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু হাঁ, যারা তাওবা করে নেয়- তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু (আল কুরআন, ৫ : সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩৩-৩৪)

১৪০. আত-তাবারী, তারীখখ. ৬, পৃ. ৩৬; আবুল 'আব্বাস আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, (লিপজিগ, ১৮৬৪), খ. ২, পৃ. ১২০

www.nagorikpathagar.org

সানা এবং রাসূলের (রা) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে নিম্নোক্ত খুতবাটি দান করেন:[১৪১]

اللهم إن هذا مقام من افلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة، ومن نطق فيه وأوعث فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ثم قال لهم : من زعيمكم؟ قالوا : ابن الكواء قال على : فما أخرجكم علينا؟ قالوا حكومتكم يوم صفين، قال : أنشدكم الله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف، فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله، قلت لكم إنى أعلم بالقوم منكم، إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، إنى صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال، امضوا على حقكم وصدقكم، فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة وإدهانا ومكيدة، فرددتم على رأيى، وقلتم لا بل نقبل منهم، فقلت لكم اذكروا قولى لكم و معصيتكم إياى، فلما أبيتم إلا الكتاب، اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن، وأن يميتا ما أمات القرآن، فإن حكما بحكم القرآن، فليس لنا أن نخالف حكما يحكم بما فى القرآن، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا له : فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال فى الدماء؟ فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرآن وهذ القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال. قالوا : فخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم؟ قال : ليعلم الجاهل، ويثبت العالم، والعل الله عزوجل يصلح فى هذه الهدنة هذه الأمة، ادخلوا مصركم رحمكم الله، فدخلوا من عند آخرهم.

হে আল্লাহ, এ এমন একটি স্থান, যে এখানে সফল হবে কিয়ামতের দিন তার সফল হওয়া উচিত। আর যে এ ব্যাপারে কথা বলেছে এবং গভীরে প্রবেশ করেছে, আখিরাতে সে হবে অন্ধ ও পথভ্রষ্ট। তারপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন: আপনাদের নেতা কে? তারা বললো: ইবনুল কাওয়া। 'আলী (রা) বললেন: আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের বিদ্রোহী করলো কিসে? তারা বললো: সিফফীনের দিনে আপনাদের

১৪১. আত-তাবারী তারীখ, খ, ৬, পৃ. ৩৭; আল-কামিল লিল মুবাররিদ, খ. ২, পৃ. ১২৮। ইবন 'আবদি রাব্বিহি আলী (রা) ও ইবন আব্বাসের (রা) এই মুনাজারা মূলক খুতবা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। (আল-'ইকদুল ফারীদ, খ, ২, পৃ. ৩৮৮, খ. ৪, পৃ. ৩৫১-৩৫৪)

www.nagorikpathagar.org

শালিস নির্ধারণ। বললেন: আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনাদের কি জানা আছে, তারা যখন কুরআন উঁচু করে ধরেছিল তখন আপনরাই বলেছিলেন, আমরা তাদের কিতাবুল্লাহর দিকে আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তখন বলেছিলাম, এই সম্প্রদায়কে আমি আপনাদের চেয়ে বেশী জানি। তারা দীনদার গোষ্ঠী নয়। তারা কুরআনেরও অনুসারী নয়। আমি তাদের শিশু ও বয়স্ক লোকদের সাথে থেকেছি ও জেনেছি। তারা খুবই খারাপ শিশু ও খারাপ পুরুষ। তোমরা তোমাদের অধিকার ও সততার উপর অটল থাক। কারণ তারা ধোঁকা, চাতুরী ও বাহানা হিসেবে এই মাসহাফ উত্তোলন করেছে। কিন্তু আপনারা আমার এ মত প্রত্যাখ্যান করে বললেন, না আমরা তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করবো।

আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনারা আমার সেই কথা যা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এবং আপনাদের আমার মতের বিরুদ্ধাচরণের কথা স্মরণ করুন। যখন আপনারা কিতাব (আল-কুরআন) ছাড়া আর কোন কথাটি শুনতে রাজি হলেন না। তখন আমি দু'জন বিচারকের উপর শর্ত দিলাম, তারা যেন এমন জিনিস জীবিত করে যা কুরআন জীবিত করেছে। আর এমন জিনিসের মৃত্যু ঘটায় যা কুরআন মৃত্যু ঘটিয়েছে। যদি তারা কুরআনের নির্দেশ মতো ফায়সালা করে তাহলে আমাদের এমন ফয়সালার বিরোধিতা করার কোন অধিকার নেই যা কুরআনের বিধান অনুযায়ী করা হয়েছে। আর যদি তারা তা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের সে সিদ্ধান্ত মানার ব্যাপারে আমরা স্বাধীন।

তারা বললো: খুনের ব্যাপারে মানুষকে শালিস মানা কি ন্যায়পরায়ণতা হলো? তিনি বললেন: আমরা মানুষকে শালিস মানিনি। আমরা শালিস মেনেছি আল-কুরআনকে। আর এ কুরআন তো অক্ষরের লাইনে গ্রন্থাবদ্ধ- যা কথা বলতে পারে না। তার কথা বলতে পারে মানুষ। তারা বললো: তাহলে আপনার ও তাদের মধ্যে যে সময়-সীমা নির্ধারণ করেছেন, সে সম্পর্কে কি বলবেন? বললেন; যাতে অজ্ঞরা জানতে পারে এবং জ্ঞানীরা দৃঢ় হতে পারে। আশা করা যায় এ সন্ধির দ্বারা আল্লাহ ও উম্মাতের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা করে দিবেন। আপনারা আপনাদের নিজ নিজ শহরে চলে যান। আল্লাহ আপনাদের প্রতি করুণা করুন। তারা সকলে নিজ নিজ শহরে প্রবেশ করে।

www.nagorikpathagar.org

খারিজীরা যখন নাহরাওয়ানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধী বহু নিরাপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করে[১৪২] তখন' আলী (রা) সেখানে যান ও তাদের উদ্দেশ্যে যে খুতবা দেন তা মুনাজারা মূলক খুতবার চমৎকার নিদর্শন। খুতবাটির কিছু অংশ নিম্নরূপ:[১৪৩]

ألم تعلموا أنى نهيتكم عن الحكومة، وأخبرتكم أن طلب القوم إياها منكم دهن ومكيدة لكم؟ ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، ةأنى أعرف بهم منكم. عرفتهم أطفا لا ورجالا، فهم أهل المكر والغدر، وأنكم إن فارقتم رأئى جانبتم الحزم؟ فعصيتمونى وأكرهتمونى حتى حكمت، فلما أن فعلت شرطت واستوثقت، فاخذت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن، وأن يميتا ما أمات القرآن، فاختلفنا وخالفا حكم الكتاب والسنة وعملا بالهوى، فنبذنا أمرهما ونحن على أمرنا الأول، فما الذى بكم، ومن أين اتيتم ؟

قالوا : إنا حكمنا، فلما حكمنا أثمنا، وكنا بذلك كافرين، وقد تبنا، فإن تبت كما تبنا، فنحن منك ومعك، وإن أبيت فاعتز لنا فإنا منابذوك على سواء.[١٤٤] إن الله لا يحب الخائنين.

আপনাদের কি জানা নেই যে, আমি আপনাদেরকে এই শালিসী মানতে নিষেধ করেছিলাম? আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে, এই লোকদের শালিসীর দাবী করা আপনাদের সাথে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আপনাদেরকে আরো জানিয়েছিলাম যে, এই লোকেরা

---

১৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিখ্যাত সাহাবী খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রা)-এর পুত্র 'আব্দুল্লাহ ও তাঁর আসন্ন প্রসবা গর্ভবতী স্ত্রীকে নাহরাওয়ানের খারিজী বিদ্রোহীরা নদীর তীরে জবাই করে রক্ত পানিতে ভাসিয়ে দেয়। তাঁর স্ত্রীর পেট চিরে গর্ভের সন্তান বের করে ফেলে। তায় গোত্রের অপর তিন মহিলাকেও হত্যা করে কিন্তু খ্রিস্টানদের কিছু সত্যোপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়। 'আলী (রা) এর নিকট এ সব খবর পৌঁছালে তিনি একজন দূত তাদের নিকট পাঠান। তারা দূতকেও হত্যা করে। তখন 'আলী (রা) সেখানে যান ও তাদের সাথে কথা বলেন্ (জামহারাতু খুতাবিল আবার, খ. ১, পৃ. ৪১২)

১৪৩. নাহ্‌জুল বালাগা, খ. ১, পৃ. ৪৪-৪৫; তাবারী, তারীখ, খ. ৬, পৃ. ৪৭; আল-ইমাম ওয়াস সিয়াসা, পৃ. ১০৯ (বাসরাবাসীদের প্রতি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর খুতবা (তাবারী, খ. ৬, পৃ. ৪৪; আল-ইমাম ওয়াল সিয়াসা, খ. ১, পৃ. ১৩৬), 'আলীর (রা) প্রতিনিধি আবূ মুসা আল-আশ'আরিকে উদ্দেশ্য করে 'আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহাব আর-রাসিবির খুতবা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, (তাবারী, খ. ৫, পৃ. ৪৪; আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, খ. ১, পৃ. ১০৯৪)

১৪৪. আল-কুরআনের এই আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই এমন ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দাও যেন তোমরা ও তারা সমানয়ে যাও । নিশ্চয় ধোঁকাবাজ, প্রতারককে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (আল-কুরআন, ৮: সূরা আত্ তাওবা, আয়াত- ৫৮)

www.nagorikpathagar.org

মোটেই দীনদার ও কুরআনের ধারক-বাহক নয়। আমি আপনাদের চেয়ে তাদেরকে বেশী চিনি। শৈশব ও পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় আমি তাদেরকে চিনেছি। তারা হচ্ছে ধোঁকাবাজ ও প্রতারক। (আমি আরো বলেছিলাম), আপনারা যদি আমার সিদ্ধান্ত না মানেন তাহলে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে পাশ কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু আপনারা আমার কথা মানলেন না এবং আমাকে শালিস নিয়োগ করতে বাধ্য করলেন। অতঃপর যখন আমি তা করলাম তখন শর্ত আরোপ করলাম এবং (উভয় পক্ষের) বিচারকদ্বয় থেকে এই শক্ত অঙ্গিকার নিলাম যে, তাঁরা তাই জীবিত করবেন, কুরআন যা জীবিত করেছে, আর তাই মেরে ফেলবেন, যা কুরআন মেরে ফেলেছে। কিন্তু তাঁরা মত পার্থক্য সৃষ্টি করলেন। কিতাব ও সুন্নাহর বিরুদ্ধাচারণ করে প্রবৃত্তির দাবী অনুসারে কাজ করলেন। তাই আমরা তাদের নির্দেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এখন আমরা আমাদের পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসেছি। কিন্তু আপনাদের সাথে কি আছে? আর কোথা থেকেই বা আপনারা এসেছেন?

তারা বললোঃ হ্যাঁ, আমরা বিচারক নিয়োগ করেছিলাম। কিন্তু যখন আমরা বিচারক নিয়োগ করছিলাম তখন পাপ কাজ করেছিলাম। আর এ কাজের দ্বারা আমরা কাফির হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমরা তাওবা করেছি। যদি আপনি আমাদের তাওবার মত তাওবা করেন তাহলে আমরা আপনার দলের ও আপনার সাথে। আর যদি তাওবা করতে অস্বীকার করেন তাহলে আমাদের থেকে দূরে সরে যান। আমরাও আপনাকে সমান ভাবে দূরে ছুঁড়ে ফেলছি। নিশ্চয় আল্লাহ ধোঁকাবাজ, প্রতারকদের পছন্দ করেন না।

(ঠ) সমবেদনা ও সান্ত্বনা এবং অভিনন্দনমূলক খুতবা (خطبة التعزية والتهنئة)

জাহিলী যুগে কারো মৃত্যুতে সমবেদনা ও সান্ত্বনামূলক খুতবা প্রচলন ছিল। ইসলামী যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে।[১৪৫] 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলন সমূহে এ জাতীয় খুতবা দেখা যায়। যেমন একবার আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) এক ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন:[১৪৬]

---

১৪৫. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ৩, পৃ. ৫২
১৪৬. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬০

www.nagorikpathagar.org

ليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة، الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده، اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتكم، وعظم الله أجركم.

'শোক ও সান্তনায় কোন বিপদ নেই এবং ধৈর্যহারা ও অস্থিরতায় কোন ফায়দা নেই। মৃত্যু-পূর্ব অবস্থা থেকে মৃত্যু অতি সহজ এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা থেকে মৃত্যু অতি কঠিন। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হারানোর কথা স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিপদ ছোট হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের প্রতিদান বড় করে দিবেন।'

'আলী (রা) একবার এক ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেন এভাবে[১৪৭]

إن تجزع فأهل ذلك الرحم، وإن تصبر ففى الله عوض من كل فائت، و صلى الله على محمد، وعظم الله أجركم.

'যদি তুমি অস্থির হও- আর অস্থির মানুষ কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে। যদি তুমি ধৈর্য ধর তাহলে প্রতিটি ছুটে যাওয়া জিনিসের বদলা রয়েছে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ মুহাম্মাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতিদান বড় করে দিন।'

তেমনিভাবে কারো খুশীতে অভিনন্দন জানিয়েও খুতবা দানের জাহিলী রীতি এ যুগে বিদ্যমান ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক সদ্য বিবাহিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেন:[১৪৮]

على اليمن والسعادة والطير الصالح والرزق الواسع والمودة عند الرحمن.

'মঙ্গল, সৌভাগ্য, সুলক্ষণ, প্রশস্ত জীবিকা ও প্রেম-প্রীতি পরম করুণাময়ের নিকট।'

খুতবার উন্নতি ও বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ

ইসলামী পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে 'আরবী খুতবার উন্নতি ও বিকাশের বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। 'আরবের জন-জীবন তখন খোদাভীতি, আত্মত্যাগ ও

---

১৪৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬১
১৪৮. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৮

www.nagorikpathagar.org

আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তারা অনুভব করেছিল, শাহানশাহ কিসরা তাদের তরবারির তলে থরথর করে কাঁপে এবং কায়সার তাদের শক্তির দাপটে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। আর এসবকিছু সম্ভব হয়েছে তাদের এ দীনের জন্যে। এ দীনই তাদের অন্তরে সেই শক্তির সৃষ্টি করেছে যা পার্শ্ববর্তী সকল সিংহাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, মানুষের অন্তরে দোলা দিয়েছে এবং তাদের মত এই মরুচারী মানুষকে পারস্য ও পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের উপর শাসনকর্তৃত্ব দান করেছে।

খিতাবা যখন মানুষের অভ্যন্তর থেকেই তার শক্তি লাভ করে তখন আমাদের উচিত হবে সেই উপাদানগুলি সম্পর্কে জানা, যা তাদের জীবনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং তাদের অন্তরকে এমন আহার যুগিয়েছে যা তাদের খিতাবার জাগরণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সেই উপাদানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ, 'আরব জীবনের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোপরি 'আরবী খিতাবার উপর অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী কয়েকটি হলো এই:

(ক) আল-কুরআন আল-কারীম (القرآن الحكيم)
(খ) আল-হাদীস আন-নাবাবী (الحديث النبوى)
(গ) সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা (تكوين حكومة نظامية)
(ঘ) সভ্যতা (الحضارة)
(ঙ) ব্যক্তি স্বাধীনতা (الحرية الشخصية)
(চ) খতীবদের পূর্ব-প্রস্তুতি (إعداد الخطبة)
(ছ) দীনী ওয়া'আজ-নসীহত (الوعظ الديني)

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলিই এ যুগে 'আরবী খুতবার উন্নতি ও বিকাশের প্রধান কারণ। এখানে প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(ক) আল-কুরআন আল-কারীম

আল-কুরআন আল-কারীমের অবতরণ হলো এবং 'আরববাসীদের অন্তরকে নাড়া দিল। তাদের বড় বড় বিশুদ্ধভাষী ও অলঙ্কারবিদদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল, তারা যেন তার যে কোন একটি সূরার মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসে। কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হয়নি। আল-জাহিজ আল-কুরআনের ই'জায সম্পর্কে বলেন:[১৪৯]

১৪৯. আল-খিতবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৫৯

www.nagorikpathagar.org

بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فى زمن أكثر ماكانت العرب شاعرا وخطيبا، وأحكم ما كانت لغة وأشد ماكانت عدة، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته.

আল্লাহ তা'আলা এমন এক সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে পাঠান যখন 'আরবে কবি ও খতীবের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। ভাষা ছিল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং সাজ সরঞ্জামে ছিল সুদৃঢ়। অতঃপর তিনি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর রিসালাতে বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানালেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আহ্বান জানালেন যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে। যখন তাদের সকল ওজর-কৈফিয়ত শেষ হয়ে সন্দেহ সংশয় দূর হয়ে গেল তখন তাদের প্রবৃত্তি, তাদের অহমিকা ও হঠকারিতা তাদের মানার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাদের অভিজ্ঞতা, বিস্ময় ও বিমূঢ়তা নয়। তাদের এই মিথ্যা অহমিকা ও কুপ্রবৃত্তি তাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে প্ররোচিত করলো। যুদ্ধ শুরু হলো। চর্তুদিক থেকে তাঁর উপর তারা আক্রমণ চালালো। অথচ তখনো তিনি আল-কুরআনের সাহায্যে তাদের সামনে যুক্তি উপস্থাপন করে চলেছেন। সকাল-সন্ধ্যা তিনি তাদেরকে আহ্বান জানাতে লাগলেন, যদি তাঁর দাবী মিথ্যা হয় তাহলে তারা যেন আল-কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা অথবা কমপক্ষে কয়েকটি আয়াত রচনা করে নিযে আসে। যখন তিনি বারবার তাদেরকে এ চ্যালেঞ্জ দিতে থাকলেন এবং তাদের অক্ষমতার কথা বলতে লাগলেন তখন তারা বললো, তুমি প্রাচীন জাতিসমূহের যে সব কথা জান, আমরা তা জানিনে। একারণে তোমার পক্ষে যা সম্ভব তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আল-কুরআন তাদেরকে আবারো বললো, তোমাদের মনগড়া বানোয়াট কিছু কথা না হয় নিয়ে এসো। কিন্তু কোন খতীব, কোন কবিই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস দেখালো না। অথচ আল–কুরআনের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে এ পথই যথাযথ ছিল যে, একটি সূরা বা কয়েকটি আয়াতের অনুরূপ কিছু রচনা করা। কারণ এভাবে আল-কুরআনের দাবী অসার প্রমাণ করতে পারলে কোন যুদ্ধের প্রয়োজন হতো না। আর জীবন নাশেরও দরকার পড়তো না। কোন প্রয়োজন হতো না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে দেশ ছাড়া করার এবং অহেতুক অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার। আর তাঁর অনুসারীদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া ও তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলা এভাবে বেশী সহজ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

যখন নিকটবর্তীরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কারতে পারলো না তখন দূরবর্তীদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হলো। সকলকে সম্মিলিত ভাবে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আহ্বান জানানো হলো। কিন্তু কোন স্পষ্ট অসত্যের উপর তাদের সকলের একমত হওয়া অসম্ভব ছিল। বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতা নিয়ে তাদের গর্বের কোন অন্ত ছিল না। আত্মমর্যাদা বোধও ছিল তাদের টনটনে। অথচ দীর্ঘ তেইশ বছরের মধ্যে তারা এর জবাব দিতে অক্ষমই থেকে গেল। এত কিছু সত্ত্বেও তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে ছাড়তে অপরাগ ছিল। তাই তাঁকে কাবু করতে নানা পন্থা ও পদ্ধতিতে চেষ্টা অব্যাহত রাখে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চেয়েও তারা তাদের সময়, শ্রম, বুদ্ধি ও অর্থ বেশী বেশী ব্যয় করেছে কিন্তু তারা অক্ষমই থেকে গেছে।[১৫০]

আল-কুরআন আল-কারীম তার বিরুদ্ধবাদীদের উপর দারুণ প্রভাব ফেলেছে। অথচ তারা ছিল এক ঝগড়াটে ও বিতর্ককারী সম্প্রদায় (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)।[১৫১] আল-কুরআনের পাঠ শুনে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, হতবাক হয়েছে এবং তারা প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা ও অপরাগতা প্রকাশ করেছে। আল-কুরআন তাদের মুগ্ধ করেছে; কিন্তু স্বার্থপরতা, তাদের অংশীবাদিতা, শত্রুতা ও হঠকারিতার মত মানসিক রোগ তা প্রকাশ থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছে। আল-কুরআনের ভাব, বিষয় ও শৈলী ছিল এমন অপূর্ব যে তখনকার 'আরবী সাহিত্য তার কোন কিছুর সাথে পরিচিত ছিল না। শুধু তখন কেন, আজও নেই। না গদ্যে, না পদ্যে। আর একথা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে তৎকালীন 'আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তিত্ব আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা ও 'উতবা ইবন রাবী'আ প্রমুখের স্পষ্ট সাক্ষ্য ও স্বীকৃতির মাধ্যমে।

আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট গেল। তিনি ওয়ালীদকে কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে তার মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। একথা আবূ জাহলের কানে গেলে সে ওয়ালীদের নিকট ছুটে যায়। সে যাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কোন রকম ইতিবাচক মন্তব্য না করে, এ জন্যে তার মুখবন্ধ করার উদ্দেশ্যে আবূ জাহল তাকে অর্থ-বিত্তের প্রলোভন দেখায়। জবাবে আল-ওয়ালীদ বলে, কুরায়শরা

---

১৫০. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী 'উলূম আল-কুরআন, (মিসর: মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, সং, ৩, ১৯৫১), খ. ২, পৃ. ১১৮

১৫১. আল কুরআন, ৪৩ : সূরা আয্ যুখরুফ, আয়াত-৫৮

www.nagorikpathagar.org

জানে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অর্থ-বিত্তের অধিকারী। তখন আবূ জাহল তাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন কিছু বাক্য উচ্চারণ করার অনুরোধ করে যা শুনে সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে, ওয়ালীদ তাঁকে স্বীকার করে না। জবাবে ওয়ালীদ বলে: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে আমার চেয়ে কবিতার জ্ঞান বেশী রাখে। না রজয ছন্দের,না কাসীদার। আর না জিনদের কবিতার। আল্লাহর কসম! এর কোন কিছুই সে যা বলে তার সাথে কোন মিল নেই। তার কথা সর্বোচ্চ, তার উপরে কোন কথা নেই।[১৫২]

এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল-ওয়ালীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মুখে কুরআন শুনে স্বীয় সম্প্রদায় বানূ মাখযূমের লোকদের নিকট এসে বলে: কিছুক্ষণ আগে আমি মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ থেকে কিছু বাণী শুনেছি- যা না মানুষের কথা, না জিনের। কুরায়শরা বলাবলি করলো, আল-ওয়ালীদ হয়তো ধর্মত্যাগী হয়েছে। আবূ জাহল বিমর্ষ চেহারায় তার পাশে গিয়ে বসলো। তারপর আল-ওয়ালীদের সাথে কথা বললো। আল- ওয়ালীদ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অত:পর তারা দু'জন উঠে সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট আসলো। আল-ওয়ালীদ তাদের লক্ষ্য করে বললো: তোমরা ধারণা কর যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল কিন্তু তোমরা কি তাকে কখনো অচেতন হতে দেখেছো? তোমরা বল যে, সে একজন কাহিন। তোমরা কি তাঁকে কখনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখেছো? তোমরা মনে করে থাক যে, সে একজন কবি কিন্তু কখনো কি তাকে কাব্য চর্চা করতে দেখেছো? আর তোমরা ধারণা করে থাক যে, সে একজন মিথ্যাবাদী কিন্তু তোমরা কি তার মিথ্যার কোন পরীক্ষা নিয়েছো? এসব প্রশ্নের উত্তরে তারা বললো: 'না'। তারা পাল্টা প্রশ্ন করলো: তাহলে সে কি? আল-ওয়ালীদ কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো: সে একজন জাদুকর ছাড়া আর কিছু নয়।[১৫৩]

আবূ যার আল-গিফারী (রা)-এর ভাই উনায়স আল-গিফারী তাঁর ভাইকে বলেন: আমি মক্কায় আপনার ধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তিনি ধারণা করেন যে, আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন। আবূ যার প্রশ্ন করেন: মানুষ তাঁর সম্পর্কে কী বলেন? 'উনায়স বলে: লোকেরা বলেন, তিনি একজন জাদুকর, কাহিন ইত্যাদি।

---

১৫২. আল-বায়হাকী, দালাইল, উদ্ধৃত: মুহাম্মদ 'আলী-সাবুনী, আত-তিবয়ান ফী 'উলূম আল-কুরআন, (সং. ৩, ১৯৮০) পৃ. ১০২

১৫৩. আল-কাশ্শাফ, খ. ৪, পৃ. ৬৪৯; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম, (বৈরূত, দারুল আন্দালুস, সং. ৭, ১৯৬৪), খ.১, পৃ. ৮৬-৮৭)

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, উনায়সও একজন কবি ছিলেন। তিনি বলেন: আমি তো কাহিনদের কথা শুনেছি কিন্তু তাঁর বাণী কোন কাহিনের কথা নয়। আমি তাঁর বাণী কবিতার বিভিন্ন শ্রেণী ও তার ছন্দের সাথে মিলিয়ে দেখেছি। কিন্তু কোন কিছুর সাথে মেলে না। আল্লাহর কসম, তারা মিথ্যাবাদী এবং তিনি অবশ্যই সত্যবাদী।[১৫৪]

ইবন ইসহাক তাঁর 'আস্ সীরা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আবূ জাহল কুরায়শদের কিছু লোকের সামনে বললো: মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটি আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে থাকলো। তোমরা যদি কবিতায়, কাহানাতে ও জাদুবিদ্যায় পারদর্শী এমন কোন লোককে খুঁজে বের করতে, যে তার সংগে কথা বলতো। তারপর আমাদের কাছে এসে তার ব্যাপারটি বর্ণনা করতো। 'উতবা ইবন রাবী'আ ছিল তার গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নেতা। সে বললো, আমি যাচ্ছি এবং কথা বলছি।

সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেল এবং প্রশ্ন করলো: হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম , তুমি ভালো, না হাশিম? তুমি ভালো, না 'আবদুল মুত্তালিব? তুমি ভালো না 'আবদুল্লাহ? তাহলে তুমি কেন আমাদের উপাস্যদেরকে গালিগালাজ কর এবং কেনই বা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে মনে কর। যদি তুমি নেতৃত্ব চাও, আমরা তোমার জন্যে পতাকা বাঁধছি। তুমি হবে আমাদের নেতা। আর তুমি যদি নারী চাও, আমরা তোমার পছন্দ মত নারীর সাথে তোমাকে বিয়ে দিব। কুরায়শদের যে কোন মেয়েকে তুমি বেছে নিতে পারবে। তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় অর্থ সম্পদের মালিক হওয়া, তাহলে আমরা তোমার জন্যে তা সংগ্রহ করে তোমাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী মানুষে পরিণত করে দেব। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন। যখন তার কথা শেষ হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আপনার কথা শেষ হয়েছে? সে বললো: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাহলে এবার শুনুন। একথা বলে তিনি সূরা 'ফুসসিলাত'-এর প্রথম থেকে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। যখন তিনি এ আয়াত فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً. পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন 'উতবা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মুখে হাত দিয়ে বন্ধ করে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে থামতে অনুরোধ করে। তারপর সে ঘরে ফিরে যায় এবং কুরায়শদের কোন আড্ডা বা সমাবেশে গেলনা। তার এভাবে লুকিয়ে থাকা দেখে কুরায়শরা প্রমাদ গোনলো। তারা দলবেঁধে 'উতবার কাছে গিয়ে বললো: সম্ভবত: আপনি ধর্মত্যাগী হয়েছেন, তাই আমাদের থেকে দূরে আছেন। 'উতবা রেগে গিয়ে তাদেরকে বললো আমি

---

১৫৪. আল-তিবয়ান ফী 'উলুম আল-কুরআর, পৃ. ১০৩

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে কথা বললে সে যে উত্তর দিল তা না কবিতা, না জাদু, আর না কোন কাহিনের ভবিষ্যদ্বাণী। আমি আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তার মুখ বন্ধ করেছি। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমাদের উপর কোন আসমানী আযাব এসে না পড়ে। তোমরা তো জান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলে তা মিথ্যা হয় না।[১৫৫]

'উতবা, আল-ওয়ালীদ ও উনায়সের মত লোকদের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে অন্যদের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজে অনুমান করা যায়। কারণ ভাষার শুদ্ধতা, অলঙ্করণ ও বাগ্মিতায় তাদের ছিল সুউচ্চ আসন। তৎকালীন 'আরবে যত রকম ও ধরণের কথা প্রচলিত ছিল তার সবগুলিতে তারা ছিল পারদর্শী।[১৫৬]

এই যদি অবস্থা হয় আল-কুরআনের বিরুদ্ধবাদীদের, তাহলে যাঁরা তার হিদায়াত লাভে ধন্য হয়েছেন এবং তার জ্যোতি দ্বারা নিজেদের জীবনবকে আলোকিত করেছেন তাঁদের অবস্থা কিরূপ হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

আল-কুরআনের হিদায়াত লাভে যাঁরা ধন্য হয়েছেন এবং তার জ্যোতি দ্বারা নিজেদের জীবনকে আলোকিত করেছেন তাদের উপর তার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রভাব পড়েছে। বিশেষত: আল-খিতাবা সবচেয়ে বড় ফায়দা লাভ করেছে। আল-খিতাবার অর্জিত ফায়দা দু'দিক থেকে। নিম্নে সে দিক দু'টির প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো:

১. আল-কুরআন থেকে 'আরবী ভাষা যা অর্জন করেছে

(ক) আল-কুরআন 'আরবী ভাষাকে ভাব ও অর্থের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রশস্ততা দান করেছে। আল-কুরআন কখনো একটি শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছে অথচ ইতোপূর্বে 'আরবরা সে সব অর্থের কোন জ্ঞানই রাখতো না। 'আরবরা ছিল একটি অনুভূতি ও আবেগপ্রবণ জাতি। তাদের ভাষাও ছিল তদ্রূপ অনুভূতি প্রবণ। এ অবস্থায় আল-কুরআনের নুযূল হয়। আল-কুরআন মানুষের অন্ত:করণ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তার একটা সুন্দর বর্ণনা ও চিত্র উপস্থাপন করে। বিপথগামী অন্তর ও তার বিপথগামিতার কারণ এবং তেমনিভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত অন্তর ও তার হিদায়াত প্রাপ্তির কারণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরে। তাছাড়া অন্তরের পরিবর্তন, অন্তরে যে সব অনুভূতি ও চিন্তার উদয় হয় এবং মানুষের আবেগ অনুভূতিকে যা নাড়া দেয় ও তার উপর প্রভাব ফেলে, তারও বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করে। আল-কুরআন মানুষকে

---

১৫৫. আল-কাশ্শাফ, খ. ৪, পৃ. ১৯২
১৫৬. আত-তিবয়ান ফী 'উলূম আল-কুরআন, পৃ. ১০৪

www.nagorikpathagar.org

তার এই সুমধুর সরোবর থেকে অঞ্জলিভরে গ্রহণের আহ্বান জানায়। ফলে ভাবগত ও গভীর অর্থবোধক কথা 'আরবদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং আরবী ভাষা যতটুকু তার জন্যে সম্ভব, তেমন স্তরে উন্নীত হয়। 'আরবী খুতবাও কুরআন থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি। কুরআনের প্রভাবে খুতবার অর্থ, ভাব, ভাষা ও চিত্রকল্পের আমুল পরিবর্তন হয়ে যায়।

(খ) আল-কুরআন নাযিল হয়েছে সহজ ও সুসহংত শব্দে। নিরস কাটখোট্টা শব্দ থেকে তার ভাষা সুম্পূর্ণ মুক্ত। অতি সহজে যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। এ কারণে তার পাঠক ও শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করে। তারা তার রীতি-পদ্ধতির অনুকরণ করে- যদিও তার মান পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় না। এভাবে ভাষা চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে যায়। বাক্য সহজ হয়ে যায়, রীতি-পদ্ধতি ললিত ও সূক্ষ্ম হয়ে যায় এবং ব্যবহৃত শব্দরাশি হয় অতি জানা ও পরিচিত। এভাবে এক অভিনব প্রকাশ রীতি চালু হয় যা পূর্বে ছিল না। শব্দ ও রীতি-পদ্ধতির দিক দিয়ে 'আরবী ভাষার ক্ষেত্রে তা ছিল এক নতুন বিজয়, যেমন ছিল তার হিদায়াত ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা গোটা বিশ্বকে প্রভাবিতকরণ একটি বিজয়। 'আরবী খুতবার শব্দ ও ভাষায় যে তা কী পরিমাণ প্রভাব ফেলেছিল তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।[১৫৭]

২. খুতীবরা যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আল-কুরআনুল কারীমের রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করতে থাকে। তারা এই কুরআনের মধ্যে লাভ করে খুতবার মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ও পদ্ধতি। আল-কুরআনের যুক্তিপ্রমাণসমূহের মধ্যে এমন সব জিনিসের সমাবেশ ঘটেছে যা সেখানে ছাড়া অন্য কোন দলীল প্রমাণে সমাবেশ হওয়া সম্ভব নয়। তাতে আমরা পেয়ে থাকি সুসংহত ভাবও অর্থ। তর্কশাস্ত্রের যুক্তি পদ্ধতিতে যা কিয়াস করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় শব্দের সৌন্দর্য, রীতি-পদ্ধতির অভিনবত্ব, আবেগ-অনুভূতির সম্বোধন, উৎসাহ উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে তোলা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:[১৫৮]

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُوْنَ ه

---

১৫৭. আল-খিতাবা-উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৬০; আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, সং ১, ১৯৮২), পৃ. ১২১

১৫৮. আল-কুরআন, ২১ : সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ২২

www.nagorikpathagar.org

> যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য ইলাহ্ থাকতো, তাহলে দু'টিই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে 'আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র।

আয়াতের মধ্যে আমরা যুক্তির সূক্ষ্মতা, শব্দের সৌন্দর্য ও আবেগ অনুভূতিকে চমৎকার রূপে সম্বোধন লক্ষ্য করি। সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে এত কিছুর চমৎকার সমাবেশ। এসব কিছু খতীবরা আল-কুরআনে পেয়েছে। তারা তাতে পেয়েছে মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করণের ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের পথ ও পন্থা। সুতরাং তারা সেই পথ ও পন্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার বাণীকে উদ্ধৃতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ব্যাপক ভাবে তা তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। এমন কি খুতবার মধ্যে আল-কুরআনের কিছু উদ্ধৃতি থাকা সে যুগের খুতবার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যে পরিণত হয়েছে। আল-জাহিজ বলেছেন:[১৫৯]

> كانوا يسمون الخطبة التي لم توشح بالقرآن الكريم، وتزين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالشوهاء.
>
> যে খুতবা কুরআন আল কারীম দ্বারা সজ্জিত এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম দ্বারা শোভিত করা হতো না, সে খুতবাকে তারা কুৎসিত ও কদর্য বলে অভিহিত করতো।

(খ) আল-হাদীছ আন-নাবাবী

আল-হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কথা বা বাণী। সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে যার স্থান আল-কুরআনেরই পরে। যার মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে বিশুদ্ধ শব্দ, চমৎকার ভাব ও অর্থ এবং অনুপম বাক রীতি ও পদ্ধতির। ভাষার বিশুদ্ধতা ও অনন্যতায় তা শীর্ষে পৌঁছেছে। তাঁর বাণী ব্যাপক অর্থবোধক। তাতে আছে অতুলনীয় সব উপদেশ, চূড়ান্ত ফয়সালাকারী কথা। তাতে অহেতুক ও অতিরিক্ত কোন কিছু নেই। তাতে কোন জড়তা ও দ্ব্যর্থতা নেই। তাঁর উপর নাযিলকৃত আল-কুরআন থেকে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। তাঁর কথার গাম্ভীর্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতার একটি বেষ্টনী তাকে ঘিরে থাকে। তাতে নুবুওয়াতের একটা আভা ও দীপ্তি ফুটে ওঠে। যদি তার কোন কথা অন্য কারও প্রতি আরোপ করে প্রকাশ করা হয় তবুও শ্রোতা তা বুঝতে

---

১৫৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৬

www.nagorikpathagar.org

পারে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাতে প্রয়োজন পরিমাণ সত্য উচ্চারিত হয়েছে। তাই তার বাণী বা কথা সাহবীদেরকে বিস্ময়ে হতবাক করেছে। আবূ বাকর (রা) একদিন তাঁকে বললেন:[১৬০]

لقد طفت العرب، وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك ؟ فمن أدبك ؟ فقال عليه السلام : أدبني ربي فأحسن تأديبي.

আমি গোটা 'আরবদেশ ঘুরেছি এবং তাদের ফাসীহ ও বিশুদ্ধ- ভাষী লোকদের কথা শুনেছি, কিন্তু আপনার চেয়ে বড় কোন বিশুদ্ধভাষী লোকের কথা তো শুনিনি, আপনাকে এ আদব শিখিয়েছেন কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমার প্রতিপালক আমাকে আদব শিখিয়েছেন এবং সুন্দর করে শিখিয়েছেন।

একবার 'উমার (রা) তো প্রশ্ন করেই বসলেন:[১৬১]

يا رسول الله ! مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا . قال : كانت لغة اسماعيل قد درست فجاء بها جبريل عليه السلام فحفظنيها، فحفظتها.

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাদের মধ্য থেকে অন্য কোথাও যাননি, তাহলে আমাদের চেয়ে এমন প্রাঞ্জলভাষী হলেন কেমন করে? বললেন: ইসমাঈল (আ)-এর ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। জিবরীল (আ) এসে সে ভাষা আমাকে শেখান এবং আমি তা মুখস্থ করি।

অন্য এক ব্যক্তি একদিন জিজ্ঞেস করলো:[১৬২]

يا رسول الله ! ما أفصحك ؟ ما رأينا الذى هو أعرب منك. قال : حق لى، فإنما أنزل القرآن على بلسان عربي مبين.

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন প্রাঞ্জলভাষী হলেন কি ভাবে? আমরা আপনার চেয়ে বেশী প্রাঞ্জলভাষী এমন কাউকে তো দেখিনা। বললেন: এ আমাকে দান করা হয়েছে। স্পষ্ট আরবী ভাষায় আল-কুরআন আমার উপর নাযিল করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন 'আরবের সবচেয়ে বড় শুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তি। তিনি নিজেই এর কারণ বলে দিয়েছেন এভাবে:[১৬৩]

---

১৬০. ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফী গারীব আল-হাদীস, কায়রো: ১৩১১ হি. খ. ১, পৃ. ৩; আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা' ওয়া সাদরিল ইসলাম, পৃ. ২৭২
১৬১. তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, খ. ১, পৃ. ৩৬৮
১৬২. প্রাগুক্ত
১৬৩. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-মুযহির, মিসর: দারু ইয়াহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. ২১০; মুসতাফা সাদিক আর-রাফি'ই, তারীখু আদাব আল-'আরাব, (মিসর: মাতবা'আতুল ইসতিকামা, সং. ২, ১৯৪০), খ. ১, পৃ. ১২৮

www.nagorikpathagar.org

أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش، وأنى نشأت فى بنى سعد بن بكر.

আমি 'আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী। কারণ কুরায়শ বংশে আমার জন্ম হয়েছে এবং বানূ সা'দ ইবন বাকর গোত্রে আমি বড় হয়েছি।

তৎকালীন 'আরবের বিশুদ্ধ ভাষার দুটি উৎস স্থলে তাঁর জন্ম ও বেড়ে উঠা, তাই এমনটি সম্ভব হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণীর একটি সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন আল-জাহিজ। তিনি শুরু করেছেন এভাবে:[১৬৪]

هو الكلام الذى قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة، ونزه عن التكلف، وكان كما قال الله تعالى : قل (يا محمد) وما أنا من المتكلفين. فكيف وقد عاب التشديق، وجانب أصحاب التقعير، أستعمل المبسوط فى موضع البسط، والمقصور فى موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقى...

তা এমন কথা যার বর্ণের সংখ্যা কম, কিন্তু অর্থের সংখ্যা বেশী। কৃত্রিমতার উর্দ্ধে এবং ভনিতা থেকে মুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন; 'বলুন (হে মুহাম্মদ), আমি ভানকারীদের কেউ নই।' তিনি তা কেমন করে হতে পারেন? কারণ চোয়াল লম্বা করে মুখ হা করে এবং মুখের মধ্যে কথা রেখে চিবিয়ে যারা কথা বলে তিনি তাদের নিন্দা করেছেন এবং এড়িয়ে চলেছেন। যেখানে কথা দীর্ঘ করার সেখানে দীর্ঘ এবং যেখানে সংক্ষেপ করার সেখানে সংক্ষেপ করেছেন। অপরিচিত ও অব্যবহৃত শব্দ পরিহার করেছেন এবং নিম্ন মানের বাজারী ভাষা ব্যবহার এড়িয়ে গেছেন।

আল-হাদীস 'আরবী খুতবার গতি পরিবর্তন করে দেয়। শব্দের ইন্দ্রজাল সৃষ্টিই ছিল জাহিলী 'আরবী খুতবার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া ছিল কাহিনদের ধাঁধামূলক ও দ্ব্যর্থবোধক কথা এবং কৃত্রিম সাজা'র ছড়াছড়ি। আল-হাদীস 'আরবী ভাষা, বিশেষত: খুতবাকে এসব পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে। আল-হাদীসের প্রভাবে 'আরবী খুতবার রীতি-পদ্ধতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে রূপ লাভ করে। 'আরবী ভাষাকে পরিপাটি ও পরিশীলিত করে আল-কুরআনের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে যায়। সহজ ও সাবলীল শব্দ ব্যবহার ও রীতি-পদ্ধতির চালু হয়। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

১৬৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৬

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাম এমন সব বাক-রীতি চালু করেন যা ছিল একেবারেই অভিনব। আর এর সব কিছুর প্রভাব পড়ে খুতবার উপর। আর এভাবে 'আরবী খুতবার দারুণ উন্নতি ঘটে।

হাদীসের কল্যাণে 'আরবী খুতবার উন্নতির আরেকটি দিকও আছে। আর তা হলো, সে যুগের খতীবরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সকল বাণীকে শুভ ও মঙ্গলময় বলে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁরা শ্রোতাদের মনে আস্থা সৃষ্টি ও তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যে খুতবার মধ্যে জায়গামত হাদীসের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতেন। আর এতে খুতবার ভাষা, ভাব ও আঙ্গিকের দারুণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

কবিতা ও বাগ্মিতায় সাধারণতঃ বক্তার ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস মনোমুগ্ধকর বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে। এ ক্ষেত্রে সত্য ও বাস্তবায়তার অনুসরণ খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। শ্রোতার সন্তুষ্টি ও চিত্তাকর্ষণের লক্ষ্যে অনেক সময় কাল্পনিক ও অলীক গ্রন্থনাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাগ্মিতা এ দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:[১৬৫]

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

তোমাদের নাবী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

পৃথিবীর অন্যান্য কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মীদের ন্যায় নিছক আবেগতাড়িত হয়ে তিনি কথা বলতেন না। তিনি যা বলতেন তা হয় ওয়াহী, যা কুরআন রূপে বিদ্যমান।[১৬৬] অথবা নিজের কথা যা হাদীস রূপে বর্তমান।

আল-কুরআন ও আল-হাদীস 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'আরবী ভাষার বর্ণাঢ্য বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে এ দুটির অবদান চিরভাস্বর।[১৬৭] জাহিলী যুগে 'আরবী ভাষায় যেসব গাদ-ও তলানী জমেছিল, যা উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষার বদৌলতে বিদূরিত হয়ে পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে যায়। কুরআন ও হাদীসের কল্যাণে 'আরবী ভাষা হয়ে ওঠে জীবনমুখী। বর্তমানে প্রচলিত 'আরবীর স্বচ্ছন্দ গতিময়তা, মার্জিত পরিচ্ছন্নতা, প্রাঞ্জল ভব্যতা, জীবনমুখী প্রকাশরীতি, ভাব

---

১৬৫. আল-কুরআন, ৫৩ সূরা আন্ নাজ্ম, আয়াত : ২-৩
১৬৬. প্রাগুক্ত, আয়াত-৪
১৬৭. কুরআন পরিচিতি, পৃ. ২০২

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশের ব্যাপকতা, আত্মস্থকরণ প্রবণতা, সর্বোপরি ইসলামী প্রকৃতি নুবুওয়াতের প্রত্যক্ষ অবদান।[১৬৮]

(গ) সুষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিল 'আরবী খুতবার উন্নতি এবং বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ। খুতবাই ছিল তখন শাসক ও জনগণের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। খুতবার মাধ্যমে খলীফারা জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তেমনিভাবে এরই মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালীগণ জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। খুতবার মাধ্যমে তাঁরা জনগণকে যেমন বলে দিতেন সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁদের প্রতি আনুগত্যের কথা, তেমনিভাবে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা না করে তাঁদেরকে সৎ উপদেশ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

(ঘ) সভ্যতা

ইসলামের কল্যাণে যে নতুন জীবন-বোধ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা হয় তা 'আরব বেদুঈনদের জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে। ইসলাম-পূর্ব কালে তাদের জীবন জাযীরাতুল 'আরবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর পার্শ্ববর্তী পারস্য ও রোমান সভ্যতার সাথে তাদের পরিচয় ও সম্পর্ক হয়। এ সভ্যতা তাদের প্রকাশ রীতিতে সহজতা ও স্বাচ্ছন্দ দান করে এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতিকে পরিশীলিত ও মার্জিত করে দেয়। ফলে তাদের রুক্ষতা ও রূঢ়তা কমে গিয়ে কোমলতা ও শিষ্টাচারিতা তাদের চরিত্রের ভূষণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে তাদের প্রকাশ ভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। ফলে তাদের কল্পনায় প্রশস্ততা আসে, ভাব ও অর্থে প্রাচুর্য্য ও প্রবলতা দেখা দেয় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী তাদের জানা ও জ্ঞান হয় সমৃদ্ধ। যেহেতু তারা ছিল স্বভাবগত ভাবে প্রখর মেধা এবং প্রচণ্ড রকমের দূরদৃষ্টির অধিকারী জাতি, এজন্যে তারা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সাথে মেলা মেশার সুযোগে মানুষের অন্তর ও মনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাদের অর্জিত এসব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাদের খুতবা দানের কাজে লাগায়। ফলে একজন খতীব যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যেই খুতবা দান করুন না কেন, তা ভাব ও অর্থের প্রাবল্যে, রীতি-পদ্ধতির নতুনত্বে এবং বিষয়-বৈচিত্রের অভিনবত্বে হয়ে উঠেছে অনন্য।

---

১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

www.nagorikpathagar.org

(ঙ) ব্যক্তি স্বাধীনতা

ইসলাম 'আরববাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতার দায়িত্ব ও জিম্মাদারি গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার রশিকে আরো লম্বা করে দেয় এবং সুনিয়ন্ত্রিত করে। এই ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলাম এক সঠিক ও বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করে, যাতে কোন ভাবেই কেউ ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন এবং তার আবহকে নস্যাৎ করতে না পারে। অচিরেই এ কর্মপন্থা সুষ্ঠু ফলাফল বয়ে আনে। ইসলাম 'আরববাসীর অন্তরে যে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার বীজ রোপন করে, তার ফলে তারা প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতো। অকপটে শাসকবর্গের সমালোচনা বা সমর্থন করে মতামত প্রকাশ করতো। একজন সাধারণ 'আরব বেদুঈন একবার মাসজিদের শেষ প্রান্ত থেকে খলীফা 'উমারকে বলেছিল:[১৬৯]

والله لو رأينا فيك إعوجاجا لقومناه بسيوفنا.

আপনার মধ্যে যদি আমরা কোন রকম বিচ্যুতি দেখি, আল্লাহর কসম! আমাদের অসির সাহায্যে তা সোজা করে ছাড়বো।

লোকটির কথা শুনে 'উমার (রা) এ জন্যে আল্লাহর প্রশংসা করেন যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে এমন মানুষও দিয়েছেন যে তার অসির সাহায্যে 'উমারের (রা) বিচ্যুতি সোজা করে দিবে।

একবার এক সমাবেশে সালমান আল-ফারিসী (রা) খলীফা 'উমারকে (রা) প্রশ্ন করেন: আমাদের সবার ভাগে একটি করে চাদর এসেছে, আপনি দু'টি চাদর পেলেন কোথায়?[১৭০] তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রা) সবচেয়ে বেশী কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। তিনি ক্ষমতার দ্বারা কারো মুখ কখনো বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। খলীফা 'আলী (রা) তাঁর বিরুদ্ধবাদী খারিজীদের ভীষণ অশোভন মন্তব্য ও কঠোর সমালোচনা খুব শান্তভাবে সহ্য করেছেন। জোর করে কখনো কারো মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি।[১৭১]

এ স্বাধীনতার সীমা নারী সমাজকেও বেষ্টন করে। তারা তাদের অধিকারের ব্যাপারে চুপ থাকেনি। কথা বলেছে, তর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং বক্তৃতা- ভাষণও দিয়েছে। একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর

---

১৬৯. তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, খ. ২, পৃ. ১৮; কান্য আল-'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ২৪১৪

১৭০. মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, আর-রিয়াদ আন-নাদিয়া ফী-মানাকিব আল-'আশারা, (মিসর: মাতাবা'আতু হুসায়নিয়্যা, ১৩২৭ হি.), খ. ২, পৃ. ৫৬

১৭১. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদা, ১৩৫৪ হি.), খ. ১, পৃ. ১২৫

www.nagorikpathagar.org

কাছে এসে বলে, আমি মহিলাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট এসেছি। তারপর সে পুরুষদের জিহাদে গমন ও তার সাওয়াবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলে: হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা এ সাওয়াবের অংশীদার হবে কেমন করে? এমনি ভাবে এক মহিলার দাবীর প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের মত মহিলাদের সাথে কথা বলার জন্যে একটি দিন নির্ধারণ করেন।[১৭২]

একবার খলীফা 'উমার (রা) যখন মেয়েদের 'মাহ্‌র'-এর পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্যে খুতবার মধ্যে আহ্বান জানালেন তখন এক মহিলা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে 'উমারের (রা) খুতবায় বাধা দিয়ে বন্ধ করে দেন:[১৭৩]

وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا

আর যদি তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করে থাক,
তবে তা থেকে কিছু ফেরত গ্রহণ করো না।

'উমার (রা) মহিলার কণ্ঠে আয়াতটি শুনে মন্তব্য করেন:[১৭৪]

أخطأ عمر وأصابت إمرأة.

'উমার (রা) ভুল করেছে এবং একজন মহিলা ঠিক বলেছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের 'আরবরা কী পরিমাণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতো তার সামান্য একটি চিত্র দু' একটি ঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। এ ধরনের আরো বহু দৃষ্টান্ত হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই ব্যক্তি স্বাধীনতার কল্যাণে তখন 'আরবী খুতবার ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছিল। শায়খ আবূ যাহ্‌রা বলেন:[১৭৫]

إن الخطابة تزهو وتقوى فى كل أمة تتمتع بالحرية الشخصية، وكل أمة غلبت أمرها وفشت فيها المذلة ضعفت الخطابة فيها وتحولت من الحماسة إلى الضراعة.

খিতাবা সেই সব জাতির মধ্যে উন্নতি লাভ করে এবং শক্তিশালী হয় যারা ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে। আর যে সব

---

১৭২. আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়া 'আসরু সাদরিল ইসলাম, পৃ. ২৮৭
১৭৩. আল-কুরআন, ৪ সূরা আন নিসা, আয়াত-২০
১৭৪. তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ১, পৃ. ৪৬৭; তাবাকাত, খ. ৮, পৃ. ১৬১; কান্‌য আল-'উম্মাল, খ. ৮, পৃ. ২৯৮
১৭৫. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৫৫

www.nagorikpathagar.org

জাতি স্বাধীনতা হারিয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন করে খিতাবা সেখানে দুর্বল হয়ে পড়ে। বীরত্ব ও সাহসিকতা সেখানে বিনয় ও নম্রতার রূপ লাভ করে।

হাস্‌সান আল-নাস্‌স বলেন:[১৭৬] 'এ কথা প্রতিষ্ঠিত যে ইসলামের প্রথম যুগে প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা খুতবার উন্নতি ও বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে। প্রত্যেকের জন্যে এ সুযোগ ছিল যে, সে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে স্বীয় মতামত প্রকাশ করবে। তা সে পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, প্রশংসামূলক হোক বা নিন্দামূলক। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের এ অধিকার ছিল যে, সে সরকার, রাজনীতি এবং দীনের ব্যাপারে খলীফা অথবা ওয়ালীর সাথে বিতর্ক করবে। কখনো এমন হতো যে, খলীফা নিজের মত ও সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতেন এবং বিরোধী পক্ষের মত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতেন। খুলাফায়ে রাশিদীন নিজেরাই জনগণের কাছে আবেদন জানাতেন যে, যদি কখনো তাঁরা সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হন তাহলে তারা যেন তাঁদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করে।'[১৭৭]

মোটকথা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে স্বাধীনতা মুসলমানদেরকে চালিত করেছে, তা-ই ছিল মূলত: বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ বাগ্মিতার বিকাশের প্রধান কারণ। যে বাগ্মিতা দ্বারা তারা খুলাফায়ে রাশিদীনকে সমালোচনা করতো। যদি তাদের অন্তরে স্বাধীনতার শক্তি ও স্পৃহা না থাকতো তা হলে তারা অমন সব চমৎকার খুতবা দ্বারা খলীফাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে পারতো না। তাই বলা চলে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাই তাদের খুতবার উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

(চ) খতীবদের পূর্ব প্রস্তুতি

জাহিলী 'আরবের খতীবদের মধ্যে কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে খুতবা দানের প্রচলন ছিল বেশী। কথাটি এভাবে বলা যায়, পরবর্তীকালে যে পরিমাণে তাৎক্ষণিক খুতবার প্রচলন ছিল, জাহিলী যুগে তার পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। তবে ইসলামী যুগে পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করে খুতবা দানের প্রচলন পূর্বের তুলানায় অনেক বেড়ে যায়। এ যুগে খতীবরা খুতবা দানের পূর্বে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) সাকীফা বানী সা'ইদার সমাবেশের কথা পরবর্তীকালে বলতে গিয়ে বলেছেন:[১৭৮]

---

১৭৬. আল-খিতাবা আল-'আরাবিয়্যা, পৃ. ৩১
১৭৭. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৪৫০
১৭৮. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২০০; সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৬৫৯

www.nagorikpathagar.org

كنت قد زورت - أعددت - كلاما لأقوله، فقال لى أبوبكر على رسلك، وتكلم هو، فلم يترك شيئا مما كنت أريد أن أقوله.

আমি সেখানে বলার জন্যে কিছু কথা প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু আবূ বাকর (রা) আমাকে বললেন, একটু থাম। তারপর তিনি কথা বললেন। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তার কোন কিছু তিনি বাদ রাখলেন না।

এমন কথাও বর্ণিত হয়েছে, সাকীফা বানী সা'ইদার সমাবেশে বলার জন্যে আবূ বাকর (রা) ও কিছু কথা প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন।[১৭৯]

খলফিা 'উসমান ইবন 'আফফান (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন হবার পর নিয়ম অনুযায়ী বিলায়াতের প্রথম খুতবা দান করতে মাসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়াতেই কাঁপতে শুরু করেন। তারপর অতি কষ্টে নিম্নের কথাগুলি উচ্চারণ করে বসে পড়েন:[১৮০]

إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب، وستأتيكم الخطب على وجهها، وتعلمون إن شاء الله.

আবূ বাকর (রা) ও 'উমার (রা) এই স্থানের জন্যে একটি বক্তব্য প্রস্তুত করতেন। আপনাদের এমন একজন খতীব ইমামের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ ইমামের বেশী প্রয়োজন। অতিশীঘ্র স্বাভাবিক রীতিতে খুতবা আপনাদের কাছে আসবে এবং ইনশা'আল্লাহ আপনারা জানতে পারবেন।

খলীফা 'উসমান (রা)-এর এ কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রথম দুই খলীফা তাঁদের খুতবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। 'উসমান (রা) তাঁর প্রথম খুতবায় প্রস্তুতি নিতে পারেননি। তবে ভবিষ্যতে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে মূল্যবান খুতবা দান করবেন।[১৮১]

এ যুগে এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে খুতবা দানের কারণে সবদিক দিয়ে এর মান অনেক বেড়ে যায়। 'আরবী খুতবা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়।

---

১৭৯. আহমাদ আল-হূফী, পৃ. ২০০
১৮০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ.১, পৃ. ৩৪৫)। এই খুতবাটি ইবন কুতায়বা ও ইবন 'আবদি রাব্বিহি থেকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে ('উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৩৫; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৬৬
১৮১. আহমাদ আল হূফী, পৃ. ২২০

www.nagorikpathagar.org

(ছ) দীনী ওয়া'আজ-নসীহত

এ যুগে খুতবার সার্বিক উন্নতি ও বিকাশে দীনী ওয়া'আজ-নসীহতের ছিল প্রথম ও প্রধান ভূমিকা। কারণ দীন ছিল তাদের ঐক্য ও একতার ভিত্তি এবং তাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। এ কারণে দীনের ছিল সর্বাধিক গুরুত্ব। ইসলাম 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার'-এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আর এ কাজকে মুসলিম উম্মার খুঁটি, মর্যাদার ভিত্তি ও উন্নতি-অগ্রগতির পথ নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ বলেছেন:[১৮২]

> كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
>
> তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বারণ করবে।

সৎ কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজে বারণ করা ইসলামের এই মহান মূলনীতি 'আরবী খুতবার উন্নতির পিছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। এ কাজের জন্যেই খুতবাকে ধর্মীয় প্রতীক ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

খুতবার সার্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) শব্দ

এ যুগের খুতবা পাঠ করলে দেখা যায়, খতীবদের উচ্চারিত শব্দসমূহ সুনির্বাচিত বিশুদ্ধ, সহজ, ললিত ও শ্রুতিমধুর। আর এটা হয়েছে তাদের উপর আল-কুরআনের প্রভাব এবং তার রীতি-পদ্ধতির অনুকরণ ও অনুসরণের কারণে। আল-কুরআনের মধ্যেই তারা তাদের কথার সর্বোত্তম আদর্শ দেখতে পায় এবং তার অনুকরণ করে- যদিও তার স্তরে তারা পৌঁছতে পারেনি। ইসলামের কল্যাণে তাদের অন্তঃকরণ পরিশীলিত হয়ে যায়। ইসলাম তাদের যাবতীয় রূঢ়তা ও রুক্ষতাকে কোমল করে দেয়। তাদের পাষাণ হৃদয়কে দয়া ও করুণার আধারে পরিণত করে। এমনকি যে লোকটি কিছু দিন আগেও নিজের শিশু কন্যাকে জীবন্ত পুতে ফেলতো, যার হৃদয়ে দয়া-মমতার কোন চিহ্ন দেখা যেত না, এখন সে ইসলামের কল্যাণে সত্যের বাণী কান লাগিয়ে শোনে। তার দু' চোখ বেয়ে

---

১৮২. আল-কুরআন, ৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১১০

www.nagorikpathagar.org

অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় তার অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। অন্তর যখন কোমল ও সহজ-সরল হয়ে যায় তখন সেখান থেকে কোমল ও মিষ্টিমধুর শব্দ ছাড়া অন্য কিছু বের হতে পারে না। কেননা শব্দ তো হৃদয়ের বাস্তব প্রতীক। হৃদয়ে যা উচ্ছলিত হয় তাই মুখ দিয়ে শব্দের আকারে বের হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিসরা' ও কায়সারের সাম্রাজ্য দান করেন। ফলে তারা লাভ করে অঢেল সম্পদ। তাদের জীবনে দেখা দেয় প্রাচুর্য। অথচ কিছুদিন আগেও তাদের জীবনযাত্রা ছিল অতি কঠোর ও রূঢ় বাস্তবতায় পূর্ণ। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর খলীফা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন:[১৮৩]

> والله لتألمن النوم على الصوف الأذربى، كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان .
>
> আল্লাহর শপথ, অবশ্যই তোমরা আযারবায়জানীয় পশমের উপর ঘুমাতে কষ্টবোধ করবে, যেমন তোমাদের কেউ কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদের উপর ঘুমাতে কষ্ট পায়।

ক্ষুধা ও দারিদ্রের কঠোর বাস্তবতার স্বাদ গ্রহণ করার পর তারা জীবন -ঐশ্বর্যের স্বাদও কিছুটা আস্বাদন করে। খলীফাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থারই ভবিষদ্বাণী করেছিলেন। যদিও সে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য তখনও পূর্ণতা লাভ করেনি, তবে সে পথে ধাবিত হয়েছিল।

'আরবরা যখন সেই প্রাচুর্যের ও বিত্ত-বৈভবের স্বাদ উপভোগ করে, বিলাস ব্যসনের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করে এবং সেই দৃশ্যপটে জীবন যাপন করতে থাকে তখন তাদের উচ্চারিত শব্দ ললিত ও মধুর হওয়া এবং বাক্য সরল ও অনাড়ম্বর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কারণ শব্দতো বক্তার অভ্যাস, জ্ঞান ও কামনা- বাসনার বাস্তব ছবি। তাই বলা হয়েছে:[১৮৪]

> أما أسلوب الخطابة فى هذا العصر فهو الأسلوب الفطرى الذى يساوق الطبع ويوائم السليقة ولا يعتسف فى لفظ أو فكرة أو خيال فهو لين هادئ او ثائر عاصف على حسب المقتضيات ووفقا للأحوال مع وضوح اللفظ وسهولة الأسلوب والإنسجام التام فى بناء الكلمات وترك السجع المرذول وهجر الوحشى والبعد عن التكلف.

১৮৩. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৬৫
১৮৪. আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী 'আসবরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়াল ইসলাম, পৃ. ২৮৯

www.nagorikpathagar.org

> আর এ যুগে খিতাবা ছিল স্বাভাবিক পদ্ধতির। স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। শব্দ, চিন্তা, অথবা কল্পনার ক্ষেত্রে কোন রকম ভারসাম্যহীনতা নেই। প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো তা কোমল ও প্রশান্ত, অথবা ঝড়ের মত বিক্ষুব্ধ। শব্দ স্পষ্ট, পদ্ধতি সহজ, বাক্য সাজানোর ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ সমতা ও সাদৃশ্য বিদ্যমান। অপছন্দনীয় সাজা', অব্যবহৃত ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার পরিত্যাক্ত হয়েছে। ভনিতা ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে সরে এসেছে।

জটিল, দুর্বোধ্য, বিদঘুটে ও অপরিচিত শব্দসমূহ তাদের উচ্চারিত বাক্য থেকে দূর হয়ে যায়। তখন গোটা 'আরবাসীর ভাষা কুরায়শদের ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং সকল উপভাষা প্রায় বিলুপ্ত হয়। ঐ সকল উপভাষার শব্দমালা ও রীতি-পদ্ধতির খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। কারণ ইসলামী যুগে খুতবার ভিত্তি ও মূল ছিল সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবন পদ্ধতি ও শারী'আতের বিধি-বিধান মানুষকে বোঝানো, আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনিল মুনকার, মানুষকে জিহাদে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিক করে তোলা, পরস্পর পরামর্শ করা, মতামত ব্যক্ত করা, ইমাম বা নেতাকে উপদেশ দান করা ইত্যাদি।[১৮৫] আর এরসব কিছুর দাবী হলো স্পষ্টতা ও সহজ-সরলতা। দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা, বাচালতা, মুখ হা করে কথা বলা ইত্যাদি অভ্যাস ইসলাম ক্রটি হিসেবে চিহ্নিত করায় তারা এগুলি থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস চালায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:[১৮৬]

أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون.

> মুখের মধ্যে কথা ভরে রেখে কিঞ্চিৎ ফাঁক করে যারা বকবক করে কথা বলে তারা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয়।

তিনি আরো বলেছেন:[১৮৭]

إن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.

> নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আমার নিকট তোমাদের সবচেয়ে অপসন্দনীয় এবং আমার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে

---

১৮৫. আল-খিতবা, উসূল, তারীখুহা, পৃ. ২৬৬
১৮৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৫৬
১৮৭. আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া আন-নাওয়াবী, রিয়াদুস সালিহীন, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৭, খ. ৪, পৃ. ১৫৪

www.nagorikpathagar.org

থাকবে সেই ব্যক্তি, যে মুখের মধ্যে কথা ভরে রেখে মুখ হা করে বকবক করে।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: [১৮৮]

وإياى والتشادق

চোয়াল লম্বা করে হা করে প্রগলভতা থেকে আমি বিরত থাকতে চাই।

আল-জাহিজ বলেন: [১৮৯]

إنما عاب النبى صلى الله عليه وسلم المتشادقين والثرثارين والذى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها.

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই প্রগল্ভ ও বাচালদের নিন্দা করেছেন যারা জাবর কাটা গাভীর ন্যায় জিহবা জড়িয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে।

এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: [১৯০]

إن الله يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.

নিশ্চয় আল্লাহ ঐ সব বাগ্মী ব্যক্তিদের ঘৃণা করেন যারা ঘাস জাবর কাটা গাভীর ন্যায় জিহ্বা চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে।

এ সব কারণে তৎকালীন মুসলিম 'আরবরা তাদের বক্তৃতা-ভাষণে এমন সব শব্দ ব্যবহার করতেন যা সহজ ও সরলতার দিক দিয়ে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার অনুরূপ ছিল। তাতে কোন ভনিতা ও কৃত্রিমতার লেশ মাত্র থাকতো না। তবে হাঁ, নিজের মতামত ও চিন্তা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা এবং তাদেরকে প্রভাবিত ও মুগ্ধ করতে গিয়ে ভাষা যতটুকু শিল্পমণ্ডিত ও শোভিত করণের প্রয়োজন হতো তা তাদের খুতবার ভাষায় ছিল।

বর্ণিত হয়েছে যে, আল-আহনাফ ইবন কায়স একবার খলীফা 'উমার (রা)-এর নিকট এসে খুব মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে ও আকর্ষণীয় স্টাইলে কথা বলেন। শুধু এ কারণে 'উমার (রা) তাঁকে এক বছরেরও কিছু বেশী সময় বাড়ি ফিরতে না দিয়ে আটকে রাখেন। তারপর তাঁকে ডেকে বলেন: [১৯১]

---

১৮৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৩
১৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭১
১৯০. রিয়াদুস সালিহীন, খ. ৪, পৃ. ১৫৪
১৯১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৬৪। তবে আল-জাহিজ কথাটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خوفنا كل منافق عليم وقد خفت أن تكون منهم.

www.nagorikpathagar.org

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق صنع اللسان، وإني خفتك فاحتسبتك، فلم يبلغني عنك إلا خيرا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ভাষার কারিগর প্রত্যেক মুনাফিক থেকে সতর্ক করেছেন। আমি তোমার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়েছিলাম,তাই আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমার সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ কোন তথ্য আমি পাইনি।

জাহিলী যুগের খুতবায় যেমন শৈল্পিক কারু কাজ লক্ষ্য করা যায়, এ যুগের অনেকের খুতবায় তার কিছু ছাপ বিদ্যমান দেখা যায়। এ যুগের অনেক খতীব তাঁদের খুতবা অলঙ্করণের প্রতি যত্নবান ছিলেন বলে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে তাতে অহেতুক বানোয়াট শিল্পকর্মও ভনিতার ছাপ নেই। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এরও শব্দ চয়ন ও বাক্য তৈরীর এক বিশেষ রুচি ছিল। এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যাতে তিনি শব্দ চয়নের প্রতি সচেতন হবার শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন:[১৯২]

ولايقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.

তোমাদের কেউ অবশ্য خبثت نفسي (আমার নাফস নষ্ট হয়ে গেছে) বলবে না। বরং বলবে لقست نفسي ।

তিনি আরো বলেছেন, তোমরা العنب কে الكرم বলবে না।[১৯৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বহু হাদীসে তাঁর শব্দ চয়ন ও বাক্য নির্মাণে সতর্কতার চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যাতে কথার ওজন বাড়ে ও শ্রুতিমধুর হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রবিদরা তাঁর বর্ণনার অনুপম সৌন্দর্য এবং উপস্থাপনার অতুলনীয় শক্তির সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন আল-জাহিজ বলেছেন:[১৯৪]

(إنه قد) استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي....

তিনি কথা দীর্ঘ করার স্থানে দীর্ঘ বাক্য ও খাটো করার স্থানে খাটো বাক্য ব্যবহার করেছেন। অপ্রচলিত ও অব্যবহৃত শব্দ এবং নিম্নমানের গেঁয়ো ভাষা ব্যবহার পরিহার করেছেন।

(আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৫৬)

১৯২. সাহীহ মুসলিম, খ. ৭, পৃ. ৪৭; সাহীহ আল-বুখারী, বারু লা য়াকুল খাবুসাত নাফসী

১৯৩. العنب অর্থ আঙ্গুর। العنب কে 'আবররা الكرم বলতো। যার অর্থ মানুষের অন্তঃকরণ। (সাহীহ আল-বুখারী বাবু লা তাসুব্বুদ দাহ্‌রা; কুরআন পরিচিত, পৃ. ২০১

১৯৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৭

www.nagorikpathagar.org

(খ) ভাব ও অর্থ

এ যুগের খুতবার ভাব ও অর্থ ইসলামী জীবন ধারার সাথে মিল রেখে অগ্রসর হয়েছে। কারণ এ জীবনই খুতবার দিক ও ধারা নির্ধারণ করেছে। ইসলামী জীবন থেকেই খুতবা তার ভাব ও বিষয় গ্রহণ করেছে। এ সময়ের অধিকাংশ খুতবার ভাব ধর্মীয়। তাদের যুদ্ধের সময় প্রদত্ত খুতবায় আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দীনের বাণীকে সমুন্নত করা এবং দীনের প্রচার ও প্রসারের প্রতি আহ্বান। তাদের শূরার বৈঠকে প্রদত্ত খুতবায় দেখা যায় তাদের দীনকে বুঝার চেষ্টার এক চিত্র। প্রত্যেকেই নিজের মতামত প্রকাশ করেছে এবং নিজের বক্তব্য ও দাবীকে দীনের মূল ভিত্তির সাথে প্রযুক্ত করেছে। বৈঠক ও সমাবেশে প্রদত্ত খুতবায় দেখা যায় বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের প্রসিদ্ধ মূল নীতির উদ্ধৃতি। এভাবে তাদের সকল প্রকার খুতবার বিষয়বস্তুতে দীনই ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু। দীনকে কেন্দ্র করেই তাদের কথা আবর্তিত হয়েছে। দীনকে কেন্দ্র করে তারা ভিন্নমত পোষণ করছে, আবার দীনের খাতিরে তারা একমত হয়েছে। এর কারণ হলো, দীন তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে গভীর ভাবে প্রবেশ করেছিল। দীন তাদের অন্তর, তাদের নৈতিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান-যা অনুযায়ী তারা চলতো, সব কিছুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্ ছিল তাদের সামনে জ্ঞানের এমন উৎস যেখান থেকে তারা অকৃপণ হস্তে গ্রহণ করেছে। সুতরাং খুতবার বিষয় ও ভাবে দীনের গভীর প্রভাবে বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই।

খুতবায় যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তারা তর্কশাস্ত্রীয় ও আবেগ-অনুভূতির পদ্ধতির অনুসরণ করেছে। আর এটা হয়েছে তাদের প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কুরআনী পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, তার ভাব গ্রহণ ও তার অনুসরণের কারণে। কুরআন তাদের সামনে এমন এক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যমান ছিল যার অনুসরণ তারা করেছে এবং কুরআন ছিল তাদের জন্যে এমন এক আলোকবর্তিকা যার আলোতে তারা পথ চলেছে।

আমরা যদি আবূ বাকর (রা)-এর সাকীফা বানী সা'ইদায় প্রদত্ত খুতবাটি পাঠ করি তাহলে তাতে তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণকে আবেগ-অনভূতি প্রসূত প্রমাণের সাথে মিলিত দেখতে পাই। এ দুটি পদ্ধতির এক অটুট ও সুসমন্বিত বন্ধন দেখা যায়। 'উমার আল-ফারূক (রা)-এর মাজলিসে প্রদত্ত যে কোন খুতবা এবং তাঁকে সমর্থন বা সমালোচনা করে যে কোন ব্যক্তি প্রদত্ত খুতবা পাঠ করলে এমন যৌক্তিক বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায়। যা এমন চমৎকার দীনী অবয়ব ও রূপে

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ পেয়েছে যে, আবেগ-অনুভূতিকে উত্তেজিত এবং অহংবোধকে শানিত করে তোলে। এভাবে তাদের বাগ্মিতা ও বর্ণনার প্রতিটি বিষয়বস্তুতে এরূপ চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়।[১৯৫]

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সেই খুতবাটি উল্লেখ করা যায়, যেটি তিনি খলীফা 'আলী (রা) প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সামনে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন:[১৯৬]

> أما بعد، فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة، فأما الجماعة التى دعوتم إليها فمعنا هى، وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لانراها. إن صاحبكم قتل خليفتنا، وفرق جماعتنا، وآوى ثأرنا وقتلتنا. صاحبكم يزعم أنه لم يقتله. فنحن لانرد ذلك عليه، أريتم قتلة صاحبنا، ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم. فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به، ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة.
>
> অতঃপর আপনারা আনুগত্য ও ঐক্যের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। তা যে ঐক্যের প্রতি আপনারা আহ্বান জানাচ্ছেন তা এই আমাদের সাথে আছে। আর আপনাদের বন্ধুর আনুগত্যের যে কথা বলেছেন, আমরা তা পারছিনে। কারণআপনাদের বন্ধু আমাদের খলীফাকে হত্যা করেছেন, আমাদের ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল ধরিয়েছেন। আমরা যাদের নিকট থেকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই তাদের এবং আমাদের ঘাতকদের আশ্রয় দিয়েছেন। আপনাদের বন্ধু ধারণা করেছেন, তিনি তাঁকে হত্যা করেননি। আমরা তাঁর এ কথা প্রত্যাখ্যান করবো না। আপনারা কি আমাদের বন্ধুর ঘাতকদেরকে দেখেননি? আপনারা কি জানেন না যে তারাই আপনাদের বন্ধুর সাথী ও সহচর? সুতরাং আপনারা আগে তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা বদলা হিসেবে তাদেরকে হত্যা করি। তারপর আমরা আপনাদের আনুগত্য ও ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দিব।

এ যুগের খুতবার অর্থের ধারাবাহিকতা এবং বিভিন্ন অংশের সাথে একটির অন্যটির দৃঢ় বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। জাহিলী যুগের মত কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত নয়। সম্ভবত: এ কারণে, অভীষ্ট ফলাফল লাভের জন্যে যৌক্তিক

১৯৫. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৬৭
১৯৬. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৪. পৃ. ৩

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতিতে তাদের কথা ও বক্তব্যের জাল রচনা করা। তাছাড়া নতুন দীনের কারণে তাদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি এবং খুতবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক কেন্দ্রিক হওয়াও এর পিছনে কাজ করেছে। এই দৃঢ়তা এবং শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা বৈশিষ্ট্যটি সেই যুগের অধিকাংশ খুতবার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতিরঞ্জন ও নিমগ্নকরণের অবর্তমানতাও অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে ইসলামী যুগের খুতবায়। কারণ ইসলামী যুগের 'আরব খতীবরা সততা ও স্পষ্টবাদিতার গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন। আর এ দুটি গুণ অতিরঞ্জন ও নিমগ্নকরণের পরিপন্থী। তাছাড়া চিন্তার স্থিতি ও চিত্তের সুস্থতার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আর আত্মনিমগ্নকরণ চিন্তার প্রান্তীয় বৈশিষ্ট্য এবং বাগ্মিতার পরিমিতির সীমাসরহদ অতিক্রম ছাড়া আর কিছু নয়। এটা এক ধরণের দীন নিষিদ্ধ تفيهق বা বাচালতা। এ জন্যে তারা এ ধরনের বাকপটুতা থেকে নিজেদেরকে সযত্নে দূরে রাখে। মূলত: তা ইসলামের সত্য-সঠিক পথ ও পন্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:[১৯৭] هلك المتنطعون (অতিশয়োক্তিকারীরা ধ্বংস হয়েছে)।

জাহিলী যুগের খুতবায় যে সকল ভাব ও বিষয় ইসলামী প্রাণ-সত্ত্বার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না, তা এ যুগে স্বাভাবিক ভাবেই বিলীন হয়ে যায়। সে যুগের কাহিনদের খুতবা যা তাদের পৌত্তলিক ধর্মের সাথে গভীর ভাবে জড়িত ছিল, এ যুগে শুধু তাই দূরীভূত হয়নি বরং সেই যুগের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহঙ্কার প্রকাশক খুতবাও দূরীভুত হয়।[১৯৮] কারণ ইসলাম পূর্ব-পুরুষের গৌরব, বংশ ও রক্তের আভিজাত্য নিয়ে বড়াই করতে নিষেধ করে। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবন কালে একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে এবং তাদের খতীব 'উতারিদ ইবন হাজিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজ গোত্রের গৌরব ও কৌলীন্য বর্ণনা করে একটি খুতবা দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খতীব সাবিত ইবন কায়স যে জবাবী খুতবা দেন তাতে প্রভাবিত হয়ে প্রতিনিধি দলটি ইসলাম গ্রহণ করে।[১৯৯]

---

১৯৭. রিয়াদুস সালিহীন, খ. ৪,পৃ. ১৫৪
১৯৮. সুবা'ঈ বুয়ুমী, তারীখু আদাব আল- 'আরাবী, পৃ.১৪৫
১৯৯. আত তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ১৫০; শাওকী দায়ফ, খ. ২, পৃ. ১০৮

www.nagorikpathagar.org

(গ) সাজা' গদ্য-রীতির স্বল্পতা

সে যুগে সাজা'[২০০] গদ্যের বাহুল্য বেশ কমে যায়। কেননা, নিরক্ষর 'আরব জাতির অন্তরের ঝোঁক প্রবণতা ছিল সার্বিক ভাবে বানোয়াট শিল্পকর্ম ও কৃত্রিমতা মুক্ত কথার দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলী 'আরবের কাহিনদের সাজা' গদ্যের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দেখাননি, বরং তা চর্চা করতে বারণ করেছেন। এ কারণে ইসলামী যুগের খতীবরা সচেতন ভাবে সাজা' গদ্য থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছেন। একবার হুযায়ল গোত্রের দুই মহিলা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং একজনের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে প্রতিপক্ষ গর্ভবতী মহিলাটি মারা যায়। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট বিচার চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত মহিলার দিয়াতের নির্দেশ দানের সাথে সাথে গর্ভের সন্তানেররও ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি দাস বা দাসী দিয়াত হিসেবে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন বিবাদী পক্ষের হামাল ইবন আন-নাবিগা আল-হুযালী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সম্বোধন করে বলে:[২০১]

> كيف أغرم من لاشرب ولاأكل ولانطق ولااستهل، فمثل ذلك يطل.
> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان.
>
> যে কোন কিছু পান করেনি, কোন কথা বলেনি এবং কাঁদেওনি, তার ক্ষতিপূরণ আমি কেন দিব? এর তো কোন দিয়াতই হয় না। তার একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেন: এ ব্যক্তি কাহিনদের ভাইদের একজন।

এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, লোকটি যে জাহিলী যুগের কাহিনদের সাজা' রীতিতে কথা বলেছিল, এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন মন্তব্য করেন।[২০২] সাজা'র ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিষেধাজ্ঞাও আছে। তিনি বলেছেন, 'তোমরা

---

২০০. السجع هو موالاة الكلام على وزن واحد একই মাত্রা ও পরিমিতিতে কথার ধারাবাহিকতাকে সাজা' বলে। (তাজুল 'আরূস, মিসর: আল-মাতবা 'আ আল-খায়রিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৩৭৫; ইবন দুরায়দ, আল-জামহারা, মিসর: আল-মাতবা 'আ আল-খায়রিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৯৩)

২০১. সাহীহ আল-মুসলিম, বাবু দিয়াতিল জিনীন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ মন্তব্যটি বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এসেছে। যেমন:
أسجع كسجع الكهان، أسجع كسجع الجاهلية، أسجاعة كسجاعة الجاهلية.
এ কি কাহিনদের সাজা'র মত সাজা' নয়? এ কি জাহিলী যুগের সাজা'র মত সাজা' নয়? (আল-বাকিল্লানী, ই'জায আল-কুরআন, পৃ. ৮৪; আল-বায়ন ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৮৭)

২০২. সাহীহ মুসলিম, বাবু দিয়াতিল জিনীন

www.nagorikpathagar.org

কাহিনদের সাজা' থেকে দূরে থাক।[২০৩] অপর একটি হাদীছে এসেসে, তিনি দু'আর মধ্যে সাজা' বারণ করেছেন।[২০৪] মূলতঃ জাহিলী যুগের কাহিনদের কথার সাথে একটা সাদৃশ্য হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজা' রীতিতে কথা বলা অপছন্দ করেছন। কৃত্রিম ও বানোয়াট শিল্পককর্ম ছাড়াও আর যে কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজা' গদ্য অপছন্দ করেছেন, সে সম্পর্কে আল-জাহিজ বলেন:[২০৫] 'জাহিলী যুগের অধিকাংশ মানুষ বিচারের জন্যে কাহিনদের নিকট যেত। তারা দাবী করতো, তারা ভবিষ্যৎ ও অজানা বিষয় জানে এবং তাদের প্রত্যেকের সংগে একজন করে জিন আছে। যেমন হাযী জুহায়না. শিককা, সাতীহ, আযযা সালিমা ও আরো অনেকে। তারা সাজা'র দ্বারা ভষিদ্বাণী ও বিচার-ফয়সালা করতো। লোকেরা বলেছে, মূলতঃ এ কারণে তাদের সাজা' গদ্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাছাড়া জাহিলী যুগটি ছিল তাদের খুবই নিকটে এবং জাহিলী যুগের অনেক বিশ্বাস ও কুসংস্কার বহু মানুষের অন্তরে অল্প-বিস্তর তখনও বিদ্যমান ছিল। তবে যখন এ কারণ দূরীভূত হয় তখন নিষেধাজ্ঞাও রহিত হয়।' কাহিনদের সাজা'র মধ্যে যে ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন, ভনিতা, ধাঁধা ও দুর্বোধ্যতা থাকতো তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেছেন। এ কারণে তিনি أسجعا كسجع الكهان বলেছেন। মূল সাজা'কে তিনি অপসন্দ করেননি। যদি তাই করতেন তাহলে শুধু أسجع বলে চুপ থাকতেন। একথা বলেছেন আবূ হিলাল আল-'আসকারী (হি. ৩৯৫/খ্রি. ১০০৫)।[২০৬]

'আলী (রা)-এর খুতবার প্রসিদ্ধ সংকলন 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের বহু খুতবায় সাজা' রীতির গদ্য দেখা যায়। যেহেতু সে যুগে সাজা' রীতির কৃত্রিম সাজ-শোভা পরিহারের একটা সাধারণ প্রবণতা গড়ে উঠেছিল, আর এ গ্রন্থে 'আলী (রা)-এর নামে বহু সাজা' রীতির খুতবা সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই অনেকে এ গ্রন্থের বহু খুতবা তাঁর প্রতি আরোপিত বলে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিছু গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা লেখক আবার 'আলী (রা)-এর খুতবায় সাজা' গদ্য থাকায় তাঁর সম্মান ও মর্যাদা খাটো করার হীন উদ্দেশ্যে সমালোচনা করেছেন। ইবন আবিল হাদীদ' নাহ্জুল বালাগা' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় সেই সমালোচকদের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন:[২০৭]

---

২০৩. তাজুল 'আরূস, খ. ১, পৃ. ৩৭৬
২০৪. আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম, খ. ৮, পৃ. ৭৯৩
২০৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৮৯-২৯০
২০৬. কিতাবুস সিনা'আতায়ন, পৃ. ২০০
২০৭. শারহু নাহজিল বালাগা, খ. ১, পৃ. ৪২

www.nagorikpathagar.org

فأما قولهم إن السجع يدل على التكلف، فإن المذموم هو التكلف الذى تظهر سماجته وثقله للسامين، فأما التكلف المستحسن، فأى عيب فيه ؟ ألا ترى الشعر نفسه لابد فيه من تكلف إقامة الوزن، ليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك.

আর তাদের কথা যে, সাজা' বানোয়াট ও কৃত্রিমতার কথা প্রমাণ করে। তবে নিন্দিত সেই কৃত্রিমতা যার জঘন্যতা ও কাঠিন্য শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর ভালো শিল্পকর্ম, তাতে দোষ কী? তোমরা কি দেখ না, কবিতায় ছন্দের কৃত্রিম শিল্পকারিতা আছে। সে ক্ষেত্রে তো কোন সমালোচক কোন রকম সমালোচনা করে না।

তিনি আরো বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাহিনদের সেই সাজা' যা মানুষকে সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে ফেলে, তাই অস্বীকার করেছেন। তিনি চেয়েছেন কাহিনদের কথা ও কাজ, তাদের বাণী ও মতামতের আনুগত্য নিষিদ্ধ করতে।[২০৮]

সাজা' যখন অহেতুক শিল্পকর্ম ও দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত হয় তখন তার চেয়ে সুন্দর কথা আর হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনেক কথা সাজা' রীতিতে দেখা যায়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর প্রথম প্রথম যে সকল খুতবা দেন তার মধ্যে নিম্নের সাজা' রীতির খুতবাটিও উল্লেখযোগ্য:[২০৯]

قال : أيها الناس ! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

তিনি বলেন: হে জনমণ্ডলী! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয় থাকে, নামায পড়। নিরাপদে ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আরো অনেক খুতবা ও বাণীতে সাজা' দেখা যায়। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)-এর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা আল্লাহর সামনে লজ্জাবনত হও। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো অবশ্যই আল্লাহর সামনে লজ্জাবনত হই। তিনি বললেন:[২১০]

২০৮. প্রাগুক্ত
২০৯. আল- 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৪৩, ১৯৮; কিতাবুস সিনা'আতায়ন, পৃ. ২০০
২১০. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৭১

www.nagorikpathagar.org

فليس ذلك ما أمرتكم به، وإنما الإستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا.

আমি যে লজ্জা পাওয়ার কথা বলছি তা এটা নয়। আল্লাহর সামনে লজ্জা পাওয়ার তাৎপর্য হলো, তুমি তোমার মাথা ও মাথা যা কিছু ধারণ করে এবং পেট ও পেট যা কিছু ধারণ করে, তা হিফাজত কর। মৃত্যু ও ধ্বংসকে স্মরণ কর। আর যে আখিরাত কামনা করে, সে পার্থিব জীবনের চাকচিক্য পরিহার করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো মাত্রা ও পরিমিতি ঠিক রাখার জন্যে শব্দের স্বাভাবিক রূপও পরিবর্তন করতেন। যেমন তিনি বলেছেন:[২১১]

أعيذهما من الهامة والسامة وكل عين لامة.

আসলে ملمة শব্দটি পরিবর্তন করে 'لامة বলেছেন।
তবে ইবন আবিল হাদীদ যে বলেছেন:[২১২]

أكثر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجوع

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অধিকাংশ খুতবা সাজা'রীতির। এ ব্যাপারে আমাদের দ্বিমত আছে। প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাজা' রীতির খুতবা খুবই কম। তাঁর সকল বাণী বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত অবস্থায় আমাদের সামনেই আছে। কেউ তা পাঠ করে এ কথা দাবী করতে পারবে না যে, তার এক দশমাংশও সাজা' রীতির।
খুলাফায়ে রাশেদার সকলে সাজা' রীতির কোন বর্ণনাকে তেমন প্রশ্রয় দেননি। পারস্যের মাকরান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুহার আল-'আবদী মদীনায় খলীফা 'উমার (রা)-এর দরবারে আসেন এবং সেখানকার অবস্থা বর্ণনা করে যে খুতবাটি দেন তা ছিল সাজা' গদ্যে। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[২১৩]

أرض سهلها جبل، ماؤها وشل، وتمرها دقل، وعدوها بطل، خيرها قليل وشرها طويل، والكثير بها قليل. إن كثر الجند بها جاعوا، وإن قلوا بها ضاعوا.

২১১. কিতাবুস সিনা'আতায়ন, পৃ. ২০০; নাকদুশ শি'র, পৃ. ৮৫
২১২. শারহু নাহজিল বালাগা, খ. ১, পৃ. ৪২০
২১৩. তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২৫৭; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৮৫

www.nagorikpathagar.org

> এমন স্থান, যার সমতল ভূমি পাহাড়-পর্বত, পানি অল্প, ফল অপুষ্ট এবং শত্রু সাহসী বীর। যার ভালো অতি অল্প এবং মন্দ বেশি। সেখানে কোন কিছুর আধিক্য অপ্রতুল। সেখানে সৈন্য যদি বেশি হয়, অভূক্ত থাকবে, আর যদি কম হয়, ধ্বংস হবে।

খলীফা 'উমার (রা) সুহার আল-'আবদীর এ সাজা' রীতির ভাষণ পসন্দ করেননি। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন: أسجاع أنت أم مخبر ؟ (তুমি কি কোন সাজা' তৈরি করছো, না সংবাদ দিচ্ছো?)

এ যুগের ভণ্ড নাবী-মুসায়লামা আল-কাযযাবের কিছু খুতবায় সাজা' রীতি দেখা যায়। তার একটি খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ: [২১৪]

> سمع الله لمن سمع، أطعمه بالخير إذا طمع. ولا زال أمره فى كل ما سرنفسه يجتمع، رآكم ربكم فحياكم، ومن وحشه خلاكم يوم دينه أنجاكم، فأحباكم علينا من صلوات معشر أبرار، لا أشقيا ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار، لربكم الكبار، رب الغيوم والأمطار.
>
> আল্লাহ্ শোনেন তার কথা যে তাঁর কথা শোনে। তিনি তাকে ভালো আহার করান, যখন সে ক্ষুধার্ত হয়। তিনি নিজে যাতে সন্তুষ্ট হন, তার সবকিছুতে সর্বদা তাঁর নির্দেশ বিদ্যমান। তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে দেখছেন। অতঃপর তোমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর একাকীত্বে তিনি তোমাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর শেষ বিচার দিনে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিবেন। তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তোমাদেরকে সৎ লোকদের দল হিসেবে আমাদের নিকট জীবিত রেখেছেন। হতভাগা ও পাপাচারী হিসেবে নয়। তারা রাতে দাঁড়িয়ে কাটায় এবং দিনে রোযা রাখে-তোমাদের মহান প্রভুর জন্য। যিনি মেঘমালা ও বৃষ্টি সমূহের প্রভু।

আসলে সত্য তাই যার উপর 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাগণ একমত হয়েছেন। তা হলো, সে যুগের খুতবায় সাজা' রীতির উপস্থিতি অতি অল্পই দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যত বাণী আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা যদি আমরা তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে সাজা'র

---

২১৪. তাবারী, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৪৯৮

www.nagorikpathagar.org

পরিমাণ খুব অল্প এবং অসাজা'র পরিমাণ বিস্তর দেখতে পাব। তাই ড. শাওকী দায়ফ বলেছেন:[২১৫]

إنه (الرسول ص) لم يكن يستعين فيها (أى الخطبة) بسجع ولا بلفظ غريب، فقد كان يكره اللونين من الكلام لما يدلان عليه من التكلف، وقد برأه الله منه إذ يقول فى كتابه العزيز : قل يا محمد " وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ "

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় না সাজা'র সাহায্য নিয়েছেন, আর না অপ্রচলিত শব্দের। লোক দেখানো ও কৃত্রিমতার প্রকাশ পায় এমন কথা তিনি অপছন্দ করতেন। আল্লাহ তাঁকে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করে তাঁর মহান গ্রন্থে বলেছেন: 'বলুন হে মুহাম্মদ, 'আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অন্তর্গত লোক নই।[২১৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশিদূন ছাড়াও আমাদের সামনে সে যুগের সাধারণ জনমানুষের খুতবা রয়েছে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তার প্রায় সবই সাজা' থেকে মুক্ত। তবে তাঁরা সাজা' রীতি উপেক্ষা করলেও শব্দের বিশুদ্ধতা, বাক্যের শক্ত গাঁথুনি এবং স্বাভাবিক অলঙ্করণের দিকটির প্রতি মোটেও অবহেলা দেখাননি। বরং প্রত্যেক খতীব যেন তাঁর কথার সৌন্দর্য, শ্রুতি মাধুর্য ও অনুপম শৈলীর প্রতি একটু বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। মাহমূদ শুকরী আল- আলূসী এ যুগের খুতবার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে:[২১৭]

فهى الغاية فى الفصاحة، والمنتهى فى البراعة والبلاغة، وفى كتب الأدب الدائرة فى الأيدى شيء كثير من خطب الخلفاء الراشدين وغيرهم مما تتحير منه أولو الا لباب.

এ সকল খুতবা বিশুদ্ধতায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং উৎকর্ষতা ও আলঙ্কারিক সাজ-সজ্জায় চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। মানুষের হাতে প্রচলিত সাহিত্যের গ্রন্থাবলীতে খুলাফায়ে রাশিদূন ও অন্যদের অনেক খুতবা পাওয়া যায়, যা পাঠে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।

---

২১৫. তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, খ.২, পৃ. ১২০
২১৬. আল-কুরআন, ৩৮ : সূরা সাদ, আয়াত– ৮৬
২১৭. বুলূগ আল- আরিব, খ. ৩, পৃ. ১৮৯

www.nagorikpathagar.org

খুতবার আকার-আকৃতি

ইসলামের প্রাথমিক যুগের যে সকল খুতবা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার অধিকাংশের আকার দীর্ঘ নয়, বরং সংক্ষিপ্ত। তাতে দীর্ঘায়নের চেয়ে সংক্ষেপকরণ অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হতে পারে এ সকল সংক্ষিপ্ত খুতবা দীর্ঘ খুতবার অংশ বিশেষ, যার অবশিষ্ট অংশ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। অথবা এই সংক্ষিপ্ত খুতবাগুলির চমৎকার শিল্প-রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে রাবীরা তা সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছেন, যা দীর্ঘ খুতবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী জাহিলী যুগের মত এ যুগেও খুতবার সংরক্ষণ মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে হয়েছে, লেখার মাধ্যমে নয়। লেখালেখির প্রচলন তখনও অতটা হয়নি। আর খতীবরা যেমন তাদের খুতবা লিখনের প্রতি আগ্রহ দেখাননি, তেমনি শ্রোতারাও লিখার প্রতি তেমন উৎসাহ বোধ করেনি। এর কারণ লেখালেখিতে তারা তখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এতদসত্ত্বেও বহু দীর্ঘ খুতবা বর্ণিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিদায় হজ্জের খুতবা, হযরত 'আলী (রা)-এর বহু খুতবা, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ তীব্র রূপ লাভ করার পর হযরত 'উসমান (রা) প্রদত্ত বহু খুতবা, খলীফা 'উমার (রা)-এর কোন কোন শূরায় প্রদত্ত কিছু খুতবা, যেমন 'ইরাকের কৃষি জমির ব্যাপারে প্রদত্ত তাঁর খুতবাটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এসবই প্রমাণ করে, সে যুগের খুতবা দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত-দু'রকমই ছিল। তাঁরা প্রতিটি জিনিস তার জায়াগামত রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। যেখানে কথা দীর্ঘ করার নয়, সেখানে যেমন খুতবা দীর্ঘ করতেন না, তেমনি যেখানে সংক্ষেপ করার নয়, সেখানে সংক্ষিপ্তও করতেন না। তবে দীনের লক্ষ্য ও দাবী অনুযায়ী তাঁদের ঝোঁক ছিল সংক্ষেপকরণ, তথা মধ্যম পন্থা অবলম্বনের দিকে।

ইতিহাস, সাহিত্য ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যে সকল খুতবা সংরক্ষিত হয়েছে তার বেশীর ভাগ সংক্ষিপ্ত হলেও তা দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, তিনি কেবল সংক্ষিপ্ত খুতবা-ই দিতেন। বরং অনেক গবেষকের ধারণা, তাঁর দীর্ঘ খুতবা যথাযত ভাবে সংরক্ষিত হয়নি। ড. শাওকী দায়ফ বলেন:[২১৮]

---

২১৮. আল-ফান্নু ও মাযাহিবুহু, পৃ. ৫২

www.nagorikpathagar.org

فقد كان يطيل خطبه أحياناوفى بعض المناسبات إلى ساعات، يعظ الناس ويدعوهم إلى التفكر فى الكون وخالقه ومدبره وأكبر الظن أن خطبه أصابها ما أصاب خطب الجاهلية، فإنها لم تدون لحينها، وبعد العهد بين عصرها و عصر تدوينها.

তিনি কখনো কখনো খুতবা দীর্ঘ করতেন। বিশেষ কোন উপলক্ষে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত খুতবা দিতেন। তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন। এই সৃষ্টি জগৎ, তার স্রষ্টা ও তার পরিচালকের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানাতেন। প্রবল ধারণা এই যে, তাঁর খুতবাসমূহের সেই অবস্থা হয়েছে, যা হয়েছে জাহিলী যুগের খুতবাসমূহের ক্ষেত্রে। কারণ খুতবা দানের সময় তা লেখা হয়নি এবং তা প্রদানের ও লিপিবদ্ধ করণের সময়ের ব্যবধান বিস্তর।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন:[২১৯]

خطب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد العصر، ولم يزل يخطب حتى لم تبق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আসরের পর খুতবা দিলেন। নিকটবর্তী খেজুর গাছের শাখায় কিছু লাল আভা ছাড়া সূর্য বিদ্যমান ছিল না-ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি খুতবা দিতে থাকেন।

এ জাতীয় আরো বহু বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তাঁরা দীর্ঘ খুতবাও দিতে। তবে প্রয়োজন বাধ্য না করলে তাঁরা কথা অহেতুক লম্বা করতেন না। ঠিক তেমনি ভাবে তাঁরা বিষয় ও স্থান-কাল অনুযায়ী সংক্ষেপও করতেন। কারণ তাঁরা ভয় করতেন, না জানি কথা দীর্ঘ করলে মাজলিসের আদব ক্ষুণ্ন হয় কিনা, বা নিন্দনীয় বক্‌বকানি ও বাচালতার আওতায় চলে যায় কিনা। তাছাড়া তাঁরা জেনেছিলেন, মানুষ বেশী কথা বললে বেশী ভুল করে। তাঁরা ভুলের ভয় করতেন। কেননা তারা তো ছিলেন আলোকিত মন ও উদার অন্তরের মানুষ।[২২০]

হযরত 'আম্মার ইবন য়াসির (রা) একদিন খুতবা দিলেন এবং খুব সংক্ষেপ করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি যদি আরো একটু বলতেন। জবাবে তিনি বললেন:[২২১]

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاةو قصر الخطبة.

---

২১৯. ই'জায আল-কুরআন, পৃ. ১৫২
২২০. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৭৩
২২১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩০৩

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামায লম্বা করার এবং খুতবা খাটো করার আদেশ করেছেন।

'আম্মার ইবন য়াসির (রা) আরো বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি:[২২২]

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وإقصروا الخطبة.

কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত খুতবা তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। সুতরাং তোমরা নামায দীর্ঘ কর এবং খুতবা সংক্ষেপ কর।

আবূ উমামা (রা) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে কোথাও আমীর করে পাঠাতেন তখন তাকে বলে দিতেন: খুতবা সংক্ষেপ করবে এবং কথা কম বলবে।[২২৩] সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ করতেন। তাই দেখা যায়, প্রথম খলীফা আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) যখন য়াযীদ ইবন আবূ সুফয়ানকে সিরিয়া অভিযানে পাঠাচ্ছেন তখন যাত্রাকালে তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে:[২২৪]

اذا وعظت جندك فأوجز، فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضا.

তুমি যখন তোমার সৈনিকদের উপদেশ দিবে তখন কথা সংক্ষেপ করবে। কারণ বেশী কথার একাংশ অন্য অংশকে ভুলিয়ে দেয়।

খুতবা সংক্ষেপ করাকে যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলা হয়েছে, তার কারণ হলো, প্রকৃতই যিনি প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ, তিনি জানেন ব্যাপক অর্থবোধক কথা কিভাবে বলতে হয়। সুতরাং অল্প কথায় বেশী ভাব ব্যক্ত করতে তিনি সক্ষম হন। সংক্ষিপ্ত খুতবা তার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দান করে।[২২৫] আসল কথা হলো, ইসলামের প্রতিটি কথা ও কাজ যেমন মধ্য পন্থার, তেমনি এ যুগের খুতবাও হতো মধ্যম ধরণের। প্রয়োজন হলে দীর্ঘ, প্রয়োজন না হলে সংক্ষিপ্ত। জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহর একটি বর্ণনা থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন:[২২৬]

---

২২২. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী-শাওকানী, নায়লুল আওতার, বৈরূত: দারুল জায়ল, ১৯৭৩, খ. ৩, পৃ. ৩৩১; রিয়াদুস সালিহীন, খ. ২ পৃ. ১৭৪
২২৩. নায়লুল আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩৩১
২২৪. আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ২, পৃ. ১৯৬; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ.১, পৃ. ১৯৮
২২৫. নায়লুল আওতার, খ.৩, পৃ. ৩৩১
২২৬. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا وخطبته قصرا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নামায ছিল মধ্যম ধরণের লম্বা এবং খুতবা ছিল মধ্যম ধরণের।

ইমাম মুসলিম জাবির ইবন সামুরা থেকেও এ রকম একটি হাদীস বর্ননা করেছেন।[২২৭]

খুতবার স্টাইল বা রীতি-পদ্ধতি

শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌রা বলেছেন:[২২৮]

إن الأسلوب الخطابي فى العصر الإسلامى بلغ من الإحكام مبلغا عن أن يحاكيه فيه عصر من عصور اللغة، أو ينهد إليه خطباء أى زمن سابق أو لاحق لذلك العصر.

ইসলামী যুগে খুতবার ষ্টাইল বা রীতি-পদ্ধতি এত শক্ত ও মজবুত হয় যে, ভাষার ইতিহাসের যে কোন যুগেই তা অনুকরণের অথবা সে যুগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যে কোন সময়ের খতীবরা তার নাগাল পাওয়ার উর্দ্ধে উঠে যায়।

এখানে সে যুগের খুতবার রীতি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

(ক) সে যুগের খুতবা অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, খুতবার মূল বিষয় কয়েকটি অংশ ও ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অংশ ও ভাগ পূর্ববর্তী অংশের সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত। খুতবার শুরু হতো একটি ভূমিকার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খুতবার ভূমিকায় থাকতো হামদ ও সানা, আর সাহাবায়ে কিরামের (রা) খুতবায় হামদ ও সানার সাথে আরো থাকতো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি দরূদ ও সালাম। তারপর খতীব চলে যেতেন মূল বিষয়ে। যুক্তি-প্রমাণ, প্রবাদ-প্রবচন, কবিতা ও কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে এবং ইতিহাস–ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে খতীব বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। তারপর উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহর সাহায্য এবং সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য তাঁর হিদায়াত কামনা করে খুতবা

---

২২৭. সাহীহ মুসলিম, বাবু তাখফীফ আস-সালাতি ওয়াল খুতবা; তাবাকাত, খ. ১, পৃ. ৩৬৭
২২৮. আবূ যাহ্‌রা : ফান্‌নুল খিতাবা, পৃ. ২৬৮

www.nagorikpathagar.org

শেষ করতেন। ইবন কুতায়বা বলেন:[২২৯] 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বহু খুতবা অনুসন্ধান করে দেখেছি তার অধিকাংশের সূচনা হয়েছে এভাবে:

الحمد الله نحمده ونستعينه ونؤمن به، ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له.

আর কিছু খুতবার সূচনা হয়েছে এভাবে:

أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته.

আল্লাহর বান্দাগণ, আমি আপনাদেরকে খোদাভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য উৎসাহিত করছি।

তবে দুই 'ঈদের খুতবার সূচনা হামদের মাধ্যমে না হয়ে তাকবীরের মাধ্যমে হতো। ইবন কুতায়বা বলেন:[২৩০]

وجدت كل خطبة مفتاحها الحمد، إلا خطبة العيد، فإن مفتاحها التكبير.

আমি সব খুতবার শুরু 'আল-হামদ' দ্বারা দেখতে পেয়েছি। ব্যতিক্রম শুধু ঈদের খুতবা। তার শুরু হয়েছে তাকবীর দ্বারা।

খতীব প্রথম খুতবায় সাতটি এবং দ্বিতীয় খুতবায় পাঁচটি তাকবীর উচ্চারণ করতেন।[২৩১] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম أما بعد বলে খুতবার সূচনা করতেন।[২৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের খুতবার উপসংহার টানেন الله أكبر ولاقوة إلا بالله العظيم (আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।) উচ্চারণের মাধ্যমে।[২৩৩] আবার মদীনায় প্রদত্ত প্রথম খুতবাটি শেষ করেন এই বাক্যের মাধ্যমে:[২৩৪]

والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته.

---

২২৯. 'উয়ুন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৩১
২৩০. প্রাগুক্ত
২৩১. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল- আদব, খ. ২, পৃ. ১০৭
২৩২. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু মান কালা ফিল খুতবাতি বা 'দাস সানা' (أما بعد)
২৩৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩১; আল-'ইকদ আল- ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৫৭
২৩৪. তারীখুত তাবারী, খ. ২, পৃ. ১১৫

www.nagorikpathagar.org

আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতিও শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

খুলাফায়ে রাশিদীন ও অন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি সালাম পেশ এবং একটি দু'আর মাধ্যমে খুতবা শেষ করতেন। যেমন আবূ বাকর (রা) খলীফা হবার পর প্রথম যে খুতবাটি দেন তা শেষ করেন একথা বলে:[২৩৫]

أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم.

আমার কথা এতটুকুই। আমি আল্লাহর কাছে আমার নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইবন 'আবদি রাব্বিহি বলেন:[২৩৬] আবূ বাকারের (রা) খুতবার শেষ কথাটি হতো এই দু'আটি:

اللهم اجعل خير زمانى أخره، وخير عملى خواتمه، وخير أيامى يوم القاك.

হে আল্লাহ, আমার সময়ের শেষাংশকে সবচেয়ে ভালো করুন! আমার কর্মের শেষকে উত্তম করুন। আর আপনার সাথে সাক্ষাতের দিনটিকে আমার সবচেয়ে ভালো দিন করুন।

তিনি যখন একথাগুলি উচ্চারণ করতেন তখন বুঝা যেত খুতবা শেষ করছেন। তেমনি ভাবে 'উমার (রা)-এর খুতবার শেষ দু'আ হতো এটি:

اللهم لا تدعنى فى غمرة ولا تأخذنى على غرة ولاتجعلنى من الغافلين.

হে আল্লাহ, আমার বিপদের সময় আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না, আমার ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমাকে উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

এ কথাগুলি উচ্চারণ করলে বুঝা যেত তিনি খুতবা শেষ করছেন।

কখনও আবূ বাকর (রা) বলতেন:

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك وزكنا بالصلاة عليه وألحقنا به واحشر نا فى زمرته واوردنا حوضه.

হে আল্লাহ ! আপনার সৃষ্টির যে কারো প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ আপনি করেছেন তার চেয়ে উত্তম দয়া ও অনুগ্রহ আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি করুন। তাঁর প্রতি এই দয়া ও অনুগ্রহের বরকতে আমাদেরকে মিলিত করুন। তাঁর দলের সাথে আমাদেরকে সমবেত করুন এবং তাঁর হাওযে আমাদেরকে অবতরণের সুযোগ করে দিন।

---

২৩৫. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৩৪; তাবারী, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৪৫০
২৩৬. আল 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ২২২

www.nagorikpathagar.org

এ যুগে খুতবা উপর্যুক্ত ভাবে আরম্ভ ও শেষ করা একটি রীতিতে পরিণত হয়। খিলাফতে রাশিদার আমলে এর ব্যতিক্রম কোথাও হয়েছে বলে জানা যায়না। কেবলমাত্র দীনী খুতবায় নয়, রাজনৈতিক খুতবায়ও এ নিয়ম মানা হতো।[২৩৭] যে খুতবার সূচনাতে হামদ ও ছানা না থাকতো তাকে 'আরবরা البتراء[২৩৮] নামে অভিহিত করতো। তেমনিভাবে যে খুতবায় কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি দরূদ ও সালাম না থাকতো সে খুতবাকে তারা বলতো الشوهاء।[২৩৯] [২৪০]

হামদ ও সানা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি সালাত ও তাসলীম ছাড়া কেবলমাত্র بسم الله الرحمن الرحيم বলে খুতবা দানের কোন রেওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খিলাফতে রাশিদার সময় ছিল না। তবে ওয়াসীয়াতের ক্ষেত্রে কোন কোন সাহাবীকে بسم الله وبالله وعلى عون الله বলে আরম্ভ করতে দেখা যায়। খলীফা হযরত 'উমার (রা) একবার একটি বাহিনীকে বিদায় বেলা উপদেশ দিতে গিয়ে উপরিউক্ত ভাবে শুরু করেন।[২৪১]

জুমু'আর খুতবা সালাতের পূর্বে দেয়া হলেও দুই 'ঈদের সালাত খুতবার পূর্বে অনুষ্ঠিত হতো। এই জুমু'আ ও 'ঈদের খুতবা হতো দু'টি করে। সাধারণতঃ খতীব জুমু'আর প্রথম খুতবায় কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁর ওয়া'আজের মধ্যে সেই আয়াতের ভাবের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় খুতবার জন্যে দাঁড়াতেন। এই খুতবার বেশীর ভাগ বিষয় হতো দু'আ।[২৪২]

আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন:[২৪৩]

كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم
يقوم كما تفعلون الآن.

---

২৩৭. ইসলামী খুতবার এ রীতি সর্বপ্রথম ভঙ্গ করেন যিয়াদ ইবন আবীহ্ (হি. ৫৩/খ্রি. ৬৭৩)। মু'আবিয়ার (রা) পক্ষ অবলম্বনের পর তিনি বাসরায় হামদ ও সানা ছাড়াই ভাষণ দিতে আরম্ভ করেন। ইতিহাসে এ খুতবা الخطبة البتراء নামে প্রসিদ্ধ। (আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৬, ৬১

২৩৮. البتر এর স্ত্রীলিঙ্গ البتراء অর্থ লেজকাটা

২৩৯. الشوه অর্থ কুশ্রী ও কদাকার। স্ত্রী লিঙ্গে الشوهاء। ওয়ায়িলের একটি খুতবাকে সর্বপ্রথম এ নামে অভিহিত করা হয়। (আয়-বায়ান, খ.১, পৃ. ৩৪৮)

২৪০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৬

২৪১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ১, পৃ. ৪০; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২২৭

২৪২. শাওকী দায়ফ, তারীখ, খ. ১, পৃ.১০৭

২৪৩. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু আল- খুতবা কাইমান

www.nagorikpathagar.org

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তারপর বসতেন, তাপর আবার দাঁড়াতেন। যেমন আপনারা বর্তমানে করে থাকেন।

জুমু'আর নামাযে খুতবা হতো নামাযের পূর্বে, কিন্তু 'ঈদের নামাযে খুতবা হতো নামাযের পরে। ইবন 'আব্বাস বলেন:[২৪৪]

شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম , আবূ বাকর, 'উমার ও 'উসমান (রা)-এর সাথে 'ঈদের নামাযে উপস্থিত থেকেছি। তাঁদের প্রত্যেকে খুতবার পূর্বে নামায পড়তেন।

খতীবরা যখন খুতবা দিতেন তখন বেশ-ভূষায় পরিপাটি ও পরিশীলিত অবস্থায় থাকতেন। আর এমন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কারণ খতীবরা তো ছিলেন সে সমাজের সর্বজন-মান্য ব্যক্তি।

(খ) এ যুগের প্রত্যেক খতীব তাঁদের খুতবায় প্রচুর পরিমাণে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিতেন। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী ও কর্মের দ্বারাও প্রমাণ উপস্থাপন করতেন।[২৪৫] ফলে তাঁদের বক্তব্য হতো فصل الخطاب তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী চূড়ান্ত কথা। আমরা জেনেছি, তাঁদের খুতবার প্রধান ভাব ও বিষয় ছিল দীনী বা ধর্মীয়। সুতরাং প্রমাণ হিসেবে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দান তাঁদের বক্তব্যকে অকাট্য করে তুলতো, শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করতো, তারা পরিতৃপ্ত হতো এবং অভিযোগের জবাব পেয়ে যেত। ফলে কুরআন-হাদীসের আলোকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতো। বহু হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[২৪৬]

তাছাড়া কুরআন-হাদীসের ভাষা চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশুদ্ধ ও অলঙ্কার মণ্ডিত, শব্দ সম্ভার সর্বাধিক ভাব সমৃদ্ধ এবং স্টাইলও বড় অনুপম। সুতরাং খতীবরা তাঁদের খুতবায় কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়েছেন অকৃপণ ভাবে। ফলে তাঁদের খুতবা হয়েছে ভীষণ গতিশীল, প্রাণবন্ত, শ্রুতিমধুর। আর তা শ্রোতাদেরকে প্রভাবিত

---

২৪৪. প্রাগুক্ত, বাবুল খুতবা বা'দাল 'ঈদ
২৪৫. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ১২৩
২৪৬. সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমু'আ; আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, খ. ৫, পৃ. ৮৬, ৮৮, ৯৩

www.nagorikpathagar.org

করতে, তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির সৃষ্টি এবং তাদের মন-মস্তিষ্ক ও অনুভূতিতে খতীবের ব্যক্তিত্ব বিশাল করে তুলে ধরতে দারুণ ভূমিকা পালন করেছে। 'আরবের রূঢ় ও রুক্ষ বেদুঈন, যারা কুরআন তথা দীনকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং কুরআনকে আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা তাদের খুতবাকে কুরআনের আয়াতের যথাযথ উদ্ধৃতি দিয়ে শোভন করে তুলতে সক্ষম হয়নি।[২৪৭]
জুরজী যায়দান বলেন:[২৪৮]

> الفرق بين الخطابة فى الجاهلية وفى الإسلام، أن الإسلام زادها بلاغة وحكمة بماكان يتوخاه الخطباء من مجاراة أسلوب القرآن وإقتباس الآيات القرآنية، وقد كان للقرآن نحو هذا التأثير فى الشعر أيضا، ولكن الخطابة أوسع مجالا للاقتباس. فأخذ الخطباء يرصعون خطبهم بالآيات تمثيلا أو إشارة أو تهديدا، حتى لقد يجعلون الخطبة برمتها مجموع آيات.
>
> জাহিলী ও ইসলামী খুতবার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইসলাম খুতবার অলঙ্কার ও তাৎপর্য বৃদ্ধি করে। এর কারণ, খতীবদের কুরআনের রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ এবং কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দান। কুরআনের এ প্রভাব কবিতার ক্ষেত্রেও ছিল। কিন্তু উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিতার চেয়ে খুতবা ছিল প্রশস্ততর অঙ্গন। খতীবরা দৃষ্টান্ত, ইশারা ইঙ্গিতে অথবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন হিসেবে নিজেদের খুতবাকে কুরআনের আয়াত দ্বারা সুশোভিত করতেন। এমন কি কেউ কেউ গোটা খুতবাটাই দিতেন কুরআনের আয়াত দ্বারা।

এ ভাবে কুরআনের আয়াত কখনো কখনো একটি খুতবাকে বাগ্মিতার শীর্ষ স্থানে নিয়ে যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রভাবশালীও করে তোলে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে খুতবা কুরআনের আয়াত দ্বারা সুশোভিত করা হতো না সে খুতবাকে তারা شَوْهَاء নামে অভিহিত করতো। জাহিজ বলেছেন:[২৪৯]

> كانوا يستحسنون أن يكون فى الخطب يوم الحفل، وفى الكلام يوم الجمع، أى من القرآن الكريم، فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وحسن الموقع.

২৪৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ২৩৬
২৪৮. জুরজী যায়দান, তারীখ আত তামাদ্দুন আল ইসলামী, খ. ২, পৃ. ১০৯
২৪৯. আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৮

www.nagorikpathagar.org

তারা কোন অনুষ্ঠান-দিনের খুতবায় এবং কোন সমাবেশের কথায় আল-কুরআন আল-কারীমের আয়াতের উদ্ধৃতি দানকে খুব পছন্দ করতো। কারণ কথাকে সুন্দর, ভাব-গম্ভীর, মধুময় ও চমৎকার ভাবে কার্যকরী করে যে সকল জিনিস, এ তার মধ্যে একটি।

খুতবায় কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিদান ছাড়াও খতীবরা তার বাক-রীতি ও বাকশৈলীরও অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। কারণ মানুষের সামনে যখন কোন বিষয়ের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা ও দৃষ্টান্ত থাকে তখন তার অনুকরণ করা তার প্রকৃতি ও স্বভাব। সুতরাং কুরআন অনুকরণের প্রয়াস ও চেষ্টা করাই স্বাভাবিক ছিল। এমন কি সেকালের অনেক খতীবের এমন অনেক খুতবা দেখা যায় যার পুরোটাই কুরআনের আয়াত।[২৫০]

এ প্রসঙ্গে সুবা'ঈ বুয়ুমী বলেছেন:[২৫১]

ولقد أمد القرآن الكريم والحديث الشريف الخطابة فى هذا العصر بالماعون القوى والمدد الفياض، فقلدهما الخطباء أيما تقليد، واقتبسوا منهما الألفاظ والأساليب، ووافقواهما فى المعانى والأغراض، وتأثروا هما فى سوق الأدلة والبراهين وأكثروا الإستشهاد بهما كما كان رسول الله يستشهد بالقرآن.

কুরআন ও হাদীস এ যুগের খুতবা শাস্ত্রের জন্যে শক্তিশালী সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং উদার সহায়তা দান করে। সুতরাং খতীবরা এ দু'টির খুবই অনুকরণ করেন। এর থেকে শব্দ ও রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং এর ভাব ও উদ্দেশ্যের সাথে তাঁরা একাত্মতা প্রকাশ করেন। যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁরা এর দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা তাঁদের খুতবায় এ দু'টি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দান করতেন যেমন দান করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন থেকে।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ইনতিকালের পর একটি ভাব-বিহবল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তখন অনেকে বিশ্বাসই করছিলেন না যে, তাঁর ইনতিকাল হতে পারে। এমন কি 'উমার (রা)-এর মত ব্যক্তিও বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাননি। তখন আবূ বাকর (রা)

---

২৫০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, তাবয়ীন, খৃ. ২, পৃ. ২৯৯-৩০০; আল-'ইকদ আল- ফারীদ, খ.৪, পৃ. ১৩৫-১৩৬; তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ১৪৬

২৫১. তারীখ আল-আদাব আল-'আবারী, কায়রো: মাকতাবা আন-নাহ্দা আল-মিসরিয়্যা, খ. ২, পৃ. ১৪৫

www.nagorikpathagar.org

সকলকে সম্বোধন করে যে খুতবাটি দান করেন তাতে কুরআনের বহু আয়াতের উদ্ধৃতি দেখা যায়। তিনি বলেন:[২৫২]

من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لايموت.

যে মুহাম্মাদের 'ইবাদাত করতে সে জেনে রাখ, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যে আল্লাহর 'ইবাদাত করতে সে জেনে রাখ, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নেই।

তারপর তিনি মানুষের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যে আল কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

নিশ্চয় আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।[২৫৩] আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন, অথবা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে?[২৫৪] প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।[২৫৫] তাঁর সত্ত্বা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে।[২৫৬]

তাবারী তাঁর তারীখে এ জাতীয় বহু খুতবা সংকলন করেছেন।[২৫৭]

তাবারী বর্ণনা করেছেন, মাজলিসে শূরার সদস্যরা হযরত 'উসমানের (রা) হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর তিনি খুতবা দানের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর মিম্বারে ওঠেন। আল্লাহর হামদ ও সানা এবং নাবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর তিনি নিম্নোক্ত খুতাবাটি দান করেন:[২৫৮]

إنكم فى دار قلعة وفى بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخيرما تقدرون عليه، فلقد أتيتم، صبحتم أو مسيتم، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، فلاتغرنكم الحياة الدنيا، ولايغرنكم بالله الغرور، اعتبروا

---

২৫২. তাবারী, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৪৪৪; আহমাদ-আল-হাশিমি, যাহরুল আদাব, খ. ১,ম পৃ. ৩০
২৫৩. আল-কুরআন, ৩৯ : সূরা আর রূম, আয়াত-৩০
২৫৪. প্রাগুক্ত, ৩ : সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪৪
২৫৫. প্রাগুক্ত, ২১ : সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত-৩৫
২৫৬. প্রাগুক্ত, ২৮: সূরা কাসাস, আয়াত- ৮৮
২৫৭. দ্র. তাবারী, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৪৬০
২৫৮. তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ৪৩; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ২৭০

www.nagorikpathagar.org

بمن مضى ثم جدوا ولاتغفلوا، فإنه لايغفل عنكم، أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثروها وعمروها، ومتعوا بها طويلا، ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، اطلبوا الآخرة فإن الله قدضرب لها مثلا، والذى هو خير، فقال عزوجل :

২৫৮وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

আপনারা একটি অস্থায়ী গৃহে এবং অবিশিষ্ট জীবনের মধ্যে আছেন। যতটুকু সম্ভব আপনারা সর্বোত্তম জিনিস নিয়ে আপনাদের মৃত্যুকে স্বাগতম জানান। আপনাদেরকে আনা হয়েছে তাই আপনারা সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছেন। শুনে রাখুন, দুনিয়া ধোঁকার জালে পেঁচানো। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন আপনাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহর ব্যাপারে আপনাদেরকে কেউ যেন ধোঁকায় না ফেলে। যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। তারপর চেষ্টা করুন। অমনোযোগী হবেন না। কারণ আপনাদের ব্যাপারে কোন রকম অমনোযোগিতা দেখানো হবে না। দুনিয়ার সেই সব সন্তানেরা ও ভাইয়েরা কোথায় যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাকে বসবাস উপযোগী করেছে এবং দীর্ঘদিন যাবত উপভোগ করেছে? সে কি তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দেয়নি? আপনারা দুনিয়াকে এমন ভাবে ছুড়ে ফেলে দিন যেমন আল্লাহ তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আপনারা আখিরাতকে তালাশ করুন। আল্লাহ তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন-যা সর্বোত্তম। আল্লাহ বলেন:[২৫৯] 'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়: অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ–বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সব কিছুর উপর শক্তিমান। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমুহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।

---

২৫৯. আল-কুরআন, ১৮ : সূরা আল কাহাফ, আয়াত : ৪৮-৪৬

www.nagorikpathagar.org

বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা)-এর একটি খুতবার কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো, যার অধিকাংশ বাক্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী থেকে গৃহীত:[২৬০]

أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، أكرم الملل ملة ابر اهيم صلى الله عليه وسلم خير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وخير الأمور أوساطها، ماقل وكفى، خير مما كثر وألهى ... خير الغنى غنى النفس، خير ما ألقى القلب اليقين. الخمر جماع الآثام، النساء، حبائل الشيطان. الشباب شعبة من الجنون، شر الناس من لا يأتي الجماعة إلا دبرا، ولا يذكر الله إلا هجرا. سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، من يتأل على الله يكذبه، ومن يغفر يغفر له، من عفى عفى عنه، لشقي شقي فى بطن أمه، لسعيد من وعظ بغيره، الأمور بعواقبها، ملاك الأمر خواتمه، أحسن الهدى هدى الأنبياء، أقبح الضلالة الضلالة بعد الهدى، أشرف الموت الشهادة. من يعرف البلاء يصبر عليه، ومن لايعرف البلاء ينكر.

সর্বাধিক সত্যকথা আল্লাহর কিতাব। সর্বাধিক শক্তিশালী কথা হলো তাকওয়ার কথা। সর্বাধিক সম্মানিত মিল্লাত হলো ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত। সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতি হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর রীতি-পদ্ধতি। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুন প্রচলিত বিষয় সমূহ। মধ্যম ধরণের বিষয় হলো সবচেয়ে ভালো বিষয়। যা অল্প এবং প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট তাই উত্তম–যা পরিমাণে বেশী ও মনকে আকৃষ্ট করে তার থেকে। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য। অন্তরে যা কিছু নিক্ষেপ করা হয়েছে তার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই উত্তম। মদ সকল পাপের মূল। নারী হলো শয়তানের ফাঁদ। যৌবন পাগলামীর একটি শাখা। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী খারাপ যে একেবারে শেষ ছাড়া জামাআতে আসে না এবং অমনোযোগী অবস্থা ছাড়া আল্লাহর যিকর করে না। মুমিন ব্যক্তিকে গালি দেয়া পাপ, তাকে হত্যা করা কুফর এবং মাংস খাওয়া অপরাধ। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর হুকুম দেয় ও তাঁর নামে

২৬০. আল'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৩০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৫৬, খ. ২, পৃ. ৫৬-৫৭

www.nagorikpathagar.org

কসম খায় সে আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। যে ক্ষমা করে তাকেও ক্ষমা করা হবে। যে মাফ করে দেয় তাকেও মাফ করা হয়। যে হতভাগ্য সে তার মার পেটেই হতভাগ্য ছিল। সৌভাগ্যবান সেই যে অন্যের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। সকল বিষয় ও কর্মের সাফল্য তার ফলাফল ও পরিণতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কোন বিষয়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার সমাপ্তির উপর। নাবীদের হিদায়াতই সবচেয়ে ভালো হিদায়াত। হিদায়াত লাভের পর গোমরাহী হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের গোমরাহী। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু হলো শাহাদাত। যে বিপদকে চেনে সে ধৈর্য ধারণ করে। আর যে বিপদকে চিনতে পারেনা সে বিপদকে অস্বীকার করে।

(গ) এ যুগের খতীবরা কখনো তাদের খুতবাকে স্থান-কাল ও বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কবিতার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি সহযোগে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতেন। খলীফা আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফতকালে একবার বাহরায়ন থেকে কিছু অর্থ-সম্পদ তাঁর নিকট আসে। তিনি তা মুহাজির-আনসার নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেন। এতে আনসারদের অনেকে ক্ষুব্ধ হন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, তাঁদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবূ বাকর (রা) তাদেরকে বলেন, আপনারা ঠিকই বলেছেন। তবে আমি যদি আপনাদেরকে প্রাধান্য দেই, আর এই যদি আপনাদের প্রত্যাশা হয়, তাহলে আপনাদের যা কিছু অবদান আছে সবই পার্থিব সুবিধা লাভের জন্যে হয়ে যাবে। আর যদি ধৈর্য ধরেন তা হলে তা হবে আল্লাহর জন্যে। তাঁরা বললেন, আমরা যা কিছু করেছি সবই আল্লাহর জন্যে। তখন আবূ বাকর (রা) মিম্বারের উপর উঠে দাঁড়ান এবং আল্লাহর হামদ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর একটি খুতবা দান করেন। সেই খুতবায় তিনি 'আরবী কবিতার উদ্ধৃতি দানের মাধ্যমে স্বীয় বক্তব্যকে শক্তিশালী করেন। খুতবাটির কিছু অংশ নিম্নরূপ:[২৬১]

يا معشر الأنصار! لوشئتم أن تقولوا : إنا اويناكم فى ظلالنا، وشاطر ناكم فى أمو النا، ونصرناكم بأنفسنا، لقلتم، وإن لكم من الفضل ما لا يحصيه العدد، وإن طال به الأمد، فنحن وأنتم كما قال طفيل الغنوى يشكر جعفرا :

---

২৬১. সুবহুল আ'শা, খ. ১৩, পৃ. ১০৮; যাহরুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৯; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ১, পৃ. ১৮৬

www.nagorikpathagar.org

جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت # بنا نعلنا فى الواطئين فزلت
أبوا أن يملونا ولو أن أمنا # تلاقى الذى يلقون منا لملت
هم أسكنونا فى ظلال بيو تهم # ظلال بيوت أدفأت وأظلت

হে আনসার সম্প্রদায়! আপনারা যদি বলতে চান যে, আমরা আপনাদেরকে আমাদের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি, আমাদের অর্থ-সম্পদে আপনাদেরকে অংশীদার করেছি, তা আপনারা বলতে পারেন। কারণ, আপনাদের এত অনুগ্রহ রয়েছে যা গুণে শেষ করা যায় না। তা যত দীর্ঘ সময়ই গোণা হোক না কেন। সুতরাং আমরা ও আপনারা হচ্ছি তেমন যেমন বলেছেন তুফায়ল আল-গানাবী:[২৬২]

আল্লাহ জা'ফারকে আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিদান দিন-যখন চলমানদের মধ্যে আমাদের জুতো আটকে যায়। অতঃপর পিছলে পড়ে যায়। তারা আমাদেরকে চিন্তাগ্রস্ত করতে অস্বীকার করে। আমাদের নিকট থেকে তারা যা লাভ করছে তা যদি আমাদের মা লাভ করতেন তাহলে তিনি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। তাদের বাড়ীর ছায়ায় তারা আমাদেরকে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। বাড়ীর এমন ছায়া যা রোদের তীব্রতাকে নিস্তেজ করে দিয়েছে এবং ছায়া দান করেছে।

কোন কোন খুতবায় দেখা যায় এ ধরণের কবিতার উদ্ধৃতি মূল খুতবার প্রায় সম পরিমাণ।[২৬৩]

(ঘ) এ যুগের খুতবায় আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জাহিলী খুতবা নির্দিষ্ট কোন বিষয় কেন্দ্রিক বা বিষয় ভিত্তিক ছিলনা। বরং সে আমলের খুতবার কথাগুলি হতো একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্পর্কহীন ও অবিন্যস্ত। পক্ষান্তরে এ যুগের খুতবা বিষয় কেন্দ্রিক দেখা যায়। খতীব একটি নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে খুতবা দিতেন। তা সে ওয়া'আজ-নসীহত হোক বা ইসলামের বিশেষ কোন ঘটনার বর্ণনাই হোক না কেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, এ যুগে খুতবা বিষয় ভিত্তিক রূপ ধারণ করে। যা জাহিলী যুগের খুতবায় পরিলক্ষিত হয় না।[২৬৪]

(ঙ) অনেক সময় এ যুগের খতীবরা কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি মূল বক্তব্যে চলে যেতেন। যেমন দেখা যায় হুসায়ন ইবন 'আলীর একটি খুতবায়।

---

২৫৪. আবূ কুরবান তুফায়ল ইবন 'আওফ জাহিলী যুগের হাতে গোনা শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। ধারণা করা হয় যে, তিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শথকের শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ইসলামের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কবি আন-নাবিগা আয-যুবয়ানীর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। (উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাবা, খ. ১৭৫-১৭৬)

২৬৩. সুবা'ঈ বুয়ূমী, তারীখ আল-আদাব, আল-'আরাবী ফিল 'আসর আল-জাহিলী, খ. ২, পৃ. ১৪৬

২৬৪. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ, খ. ২, পৃ. ১১৪

www.nagorikpathagar.org

মু'আবিয়া (রা) হযরত আলী (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর নিন্দামন্দ করলে হুসায়ন তার জবাবে এক খুতবায় বলেন।[২৬৫]

أيها الذاكر عليا، أنا الحسين، وأبي على، وأنت معاوية، وأبوك صخر، وأمي فاطمة، وأمك هند، وجدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدك عتبة بن ربيعة، وجدتي خديجة، وجدتك قتيلة.

হে 'আলীর সমালোচনাকারী, আমি হুসায়ন। আমার পিতা 'আলী। তুমি মু'আবিয়া, আর তোমার পিতা সাখর। আমার মা ফাতিমা, আর তোমার মা হিন্দা। আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম , আর তোমার দাদা 'উতবা ইবন রাবী'আ। আমার নানী খাদীজা, আর তোমার নানী কুতায়লা।

খতীবদের আচরণ ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য

জাহিলী 'আরবের অভ্যাস- আচরণ ও স্বভাব- বৈশিষ্ট্য ইসলামী যুগের খতীবরাও ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় দু'একটি ছাড়া সবই শক্তভাবে আঁকড়ে থাকেন। আহমাদ আল-হাশিমী বলেন:[২৬৬]

لم يخرج الخطباء عن مألوفهم عن أعتجار العمامة والإشتمال بالرداء وإختصار المخصرة والخطبة من قيام.

মাথায় পাগড়ি বাঁধা, কাঁধের উপর চাদর ছড়িয়ে দেয়া, ছড়ি ধারণ করা এবং দাঁড়িয়ে খুতবা দান- খতীবদের এ সকল সনাতন রীতি-পদ্ধতি থেকে এ যুগের খতীবরা বেরিয়ে আসতে পারেননি।

তাঁরা কোন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। যাতে খতীব শ্রোতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারেন। সম্ভবত: মাসজিদে মিম্বারের প্রচলন এখান থেকেই হয়েছে। আনাস ও ইবন 'উমার (রা) বলেন:[২৬৭]

كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب قائما.

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আনাস (রা) ও বর্ণনা করেছেন:[২৬৮]

---

২৬৫. শারহু নাহজিল বালাগা, খ. ৪, পৃ. ১৬; আহম্মদ আল হূফী, পৃ. ২৩২
২৬৬. জাওয়াহিরুল আদাব, খ. ২,পৃ. ২৭২
২৬৭. সাহীহ আল-বুখারী, বাবুল খুতবাতি কাইমান
২৬৮. প্রাগুক্ত, বাবুল খুতবাতি 'আলাল মিম্বরে

www.nagorikpathagar.org

خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়েছেন।

তাউস বলেন:[২৬৯]

خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়েছেন এবং আবূ বাকর (রা), 'উমার (রা) ও 'উসমানও (রা)। সর্বপ্রথম মিম্বারের উপর বসে খুতবা দিয়েছেন মু'আবিয়া।

ইমাম শা'বী বলেছেন, মু'আবিয়া যখন মাংস ও চর্বি জমে স্থূলদেহ হয়ে যান তখন মিম্বারের উপর বসে খুতবা দিতেন। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদূনের রীতি ছিল খুতবার সময় দাঁড়ানো।[২৭০]

একবার 'আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে, না বসে খুতবা দিতেন? তিনি বলেন: আপনারা কি[২৭১] وَتَرَكُوكَ قَائِمًا পড়েননি?

আল-হায়সাম ইবন 'আদী বলেন, একমাত্র বিয়ের খুতবা ছাড়া সে যুগের খতীবরা বসে কোন খুতবা দিতেন না।[২৭২] জুমু'আ বা অন্য যে কোন সময় খতীবরা মিম্বরে উঠে সর্বপ্রথম উপস্থিত সকলকে সালাম দিতেন।[২৭৩]

খতীব যখন খুতবা দানের জন্যে দাঁড়াতেন তখন তাঁর হাতে তরবারি, ধনুক, লাঠি, ছড়ি, বর্শা ইত্যাদি জাতীয় কিছু না কিছু থাকতো। কখনো কখনো খতীবের বাম হাতে থাকতো তরবারি অথবা ধনুক এবং ডান হাতে লাঠি। আল হাকাম ইবন হুযন আল-কালফী বলেন, আমি সাত অথবা নয়জন লোকের সাথে মদীনায় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট গেলাম। তাঁর কাছে কয়েকদিন অবস্থানও করলাম। এ সময় তিনি জুমু'আর দিন ধনুক অথবা লাঠিতে ঠেস দিয়ে

---

২৬৯. নায়লুল আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩৩০

২৭০. প্রাগুক্ত

২৭১. সূরা আল-জুমু'আর (৬২ : ১১) শেষ আয়াত وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎঃ তারা আপনাকে (খুতবাদানে) দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় জুমু'আর নামাযে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। (সুনানু ইবন মাজাহ্, দিল্লী, মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, পৃ. ৭৭; নায়লুল আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪২)

২৭২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৮

২৭৩. ড. মুহাম্মদ রাওওয়াস কিল'আ জী, ফিকহে আবূ বাকর, উর্দু অনু. মাওলানা 'আব্দুল কায়য়ূম, (লাহোর: ইদারা-ইমা'আরিফ-ই-ইসলামী, সং. ১, ১৯৯৪), পৃ. ১৭৬, ১৯৯

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।[২৭৪] 'আতা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর ছড়িতে ভালো রকম ভর দিতেন।[২৭৫] তাঁরা হাত দিয়ে প্রয়োজন মত ইশারা ইঙ্গিত করতেন, কণ্ঠস্বর তুঙ্গে তুলতেন এবং চেহারায় থাকতো পূর্ণ গাম্ভীর্য। আর এ সবই শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে সহায়ক হয়ে থাকে।[২৭৬] জাবির (রা) বলেন:[২৭৭]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর দু'চোখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠতো এবং তীব্র আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, সেই শত্রুবাহিনীর সতর্ককারীর ন্যায় যে বলে- সকাল ও সন্ধ্যায় শত্রু তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে।

শ্রোতাদের প্রভাবিত করণ এবং বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে খতীবের এমন আচরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবাদান অবস্থায় হাত ও আঙ্গুল দিয়ে ইশারা-ইঙ্গিত করতেন।[২৭৮]

খতীবদের বৈশিষ্ট্য

স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ বর্ণনা, চমৎকার ভঙ্গিতে কথা বলা, সত্য ও সঠিক মতামত প্রকাশ করা, স্থান-কাল-পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, গাম্ভীর্য, প্রখর ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস শ্রোতাদের মন জয় করার অতুলনীয় ক্ষমতা ইত্যাদি গুণে জাহিলী যুগের খতীবরা যেমন গুণান্বিত ছিলেন, তেমনি ইসলামী যুগের খতীবরাও এসকল গুণের অধিকারী ছিলেন। তবে ইসলাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের সাথে সাথে আরো অনেক গুণ সৃষ্টি করে। খুলাফায়ে রাশিদূন এবং দীন ও ঈমানে যাঁরা তাঁদের মত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রাণশক্তি ও শক্ত মনোবল যে মাত্রায় ছিল তার সাথে জাহিলী খতীবদের কোন তুলনাই চলেনা। আবূ বাকর (রা)-এর শক্ত আত্ম-বিশ্বাস, প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং অন্যের মন জয় করার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তী দ্বিধা-বিভক্ত 'আরব জাতিকে আবার ইসলামী ঐক্য ও সংহতির আওতায় ফিরিয়ে আনতে

---

২৭৪. নায়লুর আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩৩০

২৭৫. প্রাগুক্ত; আস-সুবা'ঈ বুয়ূমী, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী ফিল 'আসর আল-জাহিলী, পৃ. ১৪৬

২৭৬. আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা কী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়া 'আসরু সাদরিল ইসলাম, পৃ. ২৯০

২৭৭. নায়লুল আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩৩১; সাহীহ মুসলিম, বাবু তাখফীফ আস-সালাতি ওয়াল খুতবা

২৭৮. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু রাফ'ইল য়াদায়ন ফিল খুতবা; নায়লুল আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; মুসলিম, বাবু তাখফীফ আস-সালাতি ওয়াল খুতবা; ইবন সা'দ, তাবাকাত, খ. ১, পৃ. ৩৭৬

www.nagorikpathagar.org

সক্ষম হয়। 'উমার (রা)-এর বিশাল প্রাণসত্ত্বা, প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ গাম্ভীর্যের কারণে তিনি যে পথে চলতেন, শয়তান সে পথ এড়িয়ে চলতো বলে বর্ণিত আছে।[২৭৯] তিনি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভীতি ও দ্বীনের দ্বারা 'আরববাসীদের শাসন করেছেন। তরবারি বা অন্য কোন প্রকার অস্ত্র ছাড়াই তিনি তাদেরকে সকল প্রকার অপকর্ম থেকে বিরত রেখেছেন। কাকেও কোন খারাপ কাজ করতে দেখলে হাতের ছড়ি দিয়ে টোকা দিতেন। তাতেই এমন কাজ হতো যা তরবারির শত আঘাতেও সম্ভব হতো না। তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভীতির দরুণই তাঁর খুতবা মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করতো।

ইসলাম তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেয়। আল-কুরআনের মধ্যে তাঁরা জ্ঞানের এমন ঝর্ণাধারার সন্ধান পান যা কখনও শেষ হবার নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাহর মধ্যে তাঁরা এমন চিন্তার উৎস খুঁজে পান যা কখনও শুকাবার নয়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে তাঁদের উঠা-বসা ও মেলামেশা মানুষের স্বভাব-বৈচিত্রের জ্ঞান এবং স্থান ও আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং একজন সাহাবী খতীবের জ্ঞান একজন জাহিলী খতীবের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাঁর চিন্তা ছিল বেশী বিস্তৃত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অধিক প্রসারিত। জাহিলী জীবন ও ইসলামী জীবনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। মূর্তি উপাসক মানুষের জীবন এবং ঐশী ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের জীবনের মধ্যে বিরাট তফাৎ।

ইসলামী খতীবরা ছিলেন মানুষের অন্তরের কাছাকাছি। তাঁদের থেকে দূরে ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মধ্য থেকে নির্বাচিত ও বাছাইকৃত নেতৃবৃন্দ। তাঁরা যেমন আল্লাহকে ভালোবাসতেন, আল্লাহও তাঁদের ভালোবাসতেন। তাঁরা ছিলেন মু'মিনদের প্রতি সদয় ও কাফিরদের প্রতি কঠোর।[২৮০] আল্লাহ যাঁদেরকে ভালোবাসেন, তাঁদের প্রতি মানুষের ভালোবাসাও সৃষ্টি করে দেন। আত্মশক্তি, মানুষের ভয়-ভীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জনের পর যিনি বিনয়ী হন, মানুষ তাঁকে ভালোবাসে ও ভয় করে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কথার প্রভাবও পড়ে তাদের উপর দারুণ ভাবে।

---

২৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন 'উমারকে (রা) বলেন:

يا ابن الخطاب والذى نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك

হে ইবনুল খাত্তাব! সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমরা প্রাণ, কোন গিরিপথে আপনার চলার সময় শয়তান যদি আপনাকে দেখে তাহলে সে ঐপথ ছেড়ে অন্য পথে চলে। (সাহীহ আল-বুখারী, বাবু মানকিবি 'উমার (রা), বাবু আত-তাবাস্‌সুম ওয়াদ দুহক)। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إن الشيطان ليفرق منك يا عمر

হে 'উমার, শয়তান আপনাকে অবশ্যই ভয় করে। (আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলুগ আল-আমানী, খ. ২৩, পৃ. ৮০)

২৮০. আল-কুরআন, ৪৮ : সূরা আল ফাতহ, আয়াত- ২৯

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী সংস্কৃতি ও ঈমানী আবেগ-উচ্ছ্বাস এ যুগের খতীবদের অন্তরে থাকার কারণে তাঁদের হৃদয় ছিল অতি প্রশস্ত। সত্যের ব্যাপারে তাঁদের অন্তরে কোন রকম জড়তা ও সংকীর্ণতা ছিল না। সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন তা গ্রহণে তাঁদেরকে কেউ বিরত রাখতে পারতো না। যদি তাঁরা অসত্যের উপর থাকতেন তাহলে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনে কোন কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না। এই যাদের অবস্থা ছিল, তাঁদের কথা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করবে, তাঁদের আবেগ-অনুভূতি অবচেতন মনকে নাড়া দিবে- এটাই স্বাভাবিক। মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে যে, অন্তরে যা উচ্ছ্বলিত হয়, তাই মুখে উচ্চারিত হয়। আর যে সত্য মানুষ প্রত্যক্ষ করে তাই বিশ্বাস করে। যদি তারা বোঝে যে তা কৃত্রিমতা, ভনিতা, লোক দেখানোর সন্দেহ থেকে তা পবিত্র এবং কপটতার দোষ থেকে তা মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবী খতীবগণ সত্যের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রতি তাদের গভীর আগ্রহের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁরা তাঁদের জীবনের সবকিছু ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। জীবনের সকল উদ্দেশ্য এবং মনের সকল কামনা-বাসনার উপর তাঁরা রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্টিই প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁরা এমন ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁদের এ বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। যাঁদের অবস্থা ছিল এরূপ এবং মানুষের আস্থা যাঁরা অর্জন করেছিলেন তাঁদের বক্তৃতা-ভাষণ খুব সহজেই শ্রোতাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতো এবং তাদের অন্তরের বন্ধ দুয়ার খুলে অতি গভীরে পৌঁছে যেত। আবূ যাহরা যথার্থই বলেছেন:[২৮১]

إن الخطيب الإسلامي قد أدرع بصفات ترفعه إلى أسمى
منازل خطباء العالم في كل العصور.

ইসলামী খতীবরা এমন সব গুণের বর্ম ধারণ করেন যা তাঁদেরকে সর্বকালের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খতীবদের মাঝে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে।

---

২৮১. আল-খিতাবা, উসূলুহা, তারীখুহা, পৃ. ২৭৫

www.nagorikpathagar.org

শ্রেষ্ঠ খতীব ও বর্ণিত খুতবা (الخطيب والمروى من الخطب)

এ যুগের শ্রেষ্ঠ খতীবদের সংখ্যা এত বেশী যে, খুতবার ইতিহাসের কোন যুগের আধিক্যের সাথে তুলনীয় নয়। এ সকল খতীবের ইমাম হলেন সায়্যিদুল মুতাকাল্লিমীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কিয়ামতের দিনও তিনি হবেন আম্বিয়ায়ে কিরামের খতীব। হাদীছে এসেছে:[২৮২]

> إن النبى صلى الله عليه وسلم سيكون إمام الأنبياء و خطيبهم يوم البعث.
>
> কিয়ামতের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হবেন নাবীদের ইমাম ও তাঁদের খতীব।

তাঁর পরের স্থানে হলেন খতীবদের বিরাট একটি দল। তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন 'আলী- ইবন আবী তালিব (রা), তারপর আবূ বাকর (রা), 'উমার (রা) ও 'উসমান (রা)-এর নামগুলি আসে। আবুল হাসান আল-মাদাইনী বলেন:[২৮৩]

> كان أبو بكر خطيبا، وكان عمر خطيبا. وكان عثمان خطيبا، وكان على أخطبهم.
>
> আবু বাকর খতীব ছিলেন, 'উমার খতীব ছিলেন এবং 'উসমানও খতীব ছিলেন। 'আলী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খতীব।

মদীনার আনসারদের মধ্যে সাবিত ইবন কায়স আল-আনসারী 'খতীবু রাসূলিল্লাহ' উপাধি লাভের গৌরব অর্জন করেন।[২৮৪] বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খতীব হিসেবে স্বীয় বাগ্মিতার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। বিশেষত: 'আম আল–ওয়াফূদ (হি. ৯ম সন)-এ বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসতো, তখন প্রয়োজন মত তিনি তাদের সামনে খুতবা দিতেন।[২৮৫] এ ছাড়া সা'আদ ইবন রাবী', বাশীর ইবন সা'আদ, খাযরাজ নেতা সা'আদ ইবন 'উবাদা এবং 'খতীবু য়াওম আস- সাকীফা' হুবাব ইবন আল-মুনযির ছিলেন আনসার খতীবদের মধ্যে অতি উঁচু মর্যাদার অধিকারী।[২৮৬]

---

২৮২. আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, খ. ৫, পৃ. ১৩৭-১৩৮
২৮৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৩
২৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০১; . আহমাদ ফুআদ সায়্যিদ, তারীখ আদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যা, (কায়রো: মাকতাবা আল-খানজী, সং. ১, ১৯৯৪) পৃ. ১৮৫-১৮৬)
২৮৫. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫৬১-৫৬২
২৮৬. দ্র. আল-'ইকদ আল–ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৫৮-৫৯; আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২০৭; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ২, পৃ. ১৫৮; আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, পৃ. ৭, ৮৩

www.nagorikpathagar.org

মুহাজিরদের মধ্যে 'আবদুর রাহমান ইবন 'আওফ,[২৮৭] যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম,[২৮৮] খালিদ ইবন আল- ওয়ালীদ, 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ, তালাহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ্, নু'মান ইবন মুকাররিন, মুগীরা ইবন যুরারা, সা'আদ ইবন আবূ ওয়াককাস, 'আমর ইবন আল-'আস, মুগীরা ইবন শু'বা, 'উতবা ইবন গাযওয়ান, রিব'ঈ ইবন 'আমির, 'আমর ইবন মা'দিকারিব[২৮৯] প্রমুখের নাম খুতবার ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

খলীফা হযরত 'উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম উম্মাহ্ বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এক কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। কয়েকটি সংঘাত-সংঘর্ষ ও বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে যায়। উট ও সিফফীনের যুদ্ধের পর আপোষ-নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে তাহকীম বা শালিস নিয়োগের ঘটনা ঘটে। এসব প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষে অসংখ্য খতীবের অংশ গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। আহমাদ আল–হাশিমী বলেন:[২৯০]

> ظهر من كلتا الطائفتين خطباء لايحصى عددهم ولا يشق غبارهم، وعلى رأس العراقيين شيخ الخطباء على بن أبي طالب، وعلى رأس الشاميين معاوية بن أبي سفيان.
>
> উভয় পক্ষে এত বেশী খতীবের অভ্যুদয় ঘটে, যা গণনা করা যায় না। 'ইরাকীদের নেতৃত্বে ছিলেন খতীবদের পুরোধা 'আলী ইবন আবী তালিব এবং শামীদের নেতৃত্বে মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ান।

তারপর শী'আ ও খারিজী দ্বন্দ্ব এবং ইবন যুবায়র-এর খিলাফতের ঘোষণা দান। এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়। এ অবস্থার ফলাফল এ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মত ও দলের সমর্থন আদায়ের জন্যে খুতবাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাগ্মিতা, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় খুতবা দানে আলী (রা)-এর স্থান ছিল আফসাহুল 'আরাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে। 'আলী (রা)- এর সমর্থনে তুখোড় খতীবের একটি দল আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন: 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, আশতার আন-নাখঈ, 'আম্মার ইবন য়াসির, 'আদী ইবন হাতিম আত-তাঈ'

২৮৭. ফুতূহ আশ-শাম, পৃ. ১; আত-তাবারী, খ. ৪, পৃ. ৫২
২৮৮. আত-তাবারী, তারীখ, পৃ. ৫, পৃ. ৩৮; আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ৩, পৃ. ৩৬, ১০৬, ১০৯
২৮৯. আত-তাবারী, খ. ৪, পৃ. ৯২, ১০৬, ১০৯; আল-কামিল ফিত-তারীখ, পৃ. . ২২৩, ২২৭-২২৮
২৯০. জাওয়াহিরুল আদাব, খ. ২, পৃ. ২৭২)

www.nagorikpathagar.org

হাশিম ইবন 'উতবা, কা'কা' ইবন 'আমর, জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী, 'আবদুল্লাহ ইবন বুদায়ল আল-খুযা'ই, আশ'আস ইবন কায়স, সা'সা' ইবন সুহান, আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী, সা'ঈদ ইবন 'উবায়দ আত-তাঈ' আল-হাসান ইবন 'আলী প্রমুখ ব্যক্তি।[২৯১]

আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ অবলম্বনকারী খতীবদেরও একটি দল ছিল। তাঁরা তাঁদের জ্বালাময়ী খুতবার মাধ্যমে জনগণকে 'আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। এ দলে 'আমর ইবন আল-'আস, সা'ঈদ ইবন আল-আস, হাবীব ইবন মাসলামা আল-ফিহ্‌রী, যুল কিলা' আল-হিময়ারী এবং য়াযীদ-ইবন আসাদ-আল-বাজালী সর্বাধিক খ্যাতিমান।[২৯২]

এ যুগের ধর্মীয়-রাজনৈতিক উপদল খারিজী সম্প্রদায়ের 'আরবী কবিতা, গদ্য ও খুতবা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রয়েছে। এই খারিজী খতীবদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব আর-রাসিবী, ইবনুল কাওয়া, শুরায়হ ইবন আওফা, হারকুস ইবন যুহায়র আস-সা'দী, য়াযীদ ইবন 'আসিম আল-মুহারিবী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৯৩]

এ যুগে পুরুষের পাশাপাশি বহু তুখোড় মহিলা খতীবের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা দীনী খুতবা ছাড়াও রাজনৈতিক ও সামরিক খুতবাও দিয়েছেন। হযরত 'আইশা উটের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে[২৯৪] এবং তাঁর পিতার সমালোচকদের জবাবে[২৯৫] বহু খুতবা দিয়েছেন। একবার তো খলীফা 'উমার (রা) এক মহিলার বক্তৃতার কাছে হার মানেন। উম্মুল খায়র আল-বারিকিয়্যা নামের এক মহিলা 'আলীর পক্ষে অসংখ্য খুতবা দিয়ে মু'আবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন।[২৯৬] এ ছাড়া আয-যারকা' বিনত'আদী, 'ইকরাশা বিনত আল-আতরাশ, সাওদা' বিনত আম্মারা, কুলসূম বিনত 'আলী (রা) ও আরো অনেকে বিশেষ

---

২৯১. দ্র. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১৭৫-১৮৮, ১৯১,১৯৪; খ. ৬, পৃ. ৯-১১, ১৮-১৯, ২৩-২৪; আল কামিল ফিত তারীখ, খ. ৩, পৃ. ১০৫, ১১৩-১১৪; শারহু ইবন আবিল হাদীদ, খ. ১, পৃ. ৭৮, ১০১-১০২, খ. ২, পৃ. ৮১; খ. ৩, পৃ. ২৯২-২৯৩; আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, পৃ. ৪৫-৪৬, ৬৯-৭০

২৯২. দ্র. আত-তারারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ২৩৬; শারহু ইবন আবিল হাদীদ, খ. ১, পৃ. ৪৮১-৪৮৫, ৫০৪; আল-আগানী, খ. ১৯, পৃ. ৫৫

২৯৩. দ্র. আত্-তাবারী, খ. ৫, পৃ. ৪২, খ. ৬, পৃ. ৪১-৪৭; আল-ইমামাওয়াস সিয়াসা, খ. ১, পৃ. ১০৯; আল-খিতাবা, উসূলুহা ওয়া তারীখুহা, পৃ. ২৭৬

২৯৪. শারহু ইবন আবিল হাদীদ খ. ২, পৃ. ৮১; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪পৃ. ১২৮, ৩১৪-৩১৬

২৯৫. সুবহুর আ'শা, খ. ১, পৃ. ২৪৮; আল-'ইকদ আল ফারীদ- খ. ৪, পৃ. ২৬২; জামহারাতু খুতাবিল আরাব, খ. ১, পৃ. ২০৭-২০৯; নিহায়াতুল আরিব, খ. ৭, পৃ. ২৩০

২৯৬. নিহায়াতুল আরিব, খ. ৭, পৃ. ২৪১; সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ২৪৮; আল-'ইকদ আল ফারীদ, খ. ১, পৃ. ১৩২

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখযোগ্য।[২৯৭] মোটকথা এ যুগের খতীবদের সংখ্যা কোন যুগের খতীবদের সংখ্যার সাথে তুলনীয় নয়। আহমাদ আল-হাশিমী বলেন:[২৯৮] 'ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কোন যুগ নেই, যে যুগের খতীবের সংখ্যা এ যুগের চেয়েও বেশী।'

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ যুগের খতীবদের সংখ্যাধিক্য যে পরিমাণে সে তুলনায় বর্ণিত খুতবার সংখ্যা খুব কম। আসলে খতীবদের সংখ্যা অনুযায়ী খুতবার সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আগেই উল্লেখ করেছি, লেখালেখির তখনো তেমন প্রচলন হয়নি। সবকিছু স্মৃতিতে ধরে রাখা হতো। বংশ পরম্পরায় অনেক কিছু স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও যে পরিমাণ খুতবা পাওয়া যায় তা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর তুলনায় একেবারে নগণ্য নয়। গ্রীকদের সর্বশ্রেষ্ঠ খতীব ডিমোস্টিনস-এর একষট্টিটি (৬১) খুতবা ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, যার অর্ধেক তাঁর প্রতি ভুলক্রমে আরোপ করা হয়েছে, অথচ হযরত 'আলী (রা)-এর কয়েক শো খুতবা বর্ণিত হয়েছে। খতীবের সংখ্যার দিক দিয়ে ইসলামের প্রথম পর্বের 'আরবরা পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীকে অতিক্রম করে গেছে। কারণ, তাদের খলীফা, আমীর-উমারা এবং সেনা কমাণ্ডারদের বেশীর ভাগ ছিলেন খতীব। এমন কি তাদের তাপস ও পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি নিরাসক্ত 'আবিদ শ্রেণীর লোকেরাও খতীব ছিলেন।[২৯৯]

আসলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ 'আরবরা একটি কল্পনা ও আবেগ-অনুভূতি প্রবণ জাতি। ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য তাদের উপর দারুণ প্রভাব ফেলতো। তাদের মধ্যে ইসলামের এত দ্রুত ও ব্যাপক প্রসারের এটাও একটি অন্যতম কারণ। ইতিহাসে তাদের এমন বহু শহর ও দূর্গ জয়ের কথা জানা যায় যা তাদের সেনাপতির বা কমাণ্ডারের একটি মাত্র জ্বালাময়ী ভাষণ তাদেরকে দুঃসাহসী করে তোলে এবং মুহূর্তে মরণপণ আক্রমণ চালিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে। এমন বহু সেনাপতি ছিলেন যাঁদের শক্তিশালী খুতবা তাঁদের সৈনিকদের অন্তরে দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের বিজয়ের মূল কারণ সেই খুতবা।[৩০০]

অসংখ্য বিজয়, দল-গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধকরণ, অথবা বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দমন ও উত্তেজনা প্রশমনের নানাবিধ জটিলতার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়।

---

২৯৭. দ্র. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব খ. ১, পৃ. ৩৬৮-৬৯, ৩৭৩-৩৭৪
২৯৮. জাওয়াহিরুল আদাব, খ. ২, পৃ. ২৭২
২৯৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৩৫; আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ. ২, ১১০
৩০০. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগা, খ. ১, পৃ. ১৮৮

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকালের পর মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্ব প্রথম এক প্রবল অস্থিরতা দেখা দেয়। আবূ বাক্র (রা)-এর ছোট্ট একটি খুতবা মুহূর্তের মধ্যে সব অস্থিরতা, সকল উত্তেজনা দূর করে দেয়। আবূ বকর (রা) উঠে দাঁড়িয়ে এ ভাবে সম্বোধন করেন:[৩০১]

أيها الناس : إن يكن محمد قد مات فإن الله حي لم يمت...

তারপর তিলাওয়াত করেন এ আয়াতটি:[৩০২]

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছে, অতএব সে যদি নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?

এই কয়েকটি মাত্র বাক্য সকল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা দূর করে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। এভাবে সাকীফা বানী সা'ইদার খুতবা এবং পরবর্তীকালের খুলাফায়ে রাশিদূনের বহু খুতবা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

৩০১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১২২; প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৯, তারীখ আত- তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ. ২, পৃ. ১১১
৩০২. আল-কুরআন, ৩ : সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৪৪

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় - ৪
খুতবা : উমায়্যা যুগ

উমায়্যা যুগের পরিধি ও বিস্তৃতি

সিরিয়া কেন্দ্রিক উমায়্যা বংশের শাসনকালকে উমায়্যা যুগ বলে । এ যুগের পরিধি হি. ৪০ হতে ১৩২ (খ্রি. ৬৬১-৭৫০) পর্যন্ত প্রায় নব্বই বছর। এ সময়কালে যে সব খলীফা শাসনকাজ পরিচালনা করেন তাঁরা দুটি শাখায় বিভক্ত: সুফয়ানী ও মারওয়ানী।

হযরত 'আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর 'ইরাকের অধিবাসীরা 'আলী (রা)-এর বড় ছেলে আল-হাসানকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ান হি. ৪০/(খ্রি. ৬৬১) সনে আল-হাসানের বাহিনীকে পরাজিত করে অতি কৌশলে ৫/৬ মাসের মধ্যে আল-হাসানকে আজীবন পঞ্চাশ লক্ষ দিরহামসহ পারস্যের একটি জেলার রাজস্ব দেয়ার লিখিত অঙ্গীকার পত্র দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পদত্যাগ-পত্র আদায় করেন[১] এবং নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা দেন। পরবর্তী বিশ বছর যাবত খিলাফতের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। হি. ৪০-৬০/(খ্রি. ৬৬১-৬৮০) পর্যন্ত তিনি খলীফা ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে ইসলামী খিলাফতের উপর বানূ উমায়্যাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খিলাফত বংশীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। তিনি নিজেই বলতেন[২] "أنا أول الملوك" (আমি মুসলমানদের প্রথম বাদশাহ)। কিন্তু মু'আবিয়ার জন্য মৌলিক সমস্যা তখনো থেকে যায়। হিজায, 'ইরাক, মিসর, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে যায়। এসব স্থানে তাঁর বহু প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান ছিল। তবে তিনি খুব সহজে মিসরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইরাকের কিছু অংশও তাঁর শাসনের অধীনে আনেন। এ ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমে বেশকিছু নতুন এলাকা তিনি জয় করেন। 'আবদুল্লাহ (হি. ৭৩/খ্রি. ৬৯২) ইবন যুবায়র (রা) ছিলেন তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। গোটা হিজায সহ 'ইরাকের কিছু অংশ ছিল তাঁর অধীনে।

---

১. History of the Arabs, P. 189 – 90
২. আল-ইসতী'আব খ. ১, পৃ. ২৫৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৮, পৃ. ১৩৫, খিলাফত ও মুলূকিয়াত, পৃ. ১৪৮

www.nagorikpathagar.org

মু'আবিয়ার (রা) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র য়াযীদ (হি. ৬০/খ্রি. ৬৮০ সালে) খলীফা হন। পিতার মত তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ছিলেন না। তাঁর সময়ে কারবালায় মহানবীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৌহিত্র হুসায়ন ইবন 'আলী শাহাদাত বরণ করেন (১০ মুহররাম ৬১ হি. /১ অক্টোবর ৬৮০ খ্রি.)। 'হাররা এবং হি. ৬৩/(খ্রি. ৬৮২ সনে) মদীনা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ফলে 'ইরাক ও হিজাযে উমায়্যাদের শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

য়াযীদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া স্থালাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন অল্প বয়স্ক, দুর্বল ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তি। মাত্র তিন মাসের মত খলীফার পদে আসীন থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন।[৩] খিলাফত নিয়ে আবার ক্ষমতার দ্বন্ধ শুরু হয়। কিন্তু সবাইকে পরাভূত করে সে সময়ের বানূ উমায়্যাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মারওয়ান ইবন আল হাকাম[৪] (হি. ৬৪ খ্রি. ৬৮৪ সনে) তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নানা রকম ছল-চাতুরী বলে ক্ষমতা দখল করেন। তবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। মারওয়ানের বাহিনী দিমাশকের "মারজে রাহিত" নামক স্থানে "আবদুল্লাহর বাহিনীর মুখোমুখি হয়। মারওয়ান বিজয়ী হন। খিলাফত আবার বানূ উমায়্যাদের মধ্যে স্থিতি লাভ করে।[৫] কিন্তু শাসকদের এ নতুন ধারাটি মারওয়ান ইবন আল-হাকামের নাম অনুসারে 'মারওয়ানী' নামে অভিহিত হয়।

মাওয়ান ইবন আল-হাকাম মাত্র নয় মাস আঠারো দিন খিলাফত পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 'আবদুল মালিক হি. ৬৫/(খ্রি. ৬৮৫) সনে ক্ষমতার মসনদে আসীন হন এবং হি. ৬৫-৮৬/(খ্রি. ৬৮৫-৭০৫) পর্যন্ত একুশ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। তাঁর সেনাপতি হাজ্জাজ (হি. ৯৫/খ্রি. ৭১৪) ইবন য়ূসুফ আস-সাকাফী 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে পরাজিত ও

---

৩. ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম, (বৈরুত: দারুল আন্দালুস, সং. ৭, ১৯৬৪), খ. ১, পৃ. ২৮৭ History of the Arabs, P. 192 – 93

৪. মারওয়ান ইবন আল-হাকাম ইবন আবুল 'আস, আবূ 'আবদিল মালিক, খলীফা। বানূ আল-হাকাম ইবন আবুল 'আসের তিনি প্রথম বাদশাহ। তাঁর প্রতি আরোপ করে 'বানূ মারওয়ান' এবং তাদের শাসন কালকে 'মারওয়ানিয়্যা' বলা হয়। তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন, তাইফে বড় হন এবং মদীনায় বসবাস করেন। খলীফা 'উসমান (রা)-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও সেক্রেটারী ছিলেন। তালাহা, যুবায়র ও 'আইশা (রা)-এর সাথে বসরায় যান, উটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সিফফীন যুদ্ধে মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে যোগ দেন। পরবর্তীতে 'আলী (রা)-এর বায়'আত করেন এবং মদীনায় ফিরে যান। হি. ৪২-৪৯ পর্যন্ত মদীনার ওয়ালী ছিলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং শামে বসবাস করতে থাকেন। দ্বিতীয় 'মু'আবিয়া ইবন যায়ীদের মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। (আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, ৩৪; উসুদুল গাবা, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮; আল-আ'লাম, খ. ৭, পৃ. ২০৭)

৫. History of the Arabs, P. 192

www.nagorikpathagar.org

হত্যা করে গোটা হিজাযবাসীর নিকট থেকে 'আবদুল মালিকের জন্যে বায়'আত আদায় করেন। তিনি 'ইরাকেও উমায়্যা শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর তিনি পূর্ব দিকে বাহিনী পাঠান এবং খুরাসান, তুর্কিস্তান ও ভারত উপ-মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত সিন্ধু পর্যন্ত জয় করেন। অনুরূপ ভাবে পশ্চিমে লিবিয়া, তিউনিসিয়া এবং তারও পশ্চাতে আরো বিশাল এলাকা এ সময় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬]

'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদ স্থালাভিষিক্ত হন এবং দশ বছর শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ে মরক্কো ও স্পেন বিজয় সম্পূর্ণ হয়। তিনি উমায়্যা খিলাফাতের ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় করেন।

উমায়্যারা 'আরব জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পত্তন করে। ফলে অনারব মুসলমানরা যথাযথ মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়।[৭] তারা 'আলী ইবন আবী তালিবের বংশধর ও তাঁর অনুসারীদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করে। খিলাফত উমায়্যাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁদের অনেককে হত্যাও করে। অধিকার বঞ্চিত অনারব মাওয়ালীরা 'আলী বংশীয়দের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে গোপনে জনগণের মধ্যে কাজ করতে থাকে। তারা মানুষকে নাবী বংশের লোকদের পাশে এসে দাঁড়াতে আহ্বান জানায়। যেহেতু উমায়্যারা তাদের প্রতীক হিসেবে সাদা রং গ্রহণ করেছিল, এ কারণে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে কালো রং। তাদের পতাকা ছিল কালো, পোশাক- পরিচ্ছদ ছিল কালো। শেষের দিকে যখন দুর্বল ব্যক্তিরা উমায়্যা খিলাফতের মসনদে আসীন হন তখন তাঁদের বিরোধীরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সরাসরি সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা উমায়্যাদের হত্যা করতে আরম্ভ করে। উমায়্যা রাজবংশের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে হি. ১৩২/(খ্রি. ৭৫০ সনে) দিমাশক ভিত্তিক উমায়্যা খিলাফতের পতন হয়।[৮]

হিজরী ৪০ সনে খলীফা হিসেবে মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ানের বায়'আত গ্রহণের দিন থেকে এ খিলাফতের সূচনা হয় এবং ১৩২ হিজরীর ২৭ যিল হিজ্জা সর্বশেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান ইবন মুহাম্মদের হত্যার মাধ্যমে এর পতন হয়। এ খিলাফতের সর্বমোট সময়কাল চান্দ্র মাস হিসেবে ৯১ বছর ৯ মাস। সুফয়ানী

---

৬. য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৯৫৭), খ. ৮, পৃ. ৩৮২; উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদান, খ. ১, পৃ. ৩৫২; History of the Arabs, P. -207-213

৭. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম, খ. ১, পৃ. ৩৪২

৮. ড. উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৫৩

www.nagorikpathagar.org

শাখার তিনজন ও মারওয়ানী শাখার দশজন, মোট তেরোজন খলীফা খিলাফত পরিচালনা করেন।[৯] দেশের সীমা ছিল পশ্চিমে স্পেন ও ফ্রান্স, পূর্বে চীন ও সিন্ধু, উত্তরে উরাল সাগর এবং দক্ষিণে 'আরব সাগর।[১০]

নানা কারণে উময়্যা শাসনকালে 'আরবী খুতবার প্রভূত উন্নতি ও বিকাশ ঘটে। চতুর্থ অধ্যায়ে এ সময়কালের 'আরবী খুতবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

খুতবার উন্নতি ও বিকাশের কারণ

উমায়্যা যুগে খুতবার উন্নতি ও বিকাশের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অনারব জাতি-গোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা ও উঠা-বসা করতে শুরু করলেও তখনও 'আরবদের ভাষার জোর ও কথা বলার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়নি। কারণ তারা ছিল অলঙ্কৃত কথার, চমৎকার বর্ণনার, সুন্দরভাবে সাজ-শোভামণ্ডিত ভাষায় শ্রোতাদের মন-মগজ প্রভাবিত করতে সক্ষম হতেন।

তাদের ভাষার জোর ছাড়াও আরো কিছু উপাদান ও কারণ এ যুগের খুতবার উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। জাহিলী যুগে 'আরববাসীর জীবন ছিল গোত্রীয় আনুগত্যের উপর ভিত্তিশীল। এ আনুগত্যই ছিল তাদের বহু দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অন্যতম কারণ। যা অধিকাংশ সময় তাদেরকে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিত। উদাহরণ স্বরূপ সে যুগে সংঘটিত বানূ তাগলীবের "আল-বাসূস", তারপর বানূ 'আবস ও বানূ যুবয়ানের "দাহিস ও আল-গাবরা" যুদ্ধ দু'টির কথা উল্লেখ করা যায়। ইসলাম এসে এই-গোত্রীয় 'আসাবিয়্যাত তথা অন্ধ আনুগত্যের মূলোৎপাটন করে গোটা 'আরববাসীকে একটি উম্মাত ও একটি শক্তিতে পরিণত করে। খিলাফতে রাশেদার শেষ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। তারপর উমায়্যারা তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা করে। ফলে নতুন করে সেই পুরাতন 'আসাবিয়্যাত জেগে উঠে। তারপর খিলাফতের বিবাদে সমগ্র 'আরব কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দৃশ্যতঃ এ বিভক্তি ধর্মীয় চিন্তাধারার হলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক।

---

৯. তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৯৯

১০. মুফতী-'আমীম আল-ইহসান, তারীখে ইসলাম, বাংলা অনু, মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, সং.১, ১৯৯৫), পৃ. ১৪৪

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ যুগে উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠে। মূলতঃ এ বিরোধও খিলাফতকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিরোধের মূল কথা ছিল এ রকম:

১. খিলাফত বানূ উমায়্যাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২. খিলাফতের হকদার সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্।

৩. খিলাফতের হকদার বানূ হাশিম ও 'আলীর বংশধরেরা।

৪. খিলাফতের হকদার 'আরববাসী- কুরায়শদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না।

উমায়্যা বংশীয় খলীফারা এবং তাঁদের ওয়ালীগণ, যেমন: যিয়াদ ইবন আবীহ্ (হি. ৫৩/খ্রী. ৬৭৩), হাজ্জাজ প্রমুখেরা সব সময় জোরের সাথে বলতে থাকেন যে, আল্লাহ উমায়্যাদেরকে নির্বাচন করেছেন 'আরব ও মুসলমানদেরকে পরিচালনা করা এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাদেরকে শাসন করার জন্যে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এই উমায়্যাদেরকে যারা সমর্থন দিত তারা ছিল মুরজিআ সম্প্রদায়। তারা বলতো খলীফা ফাসিক মুসলমান হলেও তাঁর আনুগত্য করতে হবে এবং তাঁর পাপাচারের বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। শেষ বিচারের দিন তিনিই ফয়সালা করবেন।[১১] খারিজীরা 'আলী (রা)- এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর থেকেই জোর গলায় বলতে থাকে, খিলাফত হলো সকল মুসলমানের অধিকার। মুসলমানদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশী সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তিই এর মসনদে আসীন হবেন। তা তিনি কুরাইশ বংশের বাইরের এবং অনারবই হোন না কেন। বাহ্যত: তারা ছিল ইসলামী গণতন্ত্রের প্রবক্তা।[১২]

প্রথম দিকে তারা 'আলী (রা) ও ইবন 'আব্বাসের (রা) সাথে এবং পরে 'আবদুল্লাহ (হি. ৭৩/খ্রী. ৬৯২) ইবন যুবায়রের (রা) সাথে তর্ক-বাহাসে লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা একাধিক দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আযারিক, নবাজদাত, ইবাদিয়্যা- সেই উপদলগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক দল নিজেদের মতের স্বপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করতো।

'আলীর (রা) কুফা অবস্থানকালে তাঁর পাশে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে একটি দলের উদ্ভব হয় যারা মনে করতে থাকে 'আলী (রা) ও তাঁর বংশধরেরা খিলাফতের আইনগত হকদার। 'আলী (রা) মারা গেলে তারা হাসানের (হি.

---

১১. আল-বাগদাদী, আল-ফারক্ বায়নাল ফিরাক, (কায়রো: মাতবা'আতুল মা'আরিফ, ১৯১০), খ. ১, পৃ. ১৯; আশ শাহরিস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, (কায়রো: মাতবা'আতুত তাকাদ্দুম আল-আদাবিয়্যা, ১৩১৭ হি.) খ. ১, পৃ. ১৮৬

১২. ড. হাসান ইবরাহীম,তারীখ আল-ইসলাম, খ. ১, পৃ. ৩৭৬

www.nagorikpathagar.org

৫০/খ্রী. ৬৭০) পক্ষে সোচ্চার হয়। কিন্তু তারা হতাশ হয়। কারণ, হাসান খিলাফতের দাবী থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান। তবে তাদের উমায়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ক্ষোভ স্তিমিত হলো না। মু'আবিয়া মারা গেলেন। কূফার শী'আরা হুসায়নকে (হি. ৬১/খ্রী. ৬৮০) আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখলো। তিনি কূফার দিকে যাত্রা করলেন। কারবালায় তিনি নির্মম ভাবে শহীদ হলেন। য়া'যীদ ইবন মু'আবিয়া মৃত্যু বরণ করলেন। সুলায়মান ইবন সুরাদের[১৩] (হি. ৬৫/খ্রী. ৬৮৪) নেতৃত্বে 'তাওয়াবীন' আন্দোলন গড়ে উঠলো; কিনতু তাদের অবমাননাকর পরিণতি হলো। এ সময় আল-মুখতার আস-সাকাফী (হি. ৬৭/খ্রী. ৬৮৭) শী'আদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মানুষকে স্বমতে আনার জন্যে অসংখ্য সমাবেশে বক্তৃতা-ভাষণ দান করতে থাকেন। মুস'আব ইবন যুবায়রের হাতে তাঁর শোচনীয় পরিণতি হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকে যায়দ-ইবন 'আলী ইবন আল-হুসায়ন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁরও শোচনীয় পরিণতি হয়।

এ সময়ের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের দলের সৃষ্টি হয় এবং আট বছর টিকে থাকে। তাদের দাবী ছিল, খিলাফত হিজাযে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং উঁচু মর্যাদার অধিকারী কোন কুরায়শ সাহাবীর ছেলেকে খলীফা বানাতে হবে। এই উমায়্যারা, যারা খিলাফতের কেন্দ্র মদীনা থেকে দিমাশকে নিয়ে এসেছে এবং যামনী ও শামী গোত্রসমূহের লোকদের উপর ভর করে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করছে, তারা কোন ভাবেই এর হকদার নয়। আর এ কারণেই শাসন কর্তৃত্ব কুরায়শদের, তথা হিজাযীদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

অনেক সম্ভ্রান্ত 'আরব নেতা মনে করতেন খিলাফত কেবল কুরায়শদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয় বরং সমগ্র 'আরববাসীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কূফায় এ মত ও চিন্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ফলে 'আবদুর রহমান ইবন আল-আশ'আস আল-কিন্দী হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় একথা প্রচার করতেন, আর তাঁর অঞ্চলের লোকেরাও তাঁকে সমর্থন দিত। কিন্তু তাঁর এ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ

---

১৩. আবূ মুতাররিফ সুলায়মান ইবন সুরাদ, আস-সুলূলী আল-খুযা'ঈ। একজন সাহাবী, সেনা অধিনায়ক ও নেতা। উট ও সিফফীন যুদ্ধে 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করেন। কূফায় আবাসন গড়ে তোলেন। হুসায়ন ইবন 'আলীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তা থেকে সরে আসেন। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর রক্তের বদলা দাবী করে উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং শী'আদের "তাওয়াবীন" উপদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 'আয়নুল ওয়ারদা-এর যুদ্ধে 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের বাহিনীর হাতে (হি. ৬৫/ডখ্রী.৬৮৪ সনে) নিহত হন। তাঁর কর্তিত মস্তক মারওয়ানের সামনে উপস্থাপন করা হয়। তাঁর থেকে পনেরোটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আল-ইসাবা, খ. ২, পৃ. ৭৫, (জীবনী-৩৪৫৭-৩৪৫৭); আল-আ'লাম, খ. ৩, পৃ. ১২৭)

www.nagorikpathagar.org

ব্যর্থ হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমে য়াযীদ (হি. ১০২/খ্রী. ৭২০) ইবন মুহাল্লাবেরও এরূপ একটি বিদ্রোহ দেখা যায়। তারও একই পরিণতি হয়। তিনি মাসলামা ইবন 'আবদুল মালিকের সাথে 'আল-'আকার'-এর যুদ্ধে নিহত হন।[১৪]

উপরে উল্লেখিত পরস্পর বিরোধী প্রত্যেকটি দল-উপদলের ছিল অসংখ্য তুখোড় খতীব। তাঁরা তাঁদের অগ্নিঝরা বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেদের দলীয় রাজনৈতিক মতবাদ জনগণের নিকট তুলে ধরতেন এবং জনগণকে তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহবান জানাতেন। তেমনিভাবে তারা জনগণকে উমায়্যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ারও আবেদন করতেন। অপর দিকে এই বিরুদ্ধবাদীরা উমায়্যাদের সমর্থক বড় বড় বাগ্মী খতীবদের শক্তিশালী খুতবারও মুখোমুখি হতেন। তাঁরা তাঁদের খুতবায় বিরুদ্ধবাদীদেরকে আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল সৃষ্টিকারী এবং জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালনাকারী বলে চিত্রিত করতেন। এভাবে এ প্রক্রিয়ায় এ যুগে এক রকম শক্তিশালী রাজনৈতিক খুতবার উদ্ভব হয়। খিলাফতের পূর্ব ও পশ্চিমে যে সকল বিজয়ী বাহিনী মোতায়েন ছিল তাদের অধিনায়করা যে সকল খুতবা দিতেন তাও এর সাথে যুক্ত হতে পারে। প্রতিটি যুদ্ধের সাথেই থাকতো খুতবা ও কবিতা। এর সাথে আরো যুক্ত হতে পারে আন্ত:গোত্রীয় কলহ-বিবাদ যা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহে রূপ নিত। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি গোত্রের থাকতো বড় বড় খতীব। তাঁরা প্রতিপক্ষের লোকদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে ও সতর্ক করে এবং নিজেদের শক্তিমত্তার বর্ণনা দিয়ে খুতবা দিতেন। এইসব গোত্রীয় দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রূপ নিত। উমায়্যারা এক পক্ষকে সমর্থন করলে তাদের বিরুদ্ধবাদী কোন না কোন দল তাদের বিপরীত পক্ষে অবস্থান নিত। এতে রাজনৈতিক খুতবার দারুণ উন্নতি হয়।[১৫]

এই রাজনীতি, দল-উপদল ও সে সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী বাদ দিয়ে সভা-সমাবেশ ও প্রতিনিধি মিশনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই জাহিলী যুগ থেকেই এর ধারা 'আরবদের মধ্যে চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় প্রতিনিধি মিশনের গমনাগমন পূর্বের তুলনায়, বিশেষত: মক্কা বিজয়ের পর অনেক বেড়ে যায়। খিলাফতে রাশিদার সময় যখন বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হয়, নতুন নতুন শহর পত্তন হয় এবং খিলাফতের সীমা ও পরিধি বিস্তার লাভ করে তখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খলীফাদের দরবারে অসংখ্য দূত ও

---

১৪. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৮, পৃ. ১৫১; আল-আ'লাম, খ. ৮, পৃ. ১৮৯-১৯০
১৫. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ৪০৭

www.nagorikpathagar.org

প্রতিনিধির আগমন ঘটতো। তাদের অনেকে বিজয়ের খবর নিয়ে আসতো, আবার অনেকে আসতো নতুন শহরের ও বিজিত অঞ্চলের মানুষের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে। উমায়্যা যুগে এই প্রতিনিধি মিশন প্লাবনের মত খলীফা ও আমীর-উমারাদের দরবার ও প্রাসাদের দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়। তারা স্বগোত্র ও স্বজাতির পক্ষ থেকে তাদের প্রয়োজন ও দাবীর কথা খলীফা ও আমীরদের নিকট তুলে ধরতো। এ ব্যাপারে হযরত মু'আবিয়া (রা) বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের প্রতিনিধিদের স্বাগতম জানানোর জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। বিশেষত: তাঁর পুত্র য়াযীদের বায়'আতের সময় এ প্রতিনিধি মিশনের আগমন আরো বেড়ে যায়। তারা আপন আপন গোত্র ও অঞ্চলের পক্ষ থেকে এসে য়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে যেত এবং সেই সুযোগে নিজেদের অভিযোগ ও প্রয়োজনের কথাও তুলে ধরতো। আর এর সবই হতো খুতবার মাধ্যমে।[১৬]

এ সময়ে অভিনন্দন ও শোক প্রকাশ মূলক খুতবার যে ধারা পূর্ব থেকেই 'আরব সমাজে চালু ছিল তা আরো ব্যাপক রূপ ধারণ করে। এ জাতীয় অনুষ্ঠানকে তারা 'আল-মাকামাত' নামে অভিহিত করতো। এই 'মাকামাত' নামক মাজলিসে প্রতিনিধি হিসেবে গোত্রীয় নেতারা অংশ গ্রহণ করতেন। কোন কোন সময় একাধিক গোত্রের প্রতিনিধির উপস্থিতি ঘটতো এবং তাদের খতীবরা খুতবা দানের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। প্রত্যেক খতীবেরই লক্ষ্য থাকতো সাবলীল বর্ণনা ও বাগ্মিতায় সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। ফলে এ জাতীয় খুতবার দারুণ উন্নতি ঘটে। মাজলিস-মাহফিল ও রাজনীতির পাশাপাশি ইসলাম খিতাবার ক্ষেত্র আরো ব্যাপক করে দেয়। খুতবাকে জুমু'আ ও 'ঈদের নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে দিয়েছে। যেখানেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেখানেই মাসজিদ নির্মাণ করেছে এবং মাসজিদে মিম্বারও বানিয়েছে। যাতে খতীবরা তার উপর উঠে ওয়া'আজ-নসীহত করতে পারেন। ইসলামের সূচনা থেকেই এ জাতীয় খুতবা চালু ছিল। এ যুগে তা আরো সম্প্রসারিত হয়। খলীফা ও আমীরগণ ছাড়াও বহু খতীব দীনী ওয়া'আজ-নসীহত মূলত খুতবা প্রদান করতেন। পূর্ব থেকেই একদল মানুষ কুরআন- হাদীস ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের আলোকে মানুষকে উপদেশ দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ যুগে প্রতিটি অঞ্চল ও শহরে এ দলটির সদস্য সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।

তাছাড়া এ যুগে এক শ্রেণীর খতীবের উপস্থিতি দেখা যায় যাদেরকে 'আল-

---

১৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০৮

www.nagorikpathagar.org

কুসসাস' বা কাহিনী বর্ণনাকারী বলা হয়। তারা কুরআনের আয়াতের তাফসীর এবং পূববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের নামে প্রচলিত বহু কাহিনী ও পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে অভিনব সব কাহিনী তৈরী করে মানুষকে শোনাতো। তাদের অনেকে আবার অতিরঞ্জিত করে বলতো। এ কারণে মুসলিম সমাজের সত্যনিষ্ঠ ও খোদা ভীরু লোকেরা তাদেরকে ঘৃণা করতেন। বিশেষত: তাঁরা যখন দেখেন মু'আবিয়া ও তাঁর উত্তরসূরীরা তাদের অনেককে মাসিক ভাতা ও বেতন দিয়ে তাঁদের পক্ষে ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যে নিয়োজিত করেছেন। আরো অভিনব ব্যাপার এই যে, এই 'কুসসাস' সেনা বাহিনীতেও নিয়োগ করা হতো। তারা যুদ্ধের ময়দানে জোরালো খুতবার মাধ্যমে সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা করে তুলতো। তবে এর পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে একজন 'ওয়া'ইজ'ও (উপদেশ দানকারী) থাকতেন। ঐতিহাসিক তাবারীর অনেক বর্ণনায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আত্তার ইবন ওয়ারকা' যখন শাবীব আল-খারিজীর নিকট যান তখন দেখতে পান তিনি তাঁর বাহিনীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক কাহিনী শোনাচ্ছেন।[১৭] কুতায়বা (হি. ৯৬/খ্রী/৭১৫) ইবন মুসলিম খুরাসানে তাঁর সৈনিকদের ওয়া'আজ- নসীহতকারী বিখ্যাত 'আবিদ মুহাম্মদ-ইবন ওয়াসি'আল-আযদীর খোঁজ-খবর নিতেন।[১৮]

এ ধরণের কাহিনী বর্ণনাকারী ও ওয়া'ইজের উপস্থিতি কেবল রাষ্ট্রের বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং খারিজীরাও একই পন্থা অবলম্বন করে। তাদের শ্রেষ্ঠ কাহিনী বর্ণনাকারীদের মধ্যে সালিহ ইবন মুসাররাহ আস-সুফরী অন্যতম। তাবারীর ইতিহাসে তাঁর কাহিনীর কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়।[১৯] এমনি ভাবে অন্যান্য বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড একই রকম ছিল। এ প্রসঙ্গে জাহ্‌ম ইবন সাফওয়ানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।[২০]

এই দীনী পরিবেশ ও ওয়া'আজ-নসীহতের পরিমণ্ডলে এবং অনারবীয় সংস্কৃতির প্রভাবে 'আরবীয় বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও বিকাশ হতে থাকে। আর তাই 'আকীদার বিভিন্ন মাসআলায়, যেমন: ঈমানের সাথে 'আমলের সম্পর্ক, কোন মূসলমান যদি ফরজ ত্যাগ করে তাকে কি মু'মিন গণ্য করা যাবে, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আল্লাহর গুণাবলী ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক-বাহাস সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে জাবরিয়্যা, কাদরিয়্যা, মুরজিআ, মু'তাযিলা প্রভৃতি চিন্তাগোষ্ঠীর জন্ম হয়।

---

১৭. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ২২২, ২৪৯, ২৫৫
১৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ২৭৩
১৯. আত-তাবারী, খ. ৭, পৃ. ২১৭
২০. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ সব চিন্তাগোষ্ঠী উল্লেখিত বিষয় সমূহে পরস্পর অনেক দীর্ঘ তর্ক-বাহাস করেছে। প্রত্যেকেই সেই সব তর্ক-বাহাসে কুরআন-হাদীসের দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন করেছে। এই দলগুলো শুধু নিজেদের মধ্যেই বাহাস-মুনাজারা করেনি, বরং তারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও করেছে। এতে তারা গ্রীক যুক্তি-দর্শন ও অন্যান্য অনারব সংস্কৃতির সাহায্যও গ্রহণ করেছে। এভাবে উমায়্যা যুগে কালাম শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। আর বিতর্ক মূলক খুতবা, যাকে 'আল-মুনাজারা ও আল-মুহাবারা' বলে, তার উৎপত্তিও হয় এ সময়। এটা খুতবার একটি নতুন শাখা যা রাজনৈতিক, সভা-সমাবেশ ও ধর্মীয় খুতবার সাথে প্রযুক্ত হয়। এ খুতবার রীতি ছিল প্রতিপক্ষের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করা এবং তাদের মতবাদ যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করার সাথে সাথে নিজেদের মতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করা। খুতবার সময় প্রত্যেক দলের সমর্থকরা খতীবের পাশে হালকার আকারে অবস্থান করতো। এ জাতীয় মুনাজারার কল্যাণে 'আরবী খুতবার সীমাহীন উন্নতি হয়।[২১]

প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক খতীবগণ

এ যুগের রাজনৈতিক খুতবার সীমাহীন উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় সরকারের পক্ষের ও বিপক্ষের প্রতিটি মানুষের মুখ দিয়ে বক্তৃতার ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যুদ্ধ বা শান্তি যখনই যে দিকে তাকানো হয়, দেখা যায় অসংখ্য খতীব একক অথবা দলবদ্ধ ভাবে নিজেদের মত ও পথের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে জনগণের সামনে অগ্নিঝরা বক্তৃতা-ভাষণ দিচ্ছেন এবং নিজেদের মত ও পথের স্বপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলন ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এ জাতীয় খুতবার প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। মোট কথা, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও জনগণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে খুতবাকে প্রধান উপায় ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে।[২২]

সে যুগের প্রতিটি দল, প্রতিটি বিদ্রোহ ও বিপ্লব–তা ছোট হোক বা বড়, সবার ও সব কিছুর পিছনে ছিল অসংখ্য তুখোড় খতীব। খারিজী, শী'আ, যুবায়র ইবনুল

---

২১. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ৪০৯
২২. আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ৬৮

www.nagorikpathagar.org

আওয়াম পন্থী প্রমুখ বিপ্লবীদের ছিল অসংখ্য নিজস্ব খতীব। এ সব বিরোধী ও বিপ্লবী খতীবদের বিপরীতে ছিলেন অসংখ্য সরকার দলীয় খতীব। তাঁরা তাঁদের শক্তিশালী বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেদের অথবা উমায়্যা নেতৃবৃন্দ ও আঞ্চলিক শাসকদের পক্ষ সমর্থন করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, খিলাফতের পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্র, যেখানেই যুদ্ধ চলছিল সেখানে অগণিত অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তাঁরা সৈনিকদের আল্লাহর পথে ও শক্রর বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এমন উৎসাহমূলক খুতবা দিতেন। এ ভাবে প্রতিটি স্থান ও প্রতিটি মুখ থেকে রাজনৈতিক খুতবা ছড়িয়ে পড়ে।

(ক) খারিজী খতীবগণ

খারিজীদের যত বেশী সংখ্যক খতীব ছিলেন, সম্ভবতঃ অন্য কোন দল বা উপদলের তত ছিল না। কারণ তারা তাদর বিশ্বাসে ছিল অটল।[২৩] অধিকাংশ ক্ষেত্রে শী'আরা যেমন গোপনে কাজ করতো, তারা তা করতো না। তারা প্রকাশ্যে মানুষকে তাদের মত ও পথের দিকে আহবান জানাতো। সাথে সাথে বানূ উমায়্যা ও তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে অসিও উঁচু করে ধরতো। তবে তাদের সেসব খুতবার বেশি অংশ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। কারণ তাদের প্রভাব বলয়ের বাইরের লোকেরা তাদের খুতবার বর্ণনায় কোন উৎসাহ বোধ করেনি। অধিকাংশ মানুষ তাদেরকে 'আল-জামা'আর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে বিশ্বাস করেছে। তাছাড়া এটাও প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেরাও এ সব খুতবার সংরক্ষণ ও বর্ণনায় বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখায়নি। তা সত্ত্বেও সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তার কিছু অংশ সংরক্ষিত হয়েছে। বিশেষত: কিতাবুল বায়ান ও তাবয়ীনে সেসব খতীবের অনেকের নাম ও পরিচয় সহ তাঁদের খুতবার উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে।[২৪]

এই খারিজী খতীবদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমরা যাঁদের সাক্ষাৎ পাই তাঁদের মধ্যে হায়্যান ইবন জুবয়ান আস-সুলামী ও আল-মুসতাওরিদ (হি. ৪৩/খ্রী. ৬৬৩) ইবন

---

২৩. আবুল 'আব্বাস আল-মুবাররিদ (হি. ৩৮৫/ডখ্র.৯৯৮) বলেন, তারা তাদের বিশ্বাসে এত অটল ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কোন সৈনিক মারাত্মক রকম তীরবিদ্ধ অবস্থায় তার ঘাতকের দিকে আক্রমণের জন্যে ছুটে যেত এবং তার মুখে তখন উচ্চারিত হতো (عجلت ربي لترضى) প্রভূ হে, আমি তাড়াতাড়ি করেছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। (আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল লুগা ওয়াল আদাব, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা সং. ১, ১৯৮৭, খ. ২, পৃ, ১৮১); 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের সাথে এক খারিজীর একটি সংলাপে তাদের দৃঢ়তার চিত্র বিধৃত হয়েছে। (ফজরুল ইসলাম, পৃ. ২৬৪)

২৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৪৩, খ. ২, পৃ. ৩৬৪; শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ৪১০

www.nagorikpathagar.org

'উল্লাফা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মু'আবিয়ার (রা) শাসনকালে আল-মুগীরা ইবন শু'বা (রা) যখন কূফার ওয়ালী ছিলেন, উল্লেখিত খতীবদ্বয় সে সময়ের।[২৫] এরপর আমরা সাক্ষাৎ পাই ইবনুল আযরাক ও একদল নেতার যাঁরা 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র-এর সাথে মুনাজারা করেছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে তাঁরা তাঁদের মতে আনতে ব্যর্থ হয়ে বসরায় ফিরে যান। সেখানে তাঁরা আযারিকা,[২৬] নাজদাত,[২৭] সুফরিয়্যা,[২৮] ইবাদিয়্যা[২৯] এ চারটি প্রধান উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আযারিকা উপদল অতি দ্রুততার সাথে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়রের নিযুক্ত ওয়ালীগণ, অতঃপর উমায়্যা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয় এবং অস্ত্র ধারণ করে। আল-মুহাল্লাব ইবন আবূ সুফরা (হি. ৮৩/খ্রী. ৭০২) ও অন্যান্য সেনা অধিনায়কগণ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভাবে তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জনগণের অংশ গ্রহণের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আল-মুহাল্লাব সে সময় বহু খুতবা দেন।[৩০]
সেই সময় প্রদত্ত তাঁর একটি খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৩১]

يا أيها الناس! إنكم قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج، وأنهم ان قدروا عليكم فتنوكم فى دينكم، وسفكو دماءكم فقاتلوهم على ما قاتل عليه أولهم على بن أبى طالب، فقد لقيهم قبلكم الصابر المحتسب مسلم بن عبيس، والعجل المفرط عثمان بن عبيد الله، والمعصى المخالف حارثة بن بدر، فقتلوا جميعا وقتلوا، فألفوهم بجد وحد فإنما هم مهنتكم وعبيدكم، وعار عليكم، ونقص فى أحسابكم وأديانكم أن يغلبكم هؤلاء على فيئكم، ويطئوا حريمكم.

---

২৫. তাবারী, তারীখ, খ. ৬, পৃ. ১০৩-১২০; ইবনুল আসির, আল-কামিল, খ. ৩, পৃ. ১৬৯
২৬. আল-আযারিকা: এ দলটি ছিল নাফি' ইবন আল- আযরাকের অনুসারী। আল-আযরাকের নাম অনুসারে আল-আযারিকা নাম হয়। খারিজীদের মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থী দল। (আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ২২০; ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ২৬০)
২৭. নাজদা ইবন 'আমির- এর অনুসারীদেরকে নাজাদাত বলা হয়। (ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ২৬০)
২৮. সুফরিয়্যা: এ দলের নামকরণের ব্যাপারে একটু মত পার্থক্য আছে। একদল পণ্ডিত বলেন, যিয়াদ ইবন আল- আসাফারের অনুসারী হবার কারণে এদেরকে সুফরিয়্যা বলা হয়। অন্য একদল পন্ডিত বলেন, এরা ছিল এমন একদল মানুষ যাঁরা অতিরিক্ত 'ইবাদাতের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাঁদের চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছিল। তাই তাঁদেরকে সুফরিয়্যা বলা হতো। (আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ২২০)
২৯. আল-ইবাদিয়্যা: এ দলের নেতা হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ আত-তামীমী। তাঁর নাম অনুসারে দলটির নাম হয়েছে। খারিজীদের মধ্যে এ দলটি ছিল নরম পন্থী। (ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ২৬০)
৩০. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, খ. ২, ২৪৬; ইবন হাজার, তাহযীব আত-তাহযীব, (হায়দ্রাবাদ: দাইরাতু আল-মা'আরিফ ১৩২৫ হি.), খ. ১০, পৃ. ৩২৯; (ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব, বৈরূত: দার আল-ফিকর, ১৯৭৮), খ. ১, পৃ. ৯০)
৩১. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ২, পৃ. ৪৪৮

www.nagorikpathagar.org

ওহে জনমণ্ডলী! আপনারা তো এই খারিজীদের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত আছেন। যদি তারা আপনাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে আপনাদেরকে দীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেবে এবং আপনাদের রক্ত প্রবাহিত করবে। সুতরাং তাদের পূর্ব-সূরীদের সাথে আলী ইবন আবূ তালিব যে কথার উপর যুদ্ধ করেছিলেন আপনারাও সেই কথার উপর তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আপনাদের পূর্বে তাদের মুখোমুখি হয়েছেন হিসেবী, ধৈর্য্যশীল মুসলিম ইবন 'উবায়স, খুব বেশী রকম তাড়াহুড়োকারী 'উসমান ইবন' 'উবায়দুল্লাহ এবং বিরুদ্ধাচরণকৃত ব্যক্তি হারিসা ইবন বাদার। তারা সবাই নিহত হয় এবং হত্যা করে। আপনারা তাদেরকে চেষ্টা ও শ্রমসহকারে খুঁজে বের করুন। কারণ তারা আপনাদের সেবক ও দাস। আপনাদের জন্য লজ্জা এবং আপনাদের বংশ ও দীনের জন্য ত্রুটি হবে- যদি তারা আপনাদের বাহিনীর উপর বিজয়ী হয় এবং আপনাদের সংরক্ষিত স্থান পদদলিত করে।

আযরিকাদের সাথে এসব যুদ্ধের আগুন প্রায় পনেরো বছর যাবত দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। রণক্ষেত্রে অসির যুদ্ধের পাশাপাশি কবিতা ও খুতবার মাধ্যমে ভাষার যুদ্ধও চলেছে। নাফি' ইবন আল- আযরাক ও যুবায়র ইবন 'আলী ছিলেন এ দলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ খতীব। তাঁদের কবিতা ও খুতবার ভাব ও বিষয় প্রায় একই রকম। তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের পার্থিব জীবনকে উপক্ষো করে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাতেন। তাঁদের মতে, এ পার্থিব জীবন অলীক ও অসার ধারণা মাত্র। তাঁদের একমাত্র কাম্য পরকালীন অনন্ত জীবন। তাঁরা মনে করতেন, তাঁদের এ সব যুদ্ধ সত্যের পথে-যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রত্যেকের একমাত্র কামনা শাহাদাত লাভ করা। যুবায়র ইবন 'আলী তাঁর একটি খুতবায় বলেন:[৩২]

إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر، وهو على الكافرين عقوبة وخزى. وثقوا بأنكم المستخلفون فى الأرض والعاقبة للمتقين.

নিশ্চয় বিপদ-আপদ মু'মিনদের জন্যে পরিশোধন ও পুরস্কার, আর কাফিরদের জন্যে শাস্তি ও লাঞ্ছনা। এ বিশ্বাসে অটল থাকুন যে, আপনারাই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আর পরকাল মুত্তাকীদের জন্যেই।

৩২. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, খ. পৃ. ৩২০

www.nagorikpathagar.org

তাঁর এ ভাষণ দ্বারা বুঝা যায়, তাঁরাই হচ্ছেন সত্যপন্থী এবং অন্যরা অসত্য ও বাতিলপন্থী। তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত মু'মিন এবং অন্যরা কাফির। তাঁদের নিহতরা যাবেন জান্নাতে, আর অন্যদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে। এ কারণে তাঁরা শাহাদাত কামনা করেন। শুধু তাই নয়, এ শাহাদাত যত দ্রুত অর্জন করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ এর মাধ্যমে এ অসার পার্থিব জীবন ও তার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস থেকে নিস্কৃতি লাভ করা সম্ভব হবে। মৃত্যুর মাধ্যমে শত্রুর উপর এক ধরণের বিজয় লাভ বলে তাঁরা মনে করেন- যে শত্রু দুনিয়ার উপর বিজয়ী হয়েছে। তাঁরা চাননা সেই শত্রু তাঁদেরকে আখিরাতেও পরাজিত করুক।

তাদের কবিতায় যেমন তারা মানুষকে ওয়া'আজ- নসীহত করেছে, তেমনি ভাবে খুতবায় তা করতে দেখা যায়। যুবায়র ইবন 'আলীর পর তাদের নেতা হন বিখ্যাত খতীব কাতারী ইবন আল-ফুজাআ।[৩৩] 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলন সমূহে তাঁর একটি দীর্ঘ অনুপম উপদেশ মূলক খুতবা সংরক্ষিত হয়েছে।[৩৪] তাঁর সেই খুতবার সূচনা করেছেন এভাবে:[৩৫]

إما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات وراقت بالقليل، وتحببت بالعاجلة وحليت بالآمال، وتزينت بالغرور، ولاتدوم حبرها ولا تؤمن فجعتها، غرارة ضرارة، خوانة غدارة، حائلة زائلة، نافدة بائدة أكالة غوالة، بدلة نقالة، لا تعدو

---

৩৩. কাতারী ইবন আল-ফুজাআ ছিলেন খারিজী সম্প্রদায়ের একজন বড় নেতা। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের পক্ষ থেকে মুস'আব ইবন যুবায়র 'ইরাকের ওয়ালী থাকা কালে কাতারী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হি. ৬৬ সনে মুস'আব ওয়ালী হন। প্রায় বিশ বছর যাবত কাতারী মুস'আব ও হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কাতারী তাঁর প্রকৃত নাম নয়। এটা তাঁর জন্মস্থানের দিকে সম্বন্ধ সূচক নাম। কাতার হলো বাহরায়ন ও 'উমানের মধ্যবর্তী একটি স্থান। খারিজী নেতা নাফি' আল-আযরাকের নিহত হবার পর তাঁর অনুসারীরা কাতারীর হাতে বায়'আত করে এবং তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন' অভিধায় ভূষিত করে। হি. ৭৮/৬৯৭ খ্রি. সনে তিনি নিহত হন। (আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৪১; টীকা- ৬; 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৪৫৮-৪৬৯) তাঁর কর্তিত মস্তক হাজ্জাজের নিকট পাঠানো হয়। তাঁর যুগের মানুষের নিকট তিনি একজন উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় খুতবা দানের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (শাযারাতুয যাহাব, খ. ১, পৃ. ৮৬; ওফায়াতুল আ'য়ান, খ. ৪পৃ. ৯৩)

৩৪. ইবন আবিল হাদীদ এ খুতবাটি 'আলী (রা)-র খুতবার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। টীকাতে তিনি বলেছেন: 'এই খুতাটি আল-জাহিজ 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' গ্রন্থে কাতারী ইবন আল-ফুজাআর নামে উল্লেখ করেছেন। অথচ মানুষ এটি আমীরুল মু'মিনীন 'আলীর (রা) নামে বর্ণনা করে থাকে। খুতবাটি বাস্তবে আমীরুল মু'মিনীনের কথার সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ অসম্ভবও নয়। হতে পারে কাতারী এটি 'আলী (রা)-এর কোন সহচরের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকবে। খারিজীরা তো সবাই এক সময় 'আলীরই (রা) অনুসারী ছিল।' (শারহু নাহজিল বালাগা, খ. ২, পৃ. ২৪২; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৪১, টীকা-১, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১২৬, টীকা-২)

৩৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১২৬-১২৯; 'উয়ুন আল-আখবার, খ, ২, পৃ. ২৫০; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৪১-১৪৩; সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ১২৩

www.nagorikpathagar.org

إذا هى تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها، والرضا عنها، أن تكون كما قال الله : "كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا." مع أن امرأ لم يكن منها فى حبرة، إلا أعقبته بعدها عبرة، ولم يلق من سرائها بطنا، إلا منحته من ضرائها ظهرا، ولم تطله غبية رخاء، إلا هطلت عليه مزنة بلاء، وحرى إذا أصبحت له منتصرة أن تمسى له خاذلة متنكرة، وإن جانب منها أعذوذب واحلولى أمر عليه منها جانب وأوبى، وإن آتت امرأ من غضارتها ورفاهتها نعما أرهقته من نوائبها نقما، ولم يمس امرؤ منها فى جناح أمن إلا أصبح منها على قوادم خوف، غرارة غرور ما فيها، فانية، فإن من عليها، لا خير فى شيء من زادها إلا التقوى.

অতঃপর আমি আপনাদেরকে দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করছি। সে একটি মাধুরীময় সু–শ্যামল, কামনা-বাসনায় পরিবেষ্টিত। অল্পতেই তুষ্ট হয়, দ্রুততাকে পছন্দ করে, আশার অলঙ্কার ধারণ করে এবং ধোঁকার ভূষণে সজ্জিত হয়। তার ঐশ্বর্য দীর্ঘস্থায়ী নয় এবং তার দুঃখ-বেদনাও বিপদমুক্ত নয়। ক্ষতিকর দারুন ধোঁকাবাজ, ভীষণ আস্থা ভঙ্গকারী প্রতারক, প্রস্থানকারী কৌশলী, চিরতরে বিলুপ্ত ও অবসানের বৈশিষ্ট্য ধারণকারী, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত প্রচুর আহারকারী, পরিবর্তনশীল ভীষণ নকলবাজ। তার প্রতি আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট ব্যক্তির আশা-আকাঙ্খার কাছে যখন সে শেষ হয়ে যায় তখনও সে আল্লাহর এই বাণীর চেয়ে আর বেশী কিছু হয় না: 'তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সব কিছুর উপর শক্তিমান।' তথাপি একজন মানুষ তার কাছ থেকে খুশী হতে পারে না। তার সাথে সম্পৃক্ততার পরিণতি হয় চোখের পানি। তার সুসময়ে ভিতরের কিছুই লাভ করে না। তবে তার দুর্দিনের প্রকাশ্য রূপটি সে তাকে দান করে। তার স্বল্প বর্ষণে প্রাচুর্য্য আনে না, তবে তাকে মুষল ধারার বর্ষণে বিপদ বয়ে আনে। সুতরাং এটাই সঙ্গত যে, সকালে তাকে সাহায্যকাররিনী দেখলে, সন্ধ্যায় দেখবে একজন অপরিচিত পরিত্যাগকারিনীর বেশে। তার একপাশ যদি হয় মিষ্টি-মধুর তো অন্য পাশ হবে তিতা ও মহামারী।

www.nagorikpathagar.org

> যদি সে কোন ব্যক্তিকে তার প্রাচুর্য্য ও সজীবতা থেকে কিছু সম্পদ দান করে, তবে তার বিপদ-আপদ দ্বারা তার বদলাও নিয়ে নেয়। তার এক ডানা থেকে মানুষ যদি সকালে কিছু শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে, তবে সন্ধ্যায় তার ডানার সামনের দিকের পালকে ভয়-ভীতিও দেখে থাকে। তার মধ্যে যা কিছু আছে তা একজন ধোঁকাবাজের মারাত্মক ধোঁকা। সে নিজে ধ্বংসশীল, তার উপরে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল। একমাত্র তাকওয়া ছাড়া তার পাথেয়ের কোন কিছুর মধ্যে কোন কল্যাণ, কোন মঙ্গল নেই।

তাঁর এই দীর্ঘ খুতবাটিতে এ ধরণের ওয়া'আজ-নসীহত, দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক ও আখিরাতের ব্যাপারে আগ্রহী করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। খুতবায় উচ্চারিত শব্দ মালার সৌন্দর্য ও তার অনুপম গাঁথুনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রোতাদের হৃদয় ও মনে সর্বাধিক প্রভাব ফেলার লক্ষ্যে খতীব সাজা' গদ্য ব্যবহার করেছেন। শুধু-সাজা'র উপর নির্ভর করেননি, বরং তিনি ভাবকে চমৎকার রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের চিত্রণ ও অন্যান্য পদ্ধতিরও আশ্রয় নিয়েছেন। এই আযারিকাদের মধ্যে খতীব হিসেবে আরো যাঁরা খ্যতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে 'উবায়দা ইবন হিলাল আল-য়াশকারী, যায়দ ইবন জুনদুব আল-ইয়াদী ও 'আবাদি রাব্বি আস-সাগীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুফরিয়্যাদের মধ্যে 'ইমরান ইবন হিত্তান ও সালিহ ইবন মুসাররাহকে বড় খতীব হিসেবে দেখা যায়। আল-মুবাররিদ বলেন: 'ইমরান হলেন সুফরিয়্যাদের যোদ্ধা, খতীব ও কবিদের নেতা।'[৩৬] এই সালিহ তাঁর দলের লোকদের মধ্যে ওয়া'আজ কারতেন এবং তাদেরকে বহু কিসসা কাহিনী শোনাতেন। তাঁর এসব কিসসা-কাহিনী ও ওয়া'আজ- নসীহত সবই হতো বানূ উমায়্যা ও অন্যান্য ইসলামী দলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক। তিনি যখন আল-জাযীরা ও মাওসিলে তাঁর সমর্থক ও অনুগামীদের যথেষ্ট পরিমাণে উত্তেজিত করতে সক্ষম হলেন বলে মনে করলেন তখনই হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন। তিনি নিহত হলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন শাবীব। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত হাজ্জাজের বাহিনীকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। সালিহ ইবন মুসাররাহ- এর ওয়া'আজ-নসীহত মূলক একটি খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপঃ[৩৭]

أوصيكم بتقوى الله والزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة وكثرة ذكر

---

৩৬. আল-কামিল ফিল লুগা ওয়াল আদাব, খ. ২, পৃ. ১৪৪
৩৭. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ২১৭; শারহু ইবন আবিল হাদীদ, খ. ১, পৃ. ৪০৯

www.nagorikpathagar.org

الموت وفراق الفاسقين وحب المؤمنين، فإن الزهادة فى الدنيا ترغب العبد فيما عند الله وتفرغ بدنه لطاعة الله، وإن كثرة ذكر الموت تخيف العبد من ربه، حتى يجأر إليه ويستكين له، وإن فراق الفاسقين حق على المؤمنين، قال الله فى كتابه :[৩৮] "وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ." وإن حب المؤمنين السبب الذى ينال به كرامة الله ورحمته، جعلنا الله وإياكم من الصادقين الصابرين.

আমি আপনাদেরকে খোদাভীতি, দুনিয়া ত্যাগ ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহী, বেশী করে মৃত্যুর স্মরণ, ফাসিকদের থেকে দূরে থাকা ও মুমিনদেরকে ভালোবাসার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য বান্দাকে আল্লাহর নিকট যা আছে তার প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং তার দেহকে আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে একাগ্র করে তোলে। বেশী করে মৃত্যুর স্মরণ বান্দার মধ্যে তার প্রতিপালকের ভয় সৃষ্টি করে। ফলে সে হয় বিনয়ী এবং আল্লাহর সাহায্য কামনাকারী। আর ফাসিকদের থেকে দূরে থাকা মু'মিনদের কর্তব্য.। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: 'তাদের কেউ মারা গেলে (হে মুহাম্মদ) আপনি কখনো তাদের জানাযার নামায পড়বেন না। তার 'কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।' মু'মিনদেরকে ভালোবাসা এমন এক উপায় যার দ্বারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের সবাইকে সত্যবাদী ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত করুন।

এ ভাবে তিনি সুফরিয়্যা দলের লোকদের উপদেশ দান করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিতে অত্যাচারী ও বিপথগামীদের পুরোধা বানূ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাদেরকে আরো উৎসাহিত করেছেন পূর্বসূরী মু'মিনদের সাথে মিলিত হবার জন্যে যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে বিক্রী করে দিয়েছে। তাঁর এ জাতীয় বহু খুতবা সংরক্ষিত দেখা যায়।[৩৯] এই সুফরিয়্যাদের মধ্যে খতীব হিসেবে আরো যাঁরা

৩৮. আল-কুরআন, ৯ : সূরা আত তাওবাহ, আয়াত- ৮৪
৩৯. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ২১৮-২২২; শারহু ইবন আবিল হাদীদ, খ. ১, পৃ. ৪০৯-৪১০

www.nagorikpathagar.org

খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে আত-তিরিম্মাহ্ ইবন হাকীম, শুবায়ল ইবন 'আয়রা আস-সাব', দাহ্হাক ইবন কায়স, হাবীব ইবন খুদরা আল-হিলালী, আল-মাকাত্তাল, 'উবায়দা ইবন হিলাল আল-য়াশুকুরী, নাসর ইবন মিলহান, আল–কাসিম বিন সুদায়কা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।[৪০] শুবায়ল ইবন 'আয়রা ছিলেন একজন রাবী খতীব এবং আল-কাসিম ইবন সুদায়কা ছিলেন বংশবিদ্যা বিশারদ খতীব। শুবায়ল দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। জীবনের সত্তরটি বছর রাফেজী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারপর খারিজীদের সুফরিয়্যা মতবাদে দীক্ষা নেন। দাহ্হাক ইবন কায়স মারওয়ান ইবন মুহাম্মদের সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিছুকালের জন্যে 'ইরাকের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার ইবন 'আবদুল আযীয ও সুলায়মান ইবন হিশাম তার বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিছনে নামায আদায় করেন।[৪১]

নাজদাত দলের খতীবদের সম্পর্কে সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে ইবাদিয়্যা দলের মধ্যে যাঁরা খতীব হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন য়াহয়া আল- কিন্দী সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান। তাঁর উপাধি ছিল 'তালিবুল হাক'-তথা সত্যের সন্ধানকারী।[৪২] হিজরী ১২৯ সনে তিনি উমায়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেন। হাদারামাওত ও য়ামনের উপর আধিপত্য লাভ করেন। তাঁর সেনা অধিনায়ক আবু হামযার নেতৃত্বে একটি বাহিনী হিজাযের দিকে অগ্রসর হয়ে মক্কা ও মদীনায় আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। অল্প দিনের মধ্যেই মারওয়ান ইবন মুহাম্মদের বাহিনী তাঁকে হঠিয়ে দেয় এবং তাঁকে হত্যা করে।[৪৩] এই আবূ হামযার অনেক চমৎকার খুতবা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে তিনি মক্কায়, মতান্তরে মদীনায় যে খুতবাটি দান করেন সেটি সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয়।[৪৪] এ খুতবার সূচনাতে তিনি আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) যথেষ্ট প্রশংসা করলেও পরক্ষণে 'উসমান (রা) এবং তাঁর পরবর্তী উমায়্যা খলীফাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁরা যে আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধান অকার্যকর করে ফেলেছিলেন এবং জনগণের জীবনকে জুলুম-অত্যাচারে দুর্বিসহ করে

---

৪০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪১, ৩৪৩, ৩৪৬
৪১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৪
৪২. কিতাবুল আগানী, খ. ২০, ৯৮; আত-তাবারী, খ. ৯, পৃ. ৯০
৪৩. আত-তাবারী, খ. ৯, পৃ. ১০৭; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ. ৫, পৃ. ১৫৮
৪৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১২২; 'উয়ুন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৪৯; আল- 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৪৪; আল-আগানী, খ. ২০. ১০৪; আত-তাবারী, তারিখ. খ. ৯, পৃ. ১০৭-১০৯

www.nagorikpathagar.org

তুলেছিলেন তার একটা চিত্র তিনি সেই খুতবায় তুলে ধরেন। য়াযীদ ইবন মু'আবিয়া ও 'আবদুল মালিকের ভোগ-বিলাসী জীবনের কথাও তাতে বর্ণনা করেন। সাথে সাথে খারিজীদের এ দুনিয়াতে তাকওয়া ও যুহদের জীবন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, দৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কথাও অতি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেন। ঐ খুতবায় তিনি খারিজী যুবকদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য যে আবেগময় ভাষায় চিত্রিত করেছেন তা লক্ষণীয়। তিনি বলেন:

شباب والله مكتهلون فى شبابهم غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، باعوا أنفسا تموت غدا، بأنفس لا تموت أبدا. ينظر الله إليهم فى جوف الليل، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مر أحدهم بأية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مربآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. قدأكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم وجباهم موصول كلالهم، كلال الليل بكلال النهار واستقلوا ذلك فى حنب الله حتى إذا رأوا السهام قد فوقت والرماح قد أشرعت والسيوف قد انتضيت، ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت استخفوا بوعيد الكتيبة لوعد الله. ومضى الشباب منهم قدما، حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، وتخضبت بالدماء محاسن وجهه، فأسرعت إليه سباع الأرض، وانحطت عليه طير السماء. فكم من عين فى منقار طائر طالما بكى صاحبها فى جوف اليل من خوف الله، وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الله بالسجود لله ثم قال : اَه اَه (ثلاثا)، ثم بكى ونزل.

আল্লাহর কসম! তারা এমন এক শ্রেণীর যুবক যারা বৃদ্ধদের মত গম্ভীর ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী। অন্যায় ও অপকর্ম থেকে দৃষ্টি অবনতকারী। তাদের পা অসত্য ও অন্যায়ের ব্যাপারে বোঝা ও ভারী হয়ে যায়। 'ইবাদাত করতে করতে তারা ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছে এবং রাত্রি জাগরণের কারণে হালকা পাতলা হয়ে পড়েছে। তারা এমন প্রাণ বিক্রি করে ফেলেছে যা আগামী কাল মারা যাবে, এমন প্রাণের বিনিময়ে যা কোন দিন মরবে না। রাতের অন্ধকারে আল্লাহ তাদেরকে দেখেন যে, তারা কুরআনের বিভিন্ন অংশের উপর বাঁকা হয়ে ঝুঁকে আছে। তাদের কেউ যখন জান্নাতের বর্ণনাপূর্ণ কোন আয়াত পাঠ করে

www.nagorikpathagar.org

তখন তা লাভ করার প্রচণ্ড আগ্রহে কেঁদে ফেলে। আর কেউ যদি জাহান্নামের বর্ণনাপূর্ণ কোন আয়াত পাঠ করে তাহলে উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে থাকে। সে যেন তখন জাহান্নামের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পায়। মাটি তাদের হাঁটু, হাত, নাক ও কপাল খেয়ে ফেলেছে। তারা রাতের শ্রান্তি কে দিনের শ্রান্তির সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহর পাশে তারা এটাকে অতি অল্পই মনে করেছে। এমন কি তারা যখন শত্রুর বর্শা আঘাতের জন্যে উপরে উঠাতে, তীর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে এবং তরবারি দ্বারা আঘাতের জন্যে কোষমুক্ত করতে দেখে (তখনো আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে)। শত্রুবাহিনী মৃত্যুর বজ্রধ্বনি ও আলোক রশ্মি দ্বারা প্রকম্পিত করে তোলে, কিন্তু তারা শত্রুর এই ভীতি প্রদর্শনকে আল্লাহর অঙ্গীকারের তুলনায় তুচ্ছজ্ঞান করে। তাদের মধ্য থেকে এক যুবক সামনে এগিয়ে যায়, ঘোড়ার পিঠের উপর তার দু'টি পা বিচ্ছিন্ন হয়, রক্তে তার মুখমণ্ডলের গৌরকান্তি রঞ্জিত হয়ে পড়ে এবং কপাল ধুলিমলিন হয়ে যায়। বন্য প্রাণী দ্রুত তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং আকাশের পাখী তার উপর নেমে আসে। এমন কতনা চোখের পুতুলী পাখির ঠোঁটে দেখা যায়, যে চোখের অধিকারী আল্লাহর ভয়ে গভীর রাতে কতনা কেঁদেছে। কতনা হাতের পাঞ্জা কব্জি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, গভীর রাতে আল্লাহকে সিজদার জন্যে যে হাতে ভর দিয়েছে। তারপর তিনি (তিনবার) আহ্ আহ্ বলেন এবং কেঁদে ফেলেন। অতঃপর নীচে নেমে যান।

আবূ হামযা সত্যিই খারিজী যুবকদের এক অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি এমন সব শব্দ চয়ন করেছেন যা শ্রোতাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট না করে পারে না। আল্লাহর রিজামন্দী ও আখিরাতে তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশায় পার্থিব জীবনে তারা যে খোদা-ভীতি ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আখিরাতের অনন্ত জীবনে পৌঁছার জন্যে তীর বর্শার সামনে বুক পেতে দেয়ার যে প্রতিযোগিতা তাঁরা করেছে, তার এক বাস্তব চিত্রও খুতবায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(খ) শী'আ খতীবগণ

খারিজী খতীবদের মত শী'আদের অসংখ্য খতীব ছিলেন। তাদের খতীবদের সংখ্যা খারিজীদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন-হুসায়ন ইবন 'আলী (হি. ৬১/খ্রী. ৬৮০), 'আলী ইবন আল-হুসায়ন,

www.nagorikpathagar.org

যায়দ ইবন 'আলী, আল-মুখতার আস-সাকাফী (হি. ৬৭/খ্রী. ৬৮৭), সুলায়মান ইবন সুরাদ (হি. ৬৫/খ্রী. ৬৮৪), 'আব্দুল্লাহ ইবন মুতী', 'উবায়দুল্লাহ আল-মুররী, ও সুহানের ছেলেরা-সা'সা', যায়দ ও সায়হান[৪৫]। তাঁরাও খারিজী খতীবদের অনুরূপ বানূ উমায়্যাদের সমালোচনায় মুখর ছিলেন। তাঁদের কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন। তাঁরা বলতেন,বানূ উমায়্যারা খিলাফত জোর পূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে জুলুম-নির্যাতনের পথে চলছে। আল-কুরআনের বিধি-বিধান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসৃত পথ ও পন্থা অকার্যকর করে ফেলেছে। তাঁরা একথাও দৃঢ়তার সাথে বলতেন যে, খিলাফতের প্রকৃত অধিকারী 'আলী (রা)-এর ছেলেরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সূত্রে প্রাপ্ত এ উত্তরাধিকার তারা তাঁদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাদের খতীব ও ইমামদের সব খুতবায় ঘুরে-ফিরে এই ভাব ও অর্থ প্রধান হয়ে উঠেছে। যেমন হুসায়ন ইবন 'আলী (রা) যখন কুফার কাছাকাছি পৌঁছান, লোকেরা তাঁর আশপাশে সমবেত হয় এবং 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ প্রেরিত বাহিনীর অগ্রবর্তী দল তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি খুতবা দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৪৬]

> أما بعد أيها الناس فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله. ونحن – أهل البيت – أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان.
>
> অতঃপর, হে জনগণ, যদি আপনারা তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং সত্যের অধিকারীকে চিনতে পারেন তাহলে তা হবে আল্লাহর কাছে বেশী পছন্দনীয়। আর আমরা নাবী পরিবারের সদস্যরাই হচ্ছি এই খিলাফতের সবচেয়ে বেশী হকদার-এই দাবীদারদের চেয়ে, যাদের কোন অধিকারই এতে নেই তারা আপনাদের মধ্যে জুলুম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়ছে।

বিষয়টি আরো প্রবল হলো। হুসায়ন (রা) শহীদ হলেন। শী'আরা তাঁর এ নির্মম হত্যাকাণ্ডকে বানূ উমায়্যাদের জুলুম অত্যাচার ও স্বৈরাচারী শাসনের প্রমাণ হিসেবে জনগণের নিকট উপস্থাপন করতে থাকে। মানুষকে তারা একথা বুঝাতে থাকে যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাতির রক্ত ঝরানোকে বৈধ মনে করেছে। য়াযীদ ইবন মু'আবিয়া মারা গেলেন। কূফায় বহু

---

৪৫. আল-ফানুনু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ৬৯
৪৬. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৬, পৃ. ২২৮

www.nagorikpathagar.org

শী'আ মুসলমান সুলায়মান ইবন সুরাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলো। তারা হুসায়নের রক্তের বদলা গ্রহণের ব্যাপারে চুপ থাকা এবং তাঁকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকার জন্যে তাদের তাওবার ঘোষণা দেয়। এজন্যে তাদেরকে তাওয়াবীন বলে। সুলায়মান ও আরো অনেকে উমায়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উৎসাহ দিয়ে অসংখ্য জ্বালাময়ী খুতবা দান করেন। সাথে সাথে তাঁরা এ কথাও ঘোষণা করতেন যে, খিলাফতের প্রকৃত হকদার 'আহলি বায়ত'। কারণ তাঁরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটাত্মীয়। এসব খুতবার মাধ্যমে তাঁরা স্বৈরাচারী উমায়্যা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। বলতেন–তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাতির পবিত্র রক্ত প্রবাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সুলায়মান ইবন সুরাদের একটি খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৪৭]

> قتل فينا ولد بنا ولد نبينا وسلالته و عصارته وبضعة من لحمه ودمه إذ جعل يستصرخ ويسأل النصف فلا يعطاه، اتخذه الفاسقون غرضا للنبل ودرية للرماح حتى أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه، ألا انهضوا فقد سخط ربكم ولاترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله. والله ما أظنه راضيا دون أن تنا جزوا من قتله أوتبيروا.
>
> আমাদের মধ্যে এবং আমাদেরই কাছে হত্যা করা হয়েছে আমাদের নাবীর সন্তানকে এবং তার বংশধর ও তাঁর রক্ত মাংসের টুকরোকে। পাপাচারীরা তাঁকে তীরের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে। যখন তিনি আর্তচিৎকার করে ন্যায় বিচারের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। বর্শার প্রশিক্ষনের নিশানা বানিয়েছে। ওহে, আপনারা উঠে দাঁড়ান। আপনাদের প্রতিপালক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আপনাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট ফিরে যাবেন না। তাঁকে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে আপনারা হত্যা করবেন, না হয় আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। আমার ধারণা, এছাড়া আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না।

এই তাওয়াবীন নেতৃবৃন্দের একজন ছিলেন 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদুল্লাহ আল-মুররী। তিনি ছিলেন এমন একজন খতীব যাঁর সাথে অন্য কারো তুলনা বা প্রতিযোগিতা চলেনা। তিনি মানুষের সামনে উপদেশমূলক খুতবা দিতেন এবং

৪৭. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ৪৯; শাওকী দায়ফ, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৪১৫

www.nagorikpathagar.org

জনগণকে উমায়্যাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। তাঁর একটি খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৪৮]

هل خلق ربكم فى الأولين والآخرين أعظم حقا على هذه الأمة من نبيها؟ وهل ذرية أحد من النبيين والمرسلين أو غيرهم أعظم حقا على هذه الأمة من ذرية رسولها؟ لا والله ما كان ولا يكون، ألم تروا ويبلغكم ما اجترم إلى ابى بنت نبيكم أما رأيتم إلى انتهاك القوم حرمته، واستضعافهم وحدته، وترميلهم إياه بالدم وتجرارهموه على الأرض؟ لم يراقبوا فيه ربهم ولا قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوه للنبل غرضا، وغادروه للضياع جزرا، فلله عينا من رأى مثله! ولله حسين بن على! ماذا غادروا به! ذاصدق وصبر، وذا أمانة ونجدة وحزم، ابن أول المسلمين إسلاما وابن بيت رسول رب العالمين، قتله عدوه وخذله وليه، فويل للقاتل وملامة للخاذل، ان الله لم يجعل لقاتله حجة، ولا لخاذله معذرة، إلا أن يناصح لله فى التوبة، فيجاهد القاتلين، وينابذ القاسطين، وعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى جهاد الملحدين والمارقين. فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار، وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا.

আপনাদের প্রতিপালক কি প্রথম ও শেষদের মধ্যে এই উম্মাতের উপর তাদের নাবীর চেয়ে বড় হকদার কাউকে সৃষ্টি করেছেন? এই উম্মাতের উপর তাদের নাবীর বংশধরদের চেয়ে অন্য কোন নাবী-রাসূল অথবা অন্য কোন মানুষের সন্তানদের মধ্য থেকে বড় হকদার কি কেউ আছে? আল্লাহর কসম! না, কখনও নেই এবং হবেও না। আপনারা কি দেখেননি এবং আপনারা কি জানেন না, আপনাদের নাবীর কন্যার ছেলের প্রতি কী অপরাধ করা হয়েছে? আপনারা কি এই সম্প্রদায় কর্তৃক তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতে ও তাঁর ঐক্যকে দুর্বল করতে দেখেননি? তাঁকে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় ভূমিতে ফেলে রাখা হয়েছে? এ ক্ষেত্রে তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি যেমন ভ্রুক্ষেপ করেনি, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মীয়তার সম্পর্কেরও কোন পরোয়া করেনি। তারা তাঁকে বর্শার

৪৮. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ৫২; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ২, পৃ. ৬৩

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। তারা তাঁকে নিশ্চিত ধ্বংসের জন্য ছেড়ে যায়। আল্লাহ্ সেই চোখের ভালো করুন যে তাঁর মত মানুষকে দেখেছে! আল্লাহ্ হুসায়ন ইবন 'আলীর মঙ্গল করুন! তারা তাঁকে কিসের মধ্যে ত্যাগ করেছে? তিনি সত্য, সততা ও ধৈর্যের বাস্তব রূপ। তিনি বিশ্বাসভাজন, সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প। তিনি ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানের এবং রাব্বুল 'আলামীনের রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়ের ছেলে। তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করেছে এবং শত্রুর প্রতিনিধি তাঁকে লাঞ্ছিত করেছে। ঘাতকের জন্য ধ্বংস এবং লাঞ্ছনাকারীর জন্য তিরস্কার! আল্লাহ্ তাঁর ঘাতকের জন্য কোন যুক্তি এবং তাঁর নিন্দা-মন্দকারীর জন্য কোন কৈফিয়তের সুযোগ রাখেননি। তবে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে তাওবার মাধ্যমে সদুপদেশ দেয় এবং ঘাতকদের সাথে জিহাদ করে এবং তাঁর প্রতি রূঢ় আচরণকারীদের পরিত্যাগ করে, আশা করা যায় তখন আল্লাহ্ তাওবা কবুল করবেন এবং পদস্খলন ক্ষমা করে দিবেন। আমরা আপনাদেরকে আল্লাহর কিতাব, তাঁর নাবীর সুন্নাত, আহলি বায়তের রক্তের বদলার দাবী এবং নাস্তিক ও সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি আহ্বান জানাই। তাতে যদি আমরা নিহত হই তাহলে আল্লাহর নিকট যে বিনিময় আছে তা সৎ লোকদের জন্য অতি উত্তম। আর যদি আমরা বিজয়ী হই তাহলে খিলাফতের এই বিষয়টি আমাদের নাবীর বংশধরদের নিকট ফিরিয়ে দিব।

'তাওয়াবীন'রা কূফা থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে যায় এবং উমায়্যা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের বিপর্যয় ঘটে এবং তাদের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তারা আবার কূফায় ফিরে আসে। এখানে তাদের সাথে মিলিত হন আল-মুখতার আস সাকাফী। যদিও তিনি শী'আ ছিলেন না। তবুও তিনি তাদেরকে ধারণা দেন যে, মুহাম্মদ ইবন আল-হানফিয়্যা তাঁকে শী'আদের আমীর করে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন নাস্তিকদর সাথে যুদ্ধ করার এবং আহলি বায়তের রক্তের বদলার দাবী জানানোর জন্যে। এই আল-মুখতারই হচ্ছেন শী'আ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে বিখ্যাত 'কায়সানিয়্যা' উপদলের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। 'আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের ছিল মাত্রাছাড়া বাড়াবাড়ি ও আতিশয্য। তারা মুহাম্মদ ইবন 'আলীকে (রা) তার ওয়াসী এবং প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী বলে দাবী করতো। এই আল-মুখতার প্রথমে ছিলেন খারিজী, তারপর

www.nagorikpathagar.org

যথাক্রমে যুবায়রী, ও কায়সানী হয়ে যান।[৪৯] তিনি একজন শুদ্ধভাষী বাকপটু ব্যক্তি ছিলেন। তেমনি ছিলেন দারুণ চালাক ও বুদ্ধিমান। শী'আরা তাঁর পাশে জমা হলো। তিনি তাদেরকে ইবরাহীম ইবন আল-আশতারের নেতৃত্বে শামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে পাঠালেন। তারা 'খাযার' নামক স্থানে মুখোমুখি হয় এবং প্রচণ্ড সংর্ঘষে লিপ্ত হয়। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত বসরার ওয়ালী মুস'আব ইবন যুবায়রের সাথে তাদের তীব্র সংঘর্ষ হয় এবং তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। আল-মুখতারের মধ্যে বহু ধূর্তামি ও ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ছিল। এ কারণে তিনি তাঁর খুতবার মাধ্যমে জাহিলী কাহিনদের মত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হতেন। এমন কি তিনি ধারণা করতেন যে, তাঁর কাছে ওয়াহী আসে। তিনি এই চিত্র এঁকেছেন কতিপয় সাজা' খণ্ড বাক্যে। যার শোভা বর্দ্ধন করেছেন বহু কসম ও অপরিচিত সব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন তাঁর একটি খুতবার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[৫০]

> أما ورب البحار، والنخيل و الأشجار، والمهامة والقفار، والملائكة الأبرار، والمصطفين الأخيار، لأقتلن كل جبار، لكل لدن خطار، ومهند بتار، في جموع من الأنصار، ليسوا بميل أغمار، ولا بعزل أشرار، حتى إذا أقمت عمود الدين ورأبت شعب صدع المسلمين، وضفيت غليل صدور المؤمنين، وأدركت بثأر النبيين، لم يكبر على زوال الدنيا، ولم أحفل بالموت إذا أتي.
>
> ওহে, সাগর, খেজুর ও অন্যান্য বৃক্ষরাজি, নির্জন স্থান, দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি, পূণ্যবান ফেরেশতা ও নির্বাচিত সৎ লোকদের প্রভুর শপথ! অবশ্যই আমি প্রতিটি আঘাতকারী তীর ও কর্তনকারী অসির সাহায্যে সকল স্বেচ্ছাচারীকে হত্যা করে চলবো। একটি সাহায্যকারী দলের মধ্যে যারা ভীরু ও অনভিজ্ঞ নয়। অস্ত্রশূন্য দুষ্ট লোকও নয়। যতক্ষণ না আমি দীনের স্তম্ভ দাঁড় করিয়েছি, মুসলমানদের ফাটলকে সংস্কার করেছি, ঈমানদারদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষের নিরাময় করেছি এবং নাবীদের রক্তের বদলা গ্রহণ করেছি। এ জন্যে দুনিয়ার ধ্বংস আমার কাছে কিছু নয়। আমার যদি মৃত্যু আসে তাতেও আমার কোন পরোয়া নেই।

---

৪৯. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, পৃ. ১০৯; আয-যাহাবী, সিয়ারু আল'লাম আন-নুবালা', (বৈরূত: মুআস্সাসাতু আর-রিসালা, সং. ৭, ১৯৯০), খ. ৩, পৃ. ৫৩৮; শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ৪১৬

৫০. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ৬৫

www.nagorikpathagar.org

শী'আ খতীবরা তাঁদের বক্তৃতা-ভাষণে বার বার যে বক্তব্য তুলে ধরতেন সেই একই বক্তব্য ও ভাব এই খুতবায় ব্যক্ত হয়েছে। আর তা হলো খিলাফতে আহলি বায়তের অধিকারের বর্ণনা এবং মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সে অধিকার ফিরে পাবার জন্যে তাঁদের সাহায্য করা এবং যে উমায়্যারা তাঁদেরকে হত্যা করেছে তাদের পাকড়াও করা। তাছাড়া এ দলের খতীবগণ বানূ উমায়্যাদের জুলুম-অত্যাচার এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ্‌র বিধি-বিধানের বাস্তবায়নে তাদের শৈথিল্য ও উদাসীনতার চিত্র তুলে ধরে তাদের কঠোর সমালোচনা করতেন।

বিশিষ্ট শী'আ খতীবদের মধ্যে যায়দ-ইবনে 'আলী ও তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া। যদিও সাহিত্য ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী তাঁদের খুতবার কোন কিছু সংকলন করেনি। তেমনিভাবে বানূ সুহান, বিশেষতঃ এ বংশের সা'সা, যায়দ ও সায়হানের খুতবার তেমন কিছুও সংরক্ষিত পাওয়া যায় না। অথচ একথা জানা যায় যে, তাঁরা ছিলেন শী'আ এবং বায়ান ও বাগ্মিতার শিখর তুল্য।[৫১]

'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র পন্থী দল বেশী দিন টিকে থাকেনি। এ কারণে তাঁদের খতীবদের সংখ্যাও তেমন বেশী নয়। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ছিলেন এ দলের একজন বড় খতীব। বড় মাপের বাগ্মী পুরুষ। কথা দ্বারা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে কিভাবে মোহিত করতে হয় তা তিনি জানতেন। কথার মাধুর্য দ্বারা মানুষের হৃদয় কেমন করে জয় করতে হয়, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন দক্ষ। তিনি তাঁর বক্তৃতা-ভাষণে উমায়্যাদের তীব্র সমালোচনা করতেন। মানুষের সামনে হুসায়ন (রা) হত্যা, নাবী পরিবারের সাথে তাঁদের দুশমনী ও তাদের নানা পাপাচারের চিত্র তিনি অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় তুলে ধরতেন। খারিজী সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর একটি চমৎকার মুনাজারা দেখা যায়, যা তাঁর বলার ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ মেধার প্রমাণ দেয়।[৫২] এ ছাড়া তাঁর একটি বিখ্যাত খুতবা আছে। তাঁর ভাই মুস'আব ইবন যুবায়র (হি. ৭১/খ্রী. ৬৯০)-এর হত্যা ও 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের 'ইরাক দখলের সংবাদ লাভের পর এ খুতবাটি দান করেন। এতে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অটুট বিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই খুতবার একাংশ নিম্নরূপ:[৫৩]

---

৫১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩২৪; আল-'ইকদ-আল-ফারীদ খ. ৪, পৃ. ১০৭; শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ৪১৭

৫২. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ৬৪

৫৩. আল 'ইকদ আল-ফারীদ খ. ৪, পৃ. ৪১২; 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ৪২০; আল-কামিল ফিল লুগা ওয়াল আদাব, খ. ১, পৃ. ২৪৭

www.nagorikpathagar.org

إن يقتل فقد قتل أبوه وعمه وابن عمه، [৫৪] وكانوا الخيار الصالحين، إنا والله لا نموت حتف أنوفنا، ولكن قعصا بالرماح وموتا تحت ظلال السيوف. وليس كما يموت بنو مروان، والله ما قتل منهم رجل فى زحف فى جاهلية ولا إسلام قط، ألا وإنما النيا عارية من الملك القهار الذى لا يزول سلطانه، ولا يبيا ملكه، فإن تقبل الدنيا على لم اخذها أخذ الأشر، وإن تدبر عنى لم أبك عليها بكاء الخرق المهين.

সে যদি নিহত হয়ে থাকে (তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।) কারণ তার পিতা, চাচা ও চাচাতো ভাইও এর আগে নিহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ভালো মানুষ। আমরা, আল্লাহর কসম! বিছানায় মরবো না। বরং তীরের আঘাতে এবং তরবারির ছায়াতলে দ্রুত মারা যাব। আমরা তেমন মরা মরবো না যেমন মারওয়ান বংশের লোকেরা মরে থাকে। আল্লাহর কসম! তাদের কেউ কখনো যুদ্ধে মারা যায়নি- না জাহিলী যুগে, আর না ইসলামী যুগে। ওহে শুনে রাখুন! এ দুনিয়া হচ্ছে মহা পরাক্রমশালী বাদশার থেকে নেয়া ধারের বস্তু যাঁর সাম্রাজ্য কখনো বিলীন হবে না এবং ধ্বংসও হবে না। দুনিয়া যদি আমার দিক এগিয়ে আসে আমি তাকে অহঙ্কারী ব্যক্তির মত আঁকড়ে ধরবো না। আর যদি পিছন ফিরে চলে যায়, আমি তার জন্যে তুচ্ছ, ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির মত কাঁদবো না।

'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র তাঁর ভাই মুস'আবকে হিজরী ৬৭ সনে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন। এই মুস'আবের অনেক খুতবা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। বসরায় পৌঁছে মাসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে একটি সংক্ষিপ্ত চমৎকার খুতবা দান করেন। খুতবাটির সব ক'টি বাক্যই ছিল কুরআনের আয়াত। খুতবাটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো: [৫৫]

بسم الله الرحمن الرحيم – طسم – تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون – إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

---

৫৪. তাঁর পিতা যুবায়র (রা) উটের যুদ্ধের সময়, তাঁর চাচা 'আব্দুর রহমান ইবন আল-'আওয়াম য়ারমূক যুদ্ধে এবং চাচাতো ভাই 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্দুর রহমান 'আদ-দার' যুদ্ধে শহীদ হন। (দ্র. উসুদুল গাবা, খ. ৩, পৃ. ২১৩)

৫৫. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ১৪৬; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ, ২৯৯-৩০০; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৩৫-১৩৬

www.nagorikpathagar.org

ويستحي نسائهم، إنه كان من المفسدين. (وأشار بيده إلى الشام).
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة
ونجعلهم الوارثين. (وأشار بيده إلى الحجاز)
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا
كَانُوا يَحْذَرُونَ.[٥٬]

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে। তা, সীন, মীম। তাহলো স্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ। আমি সত্য সহকারে মূসা ও ফির'আওনের সংবাদ তোমার নিকট পাঠ করছি, এমন এক সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান এনেছে। নিশ্চয় ফির'আওন পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে কোন একটি দলকে দুর্বল করে ফেলেছে। তাদের ছেলেদের হত্যা করেছে এবং মেয়েদের জীবিত রেখেছে। নিশ্চয় সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্ত র্গত। (এরপর তিনি শামের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন) আর আমি চাই পৃথিবীতে যারা দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের উপর করুণা করতে, তাদেরকে নেতা বানাতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে। (এরপর তিনি হাত দিয়ে হিজাযের দিকে ইঙ্গিত করেন) আমি তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করতে চাই এবং ফির'আওন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তাই দেখিয়ে দিতে চাই যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করতো।

হাজ্জাজের বাহিনী যখন মক্কা অবরোধ করে এবং মক্কাবাসীদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র ও তাঁর মা আসমা' বিনত আবূ বাকরের (রা) মধ্যে একটি চমৎকার সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সেটি বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৫৭]

(গ) বিপ্লবপন্থী খতীবগণ

পূর্বে উল্লেখিত রাজনৈতিক খতীবদের পাশাপাশি এ সময় বিপ্লবপন্থী খতীবদেরও দেখা যায়। তাঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে উমায়্যা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়ে জ্বালাময়ী খুতবা দিয়েছেন। ইতিহাসে 'আবদুল্লাহ

---

৫৬. আল-কুরআন, ২৮ : সূরা কাসাস, আয়াত- ৬
৫৭. আত-তবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ২০২

www.nagorikpathagar.org

ইবন হানজালাকে এ ধরনের খতীব হিসাবে প্রথম দেখা যায়। তিনি য়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে মদীনা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। তারপর দেখা যায় 'আমর ইবন সা'ঈদকে (হি. ৭০/খ্রী. ৬৯০), প্রবল বাকশক্তির অধিকারী হবার কারণে 'আল আশদাক' উপাধি লাভ করেন।[৫৮] তিনি হি. ৬৯ সনে শামে 'আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। 'আবদুল মালিক তাঁকে একেবারেই নির্মূল করে দেন। তারপর হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় 'আব্দুর রহমান ইবন আল-আশ'আসকে খতীব হিসেবে দেখা যায়। তিনি এক বড় মাপের বাগ্মী বক্তা ছিলেন। এই ইবনুল আশ'আসকে কেন্দ্র করে বহু খতীবের উত্থান দেখা যায়। বসরার মিরবাদে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর বাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্নের সংক্ষিপ্ত খুতবাটি দান করেন:[৫৯]

أيها الناس، إنه لم يبق من عدوكم إلا كما يبقى من جنب الوزغة
تضرب به يمينا وشمالا، فما تلبث إلا أن تموت.

ওহে জনগণ, তোমাদের শত্রুরা আর তেমন অবশিষ্ট নেই। তবে টিকটিকির সেই লেজের মত কিছু অবশিষ্ট আছে, যা ডানে-বাঁয়ে আঘাত করে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়।

'আমির ইবন ওয়াসিলা আল-কিনানী ও 'আব্দুল মু'মিন ইবন শাবাস ইবন রিব'ঈ- এ দুজনও এ সময়ের বিপ্লবী খতীব ছিলেন। সুলায়মান ইবন 'আব্দুল মালিকের সময়ে বিপ্লবী খতীব হিসেবে কুতায়বা ইবন মুসলিম আল-বাহিলী (হি. ৯৬/খ্রী. ৭১৫) কে দেখা যায়। খুরাসানে তিনি সৈন্যদেরকে উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে অনুসরণ করার আহবান জানিয়ে খুতবা দেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকের সূচনাতে য়াযীদ ইবন 'আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে য়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাবকে বিদ্রোহ করতে দেখা যায়। তিনি একজন প্রাঞ্জলভাষী খতীব ছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের মধ্যে শামবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে খুতবা দিতেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কিছু খুতবা বর্ণিত হয়েছে। ওয়াসিতে তাঁর সৈন্যদের মাঝে প্রদত্ত একটি খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[৬০]

أيها الناس، إنه أسمع قول الرعاع، قدجاء العباس، [٦١] قدجاء مسلمة،
[٦٢] قدجاء أهل الشام! وما أهل الشام إلا تسعة، أسياف منها سبعة

---

৫৮. আল-আ'লাম খ. ৫, পৃ. ৭৮
৫৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪৮; খ. ২, পৃ. ১৫৫
৬০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৯২; দ্র. আল-'ইকদ-আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১২৭
৬১. আল-আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'আব্দুল মালিক
৬২. মাসলামা ইবন আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান

www.nagorikpathagar.org

معى، واثنان على، وما مسلمة إلا جرادة صفراء، وأما العباس فنسطوس بن نسطوس، [৬৩] أتاكم فى برابرة، وصقالبة وجرامقة وجرا جمة وأقباط وانباط، وأخلاط من الناس، إنما أقبل إليكم الفلاحون والأوباش كأشلاء اللحم. والله مالقوا قط حداكحدكم، ولا حديدا كحديدكم.

ওহে জনমণ্ডলী, আমি নিম্নশ্রেণীর লোকদের কথা শুনতে পাচ্ছি। আল-'আব্বাস এসেছে। মাসলামা এসেছে, শামের অধিবাসীরা এসেছে। শামবাসী তো শুধু নয়টি তরবারি। তার সাতটি আমার সাথে এবং দু'টি আমার বিরুদ্ধে। মাসলামা একটি হলুদ বর্ণের ফড়িং ছাড়া আর কিছু নয়। আর আল-'আব্বাস তো হলো নাসতুস-এর বেটা নাসতস। সে বারবার, সাকলাবা, জারমাক, জারজাম, কিবতী ও নাবাতী সম্প্রদায় সমূহ ও বিভিন্ন ধরনের লোকদের মধ্যে তোমাদের নিকট এসেছে। মাংসের খণ্ড টুকরোর মত কৃষক ও ইতর শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন লোক একত্র হয়ে তোমাদের সামনে এসেছে। আল্লাহর কসম! তোমাদের তীক্ষ্ণতার মত কোন তীক্ষ্ণ তরবারির সাক্ষাৎ কখনো তারা লাভ করেনি। তোমাদের লোহার মত কোন লোহার মুখোমুখিও তারা হয়নি।

উপরে যে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী খতীবদের নাম উল্লেখ করা হলো তাবারীর ইতিহাসসহ সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে তাদের বহু খুতবা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সব খুতবার বিষয় ও ভাব পূর্বে উল্লেখিত রাজনৈতিক খতীবদের খুতবার অনুরূপ। এতে উমায়্যাদের জুলুম-অত্যাচার, শারী'আতের বিধি-বিধান অকার্যকর হওয়া ও উমায়্যাদের বিভিন্ন অপকর্মের চিত্র তুলে ধরে জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। দেখা যায়, য়াযীদ-ইবন মুহাল্লাব তাঁর একটি খুতবায় বলছেন, উমায়্যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তুর্কী ও দায়লামদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে অনেক বেশী সাওয়াবের কাজ।

(ঘ) উমায়্যা শাসকদের খতীবগণ

পূর্বে যত খতীবদের কথা বলা হলো তাঁদের বিপরীতে সব সময় ও সর্বত্র উমায়্যা খতীবদের অবস্থান ও উপস্থিতি বিদ্যমান দেখা যায়। তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন

৬৩. এ একটি রোমান নাম বাচক শব্দ। এ শব্দ দ্বারা আল-'আব্বাসের মাতৃকুলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার মা ছিলেন একজন রোমান খ্রীষ্টান। (দ্র. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৯২, টীকা নং ৪)

www.nagorikpathagar.org

এ বংশের খলীফাগণ, তারপর ওয়ালী ও সেনা অধিনায়কগণ। উমায়্যা খলীফাদের অধিকাংশই খতীব ছিলেন। তাঁদের বহু খুতবা সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থে দেখা যায়। খলীফাদের মধ্যে দরাযগলায়, মিষ্টি-মধুর, প্রাঞ্জল ও শিল্প সুষমামণ্ডিত ভাষায় খুতবা দানের জন্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হলেন মু'আবিয়া, 'উমার ইবন আব্দুল আযিয ও য়াযিদ আন-নাকিস। মু'আবিয়ার খিতাবা প্রতিভা ও যোগ্যতার কথা জনৈক কবি বলেছেন এভাবে:[৬৪]

ركوب المنابر وثابها # معن بخطبته مجهر

تربع أليه هوادى الكلام # إذا ضل خطبته المهذر

তিনি অতিরিক্ত মিম্বারে আরোহনকারী, মিম্বারের উপর আস্ফালনকারী। তিনি তাঁর খুতবার অনুরক্ত ও দরাযকণ্ঠ। প্রবল বাকপটু ব্যক্তি যখন তার খুতবায় খেই হারিয়ে ফেলে তখন তিনিই কথার সূচনা করেন।

মু'আবিয়া ছিলেন তৎকালীন 'আরবের একজন বড় খতীব। শুধু তাই নয়, 'আরবের সবচেয়ে বেশী চালাক, বড় রাজনীতিক এবং অতি দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। বানূ উমায়্যারা তাঁর সম্পর্কে বলতো:[৬৫]

هو أخطب الناس قائما وقاعدا، وعلى منبر وفى خطبة النكاح.

দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়, মিম্বারের উপরে ও বিয়ের খুতবায় তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ খতীব।

মু'আবিয়া (রা)-এর খুতবা সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। নির্ভেজাল রাজনৈতিক খুতবা এবং ওয়া'আজ-নসীহত, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনমূলক খুতবা। রাজনৈতিক খুতবায় মানুষকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিনিময়ে তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্তির আশা দিয়েছেন। এ জাতীয় খুতবার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো হিজরী ৪১ সনে ঐক্য ও সংহতির বছর মদীনায় প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক খুতবাটি। তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পেশ করেন। তারপর বলেন:[৬৬]

أمابعد، فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتى، ولكنى جالدتكم بسيفى هذا مجالدة، ولقد رضت لكم نفسى على عمل ابن أبى قحافة، وأردتها على عمل عمر، فنفرت من ذلك نفارا

৬৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১২৭
৬৫. আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৭১
৬৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৮১

www.nagorikpathagar.org

شديدا، وأردها على ثنيات عثمان، فأبت على فسلكت بها طريقا لى ولكم فيه منفعة، مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة، فإن لم تجدونى خيركم فإنى خير لكم ولاية. والله لا أحمل السيف على من لا سيف له، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه، فقد جعلت له ذلك دبر أذنى وتحت قدمى، وإن لم تجدونى أقوم بحقكم كله فاقبلوا منى بعضه، فإن أتاكم منى خير فاقبلوه، فإن السيل إذا زاد عنى، وإذا قل أغنى، وإياكم والفتنة، فإنها تفسد المعيشة، وتكدر النعمة، ثم نزل.

অতঃপর এই যে, আমার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আছে, এবং আমার শাসন ক্ষমতার প্রতি আপনাদের সন্তুষ্টি আছে এ কথা জেনে, আল্লাহর কসম! আমি খিলাফতের এ দায়িত্ব গ্রহণ করিনি, বরং আমি আমার এ তরবারির সাহায্যে আমার কর্তৃত্ব মানতে আপনাদেরকে বাধ্য করেছি। আমি আপনাদের জন্যই ইবন আবী কুহাফা (আবু বাকর)-এর কর্ম পদ্ধতির প্রতি আমার নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত করেছি এবং পরে তাকে 'উমারের কর্ম পদ্ধতিতে চালাতে চেয়েছি, কিন্তু তা সে ভীষণ অপছন্দ করে। আমি তাকে 'উসমানের মত কঠিন পথে চালাতে চেয়েছি কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অতঃপর আমি এমন পথ অনুসরণ করেছি যাতে আমার ও আপনাদের সকলের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর তাতে আছে সহঅবস্থানের ভিত্তিতে সুন্দর ও চমৎকার পানাহার। আপনারা যদি আমাকে আপনাদের সবচেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে না পেয়ে থাকেন, তবে আমাকে আপনারা সবচেয়ে ভালো শাসক হিসেবে পাবেন। আল্লাহর কসম! যার কাছে তরবারি নেই, আমি এমন ব্যক্তির উপর তরবারি উঠাবো না। কোন বক্তা তার জিহ্বার মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করতে চায়, এমন ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের মধ্যে যদি আর কেউ না থাকে তাহলে তার কথার প্রতি কর্ণপাত করবো না এবং সে কথা আমার পায়ের নীচে ফেলে দেব। আপনাদের সকল অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে আমাকে যদি আপনারা সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে না পান, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তা কিছু অংশ গ্রহণ করুন। আমার পক্ষ থেকে আপনারা ভালো কিছু পেলে তা গ্রহণ করুন। কারণ প্লাবন যখন প্রবল হয় তখন পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

www.nagorikpathagar.org

আর যখন কম হয় তখন প্রাচুর্য বয়ে আনে। বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা থেকে আপনারা দূরে থাকুন। কেননা, তা জীবন-জীবিকার ধ্বংস ডেকে আনে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দকে পঙ্কিল করে দেয়। তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে যান।

দ্বিতীয় ধরণের খুতবায় তিনি মানুষকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও তার ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদের ব্যাপারে নির্মোহ ও নিরাসক্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর এ জাতীয় খুতবার একটি চমৎকার নমুনা আল-জাহিজ সংকলন করেছেন। অবশ্য তিনি এটি মু'আবিয়ার 'খুতবা হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁর মতে এ খুতবাটি 'আলী (রা)-এর কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ শ্রেণীর লোকদের কথার সাথে মু'আবিয়ার কথার কোন অবস্থায় কোন মিল থাকতে পারে না। অথচ এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।[৬৭] মূলতঃ আল-জাহিজ এ ধরণের কথা বলে মু'আবিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। তিনি হয়তো একথা ভুলে গেছেন, মুআবিয়াও একজন অতি মর্যাদাবান সাহাবী। তিনিও একজন কাতিবে ওয়াহী। তিনি ও আলী (রা) উভয়ে একই দারসগাহের (শিক্ষালয়) ছাত্র। সুতরাং তাঁদের উভয়ের কথার মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক।

মু'আবিয়া (রা)-এর ভাই 'উতবা ইবন আবী সূফয়ান। হিজরী ৪৩ সনে 'আমর ইবন আল-'আসের মৃত্যুর পর মু'আবিয়া তাঁকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। বলা হয়েছে, তিনি মু'আবিয়ার চেয়েও বড় খতীব ছিলেন। শুধু তাই নয়, অনেকে তাঁকে বানূ উমায়্যাদের শ্রেষ্ঠ খতীব বলেছেন।[৬৮] রাজনীতিতে তিনি তাঁর ভাই মু'আবিয়ার মত দক্ষ ছিলেন। তিনি জানতেন মিসরে 'আলী (রা)- এর সমর্থকদের সংখ্যা বেশী। এ কারণে কখনো কঠোর, আবার কখনো কোমল হতেন। এভাবে মিসরবাসীদেরকে বানূ উমায়্যাদের অনুগত করতে সক্ষম হন। আল-আসমা'ঈ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:[৬৯]

الخطباء من بنى أمية عتبه وعبد الملك، وأقوى خطبه ما كان بمصر،
وهى مليئة بالتهديد، وقد نجح فى تهديده.

বানূ উমায়্যার খতীবদের মধ্যে 'উতবা ও 'আবদুল মালিক অন্যতম। 'উতবার মিসরে প্রদত্ত খুতবাগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী। হুমকি-ধমকিতে তা পরিপূর্ণ। এ হুমকি-ধমকিতে তিনি সফলও হয়েছেন।

৬৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৫৯-৬১
৬৮. আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৮৫
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

www.nagorikpathagar.org

এমনিভাবে খলীফা 'আব্দুল মালিকের খুতবায় জনগণকে খলীফার প্রতি আনুগত্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি ভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকি ধমকানিও দেয়া হয়েছে তাদেরকে যারা উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। যেমন একবার তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন:[৭০]

أيها الناس، ما أنا بالخليفة المستضعف – يريد عثمان بن عفان – ولا بالخليقة المداهن – يريد معاوية بن ابي سفيان – ولا بالخليفة المأفون – يريد يزيد بن معاوية – فمن قال برأسه كذا قلنا بسيفنا كذا، ثم نزل.

হে জনমন্ডলী ! আমি দুর্বল খলীফা নই। (একথা দ্বারা 'উসমান ইবন 'আফফানকে বুঝান।) আমি তোষামোদাকারী খলীফাও নই। (একথা দ্বারা তিনি মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ানকে বুঝান)। আর আমি দুর্বল সিদ্ধান্তের অধিকারী খলীফাও নই। (একথা দ্বারা তিনি য়াযীদ ইবন মু'আবিয়াকে বুঝান।) যে ব্যাক্তি এ রকম চিন্তা মাথায় নিয়ে কথা বলবে, আমরাও আমাদের এ রকম তরবারির ভাষায় কথা বলবো, তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে যান।

'উমার ইবন 'আব্দুল আযীযের খুতবা ছিল নির্ভেজাল ওয়া'আজ-নসীহত মূলক। তিনি তাঁর খুতবায় মানুষের মৃত্যু, তার পরবর্তী অনন্ত জীবন এবং সেখানে হিসাব-নিকাশের কথা বলতেন।

একটি খুতবায় তিনি বলেন:[৭১]

أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا يحكم الله نبيكم فيه، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التى وسعت كل شيء وحرم الجنة التى عرضها السموات والأرض. واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف الله اليوم وباع قليلا بكثير وفائتا بباق، ألا ترون أنكم فى أسلاب الهالكين، وسيخلفها من بعدكم الباقون، كذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين.

ওহে জনমণ্ডলী ! আপনাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি এবং এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে না। আপনাদের একটা গন্তব্যস্থল আছে সেখানে আল্লাহ আপনাদের নাবীকে বিচারক নিয়োগ করবেন। সেখানে হতাশ

---

৭০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ, ৪. পৃ. ৪০১; আল-কালী আল-আমালী, খ. ১, পৃ. ১২
৭১. আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১২০; 'উয়ূন আল আখবার, খ. ২, পৃ. ২৪৬

www.nagorikpathagar.org

ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রহমত থেকে বের হয়ে যাবে–যে রহমত সবকিছুকে–বেষ্টনকারী এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে–যে জান্নাতের পরিধি আসমান ও জমিনের সমতুল্য। জেনে রাখুন, আগামীকালের নিরাপত্তা সেই ব্যক্তির জন্যে যে আজ আল্লাহকে ভয় করেছে, কমকে বেশীর এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে স্থায়ীবস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আপনারা কি দেখেছেন না যে, আপনারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উত্তরসূরী। আপনাদের পরে যারা থাকবে তারাই আপনাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। এমনি ভাবে চলতে চলতে এক সময় আপনাদের প্রত্যাবর্তন হবে সর্বোত্তম উত্তরাধিকারীর নিকট।

তৃতীয় য়াযীদ আন-নাকিস (মৃ. ১২৬ হি.) তাঁর চাচাতো এই দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ (মৃ. হি. ১২৬) ইবন দ্বিতীয় য়াযীদকে হত্যার পর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৭২] সেই সময়ে প্রদত্ত তাঁর একটি চমৎকার খুতবা আছে। সেখানে তিনি স্বীয় রাজনীতি ও শাসনকাজ পরিচালনার রীতি-পদ্ধতির ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে কথার উপর তিনি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ, তা যদি পূরণ করেন তাহলে জনগণ তাঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে। অন্যথায় তাঁকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে দেয়ার অধিকার তাদের থাকবে। তিনি একথাও বলেন যে, স্রষ্টার অবাধ্যতা হয় এমন কোন ব্যাপারে কোন সৃষ্টির আনুগত্য সঠিক নয়। তাঁর সে দীর্ঘ খুতবার একাংশ নিম্নরূপ:[৭৩]

أيها الناس، إن لكم على ألا أضع حجرا على حجر، ولا لبنة على لبنة، ولا أكرى نهرا، ولا اكنز مالا، ولا أعطيه زوجا ولا ولدا، ولا أنقل مالا من بلد إلى حتى أسد فقر ذلك البلد وخصاصة أهله، بما يغنيهم، فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذى يليه ممن هو أحوج إليه منه. ولا أجمركم فى ثغوركم فافتنكم وافتن أهاليكم، ولا أغلق بابى دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم، ولا أحمل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم وأقطع نسلهم. ولكم عندى أعطياتكم فى كل سنه، وأرزاقكم فى كل شهر، حتى تستدر المعيشة بين المسلمين، فيكون أقصاهم كأدناهم. فإن أنا وفيت فعليكم السمع والطاعة، وحسن الموازرة والمكانفة، وإن أنا لم أوف لكم فلكم أن تخلعونى،

৭২. আল 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮
৭৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৪১; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৯৫-৯৬

www.nagorikpathagar.org

إلا أن تستتبيه ى، فإن أنا تبت قبلتم منى وإن عرفتم أحدا يقوم قامى ممن يعرف بالصلاح، يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم، فأردتم أن تبايعوه فأنا أول من بايعه، ودخل فى طاعته.

أيها الناس! لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم.

ওহে জনমণ্ডলী ! আমার নিকট আপনাদের অধিকার এই যে, আমি রাখবো না কোন পাথরের উপর কোন পাথর, আর না কোন ইটের উপর কোন ইট। আমি কোন নদী খনন করবো না। আমি কোন অর্থ-সম্পদ জমা করবো না এবং তা কোন স্ত্রী ও সন্তানকেও দান করবো না। আর তা এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করবো না- যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শহরের দারিদ্র ও অভাব এমন ভাবে দূর না করবো যাতে তারা ধনী হয়ে যায়। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা পার্শ্ববর্তী অধিকতর মুখাপেক্ষী শহরে স্থানান্তর করবো। আপনাদেরকে আমি শত্রুর মুখোমুখি ঘাঁটিতে আটকে রাখবো না। তা হলে আমি আপনাদেরকে এবং আপনাদের পরিবার-পরিজনদেরকেও পরীক্ষায় ফেলবো। আমি আমার দরজা আপনাদর সামনে বন্ধ করবো না। তাহলে আপনাদের শক্তিমানরা আপনাদের দুর্বলদেরকে খেয়ে ফেলবে। আমি আপনাদের জিযিয়া দানকারীদের (জিম্মী) উপর এমন কিছু চাপাবো না যা তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আপনাদের জন্য আমার কাছে আছে আপনাদের বাৎসরিক ভাতা এবং প্রতি মাসের জীবিকা। যাতে মুসলমানদের জীবন যাপনে স্বচ্ছলতা আসে এবং তাদের দূর ও নিকটবর্তীরা একই রকম হয়ে যায়। যদি আমি আমার দায়িত্ব পালন করি তাহলে আপনাদের কর্তব্য হবে আমার কথা শোনা, আনুগত্য করা, সুন্দর উপদেশ দান করা ও সহযোগিতা করা। যদি আমি আপনাদের অধিকার সঠিক ভাবে পূরণ না করি তাহলে আপনাদের অধিকার থাকবে আমাকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে দেয়ার। তবে তার পূর্বে আমার নিকট আপনাদেরকে তার ব্যাখ্যা চাইতে হবে। অতঃপর আমি যদি তাওবা করি, আপনারা আমার তাওবা গ্রহণ করবেন। আর যদি আপনারা এমন কোন যোগ্য ব্যক্তিকে জানেন, যিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হলে স্বেচ্ছায় আপনাদেরকে ততটুকু দেবেন যতটুকু আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। অতঃপর যদি আপনারা তার বায়'আত

www.nagorikpathagar.org

করতে চান তাহলে আমিই হবো তার হাতে প্রথম বায়'আতকারী এবং তাঁর আনুগত্যে প্রথম প্রবেশকারী। ওহে জনমণ্ডলী! স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা ঠিক নয়। আমার কথা এতটুকুই। আমি আমার নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বানূ উমায়্যাদের বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী ও সেনা অধিনায়কগণ জনগণের সামনে প্রদত্ত খুতবায় সব সময় তাঁদের খলীফাদের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার আহবান জানাতেন। এ চিত্র দেখা যায় মিসরের ওয়ালী 'উতবা ইবন আবূ সুফয়ান এবং 'ইরাকের ওয়ালী যিয়াদ, হাজ্জাজ ও খালিদ ইবন 'আবদুল্লাহ আল-কাসরীর খুতবা সমূহে। তবে তাঁদের খুতবায় অতিরিক্ত যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তাহলো শক্তি প্রয়োগের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি-ধমকি প্রদান। এ ব্যাপারে হাজ্জাজ সম্ভবত: সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। হিজরী ৭৫ সনে 'আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে 'ইরাকের ওয়ালী হয়ে কূফায় এসে যে খুতবাটি তিনি দান করেন, তা এ ধরনের খুতবার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর সেই দীর্ঘ খুতবার একাংশ নিম্নরূপ:[৭৪]

إنى لأرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها، وإنى لصاحبها، وإنى لأنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى، وإنى والله يا أهل العراق والشقاق، والنفاق و مساوئ الأخلاق ما أغمز تغماز التين ولا يقعقع لى بالشنان، ولقد فررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة. إن أمير المؤمنين كب كنانته ثم عجم عيدانها فوجدنى أمرها عودا، وأصلبها عمودا، فوجهنى إليكم، فإنكم طالما أوضعتم فى الفتن واضطجعتم فى مراقد الضلال وسننتم سنن الغى. أما والله لألحونكم لحو العصا ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل. أما والله لا أعد إلا وفيت، ولا أخلق إلا فريت. وإياى وهذه الشفعاء والزرافات والجماعات، وقالا وقيلا، وما يقولون، وفيم أنتم وذاك، أما والله لتستقيمن على طريق الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلافى جسده.

আমি কিছু মাথা দেখতে পাচ্ছি যা পেকে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে এবং কাটার সময় হয়েছে। আমিই তা কাটবো। আমি পাগড়ি ও দাড়ির

৭৪. আত-তবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ২১০; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪ পৃ. ১১৯-১২২; আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩০৭; 'উয়ূন আল আখবার, খ. ২, পৃ ২৪৪; আল মুবাররিদ, আল-কামিল, খ. ১, পৃ. ৩১২-৩১৭; সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ২১৮; খুতাটির বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায় কিছু ভিন্নতা আছে

www.nagorikpathagar.org

মাঝখানে রক্ত চক চক করতে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম ! বিভেদ, কপটতা ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী হে 'ইরাকবাসী, আমাকে ডুমুর চিবানোর মত চিবানো যাবে না এবং শূন্য মশক পিটিয়েও আমাকে তাড়িত করা যাবে না। মেধার ব্যাপারে আমি পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপারেও অনুসন্ধানকৃত। আমীরুল মু'মিনীন তাঁর তীরের বাণ্ডিল ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তার ধনুকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। তার মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে বিস্বাদ ধনুক ও সবচেয়ে শক্ত খুঁটি হিসেবে পেলেন। তারপর তিনি আমাকে আপনাদের নিকট পাঠালেন। কারণ আপনারা দীর্ঘকাল গোলযোগ সৃষ্টি করে চলেছেন, বিভ্রান্তির ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছেন এবং ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার রীতি-পদ্ধতিতে চলেছেন। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই ছড়ির ছাল তোলার মত আপনাদের ছাল তুলে ফেলবো এবং পালানো উটকে পেটানোর মত অবশ্যই আপনাদেরকে পেটাবো। আল্লাহর কসম! শুনে রাখুন, আমি যা অঙ্গীকার করি, পূরণ করি, এবং যা তৈরি করি, ধ্বংস করি। এই সকল সুপারিশকারী, ছোট ও বড় দলসমূহ, নানা রকম কথা, তারা যা কিছু বলে এবং আপনারা ও তারা যা কিছুর মধ্যে আছেন, সব কিছু সম্পর্কে আপনারা সতর্ক হয়ে যান। আল্লাহর কসম! হয় আপনারা সত্যের পথে দৃঢ় অবস্থান নিবেন, আর না হয় আমি আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহকে নিয়ে ব্যস্ত করে তুলবো।

এই খুতবাটি তিনি শুরু করেন কবিতার এমন কিছু পংক্তি আবৃত্তির মাধ্যমে যাতে প্রচুর অপ্রচলিত ও সচরাচর ব্যবহার হয় না এমন শব্দ রয়েছে। যা শুনে শ্রোতাদের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। খুতবাটি একটি শক্তিশালী চিত্রপল্ল পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উমায়্যা যুগের বায়ান ও খিতাবা প্রতিভার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। এমনকি তাঁকে যিয়াদ ইবন আবীহ্- এর মত তুখোড় খতীবের স্তরের মনে করা হয়। আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা' বলেন:[৭৫]

ما رأيت أحدا أفصح من الحسن البصرى والحجاج.

হাসান আল-বাসরী ও হাজ্জাজের চেয়ে বেশী বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট-ভাষী আর কাউকে আমি দেখিনি।

৭৫. আল-আ'লাম, খ. ২, পৃ. ১৬৮

www.nagorikpathagar.org

মিষ্ট-ভাষিতায় যিয়াদ তাঁকে ডিঙ্গিয়ে গেলেও জাঁক-জমকপূর্ণ ও গুরু গম্ভীর শব্দ ব্যবহারের দিক দিয়ে হাজ্জাজ বিশেষভাবে চিহ্নিত। তবে মজার বিষয় এই যে, সাহিত্যের প্রাচীন সংকলন সমূহ তাঁর বহু ওয়া'আজ-নসীহত মূলক খুতবা সংরক্ষণ করেছে। একথা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হাসান আল-বাসরী তাঁর সম্পর্কে বলতেন:[৭৬] 'তিনি আযারিকা সম্প্রদায়ের মত ওয়া'আজ-নসীহত করতেন, আবার চরম স্বেচ্ছাচারীদের পাকড়াওয়ের মত পাকড়াও করতেন।' তিনি তাঁর উপদেশ মূলক খুতবায় একথাগুলি প্রায়ই বলতেন।[৭৭]

اللهم أرني الهدى هدى فأتبعه وأرني الغي غيا فأجتنبه ولا تكلني إلى نفسي فأضل ضلالا بعيدا.

> হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সত্য-সঠিক পথকে সত্য-সঠিক পথ হিসেবে দেখাও যাতে আমি তা অনুসরণ করতে পারি। আর ভ্রান্ত পথকে ভ্রান্ত পথ হিসেবে দেখাও যাতে আমি তা পরিহার করতে পারি। আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না। তাহলে আমি বিভ্রান্তির অতলে তলিয়ে যাব।

উমায়্যা শাসনের ভিত্তিকে যাঁরা মজবুত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে যিয়াদ ইবন আবীহ্ অন্যতম। তৎকালীন 'আরবের একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ও দক্ষ কুটনীতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি মু'আবিয়ার সাথে যোগ দেন। তিনি একজন তুখোড় বক্তা ছিলেন। 'উমার (রা) তাঁর বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন।[৭৮] ইমাম আশ-শা'বী বলেছেন:[৭৯]

ما رأيت أحدا أخطب من زياد.

আমি যিয়াদের চেয়ে বড় খতীব আর কাউকে দেখিনি।

খলীফা মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ানের নিকট থেকে ওয়ালীর দায়িত্ব লাভ করে যিয়াদ বসরায় এসে সর্ব প্রথম একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন। 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এটি 'আল-খুতবাতুল বাতরা' নামে প্রসিদ্ধ। আল্লাহর হামদ ও সানা উচ্চারণের মাধ্যমে খুতবা আরম্ভ করার যে রীতি তখন গড়ে উঠেছিল তা পরিহার করায় খুতবাটি এ নামে অভিহিত হয়েছে। অবশ্য অনেকে বলেছেন, তিনি হামদ উচ্চারণের মাধ্যমেই খুতবা আরম্ভ করেছিলেন। যাই হোক, সেই খুতবাটির সূচনা অংশের কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরা হলোঃ[৮০]

---

৭৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৬৪
৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৭; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১১৫
৭৮. আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৮৭
৭৯. আল-আ'লাম, খ. ৩, পৃ. ৫৩
৮০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১১০-১১৩; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৬, ৬১-৬৪

www.nagorikpathagar.org

أما بعد : فإن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، وادعمى الموف بأهله على النار، مافيه سفهاؤكم، ويشتمل عليه حلماؤكم، من الأمور العظام، ينبت فيها الصغير، ولا يتحاشى عنها الكبير. كأنكم لم تقرءوا كتاب الله، ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب العظيم لأهل معصيته فى الزمن السرمدى الذى لا يزول؟ أتكونون كمن طرفت عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات، واختار الفانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثتم فى الإسلام الحدث الذى لم تسبقوا إليه.

অতঃপর এই যে, সবচেয়ে বড় মূর্খতা, শ্রেষ্ঠ অন্ধ পথভ্রষ্টতা এবং এমন অন্ধত্ব যা তার অধিকারীকে দোযখের আগুনে নিয়ে যায়- তার মধ্যে শুধু আপনাদের নির্বোধ লোকেরাই নেই, বরং আপনাদের বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও সমান ভাবে বিদ্যমান। এ এক বিরাট ব্যাপার। এর মধ্যে ছোটরা জন্ম নেয়, আর বড়রা তা থেকে দূরে থাকেনা। মনে হয় আপনারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করেননি এবং সেই অনন্ত কালে–যা কখনো শেষ হবে না, আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারীদের জন্য যে মহান প্রতিদান দেবেন ও পাপীদের জন্য যে মহা শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন, সে কথা শোনেননি। আপনারা কি সেই লোকদের মত হয়ে গেছেন যাদের দু'টি চোখ দুনিয়া অন্ধ করে দিয়েছে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা যাদের কানকে বন্ধ করে দিয়েছে এবং তারা স্থায়ী জিনিসের বিপরীতে ক্ষণস্থায়ী জিনিসকে গ্রহণ করেছে? আপনারা একথা স্মরণ করছেন না যে, আপনারা ইসলামে এমন সব অভিনব জিনিস উদ্ভাবন করেছেন যা আপনাদের পূর্ববর্তীরা করেননি।

খালিদ-আল কাসরী (হি. ১২৬) ও একজন তুখোড় খতীব ছিলেন। তবে তাঁর খুতবার ভাষায় যথেষ্ট ভাষাগত ভুল থাকতো। তিনি যখন খুতবা দিতেন, শ্রোতারা মনে করতো কথার শোভা ও সৌন্দর্যের জন্যে তিনি কথা তৈরি করেছেন। তাঁর বহু খুতবা সংরক্ষিত আছে,[৮১] যাতে তিনি মানুষকে খলীফাদের আনুগত্যের জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। সাথে সাথে যারা উম্মাহ্‌র ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টা করবে তাদের প্রতি সতর্কবাণী ও ভয়-ভীতি

৮১. দ্র. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৮, পৃ. ৬৭, ৮০; আল-আগানী, খ. ১৯, পৃ. ৬০; নিহাতায়তুল আরিব, খ. ৭, পৃ. ২৫৫; সুবহুল আ'শা, খা. ১, পৃ. ২২৩; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৩৫

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শনও রয়েছে। তাঁর বেশীর ভাগ জুমু'আর খুতবা হতো ওয়া'আজ-নসীহত মূলক। এ কারণে তিনি 'খাতীবুল্লাহ' উপাধি লাভ করেন।[৮২] একদিন তিনি খুতবা দিচ্ছেন, এমন সময় একটি ফড়িং উড়ে এসে তাঁর কাপড়ে বসে। তখনই তিনি বলতে থাকেন:[৮৩]

سبحان من الجرادة من خلقه، أدمج قوائمها، وطوقها جناحها، ووشى جلدها، سلطها على ما هو أعظم منها.

সেই সত্ত্বা কতনা পবিত্র, ফড়িং যাঁর একটি সৃষ্টি। যিনি তার পাগুলো শক্ত করে বটে দিয়েছেন, তার ডানাকে তার বেড়ি করে দিয়েছেন, তার ত্বককে কারুখচিত করেছেন এবং তার চেয়ে বড় একটি সৃষ্টির উপর তাকে বিজয়ী করেছেন।

খারিজী, শী'আ ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতেন, তাতে তাঁরা মনে করতেন দীনের হিফাজতের জন্যেই এসব কিছু করছেন। তাদের বক্তৃতা, ভাষণেও সে কথা তাঁরা জোরেসোরে প্রচার করতেন। তাঁদের প্রতিপক্ষ উমায়্যারাও একই বিশ্বাস পোষণ করতো। তাদের খতীবরাও সেকথা স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে তাদের অনুসারীদের যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করতেন। 'হাররা'র[৮৪] ঘটনার দিনে শামী সৈন্যদের অধিনায়ক মুসলিম ইবন 'উকবা একটি খুতবায় বলেন:[৮৫]

ياأهل الشام أهذا القتل قتال قوم يريدون أن يدفعوا عن دينهم وأن يعزوا به نصر إمامهم.

হে শামের অধিবাসীরা, এ যুদ্ধ কি সেই সম্প্রদায়ের যুদ্ধের মত যারা চায় তাদের দীনের পক্ষে প্রতিরোধ করতে এবং তার দ্বারা তাদের ইমামের বিজয় নিশ্চিত করতে?

মুহাল্লাব ইবন আবূ সুফরা আযারিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রদত্ত একটি খুতবায় একথাটি বলেন:[৮৬]

يا أيها الناس إنكم قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج وإنهم إن قدروا عليكم فتنوكم فى دينكم وسفكوا دماءكم.

---

৮২. 'খাতীবুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর খতীব। (আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ২৭৫)
৮৩. 'উয়ূন আল-আখবার, খ, ২, পৃ. ২৪৭
৮৪. মদীনার উপকণ্ঠে বড় বড় কালো পাথুরে উপত্যাকার নাম 'হাররা'। (জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ২, পৃ. ৩২৭, টীকা-১)
৮৫. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৭, পৃ. ৯
৮৬. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ১৮৯

www.nagorikpathagar.org

ওহে জনগণ, আপনারা এই খারিজীদের মত ও পথ জানেন। তারা যদি আপনাদের উপর বিজয়ী হয় তাহলে দীনের ব্যাপারে আপনাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেবে এবং আপনাদের রক্ত প্রবাহিত করবে।

এই উমায়্যা সেনা অধিনায়করা এসব আভ্যন্তরীণ যুদ্ধসমূহে তাদের প্রতিপক্ষদের মত একথা বিশ্বাস করতেন যে, সত্য তাঁদের সাথেই আছে এবং তাঁদের প্রতিপক্ষরা ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে রয়েছে।

খিলাফতের পূর্ব-পশ্চিমে ও রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সেনা অধিনায়কগণ সব সময় তাঁদের খুতবায় কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের অধীনস্ত সৈন্যদের আল্লাহর পথে শহীদ হবার জন্যে উৎসাহ দিতেন, তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার এবং তাদের মনোবল চাঙ্গা করতেন। হিজরী ৮৬ সনে তুখারিস্তান রাণাঙ্গনে সেনাপতি কুতায়বা ইবন মুসলিম আল-বাহিলী (হি. ৯৬/খ্রি. ৭১৫) তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে যে খুতবাটি দান করেন তা এ জাতীয় খুতবার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। খুতবাটির কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন করা হলো:[৮৭]

وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق، فقال : [٨٨] هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ووعد المجاهدين فى سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده، فقال :

[٨٩] ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وأخبر عمن قتل فى سبيله أنه حي مرزوق فقال : [٩٠] وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. فتنجزوا موعود ربكم.

আল্লাহ একটি সত্যবাণী ও একটি স্পষ্টভাষী গ্রন্থের দ্বারা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাহায্যের অঙ্গীকার করেছেন।

---

৮৭. আত-তাবারী, তারিখ, খ. ৮, পৃ. ৫৯
৮৮. আল-কুরআন, ৯ : সূরা আত তাওবাহ, আয়াত- ৩৩
৮৯. প্রাগুক্ত, আয়াত : ১২০-১২১
৯০. প্রাগুক্ত, ৩ : সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৬৯

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন: 'তিনিই তাঁর নাবীকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও তা মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।' আর তিনি তাঁর পথের মুজাহিদদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান ও তাঁর শ্রেষ্ট ভাণ্ডারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 'এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয়, আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক 'আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়। যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।' আর একথা জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যাঁরা নিহত হন্ তারা জীবিত, তাদেরকে রিযিক দান করা হয়। আল্লাহ্ বলেন; 'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও রিযিক প্রাপ্ত'। অতএব আপনারা আপনাদের প্রভুর অঙ্গীকার কার্যকর করুন।

খুরাসানে কুতায়বা ইবন মুসলিমের পরে আসাদ আল-কাসরী ও নাসর ইবন সায়্যার-এর মত আরো অনেক সেনানায়ক খতীব হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পশ্চিমাঞ্চলে স্পেন বিজয়ী তারিক ইবন যিয়াদকে দেখা যায়। স্পেনে প্রবেশের পর তিনি তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণটি দান করেন ইতিহাসে তা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

হিজরী ৯২ সনে মরক্কোর বারবার উপজাতির মুষ্টিমেয় নির্বাচিত কিছু সৈন্য নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের মাটিতে তারিক ইবন যিয়াদ অবতরণ করেন।[৯১] স্পেনের রাজা বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁদের প্রতিরোধে মুখোমুখি হলেন। তারিক শঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে, তাঁর এই ক্ষুদ্র বাহিনীর মধ্যে ভীতি ও দুর্বলতা ছড়িয়ে না পড়ে। তিনি দ্রুত সাগরে ভাসমান জাহাজগুলি ডুবিয়ে দিলেন। যাতে সৈন্যদের অন্তরে পালিয়ে যাবার কোন রকম চিন্তা স্থান না পায়। তারপর তিনি সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি দান করেন। এ খুতবায় তিনি সৈন্যদেরকে জিহাদে

৯১. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৮, পৃ. ৮২

www.nagorikpathagar.org

উৎসাহিত করেছেন এবং তাদেরকে শাহাদাতের প্রতি অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন।[৯২] সংক্ষিপ্ত ভাবে আল্লাহর হামদ ও সানা পেশের পর তিনি খুতবাটি শুরু করেন এভাবে :[৯৩]

أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، وأعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع أضيع من الأيتام فى مآدب اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه، وأسلحته واقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم.

হে জনমণ্ডলী! কোথায় পালাবেন? সমুদ্র আপনাদের পিছনে, শত্রু আপনাদের সামনে। আল্লাহর কসম! কঠিন যুদ্ধ ও ধৈর্য ধারণ ছাড়া আপনাদের আর কোন উপায় নেই। আপনারা জেনে রাখুন, এই উপত্যাকায় আপনাদের আগমন নীচ প্রকৃতির মানুষের খাবারের দস্ত রখানে অসহায় য়াতীমদের উপস্থিতির মত। আপনাদের শত্রু তার পর্যাপ্ত বাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্র, শক্তিসহ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছে। আপনাদের অসিগুলি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আর কোন উপকরণ নেই।

এভাবে এ যুগের প্রত্যেকটি দল ও উপদলের ছিল নিজেদের অসংখ্য খতীব। তাঁরা নিজ নিজ দলের মতবাদ ও মূলনীতির পক্ষে কথা বলতেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের অপবাদ খণ্ডন করতেন। সে যুগে কোন চিন্তা ও মতবাদের এমন কোন আহ্বানকারী, অথবা কোন যুদ্ধে এমন কোন বীর নেই যিনি মানুষের সামনে খতীব হিসাবে দাঁড়াননি। আর এটাই এ যুগের রাজনৈতিক খুতবার ব্যাপক রেঁনেসা ও জাগরণ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর সম্ভবতঃ এই নাহদা বা রেনেসাঁ এটাই ঐতিহাসিকদেরকে এ যুগের কোন রাজনৈতিক অথবা গোষ্ঠীগত মতবাদ উপস্থাপনের সময় খুতবার আকৃতিতে উপস্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমনটি দেখা যায় আত-তাবারী ও ইবনুল আসীরের তারীখে। তাঁরা যখন হুসায়ন ইবন 'আলী, তাঁর পৌত্র যায়দ, অথবা কোন শী'আ, খারিজী দা'ঈ, যুবায়রপন্থী বা অন্য কোন বিপ্লবী, অথবা কোন উমায়্যা খলীফা, ওয়ালী ও সেনানায়কের চিন্তা ও মতামত তুলে ধরতে চেয়েছেন তখন খুতবার আকারে তা

৯২. ড. 'আব্দুল আযীয ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-'আওয়াদ, আশ-শি'রুল আন্দালুসী ফী জিলাল আল-খিলাফা আল-উমাবিয়্যা, (রিয়াদ: মাতাবি 'বাহরিল 'উলূম সং. ১, ১৯৮২), পৃ. ৩০

৯৩. আল-মাক্কারী, নাফহুততিব, (কায়রো: আল-মাকতাবাতু আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৪৯), খ. ১, পৃ. ১১২; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর: ১৩১০হি.), খ. ২, পৃ. ১৩৫; বুতরুস আল-বুসতানী, উদাবা' আল-আরাব ফিল আন্দালুস, (লেবানন: দারু মারূন 'আব্বূদ), পৃ. ১০

www.nagorikpathagar.org

তুলে ধরেছেন। তাঁরা এ রকম বলেননি যে, অমুকের চিন্তা ও মতামত এমন ছিল বরং তাঁরা বলেছেন: অমুক খুতবা দিয়েছেন এবং এমন এমন বলেছেন। এর কারণ হলো, তাঁরা এমন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কল্পনা করতে পারেননি, কথার আকারে যার মতামত তুলে ধরা যায়। বরং অবশ্যই তাঁরা তা কমপক্ষে একটি খুতবার আকৃতিতে উপস্থাপন করেছেন যা শ্রোতাদের কানে আঘাত করে এবং অন্তরকে আকৃষ্ট করে।

সভা-সমাবেশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রসিদ্ধ খতীবগণ

ইতোপূর্বের আলোচনা সমূহে দেখা গেছে, সেই প্রাচীন কাল থেকেই 'আরবের লোকেরা সভা-সমাবেশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত ছিল। তারা তাদের রাজা-বাদশাহ্ ও আমীর-উমরাদের নিকট যেত। সেখানে তাঁদের দরবারে তাঁদের প্রশংসা করে এবং স্বগোত্রের গর্ব ও গৌরব প্রকাশ করে খুতবা দিত। তারা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কোন্দল ও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, যুদ্ধের উস্কানিদান, অথবা পারস্পারিক ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ ইত্যাদি উপলক্ষে খুতবা দিত। বাজার ও মেলাতে এবং বিয়ের 'আকদ উপলক্ষেও তারা প্রচুর খুতবা দিত। কারো আনন্দ ও শোক-দুঃখের অনুষ্ঠানে যোগ দিত এবং খুতবা দিত। মক্কা বিজয়ের পর 'আরবের চতুর্দিক থেকে দলে দলে মানুষ মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসেছে, তাদের খতীবরা নিজ নিজ দল ও গোত্রের পক্ষ থেকে খুতবা দিয়েছেন। এ ধারা খুলাফায়ে রাশিদূনের সময়েও অব্যাহত থাকে। উমায়্যা যুগে এসে এ জাতীয় খুতবা আরো ব্যাপকতা লাভ করে এবং আরো প্রাণবন্ত হয়। কারণ উমায়্যা খলীফা ও তাঁদের ওয়ালীরা 'আরববাসীর অন্তর আকৃষ্ট ও শাসন কাজে সর্ব সাধারণকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের দরবার সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ফলে স্রোতের মত তাঁদের নিকট প্রতিনিধি মিশন আসতে থাকে। খলীফা ও ওয়ালীরা তাদেরকে বলার সুযোগ দিতেন, তাঁদের বক্তব্য শুনতেন এবং প্রচুর উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে বিদায় করতেন। প্রথম উমায়্যা খলীফা হযরত মু'আবিয়া (রা) এ জাতীয় প্রতিনিধি মিশনের জন্যে তাঁর দরবারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ফলে দলে দলে মানুষ তাঁর আঙ্গিনায় ঢুকে পড়তো। কোন দল উমায়্যাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতো, আবার কোন

www.nagorikpathagar.org

দল উমায়্যাদের শাসন কার্যের তীব্র সমালোচনাও করতো। তিনি সব সময় সবাইকে প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে সম্মানের সাথে তাদেরকে বিদায় করতেন। পরবর্তী খলীফাগণ এ রীতি অব্যাহত রাখে। 'আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এ ধরনের প্রতিনিধি মিশন ও তাদের প্রদত্ত খুতবার বিবরণ এসেছে।[৯৪]

পুরুষ প্রতিনিধিদলের পাশাপাশি মহিলা প্রতিনিধিদলও আসতেন এবং মহিলা খতীবগণ তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরে খুতবা দিতেন। এ জাতীয় মহিলা খতীবদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন: সাওদা বিনত 'ইমারা, বাক্কারা আল-হিলালিয়্যা, যারাকা' বিন্ত 'আদী আল-হামদানিয়্যা, উম্মু সিনান বিনত খায়ছামা, 'আকরাশা বিনত আল-আতরাশ, দারিমিয়্যা আল-হাজূনিয়্যা, উম্মুল খায়র বিন্ত আল-হুরায়শ, আরওয়া বিন্ত 'আবদুল মুত্তালিব ও আরো অনেকে।[৯৫]

মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে খুতবা দিয়ে যাঁরা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে ওয়াইল গোত্রের খতীব সাহবান[৯৬] অন্যতম। একজন দক্ষ খতীব হিসেবে তিনি প্রবাদ পুরুষে পরিণত হন[৯৭] এবং خطيب العرب[৯৮] উপাধি লাভ করেন। তিনি তাঁর পছন্দনীয় ছড়ি হাতে ধারণ করা ছাড়া খুতবা দিতে পারতেন না।[৯৯] তাঁর নিজের অনেকগুলো ছড়ি ছিল। সাধারণভাবে তাঁর খুতবা ছিল অতি দীর্ঘ। এ কারণে তা সংরক্ষিত হয়নি। তেমনিভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর নামে বহু খুতবা দেখা যায় যা মূলতঃ তাঁর নয়। তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।[১০০]

আল-আসমা'ঈ বলেছেন: (হি. ২১৬/খ্রি. ৮৩১) তিনি যখন খুতবা দিতেন, একটু ঘামতেন না, কোন কথার দ্বিরুক্তি করতেন না, হাসতেন না এবং কথা শেষ না করে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিতেন না। একবার খুরাসান থেকে একটি প্রতিনিধিদল খলীফা মু'আবিয়ার দরবারে এলো। তাদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন 'উসমান ইবন 'আফ্ফানও ছিলেন। সাহবানকে খুতবা দানের জন্যে ডাকা হলো।

---

৯৪. দ্রঃ আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৬৮-৯৮; যাহরুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৪৭, ৫৭-৫৮; নিহায়াতুল আরিব, খ. ৭, পৃ. ২৩৭; সুবহুল আ'শা, খ. ১, পৃ. ২৫৭; আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ১৪৯, ২৮৭

৯৫. আল 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ১০২-১২১

৯৬. সাহাবান-এর পিতা যুফার ইবন ইয়াদ। বানূ ওয়াইল ইবন রাবী'আর সন্তান। তিনি সাহবান ওয়াইল আল-বাহিলী নামেও প্রসিদ্ধ। জাহিলী যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সন হি. ৪৫/খ্রি.৬৭৪। ('উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৯১

৯৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৬

৯৮. 'আরবের খতীব। (প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮)

৯৯. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০

১০০. 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৯১

www.nagorikpathagar.org

তিনি এসে একটি ছড়ি চাইলেন। লোকেরা বললো: আপনি তো আমীরুল মুমিনীনের সামনে উপস্থিত। এখন ছড়ি দিয়ে কি করবেন? জবাবে সাহবান বললেন: মূসা (আ) ছড়ি দিয়ে কি করেছিলেন, যখন তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন? তখন তো হাতে তাঁর ছড়িটি ছিল। তাঁর কথা শুনে মু'আবিয়া হেসে দেন। তাঁর জন্যে একটি ছড়ি আনা হলো। সেটা হাতে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং জুহরের নামাযের পর থেকে 'আসর পর্যন্ত একাধারে খুতবা দিলেন। এ সময়ের মধ্যে একবারও গলা খাঁকারি দিলেন না, কাশলেন না, থামলেন না এবং একটিবারের জন্য এমনো হলো না যে, কোন কথা শুরু করলেন, আর তা শেষ না করে অন্য কথায় চলে গেলেন। এ অবস্থায় মু'আবিয়া হাতের ইশারায় তাঁকে থামতে বললেন। সাহবান খুতবার মধ্যে হাতের ইশারায় তাঁর কথায় বাধা দিতে মু'আবিয়াকে বারণ করলেন। তখন মু'আবিয়া বললেন: নামাযের সময় হয়েছে। সাহবান বললেন: নামায তো আপনার সামনেই। আমরা সবাই তো এখন নামায, আল্লাহর হামদ, তাঁর পুরুস্কারের ঘোষণা ও শাস্তির ভয়-ভীতির মধ্যেই আছি। মু'আবিয়া তখন বললেন: أنت أخطب العرب 'আপনি 'আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ খতীব"।

সাহাবান আরো একটু যোগ করে বলেন:

والعظم والإنس والجن অর্থাৎ শুধু 'আরবের নই, 'আজম এবং মানব ও জিন জাতির মধ্যেও শ্রেষ্ঠ।[১০১]

খুতবাটির ভাষাগত সৌন্দর্য ও উপস্থাপনার অভিনবত্বের কারণে الشوهاء নামে খ্যাতি অর্জন করেছে।[১০২] 'কোন কবি এ খুতবাটির মত কোন কবিতা রচনা করেননি এবং কোন খতীবও তেমন কোন খুতবা কখনো দেননি'-একথা বলেছেন আল-জাহিজ।[১০৩] তিনি সাহবান সম্পর্কে আরো বলেছেন:[১০৪]

> إنه كان أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شيء سلف من منطقه.
>
> তিনি তাঁর প্রথম কথাটি মনে করা এবং পিছনে চলে যাওয়া প্রতিটি বক্তব্য স্মরণ রাখার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী স্মৃতিশক্তির অধিকারী মানুষ।

নিম্নে তার খুতবাটির কিছু অংশ তুলে ধরা হলো: [১০৫]

---

১০১. মুহাম্মাদ রুশদী, মাদনিয়্যাতুল 'আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম, (মিসর,: মাতবা'আতুস সা'আদা, ১৯৯১), পৃ. ৮৭-৮৮; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ২, পৃ. ৪৮২
১০২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; যাহরুল আদাব, খ, ১, পৃ. ৩৩
১০৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৪৮
১০৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯
১০৫. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ২, পৃ. ৪৮২; জাওয়াহিরুল আদাব, খ. ২, পৃ. ৩৮০; ড. উমার ফাররূখ, তারীখ, খ. ১, পৃ. ৩৯২

www.nagorikpathagar.org

إن الدنيا دار بلاغ ولآخرةدار قرار، أيها الناس فخذوا من دار ممركم لدار مقركم، ولا هتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه اسراركم واخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم ففيها حييتم ولغيرها خلقتم، إن الرجل إذا هلك قال الناس ماترك؟ وقال الملائكة ماقدم؟ قدموا بعضا يكون لكم ولا تخلفوا كلا يكون عليكم.

নিশ্চয় দুনিয়া হচ্ছে এমন এক স্থান যেখানে মানুষের নিকট পৌঁছানো হয়, তার কি করা উচিত। আর আখিরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী বাড়ি। ওহে জনমণ্ডলী! আপনারা আপনাদের এই চলার পথের বাড়ি থেকে স্থায়ী বাড়ির জন্য কিছু গ্রহণ করুন। আপনাদের গোপন কথা যাদের নিকট গোপন থাকে না তাদের নিকট আপনাদের গোপনীয়তা ফাঁস করবেন না। দুনিয়া থেকে আপনাদের দেহ বের হবার পূর্বে তার থেকে আপনারা আপনাদের অন্তর বের করে দিন। এখানে আপনারা নিশ্চিন্তজীবন যাপন করেছেন কিন্তু অন্য জগতের জন্য আপনাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন মানুষ যখন মারা যায় তখন লোকে বলে: সে কি রেখে গেল? আর ফেরেশতারা বলে: সে আগে কি পাঠিয়েছে? আপনারা এমন কিছু আগে পাঠান যা আপনাদের উপকারে আসবে। আর সব কিছুই পিছনে ছেড়ে যাবেন না, যা আপনাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ যুগের মাসলিস-মাহফিলের অপর দু'জন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ খতীব হলেন আল-আহনাফ ইবন কায়স[১০৬] ও সুহার ইবন 'আয়্যাশ আল-'আবদী। আল-আহনাফ ছিলেন বানূ তামীমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খতীব। তিনি যেমন 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের নিকট যেতেন, তেমনি যেতেন মু'আবিয়ার দরবারেও। তাঁর সাথে সব সময় থাকতেন একদল তুখোড় খতীব।[১০৭] আল-আহনাফের মিষ্টভাষিতা বহু

---

১০৬. আল আহনাফের ভালো নাম আবূ বাহর সাখর ইবন কায়স ইবন মু'আবিয়া আস-সা'দী আত-তামীমী। তিনি আল-আহনাফ নামে প্রসিদ্ধ। হি. পূ. ৩/ডিখ্র.৬১৯ সনে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। গোত্রের লোকদের সাথে মুসলমান হন। অল্প বয়স্ক হবার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থেকে যান। বিশ বছর বয়সে খলীফা 'উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারপর বহু যুদ্ধ, বিজয় ও অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। খলীফা 'উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর 'আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। মু'আবিয়া (রা) ইসলামী খিলাফতের দায়িত্বভার লাভ করার পর তাঁর দরবারে যান এবং তাঁর মুখের উপর সত্য কথা উচ্চারণ করে দারুণ সাহসের পরিচয় দেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সাথেও যোগাযোগ ছিল। হি. ৬৭/ডিখ্র.৬৮৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন। ('উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব, খ. ১, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫)

১০৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩০০

www.nagorikpathagar.org

মানুষকে হাজ্জাজের নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়েছে।[১০৮] একবার 'ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধিদল মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট আসে। দলটির মধ্যে আল-আহনাফও ছিলেন। দরবার বসার পূর্বেই ঘোষক ঘোষণা করে দেয় যে, দলের পক্ষ থেকে কেউ কথা বলতে পারবে না বরং প্রত্যেকেই তার নিজের কথা বলবে। দরবার বসলো। আল-আহনাফ উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে নিম্নের কথাগুলো বলেন:[১০৯]

لو لا عزيمة أمير المؤمنين لأخبرته أن دافة دفت، ونازلة نزلت، ونائبة نابت، ونابتة نبتت، كلهم به حاجة إلى معروف أمير المؤمنين وبره.

যদি আমীরুল মু'মিনীনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত না থাকতো তাহলে আমি তাঁকে অবহিত করতাম যে, দুর্ভিক্ষ কবলিত একদল বেদুঈন এসেছে, কিছু অতিথির আগমন ঘটেছে এবং তাদের ছোট্ট শিশুরা তাদের সাথে যুক্ত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তাদের সবারই আমীরুল মু'মিনীনের দান ও অনুগ্রহের প্রয়োজন।' এতটুকু বলার পর মু'আবিয়া (রা) বলেন: 'ওহে আবূ বাহর, থামুন। উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবার জন্য আপনি একাই যথেষ্ট।

সুহার ছিলেন বানূ 'আবদুল কায়সের লোক। খিতাবা প্রতিভায় তাঁর গোত্রের যে খ্যাতি ও সুনাম ছিল সে দিকে ইঙ্গিত করে খলীফা মু'আবিয়া (রা) একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেন: 'আপনাদের এই যে বাগ্মিতা, তা কিভাবে অর্জিত হয়? তিনি জবাব দেন এভাবে:[১১০]

شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا.

এ এমন এক জিনিস যা আমাদের অন্তর মাঝে তরঙ্গায়িত হয়।
তারপর অন্তর তা আমাদের জিহ্বায় নিক্ষেপ করে।

আল-জাহিজ বানূ আবদুল কায়সের খতীবদের মধ্যে বানূ সুহান-কে উল্লেখ করেছেন। এই বানূ সুহানের খতীবদের সবাই ছিলেন শী'আ। তাছাড়া আরো উল্লেখ করেছেন মাসকালা ইবন রাকাবা, রাকাবা ইবন মাসকালা ও করিব ইবন মাসকালা প্রমুখের নামগুলিও।[১১১] আল-জাহিজ একথাও বলেছেন যে, তাঁদের العجوز[১১২] নামে একটি বিখ্যাত খুতবা ছিল। তাঁরা কথা বলতে গেলেই সেটির

---

১০৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৯-২৬০. আল ইকদ আল ফারীদ, খ. ২, পৃ. ৪৬৪
১০৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৮৭-৮৮, নিহায়াতুল আরিব, খ.৭, পৃ. ২৩৭
১১০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৯৬; খ.৪, পৃ. ৪৬; আল ইকদ আল ফারীদ, খ. ৪, পৃ.৩১
১১১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৯৭
১১২. العجوز একটি বহু অর্থবোধক শব্দ। এখানে অননুকরণীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

কিছু না কিছু উদ্ধৃতি অবশ্যই তাঁদের দিতে হতো।[১১৩] বানূ আবদুল কায়সের রাকাবা ও সুহানের বংশধরদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আল-আহ্তাম্মের বংশধর। আর এঁদের নেতা ছিলেন 'আমর ইবন আল-আহ্তাম্ম। তাঁর কিছু চমৎকার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেছিলেন:

إن من البيان لسحرا

নিশ্চয় কিছু বর্ণনায় যাদু আছে।

এই 'আমরের ভাই 'আবদুল্লাহও ছিলেন একজন বড় মাপের খতীব। তিনিও বহু সমাবেশ ও প্রতিনিধি মিশনে খুতবা দিয়েছেন।[১১৪] তেমনি তাঁর ছেলে ও অধস্তন বংশধররাও খতীব ছিলেন। যেমন: তাঁর দুই ছেলে সাফওয়ান ও 'আব্দুল্লাহ এবং পৌত্র খালিদ ইবন সাফওয়ান, শাবীব ইবন 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুল্লাহ। এই 'আবদুল্লাহ খুরাসানের ওয়ালী হন এবং খলীফা ও রাজাদের দরবারে খুতবা দেন। আর খালিদ ইবন সাফওয়ান হিশামের দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে যান এবং খুতবা দেন। 'আবদুল আযীয ইবন যুরারা আল-কিলাবীও স্পষ্টভাষী খতীবদের একজন। তিনি একবার মু'আবিয়াকে সম্বোধন করেন এভাবে:[১১৫]

يأمير المؤمنين لم أزل أستدل بالمعروف عليك، وأمتطى النهار إليك، فإذا ألوى بي الليل فقبض البصر وعفى الأثر أقام بدني وسافر أملي والنفس تلوم والإجتهاد يعذر، وإذقد بلغتك فقطني.

হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি সব সময় ভালো কাজের দ্বারা আপনার উপর প্রমাণ উপস্থাপন করি। দিনের বেলায় আপনার নিকট আসার জন্য উটের উপর সাওয়ার হই। আর যখন রাত হয়, মানুষের চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং চিহ্ন মুছে যায় তখন আমার দেহ অবস্থান করে এবং আমার আশা ভ্রমণ করে। মন নিন্দামন্দ করে এবং চেষ্টা ও শ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। যখন আপনার নিকট পৌঁছি তখন আপনিই আমার জন্যে যথেষ্ট।

সংক্ষিপ্ত এ কয়টি বাক্যে অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটেছে এবং অবস্থার একটি চমৎকার চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। উমায়্যা যুগের মাজলিস-মাহফিলের খুতবার ধারা এমনই ছিল। যখন খতীবগণ খুতবা দীর্ঘ করতেন তখন খলীফা ও

১১৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৮
১১৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৩৫
১১৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫-৭৬

www.nagorikpathagar.org

দরবারের অন্যরা খুতবার চমৎকার ভাষা ও খতীবের শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অনেক খতীব শ্রোতাদেরকে মোহিত করার জন্যে সাজা' গদ্যে খুতবা দিতেন। এ সকল খতীবের চমৎকার বর্ণনাভঙ্গি ও অনুপম ভাষাশৈলী শোনার জন্যে তৎকালীন দামিশকের তরুন দিওয়ান লেখকরা ভিড় জমাতো। মাজলিস- মাহফিলের এ সকল খতীব অনেক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে নিজের মত অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে প্রবল বাকপটুতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। এ রকম একটি চিত্র দেখা যায় মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক য়াযিদকে পরবর্তী খলীফা ঘোষণা ও তাঁর পক্ষে বায়'আত গ্রহণের দিন।[১১৬] এ উপলক্ষে 'আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য প্রতিনিধিদল মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে আসে। তাদের খতীবরা বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং প্রত্যেকে খিতাবা প্রতিভার প্রকাশ ঘটান।

মু'আবিয়ার দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে এসে আর যাঁরা খুতবা দেন তাঁদের মধ্যে আন-নাখখার ইবন আওস আল-'উযরী,[১১৭] 'আমর ইবন সা'ইদ আল-আশদাক[১১৮] ও যুর'আ ইবন দামরাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুর'আর ছেলে আন-নু'মান ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ খতীব। ইবনুল আশ'আসের বিদ্রোহ নির্মূলের পর তিনি হাজ্জাজের হাতে বন্দী হন। চমৎকার একটি কথার দ্বারা তিনি মুক্তি লাভ করেন।[১১৯] রাওহ ইবন যানবা'ও মু'আবিয়ার দরবারে যান ও খুতবা দেন।[১২০]

এ জাতীয় প্রতিযোগিতার আরো একটি চিত্র দেখা যায় খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁর ভাই আবদুল আযীযকে বাদ দিয়ে তাঁর স্থলে ছেলে ওয়ালীদকে পরবর্তী খলীফা ঘোষণা দান উপলক্ষে। তখন 'ইমরান ইবন 'ইসাম আল-'আনাযী একটি চমৎকার খুতবা দেন।[১২১] কাউকে কোন উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে অথবা কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে খুতবা দানের যে রীতি 'আরব সমাজে প্রচলিত ছিল, তাও এযুগের মাজলিস-মাহফিলের খুতবার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এ ক্ষেত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবন হুমাম আস-সুলূলী আল-কূফীকে এ যুগের একজন পুরোধা দেখা যায়। হযরত মু'আবিয়ার (রা) মৃত্যুর পর য়াযীদ ইবন

---

১১৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩০০; 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২১০; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৩৬৯; আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ৭৩; খ. ৩, পৃ. ১৭৭
১১৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৩৭, ৩৩৩
১১৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৫-৩১৬
১১৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫
১২০. প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৩৫৮
১২১. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৮

www.nagorikpathagar.org

মু'আবিয়া যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন বহু মানুষ তাঁর প্রাসাদের ফটকে সমবেত হলো। সবাই যেন কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। তখন এই 'আবদুল্লাহ খলীফাকে সম্বোধন করে যে খুতবাটি দান করেন তা দেখার মত। তিনি বলেন:[122]

يأمير المؤمنين آجرك الله على الرزية، وبارك لك في العطية، وأعانك على الرعية، فلقد رزئت عظيما وأعطيت جسيما، فاشكر الله على ما أعطيت، واصبر له على ما رزئت، فقد فقدت خليفة الله، ومنحت خلافة الله، فقارت جليلا ووهبت جزيلا.

হে আমীরুল মু'মিনীন ! এই বড় বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দিন। দান ও অনুগ্রহে বরকত দিন। জনসাধারণের ব্যাপারে সাহায্য করুন। বড় বিপদ আপনার উপর আপতিত হয়েছে। বড় একটা জিনিসও আপনাকে দান করা হয়েছে। যা দান করা হয়েছে তার জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞা প্রকাশ করুন এবং যে বিপদ আপতিত হয়েছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন। আপনি আল্লাহর খলীফাকে হারিয়েছেন। তবে আল্লাহর খিলাফত আপনাকে দান করা হয়েছে। বড় একটা জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তবে আপনাকে পর্যাপ্ত দানও করা হয়েছে।

একই উপলক্ষে 'আতা ইবন আবূ সায়ফী আস-সাকাফীও একটি খুতবা দান করেন যার ভাব ও ভাষা পূর্বোক্ত খুতবাটিরই মত।[123]

এ যুগের এ ধরনের অনুষ্ঠানে অভিনন্দন ও শোকজ্ঞাপন মূলক বহু খুতবা দেখা যায়। উমায়্যা খলীফাদের মধ্যে 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বেশী সংখ্যায় দূত ও প্রতিনিধিদলকে স্বাগতম জানানোর জন্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সর্বদা প্রতিনিধি দল তার দরজায় এসে ভিড় জমাতো। হাজ্জাজ ইবন য়ূসুফ অনেক সময় বিশিষ্ট 'ইরাকী নেতৃবৃন্দকে সংগে করে 'আবদুল মালিকের দরবারে যেতেন এবং সেখানে তাদের তুখোড় খতীবরা নানা বিষয়ে খুতবা দিতেন।

খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে আর যেসব খতীব খুতবা দেন তাঁদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন 'আমর ইবন সা'ঈদ ও আল-হায়সাম ইবন আল-আসওয়াদ ইবন

---

১২২. যাহরুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৪৯; আল-মুবাররিদ খুতবাটি একটু ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। (আল-কামিল ফিল লুগা ওয়াল আদাব, খ. ২, পৃ. ৩৯৫

১২৩. আল-বায়ান ওয়াত তারয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৯১; যাহরুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৪৯

www.nagorikpathagar.org

আল-'উবয়ান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সা'ঈদের পরিচয় দিয়েছেন আল-জাহিজ এভাবে:[১২৪]

خطيب ابن خطيب ابن خطيب

অর্থাৎ পুত্র, পিতা ও পিতামহ সবাই খতীব।

'আবদুল মালিক আল-হায়সামকে প্রশ্ন করলেন: আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন? আল-হায়সাম বললেন:[১২৫]

أجدني قد ابيض مني ماكنت أحب يسود، واسود مني ماكنت أحب أن يبيض، واشتد مني ماكنت أحب أن يلين، ولان مني ماكنت أحب أن يشتد.

আমি নিজেকে এ ভাবে পাচ্ছি যে, আমার যা কালো থাকা পছন্দ করতাম তা সাদা হয়ে গেছে। যা সাদা থাকা পছন্দ করতাম তা কালো হয়ে গেছে। যা কোমল থাকা পছন্দ করতাম তা কঠোর হয়েছে এবং যা কঠোর থাকা পছন্দ করতাম তা কোমল হয়ে গেছে।

খলীফা 'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আল-ওয়ালীদের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বহু প্রতিনিধিদল যোগ দেয়। অনেক খতীব বুঝতে পারছিলেন না যে, নতুন খলীফাকে অভিনন্দন জানাবেন, না সমবেদনা জানাবেন। অতঃপর খতীব গায়লান ইবন সালামা আস-সাকাফী এগিয়ে গিয়ে সালাম দেন ও খলীফাকে সম্বোধন করে একটি খুতবা দেন।[১২৬]

সুলায়মান ইবন 'আবদুল মালিক খলীফা হবার পর যখন খোদা ভীরুতার দিকে ঝুঁকে পড়েন তখন আবূ হাযিমের মত বহু ওয়া'ইজ তাঁর দরবারে এসেছেন এবং খুতবা দিয়েছেন।[১২৭] 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীযের দরবারে যত বেশী সংখ্যক খতীব ওয়া'ইজ এসেছেন তেমন আর কোন খলীফার দরবারে আসেননি।[১২৮] তাঁদের মধ্যে খালিদ ইবন সাফওয়ান, 'আবদুল্লাহ[১২৯] ইবন আল-আহ্তাম ও মুহাম্মদ[১৩০] ইবন কা'আব আল-কুরাজী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক খালিদ[১৩১] ইবন সাফওয়ানকে মাজলিসে বসার জায়গা করে

---

১২৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩১৬
১২৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৯; খ. ২, পৃ. ৬৯
১২৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯১-১৯২
১২৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৩৫
১২৮. যাহ্রুল আদাব, খ. ১, পৃ, ৭
১২৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৩৭
১৩০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪; খ. ৩, ১৪৩; উয়ুন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ৩৪৩, ৩৭০
১৩১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৫; 'উয়ুন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ৩৪১

www.nagorikpathagar.org

দিতেন। কবি আল-কুমায়্যিত খালিদ আল-কাসরীর কারাগার থেকে পালানোর পর যখন গোটা পৃথিবী তাঁর সামনে সংকীর্ণ হয়ে পড়লো তখন তিনি খলীফা হিশামের পরিবারের জনৈক সদস্যের সহায়তায় তাঁর দরবারে প্রবেশ করেন। এক পর্যায়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটি দীর্ঘ খুতবা দান করেন।[১৩২]
তার বক্তব্য শুনে খলীফার মন নরম হয়। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। খালিদ ইবন সাফওয়ান হিশাম ইবন 'আবদুল মালিকের সাথে সব সময় থাকতেন এবং তাঁকে উপদেশ দিনে।[১৩৩]
প্রতিনিধিদল কেবল খলীফাদের দরজায় ভিড় করতো না বরং উমায়্যা খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালীগণের নিকটও যেত। সেখানেও খতীবদের খুতবা দানের রীতি গড়ে ওঠে। ইতিহাসে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, 'ইমরান ইবন হিত্তান একটি দলের সাথে যিয়াদ ইবন আবীহ্- এর নিকট যান এবং তাঁর সামনে একটি চমৎকার খুতবা দান করেন।[১৩৪] হাজ্জাজের দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে বহু খতীবের আগমন ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে জামি' আল-মুহারিবী সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর কিছু কথায় হাজ্জাজ নাখোশ হন।[১৩৫] তাঁর সেনা অধিনায়কগণ সব সময় যে কোন বিজয়ের খবর কোন প্রতিনিধি মারফত পাঠাতে মোটেই দেরী করতেন না। তারা খলীফার দরবারে রণক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা করে খুতবা দিত। যেমন আল-আযারিকদের নির্মূল করার পর আল-মুহল্লাব হাজ্জাজের নিকট খবরটি পাঠানোর জন্যে কা'আব ইবন মা'দান আল-আশকারীকে পাঠান।[১৩৬]
আয়্যুব ইবন আল-ফিররিয়্যা[১৩৭] হাজ্জাজের নিকট গেছেন এবং খুতবা দিয়েছেন। একবার হাজ্জাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন: আপনার এই অবস্থানের জন্যে কী প্রস্তুতি নিয়েছেন? তিনি বললেন:

ثلاث حروف، كأنهن ركب وقوف : دنيا وآخرة ومعروف.

তিনটি শব্দ- যেন তা অপেক্ষামান বাহন: ইহকাল, পরকাল ও সৎকাজ।

হাজ্জাজ বললেন: 'আপনি নিজেকে যে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেলন তা অতি নিকৃষ্ট। আপনি কি আমাকে তাদেরই একজন মনে করেছেন যাদেরকে আপনার কথা ও

১৩২. আল-আগানী, (সাসী), খ. ১৫, পৃ. ১১৫
১৩৩. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ১, পৃ. ৩৪১
১৩৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৮
১৩৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৫
১৩৬. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, পৃ. ৬৯৪; আল-আগানী (দারুল কুতুব), খ. ১৪, পৃ. ২৮৩
১৩৭. আবূ সুলায়মান আয়্যূব ইবন যায়দ একজন নিরক্ষর 'আরব বেদুঈন। তিনি তৎকালীন 'আরবের বিখ্যাত খতীবদের অন্যতম। হি. ৮৪ সনে হাজ্জাজ ইবন য়ুসুফ তাঁকে হত্যা করেন। আল-ফিররিয়্যা তাঁর কোন পিতামহী বা মাতা মহীর নাম। (আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ১৬৩; ইবন খাল্লিকান, খ. ১, ৮৩; যাহরুল আদাব, খ. ৪, পৃ. ৪৯)

www.nagorikpathagar.org

বক্তৃতা ধোঁকায় ফেলেছে? আল্লাহর কসম। আপনি আমার এ জুতোর স্থানের চেয়েও পরকালের অধিক নিকটবর্তী।' জবাবে ইবনুল ফিররিয়্যা বললেন:[১৩৮]

أقلني عثرتي، وأسغني ريقي، فإنه لابد دلجواد من كبوة، للسيف من نبوة، وللحليم من هفوة.

আমার পদস্খলন উপেক্ষা করুন, থুথু মিষ্টি-মধুর করুন। অর্থাৎ আমাকে একটু সুযোগ দিন। কারণ ভালো জাতের ঘোড়াও হোঁচট খায়, তরবারিতেও মরিচা পড়ে এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরও ভুল হয়।

জবাবে হাজ্জাজ বলেন :

أنت إلى القبر أقرب منك إلى العفو

আপনি এখন ক্ষমার চেয়ে কবরেরই বেশী নিকটবর্তী।

এই প্রতিনিধি মিশনের পাশাপাশি বিয়ের 'আকদ,[১৩৯] আন্ত:গোত্রীয় বিবাদ নিষ্পত্তি,[১৪০] খলীফাদের মাজলিসের ঝগড়া ও গৌরব-গর্ব প্রকাশ[১৪১] উপলক্ষে খুতবা দানের প্রাচীন রেওয়াজ যা এ যুগেও চালু ছিল, সবই মাজলিস- মাহফিলের খুতবার অন্তর্গত। আল-জাহিজ এ জাতীয় খুতবার উদ্ধৃতিসহ দীর্ঘ বর্ণনা তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে দান করেছেন।[১৪২]

ঘৃণা-বিদ্বেষ ও আত্মগৌরব প্রকাশ মূলক খুতবা দানের একটি ঘটনা ঘটেছিল হাশিমী বংশের লোক এবং 'আমর ইবন আল-'আস সহ উমায়্যা বংশের কিছু লোকের মধ্যে। খুতবাগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১৪৩] তবে অনেকেই এ ঘটনাকে বানোয়াট বলেছেন।[১৪৪] আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে সন্তানদের ব্যাপারে ঝগড়া এবং তা নিষ্পত্তির জন্যে যিয়াদের নিকট যাওয়া এবং সেখানে খুতবা দেয়া-এ যুগের ঘৃণা-বিদ্বেষ মূলক খুতবার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সেই খুতবার কিছু অংশ নিম্নরূপ:[১৪৫]

قالت المرأة : أصلح الله الأمير، هذا ابنى، كان بطنى وعاءه، وحجرى فناءه، وثديي سقاءه، أكلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام، فلم

---

১৩৮. আল-বায়ন ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২০-২১, ১১২, ৩৫০; যাহরুল আদাব, খ. ৪. পৃ. ৪৯ 'উয়ূন আল-আখরাব, খ. ১, পৃ. ১০২

১৩৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪০৪; খ. ৪, পৃ. ৭৩; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৪৯; উয়ূন আল- আখবার, খ. ৪, পৃ. ৭২

১৪০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১০৫, ১৭৩, খ. ২, পৃ. ১৩৫

১৪১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০-৯২; দ্র. আল- 'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ৪

১৪২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৬, খ, ৩, পৃ. ৬

১৪৩. ইবন আবিল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগা, খ. ২, পৃ. ১০১

১৪৪. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখ আল-আদাব, খ. ২, পৃ. ৪৩১

১৪৫. আল-কালী, আল-আমালী, খ. ২, পৃ. ১৪; জামহারাতুল খুতবাবিল 'আরাব, খ. ২, পৃ. ৩৯৪

www.nagorikpathagar.org

أزل بذلك سبعة أعوام، حتى إذا استوفى فصاله، وكملت خصاله، واستوكعت أوصاله، وأملت نفعه، ورجوت دفعه، أراد أن يأخذه مني كرها، فآدني أيها الأمير، فقدرام قهرى، وأرا قسرى.
فقال أبو الأسود : أصلحك الله! هذا ابني حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه، وانظر في أوده، وأمنحه علمي، وألهمه حلمي، حتى يكمل عقله، ويستحكم فتله.
فقالت المرأة : صدق أصلحك الله، حمله خفا، وحملته ثقلا، ووضعه شهوة، ووضعته كرها.

মহিলা বললেন: আল্লাহ্ আমীরের কল্যাণ করুন! এ হলো আমার ছেলে। আমার পেট ছিল তার থলে, আমার কোল ছিল তার আঙ্গিনা,আর আমার স্তন ছিল তার পান পাত্র। সে ঘুমিয়ে পড়লে আমি তার দেখাশুনা করতাম, আর জেগে উঠলে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। এভাবে সাত বছর যাবত আমি তার প্রতিপালন করেছি। এ ভাবে যখন তার দুধ ছাড়ার বয়স পূর্ণ হয়েছে, তার অভ্যাস পূর্ণতা পেয়েছে, তার দেহের জোড়গুলো শক্ত হয়েছে, আর আমি তার উপকারের আশা করছি, (আমার পক্ষ থেকে) তার প্রতিরোধের আকাঙ্খা করছি, তখন সে আমার নিকট থেকে তাকে জোর করে নেয়ার ইচ্ছা করেছে। ওহে আমীর! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। সে আমার উপর জোর-জবরদস্তী ও চাপ সৃষ্টির ইচ্ছা করেছে।

আবুল আসওয়াদ বললেন: আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! এ আমার ছেলে। তার (স্ত্রী) ধারণ করার পূর্বেই আমি তাকে (ছেলেকে) ধারণ করেছি। সে তাকে রাখার পূর্বেই (প্রসব) আমি তাকে রেখে দিয়েছি। এখন আমি তাকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিব, তার বেড়ে ওঠার প্রতি লক্ষ্য রাখবো। আমি আমার জ্ঞান ও আমার বিচক্ষণতা তাকে দান করবো। যাতে তার বুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে এবং তার সিদ্ধান্ত ও মতামত শক্তিশালী হয়।

মহিলা বললেন: আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! সে সত্য বলেছে। সে হালকা অবস্থায় ধারণ করেছে, আর আমি ধারণ করেছি ভারী অবস্থায়। সে রেখেছে প্রবৃত্তির তাড়নায়, আর আমি রেখেছি বাধ্য হয়ে।

www.nagorikpathagar.org

দীনী ওয়া'আজ-নসীহত ও বাহাস-মুনাজারার প্রসিদ্ধ খতীবগণ

এ যুগে দীনী ওয়া'আজ-নসীহত ও বাহাস-মুনজিরামূলক খুতবার দারুণ উন্নতি হয়। জুমু'আ ও দুই 'ঈদের নামাযে খুতবাদান অপরিহার্য ছিল। খলীফা ও তাঁদের ওয়ালীগণ এসব নামাযের ইমামতি করতেন। একারণে পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি নিরাসক্ত ভাবধারার তাঁদের অনেক খুতবা দেখা যায়। যাতে তাঁরা দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকার এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে সৎকাজ করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয ছিলেন এ জাতীয় খতীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ওয়া'আজ-নসীহত মূলক তাঁর বহু খুতবা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। আর হাজ্জাজের যত বেশী ধর্মীয় উপদেশ মূলক খুতবা দেখা যায় সম্ভবত: তত খুতবা ওয়ালীগণের আর কারো নেই। তিনি খুতবার মধ্যে প্রায়ই বলতেন:[১৪৬]

أيها الناس إن الكف عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله.

ওহে জনগণ! আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা আল্লাহর শাস্তির সময় ধৈর্য ধারণ অপেক্ষা অধিকতর সহজ।

এমনি ভাবে হাজ্জাজের আগের ও পরের ওয়ালীগণের বহু উপদেশ মূলক খুতবা সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থ-সমূহে বর্ণিত হয়েছে।[১৪৭]

বানূ উমায়্যাদের মধ্যে যাঁরা ওয়া'ইজ খতীব ছিলেন তাঁরা খুতবা দীর্ঘ করতেন এবং তাঁদের সেই খুতবা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা যা বলতেন, নিজেরা তা 'আমল করতেন না। হাজ্জাজ ইবন যূসুফ ও খালিদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল কাসরী এঁদের অন্তর্ভুক্ত। এ দু'ব্যক্তি চমৎকার ওয়া'আজ করতেন। একবার মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) ওয়া'আজ করতে বসলেন। তাঁর ওয়া'আজ শুনে শ্রোতারা কাঁদতে আরম্ভ করলো। সেই মাজলিসে 'আমর ইবন আল-'আস (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। ওয়া'আজ শেষে তিনি মু'আবিয়াকে বললেন:[১৪৮] 'আপনি তো ওয়া'আজ করে আমার অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি মনে করেন, আমরা 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে এ জন্যে লড়েছি যে, তিনি অসত্যের উপর ছিলেন, আর আমরা ছিলাম সত্যের উপর? আল্লাহর কসম! এ

---

১৪৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৮৭
১৪৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৭, খ. ২, পৃ. ১৪৩; আল-'ইকদ- আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৩৪; 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ১, পৃ. ২৫১, খ. ২, পৃ. ২৪৬
১৪৮. আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৬৮

www.nagorikpathagar.org

কেবলই ছিল দুনিয়া, আমরা তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। যদি আমি আপনার দুনিয়া থেকে কিছু না পাই তাহলে আপনাকে ছেড়ে যাব।'

এ জাতীয় খুতবা যখন খলীফা ও ওয়ালীগণের মুখ থেকে বের হতো, তখন তাঁদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী খারিজী ও শী'আরা পিছিয়ে থাকতে পারে কি ভাবে। তারাও মানুষকে তাকওয়া ও খোদাভীরুতার দিকে আহবান জানাতে কোন অংশে কম যায় নি। যদিও তাদের হাতে পার্থিব ক্ষমতা ও সুখ-সম্পদের তেমন কিছু ছিলনা। তবুও তারা যেন ওয়া'আজ-নসীহত করার ক্ষেত্রে উমায়্যাদের অতিক্রম করে গেছে। তারা এ জাতীয় খুতবায় ধর্ম ও রাজনীতিকে এক করে ফেলতো। কখনো কখনো তা হতো শুধুই ধর্মীয়। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাতারী-ইবন আল-ফুজাআর সেই বিখ্যাত ওয়া'আজ[১৪৯] এবং শী'আ খতীব শাদ্দাদ ইবন আওসের মু'আবিয়ার সামনে প্রদত্ত উপদেশমূলক খুতবাটি, যখন মু'আবিয়া তাঁকে 'আলীর (রা) সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার আহ্বান জানান,[১৫০] উল্লেখ করা যায়। এমনি ভাবে 'আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাবলীতে যায়দ-ইবন 'আলী ইবন আল-হাসানের অনেক বাণী দেখা যায়, যা তাঁর খুতবার অংশ বিশেষ।[১৫১] তাঁর সাথে ইমামত নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতেন জা'ফার ইবন হাসান ইবন আল-হাসান ইবন 'আলী। এ ব্যাপারে কার অধিকার বেশী তা জানা ও শোনার জন্যে মানুষ তাঁদের এ বক্তৃতা মাহফিলে সমবেত হতো।[১৫২]

পূর্বে যাঁদের কথা বলা হলো তাঁদের কেউই দীনী খুতবায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না, তেমনি ভাবে খুতবা দানের মাধ্যমে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন না। এযুগে এমন একদল লোক ছিলেন যাঁরা কেবল ওয়া'আজ-নসীহতই করতেন। তাঁদেরকে বলা হতো-'আল-কুসসাস[১৫৩] ও 'আল-ওয়া'ইজ'।[১৫৪] খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্ত্বাবের (রা) সময় থকেই কিসসা-কাহিনী বলার প্রচলন হয়। তখন অনেক গল্প কাহিনী বলিয়ে লোক ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন মাসজিদে মানুষকে উপদেশ মূলক গল্প-কাহিনী শোনাতেন।[১৫৫] আর একদল লোক ছিলেন যাঁরা অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীর সাথে থাকতেন এবং সৈনিকদেরকে উপদেশ মূলক ইতিহাসের

---

১৪৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১২৬; 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৫০
১৫০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৪, পৃ. ৬৯; 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ১, পৃ. ৫৫
১৫১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৩; যাহ্রুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৭২
১৫২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৩৪; যাহ্রুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৭৩
১৫৩. গল্প-কাহিনী বলার লোক। (দ্র. মুসতাফা সাদিক আর-রাফি'ই, তারীখু আদাব আল-'আরাব, (মিসর: মাতবা'আতুল উসতিকামা, সং. ২, ১৯৪০) খ. ১, পৃ. ৩৯৫
১৫৪. উপদেশ দানকারী
১৫৫. তাবাকাত, খ. ৫, পৃ. ৩৪১, আল-ফাননু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ৭৪

www.nagorikpathagar.org

ঘটনাবলী ও কাহিনী শুনিয়ে উত্তেজিত করে তুলতেন।[১৫৬] গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে ওয়া'আজ-নসীহতের এ ধারা উমায়্যা যুগে এসে আরো প্রবল ও ব্যাপক হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যেমন এ ধারাকে তাঁদের ক্ষমতা সংহত করার কাজে ব্যবহার করেন, তেমনি ভাবে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাদের রাজনৈতিক আহ্বান ও আন্দোলনে এটাকে কাজে লাগান। আমীর মু'আবিয়া (রা) ইতিহাস ও গল্প-কাহিনী বলার জন্যে লোক নিয়োগ করেন। তাঁদেরকে দিনে দু'বার-ফাজরের নামায ও মাগরিবের নামাযের পর, তাঁকে গল্প-কাহিনী শোনানোর নির্দেশ দেন।[১৫৭]

এসব গল্প-কাহিনী বলা লোকদের বিশেষ বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হয়। মোট কথা, এ যুগে ওয়া'আজ-নসীহত করা ও কিসসা-কাহিনী বলার দারুণ ধুম পড়ে যায়। প্রতিটি ইসলামী শহরে বড় বড় ওয়া'ইজ ও কুসসাস সকল শ্রেণীর মানুষকে ওয়া'আজ-নসীহত করতেন। আল-জাহিজ এসব ওয়া'আজ-নসীহতকারী ও কিসাস- কাহিনী বলা লোকদের বর্ণনায় অনেক পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাতে তিনি শ্রেষ্ঠ ওয়া'ইজদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের ওয়া'আজের অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল-জাহিজের রচনাবলী এবং আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে যে সব খ্যতিমান ওয়া'ইজের বর্ণনা এসেছে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত নাম-পরিচয় এখানে দেয়া হলো।

আল-আসওয়াদ ইবন সারী' বসরায় সর্ব প্রথম ওয়া'আজের প্রচলন করেন।[১৫৮] অপর দিকে কূফার যায়দ ইবন সূহান[১৫৯] এবং মদীনায় 'উবায়দ ইবন 'উমায়র[১৬০] ওয়া'আজ করতেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) এই উবায়দের ওয়া'আজ শুনে দারুণ মুগ্ধ হতেন এবং এত বিগলিত হতেন যে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। মনোরম ভঙ্গিতে গল্প-কাহিনী বলে মানুষকে মুগ্ধ করতেন। যাঁরা মানুষকে মুগ্ধ করতেন তাদের সংখ্যা অনেক। ইবরাহীম আত-তায়মী ও সা'ঈদ ইবন জুবায়র- এই দু'জন এ শ্রেণীর বড় খতীব। ইবরাহীমের খুতবা শুনে মানুষ পাখীর কেঁপে ওঠার ন্যায় কেঁপে উঠতো।[১৬১]

সা'ঈদ প্রতিদিন দু'বার-ফাজর ও 'আসরের নামাযের পর মানুষকে কিসসা

---

১৫৬. উসুদুল গাবা, খ. ৫, পৃ. ৩৪১, আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ৭৪
১৫৭. আল-ফান্নু ও মাযাহিবুহু, পৃ. ৭৫
১৫৮. তাবাকাত, খ. ৭, পৃ. ২৮; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৬৭
১৫৯. তাবাকাত, খ. ৬, পৃ. ৮৪
১৬০. তাবাকাত, খ. ৫, পৃ. ৩৪১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৬৭
১৬১. তাবাকাত, খ. ৬, পৃ. ১৯৯

www.nagorikpathagar.org

শোনাতেন।[১৬২] মুসলিম[১৬৩] ইবন জুনদুব মদীনার মাসজিদে কিসসা বলতেন। যার[১৬৪] ইবন 'আবদুল্লাহ একজন বড় প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইবনুল আশ'আসের বাহিনীতে গল্পকাহিনী বলে ও ওয়া'আজ-নসীহত করে সৈন্যদেরকে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উত্তেজিত করে তুলতেন। মুতাররিফ ইবন 'আবদুল্লাহ আশ-শিখ্খীর বসরার মাসজিদে তাঁর পিতার স্থানে ওয়া'আজ করতেন ও মানুষকে কিসসা-কাহিনী বলতেন।[১৬৫] ওয়াহাব[১৬৬] ইবন মুনাববিহ্ ও য়াযীদ ইবন আবান আর-রাককাশী-এ দু'জনও বড় ওয়া'ইজ খতীব ছিলেন। আল-জাহিজ আর-রাককাশীর ওয়া'আজের নিম্নের অংশটুকুও সংকলন করেছেন:[১৬৭]

ليتنا لم نخلق، وليتنا إذ خلقنا لم نعص، وليتنا إذ عصينا لم نمت، وليتنا إذ متنا لم نبعث، وليتنا إذ بعثنا لم نحاسب، وليتنا إذ حوسبنا لم نعذب، وليتنا إذ عذبنا لم نخلد.

হায়, যদি আমাদেরকে সৃষ্টি করা না হতো। হায়, যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করা হলো তখন যদি পাপ না করতাম তখন যদি মৃত্যুবরণ না করতাম। হায়, যখন আমরা মারা গেলাম তখন যদি পুনরুজ্জীবন না হতো। হায়, যখন আমাদের জীবিত করা হলো তখন যদি হিসাব না নেয়া হতো। হায়, হিসাব নিলেও যদি শাস্তি দেয়া না হতো। আর হায়, যদি শাস্তি দেয়াই হলো, তা হলে তা যদি চিরস্থায়ী না হতো।

এই য়াযীদ আর-রাককাশী ছিলেন প্রখ্যাত কুসসাস 'ঈসার চাচা।[১৬৮] মালিক ইবন দীনারও ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিসসা-কাহিনী বলা লোক।[১৬৯]

এ যুগে যাঁরা কিসসা কাহিনী বলতেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন বড় ওয়া'ইজ ছিলেন। তাঁরা অহেতুক গল্প-কাহিনী বলতেন না বরং ওয়া'আজ-নসীহতের মধ্যে উপমা ও দৃষ্টান্ত হিসেবে নাবী-রাসূল (সা) ও অতীতের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কিসসা-কাহিনী প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। সেই সাথে উপস্থাপন করতেন কুরআন-হাদীসের প্রচুর উদ্ধৃতি। এ যুগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন ওয়া'ইজ খতীবের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

---

১৬২. প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮০
১৬৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৬৭; আদাব আল-'আরাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬
১৬৪. দ্র. 'উয়ূন আল-আখবার, খ, ২, পৃ. ২৯৮; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৯৮
১৬৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩৬৭ 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৮৯; সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৩, পৃ. ১৪৪
১৬৬. দ্র. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২. পৃ. ২৭২-২৭৬, ২৮১, ৩২৮
১৬৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৬২
১৬৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯০, ৩৬০-৩০৮; দ্র. আল-হায়ওয়ান, খ. ৭, ২০৪
১৬৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০; সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৩, পৃ. ১৯৭

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহ্[১৭০] ইবন 'আমর ইবন আল-'আস মিসরে, রাজা'[১৭১] ইবন হায়ওয়া ও আল-আওযাঈ[১৭২] শামে এবং সা'ঈদ[১৭৩] ইবন আল-মুসয়্যিব ও আবু হাযিম[১৭৪] আল-আ'রাজ মদীনায় ওয়া'আজ করতেন। আবু হাযিম সুলায়মান ইবন 'আবদুল মালিক ও 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীযের দরবারেও বহু উপদেশ মূলক খুতবা দিয়েছেন। এমনি এক ওয়া'আজের মাজলিসে জনৈক খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করেন: আপনার সম্পদ কি? বললেন, আমার দু'টি সম্পদ আছে :

الثقة بما عند الله واليأس مما فى أيدى الناس.

আল্লাহর নিকট যা আছে তার উপর দৃঢ় আস্থা এবং মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি হতাশা।

খলীফা তাঁকে বলেন, আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমার নিকট তুলে ধরুন। জবাবে তিনি বলেন:[১৭৫]

هيهات هيات، قدرفعتها إلى من لاتختزل الحوائج دونه، فأن أعطانى منها شيئا قبلت، وإن زوى عنى منها شيئا رضيت.

অসম্ভব, অসম্ভব। আমি তো আমার প্রয়োজনের কথা এমন এক সত্ত্বার নিকট উপস্থাপন করেছি যাঁর সামনে প্রয়োজন সমূহের উপস্থাপন কোন সময় থেমে নেই। সেখান থেকে তিনি যদি আমাকে কিছু দেন, আমি গ্রহণ করি। আর যদি কিছু না দেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকি।

মদীনার ওয়া'ইজদের মধ্যে মুহাম্মদ[১৭৬] ইবন কা'আব আল-কুরাজীও একজন। তিনি খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে তাঁর অন্তিম রোগ শয্যায় দেখতে যান এবং অনেক উপদেশ দান করেন। এযুগে 'ইরাকে ওয়া'আজ-নসীহতকারী খতীবদের যেন প্লাবন হয়েছিল। এ সময়ের অসংখ্য ওয়া'ইজের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন: ইবন শুবরামা,[১৭৭] মুওয়াররিক[১৭৮] আল-'ইজলী, বাকর[১৭৯] ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মুযানী, আশ-শা'বী,[১৮০] আয়্যুব[১৮১]

---

১৭০. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৯৪
১৭১. সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৪, পৃ. ১৮৬
১৭২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৮
১৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪
১৭৪. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৮৬, ৩৩০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৪২; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৬৩
১৭৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৩৯
১৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪; খ. ৩, পৃ. ১৭০
১৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৬; আল-'ইকদ-আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৫০, ১৮৩
১৭৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৩; খ. ২, পৃ. ১৯৮
১৭৯. প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ৩৫৩; খ. ৩, পৃ. ১৪১
১৮০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২২; সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪০

www.nagorikpathagar.org

আস-সিখতিয়ানী ও মুহাম্মদ ইবন ওয়াসি' আল-আযদী আল-বাসরী। আল-মুওয়াররিক বলতেন:

ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه.

যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে নিজের কৃত পাপ স্বীকার করে সে এমন ব্যক্তির চেয়ে ভালো যে কাঁদতে কাঁদতে স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করে।

أطفئوا نار الغضب بذكر جهنم.

জাহান্নামের স্মরণ দ্বারা ক্রোধের আগুন নিভিয়ে ফেল।

এই বিখ্যাত বাণীর প্রবক্তা ছিলেন বাকর ইবন 'আবদিল্লাহ। আর মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' বলতেন:

يعجبني أن يصبح الرجل وليس له غداء، ويمسى وليس له عشاء، وهو مع ذلك راض عن الله.

এমন ব্যক্তি আমাকে বিস্মিত করে যার সকাল হয় অথচ তার দুপুরের খাবার নেই। সন্ধ্যা হয় অথচ তার রাতের খাবার নেই। তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

শেষোক্ত ব্যক্তি খুরাসানে কুতায়বা ইবন মুসলিমের সেনাবাহিনীতে ওয়া'আজ ও কিসসা-কাহিনীর জন্যে নিযুক্ত ছিলেন। কুতায়রা তাঁর সম্পর্কে বলতেন, 'প্রসিদ্ধ হাজার তরবারি ও ধারালো তীর-বর্শা থেকে তিনি আমার নিকট বেশী প্রিয়।'[১৮২] 'ইরাকের শ্রেষ্ঠ ওয়া'ইজ ও কুসসাসের মধ্যে মালিক ইবন দীনারও একজন।[১৮৩] বসরার কাদ্বী ইয়াস ইবন মু'আবিয়াও শ্রেষ্ঠ ওয়া'ইজ ছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও সঠিক দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্ত দেয়া হতো।[১৮৪] খালিদ ইবন সাফওয়ান ও শাবীব ইবন শায়বা-তামীম গোত্রের এ দু'জনও ছিলেন বড় ওয়া'ইজ। এ দু'জন সম্পর্কে আল-জাহিজ বলেছেন:[১৮৫] 'খতীবদের মধ্যে খালিদ ইবন সাফওয়ান ও শাবীব ইবন শায়বার চেয়ে ভালো খুতবা দানকারী আর কাউকে আমি জানিনে। মানুষ এঁদের কথা মুখস্থ করে রাখতো এবং মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। তিনি খালিদ সম্পর্কে আরো বলেছেন:[১৮৬] 'জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে

১৮১. দ্র. সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৩, পৃ. ২১২
১৮২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ২৭৩; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৭০
১৮৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ৭৯; সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৩, পৃ. ১৯৭
১৮৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১,পৃ. ৯৮
১৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ৩১৭
১৮৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯-৩৪০

www.nagorikpathagar.org

প্রসিদ্ধ খতীবদের অন্যতম হলেন খালিদ ইবন সাফওয়ান। তাঁর খুতবার একটি বই নকল নবীশদের মধ্যে হাত বদল হতো।' খালিদ 'আব্বাসীয় খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফফাহর যুগও লাভ করেন। তিনি তাঁর রাত্রিকালীন মাজলিসের অন্যতম খতীব ছিলেন। তাঁর বহু মূল্যবান উপদেশবাণী বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন:[১৮৭]

احذروا مجانيق الضعفاء يعنى الدعاء.

তোমরা দুর্বলদের মিনজিনীক (পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র) থেকে সতর্ক হও। অর্থাৎ তাদের বদ-দু'আ থেকে সতর্ক হও।

ইবন কুতায়বা তাঁর (খালিদের) একটি দীর্ঘ ওয়া'আজ বর্ণনা করেছেন। সেটি তিনি খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের উদ্দেশ্যে করেন এবং তাঁকে কাঁদিয়ে দেন।[১৮৮]

আল-হাসান আল বাসরী[১৮৯] ও ছিলেন এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ওয়া'ইজ ও মাজলিসী গল্প-কাহিনী বলা মানুষ। ইমাম আল-গাযালী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:[১৯০]

كان الحسن البصرى أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء،
وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية فى الفصاحة.

মানুষের মধ্যে আল-হাসান আল-বাসরী ছিলেন কথার দিক দিয়ে নাবীদের কথার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ, হিদায়াতের দিক দিয়ে সাহাবীদের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী। তাছাড়া ভাষার শুদ্ধতায় ও স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ।

---

১৮৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৪

১৮৮. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ৩৪১

১৮৯. আল-হাসান আল-বাসরী হি. ২১ সনে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা য়াসার ছিলেন বসরার পার্শ্ববর্তী মায়সানের এক অনারব দাস। এক আনসারী ব্যক্তি তাঁকে দাস হিসেবে গ্রহণ করে এবং পরে মুক্ত করে দেয়। তাঁর মা খায়রা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন উমুম সালামা (রা)-এর আযাদকৃত দাসী।তিনি ছিলেন একজন তাবি'ঈ,তাঁর যুগে বসরার ইমাম, মুসলিম উম্মার তত্ত্বজ্ঞানী ফকীহ, বিশুদ্ধ ভাষী, সাহসী বীর ও তাপস ব্যক্তি। 'আলী ইবন আবী তালিবের সাহচর্যে বেড়ে ওঠেন এবং বসরায় স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলেন। মানুষের অন্তরে ভীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। স্বৈরাচারী উমায়্যা শাসকদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করতেন। সত্য বলার ব্যাপারে কারো পরোয়া করতেন না। বীরত্ব ও সাহসিকতায় কাতারী ইবন-আল-ফুজাআর সাথে তাঁর নামটি স্মরণ করা হয়। হিজরী. ১১০(খ্রি.৭২৮) সনে বসরায় ইনতিকাল করেন। (তাবাকাত, খ. ৭, পৃ. ১১৪; আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, বৈরূতঃ দারু ইহয়া' আত-তুরাছ আল-আরাবী, খ. ১, পৃ. ৭১; আল-আ'লাম, খ. ২, প.২২৬

১৯০. আল-আ'লাম, খ. ১, পৃ. ১০৬

www.nagorikpathagar.org

আল-জাহিজ বলেছেন:[১৯১]

أما الخطب (الدينية) فإنا لانعرف أحدا يتقدم الحسن البصرى فيها.

আর দীনী খুতবায় আমরা আল-হাসান আল-বাসরী থেকে অগ্রগামী আর কাউকে জানিনে।

সে যুগে বসরায় একদল তাপস ও খোদাভীরু লোক ছিলেন যাঁরা জীবন যাপনে ছিলেন অতি সরল ও অনাড়ম্বর। তাঁরা বাঁশ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ দিয়ে তৈরী সাধারণ ঘরে বসবাস করতেন। বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে মানুষকে তাঁরা উপদেশ দিতেন। হাজ্জাজ ইবন য়ূসুফ বলতেন: 'বসরায় বাঁশের ঘরে বসবাসকারীদের মধ্যে এই কালো পাগড়িধারী ব্যক্তি (আল-হাসান) হলেন সবচেয়ে বড় খতীব। তিনি যখন ইচ্ছা খুতবা দেন এবং যখন ইচ্ছা চুপ থাকেন।'[১৯২] আবু 'আমর ইবন আল-'আলা' বলেছেন:[১৯৩]

لم أر قرويين أفصح من الحسن والحجاج.

আমি আল-হাসান ও হাজ্জাজ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষী দু'জন গ্রামবাসীকে দেখিনি।

তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, এ দু'জনের মধ্যে কে বেশী বিশুদ্ধভাষী? বললেন: আল-হাসান।

তিনি মানুষকে অতি সংক্ষিপ্ত কথায় নির্ভীকভাবে উপদেশ দিতেন। উমায়্যা খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁকে লিখলেন: 'এ দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু সাহায্যকারী আমার জন্যে দেখুন।' আল-হাসান জবাব দিলেন এ ভাবে:[১৯৪]

أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الأخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله.

দুনিয়াদার লোক, তাদেরকে আপনি চাচ্ছেন না। আর আখিরাতের সন্তান, তারা তো আপনাকে চাইবে না। সুতরাং আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।

দীনী ওয়া'আজ-নসীহতে তাঁর পরের ব্যক্তি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ। তাঁর অনেক মূল্যবান কথা পাওয়া যায়।

---

১৯১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৪
১৯২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৮, খ. ২, পৃ. ২৮৬
১৯৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, সম. ড. ইহসান 'আব্বাস, মিসর: ১৩১০, খ. ২, পৃ. ৭০
১৯৪. আল-আ'লাম, খ. ২৩, পৃ. ১০৬ ~

www.nagorikpathagar.org

নিম্নের কথাটি তিনিই বলেছেন[১৯৫]

أرى داعي الموت لا يقلع وأرى من مضى لا يرجع.

আমি দেখি মৃত্যুর কারণ উপড়িয়ে ফেলা যায় না। আর এও দেখি, যে যায় সে আর ফিরে আসে না।

আল-ফাদল ইবন 'ঈসা আর রাকাকাশীও একজন বড় ওয়া'ইজ ও মাজলিসী গল্পকার। তিনি সাজা' গদ্যে ওয়া'আজ করতেন।[১৯৬] আল-জাহিজ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:[১৯৭]

كان من أخطب الناس وكان متكلما قاصا مجيدا.

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ খতীবদের একজন। তিনি একজন ভালো বাকপটু ও গল্প বলিয়ে লোক ছিলেন।

তিনি তাঁর কিস্সা-কাহিনীর মধ্যে নিম্নের কথাগুলো বলতেন:[১৯৮]

سل الأرض فقل من شق أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا،

তুমি মাটিকে জিজ্ঞেস কর, তোমার এ নদ-নদীগুলো কে খনন করেছে, গাছগুলো কে লাগিয়েছে এবং ফলগুলো কে চয়ন করেছে? কথায় সে কোন উত্তর না দিলেও তার অবস্থা তা বলে দেবে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নেতা ওয়াসিল ইবন 'আতা[১৯৯] হি. (১৩১/৭৪৮) ছিলেন একজন বড় মাপের খ্যাতিমান ওয়া'ইজ। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সর্বাধিক খুতবা দানকারী ব্যক্তি। তাছাড়া খতীবদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাঞ্জলভাষী, সর্বাধিক বিস্ময় সৃষ্টিকারী ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তি। বর্ণিত আছে, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন 'আবদুল আযীয যখন 'ইরাকের গভর্ণর (হি. ১২৬-১২৯) তখন একদিন তিনি তাঁর মাজলিসে উপস্থিত হন। তাঁর সাথে আরো ছিলেন খালিদ ইবন সাফওয়ান, শাবীব ইবন শায়বা ও আল-ফাদাল ইবন 'ঈসা আর-রাককাশী। 'আবদুল্লাহর সামনে এ চারজন খুতবা দানের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। সেদিন ওয়াসিল আরবী "রা" বর্ণটির উচ্চারণ পরিহার করে যে দীর্ঘ খুতবাটি দান করেন তা দ্বারা সকলকে অতিক্রম করে যান। "আব্বাসীয় যুগের বিখ্যাত কবি বাশ্শার ইবন

---

১৯৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ২, পৃ. ১১৩
১৯৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯০
১৯৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯০
১৯৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৮; নাকদ আন-নাছর, পৃ. ৭
১৯৯. আশ-শাহরিস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, (১৩২৩), পৃ. ৩১; ইবন হাজার আল-'আসকালানী, লিসানুল মীযান, (হায়দ্রাবাদ, সং. ১, ১৩৩১হি.), পৃ. ২১৪-২১৫

www.nagorikpathagar.org

বুরদ এই খুতবাটির জন্যে একটি দীর্ঘ কবিতায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার একটি চরণ নিম্নরূপ:[২০০]

إبا حذيفة قد أوتيت معجبة في خطبة بدهت من غير تقدير.

আবূ হুযায়ফা, আপনাকে একটি বিস্ময়কর জিনিস দান করা হয়েছে
একটি খুতবার মধ্যে, যা পূর্বে নির্ধারণ ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে এসেছে।

ড. শাওকী দায়ফ বলেন:[২০১] এ খুতবাটি ছিল সমকালীন সময়ের সর্বোত্তম, সর্বাধিক সুন্দর ও সেরা একটি ওয়া'আজ।' তিনি খুতবাটির দীর্ঘ ভূমিকায় এমন ভাবে আল্লাহর হামদ পেশ করেছেন যা সমকালীন কোন খতীবের খুতবায় দেখা যায় না। যেমন তিনি বলেছেন:[২০২]

الحمد لله القديم بلا غاية، الباقي بلا نهاية، الذى علا في دنوه، ودنا في علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، ولا يئوده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل أنشأه ابتداعا، وعدله اصطناعا، فأحسن كل شيء خلقه، وتمم مشيئته، وأوضح حكمته، فدل على ألوهيته، فسبحان لا معقب لحكمه، ولا دافع لقضائه، تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لسلطانه، ووسع كل شيء فضله، ولا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إلها تقدست أسماؤه، وعظمت آلاؤه، وعلا عن صفات كل مخلوق، وتنزه عن شبيه كل مصنوع، فلاتبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول والأفهام، ويعصى فيحلم ويدعى فيسمع، ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما نقعلون.

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি অন্তহীন আদি এবং অনন্ত কাল স্থায়ী। তিনি তাঁর নৈকট্যের উপরে এবং উঁচু মর্যাদার নিকটে। কোন কাল তাঁকে ধারণ করতে পারে না এবং কোন স্থান তাঁকে বেষ্টন করতে সক্ষম হয় না। তাঁর সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক নয়। কোন সৃষ্টিকে তিনি কোন পূর্বের দৃষ্টান্তের উপর করেননি। বরং সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকটি জিনিস তিনি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছেন এবং কৌশলকে স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তা

---

২০০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ২৪
২০১. তারীখ আল-আদব আল-'আরাবী, খ. ২, পৃ. ৪৩৮
২০২. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব,খ. ২, পৃ. ৫০১-৫০৩

www.nagorikpathagar.org

তাঁর প্রভুত্বের প্রমাণ করেছে। তিনি মহাপবিত্র। তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যানকারী কেউ নেই এবং তাঁর সিদ্ধান্তেরও কোন প্রতিহতকারী নেই। তাঁর বড়ত্বের নিকট প্রত্যেকটি জিনিস বিনয়ী হয়েছে এবং তাঁর ক্ষমতার নিকট প্রত্যেকটি জিনিস নত হয়েছে। তার মহত্ত্ব ও মর্যাদা প্রতিটি জিনিসে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। একটি শস্যদানা পরিমাণ কোন বস্তুও তাঁর নিকট থেকে গোপন নেই। তিনি অতি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর নামসমূহ অতি পবিত্র, দানসমূহ অতি বড়। তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টির যাবতীয় গুণাবলীর উর্ধে এবং সকল সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। কোন ধারণা তাঁর নাগাল পায়না এবং মানুষের সব বোধ ও বুদ্ধি তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। তাঁর অবাধ্যতা করা হলে তিনি তা জানেন এবং তাঁকে ডাকা হলে শোনেন। তাঁর বান্দাদের তাওবা তিনি কবুল করেন, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেন এবং আপনারা যা কিছু করেন, তিনি তা জানেন।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ওয়াসিল এ খুতবায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব বর্ণনায় ও তাঁর প্রশংসার ক্ষেত্রে কুরআনের ভাবের অনুসরণ করেছেন এবং কুরআনের ব্যবহৃত শব্দের সাহায্য নিয়েছেন। আল্লাহর প্রতি দেহত্ব আরোপের সব ধরনের অভিব্যক্তিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর মত কোন কিছুই নেই। আল্লাহর দীর্ঘ হামদের মত রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি দীর্ঘ সালাত ও তাসলীমও পেশ করেছেন। এই ওয়াসিলের অনুসরণে প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'আবদুল হামীদের (হি. ১৩২/ ৭৫০) মত লেখকরা তাঁদের লেখার ভূমিকায় দীর্ঘ হামদ ও সালাত-তাসলীমের অবতারণার সূচনা করেন। এই দীর্ঘ ভূমিকার পর তিনি মানুষকে খোদাভীতি ও সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে দুনিয়া ও তার ভোগ-বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

أوصيكم عباد الله مع نفسي بتقوى الله والعمل بطاعته والمجانبة لمعصيته، وأحضكم على ما يدنيكم منه ويزلفكم لديه، فإن تقوى الله أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد، ولا تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها وخدعها وفواتن لذاتها وشهوات آمالها، فإنها متاع قليل ومدة إلى حين، وكل شيء فيها يزول. فكم عاينتم من أعاجيبها

www.nagorikpathagar.org

وكم نصبت لكم من حبائلها وأهلكت من جنح إليها واعتمد عليها، أذاقتهم حلوا، ومزجت لهم سما.

হে আল্লাহর বান্দাগণ, আমি নিজে সহ, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর ভয়, তাঁর আনুগত্য সহকারে কাজকরা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছি। যে সব কাজ আপনাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাঁর প্রিয়পাত্র করে তোলে তা করার জন্যে আমি উৎসাহ দিচ্ছি। কারণ আল্লাহভীতি সর্বোত্তম পাথেয় এবং পরকালে সুন্দর পরিণতি। দুনিয়ার জৌলুস, চাকচিক্য, তার ধোঁকা, ভোগের বিপর্যয় এবং তার কামনা-বাসনা যেন আপনাদের পার্থিব জীবনকে বিভ্রান্ত না করে। কারণ দুনিয়া অতি অল্প উপভোগের বস্তু এবং তা সীমিত সময়ের জন্যে। তার ভিতরের প্রত্যেকটি জিনিস বিলীন হয়ে যাবে। তার বিস্ময়কর অনেক কিছু আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সে আপনাদের জন্য কতনা ফাঁদ পেতেছে। তার প্রতি যে ঝুঁকেছে এবং তার উপর নির্ভর করেছে তাকে সে ধ্বংস করেছে। তাকে বিষ মিশ্রিত মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করিয়েছে।

খুতবার উল্লেখিত অংশটুকুতে ওয়াসিল সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন যা সাধারণত: ওয়া'ইজ বক্তাদের মুখে উচ্চারিত হতো। আর তা হলো সত্যিকার ভাবে আল্লাহকে ভয় করা, দুনিয়া ও তার চাকচিক্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা। দুনিয়াতে যে সব অনুগ্রহ আছে তা যে খুবই ক্ষণস্থায়ী, সে কথাও তিনি বলেছেন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা সব সময় দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে তাড়িত করছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদেরকে তার থেকে সংবরণ করে। মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। সৎকাজ ছাড়া আর কিছুই মানুষের কোন কল্যাণে আসবে না। সুতরাং এ পার্থিব জীবনের অবসান হবার আগেই প্রত্যেকের উচিত তার আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা। এ খুতবার শেষের দিকে তিনি কুরআনী হিদায়াতের পদ্ধতি অনুযায়ী অতীতের বিভিন্ন দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর কথা বলেছেন। তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

أين الملوك الذين بنوا المدائن، وشيدوا المصانع، وأثقوا الأبواب، وكاثفوا الحجاب، وأعدوا الجياد، وملكوا البلاد، واستخدموا التلاد، قبضتهم بعحملها وطحنتهم بكلكلها، وعضتهم بأنيابها، وعاضتهم من السعة ضيقا ومن العزة ذلا، ومن الحياةفناء، فسكنوا

www.nagorikpathagar.org

اللحود، وأكلهم الدود، وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ولا تجد إلا معالمهم، ولا تحس منهم من أحد، ولا تسمع لهم نبسا.

সেই সব রাজা-বাদশারা কোথায় যারা বিভিন্ন শহর নির্মাণ করেছিল, শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল, দ্বার সমূহ সুরক্ষিত করেছিল, প্রচুর প্রহরী নিয়োগ করেছিল, উন্নত জাতের অশ্বের দ্বারা বাহিনী প্রস্তুত করেছিল, বহু দেশের অধিকারী হয়েছিল এবং প্রাপ্ত সম্পদ অর্থাৎ জীব' জন্তু এ সবের পিছনে কাজে লাগিয়েছিল? তারা এসবের দ্বারা তাদেরকে পূর্ণরূপে কবজা করেছিল, এ গুলির বক্ষ দ্বারা তাদেরকে পিষে ফেলেছিল, দাঁত দ্বারা কামড়ে-চিবিয়ে থেতলে ফেলেছিল। এ ভাবে তাদের প্রশস্ততাকে সংকীর্ণতায়, মর্যাদাকে অমর্যাদা এবং জীবনকে ধ্বংসে পরিণত করেছিল। অতঃপর তারা কবরের অধিবাসী হলো এবং কীট-পতঙ্গ তাদেরকে খেয়ে ফেললো। এখন তাদের প্রাচীন বাসস্থানে কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না, তাদের নিদর্শনাবলী ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুমি এখন তাদের কারো কোন প্রাণস্পন্দন অনুভব করবেনা। এমনকি তাদের কোন কথা ও শুনতে পাবে না।

ওয়াসিলের খুতবার এ অংশটুকু তৎকালীন ওয়া'ইজ ও কুসসাসদের ওয়া'আজ ও কিসসার একটি চিত্র ও রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। তাঁরা পৃথিবীর অতীত জাতি সমূহের কথা বলতেন, নাবী-রাসূলদের ইতিহাস বলতেন, বিশেষত: যে সব জাতি নাবী-রাসূলদের আহবানে সাড়া দেয়নি, তাঁদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, তাদের পরিণতির কথা বলতেন। এর মাধ্যমে তাঁরা শ্রোতাদেরকে বিপথগামিতার ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করতেন। দুনিয়ার জাঁক-জমক, ঠাট-বাট, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি যে খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং তা যে চিরকাল টিকে থাকে না সে কথা অতি প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরতেন। যেমন আমরা এ খুতবায় দেখতে পাই। এ খুতবায় ওয়াসিল মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন এবং আল-কুরআনে উপস্থাপিত চমৎকার সব কাহিনী ও ওয়া'আজ থেকে ফায়দা লাভের আহবান জানিয়েছেন। কারণ হিদায়াত ও উপদেশ লাভের জন্যে আল কুরআনই যথেষ্ট।

ওয়াসিলের এ দীর্ঘ খুতবায় লক্ষ্য করা গেছে, তাতে তিনি 'আরবী (ر) বর্ণ দ্বারা গঠিত কোন শব্দ ব্যবহার করেননি। এর কারণ হলো তিনি এ ধ্বনিটি সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারতেন না। আর যেহেতু তিনি ছিলেন মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, অসংখ্য মানুষ ছিল তাঁর অনুসারী, তাছাড়া

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের বয়ান ও বাগ্মিতায় পারদর্শী লোকদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবার প্রয়োজন পড়তো, আর এসব কাজের জন্যে সুবক্তা হওয়া, স্পষ্টভাষী হওয়া অপরিহার্য ছিল, তাই তিনি তাঁর সকল বক্তৃতা-ভাষণে (ر) ধ্বনিটি পরিহার করেছেন। এ এক ধরনের শৈল্পিক কারুকাজ। কাজটি এত সহজ ছিল না। এ এজন্য আল-জাহিজ ওয়াসিলের বাগ্মিতা ও বর্ণনা ক্ষমতার দীর্ঘ প্রশংসা করেছেন।[২০৩] শুধু আল-জাহিজ কেন, যুগ যুগ ধরে বহু পণ্ডিত মনীষী তাঁর এ অনুপম শিল্প, ভাষার দক্ষতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যেমন ওয়া'আজ-নসীহতকারী ও কিসসা-কাহিনী বলিয়েদের নেতা ছিলেন, তেমনি ছিলেন মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নেতা। এ কারণে তাঁর বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়। তাঁরা খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মানুষকে ওয়া'আজ-নসীহত করতেন এবং তাঁদের গুরু ওয়াসিলের মতবাদের দিকে আহ্বান জানাতেন। তাঁর মতবাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল ইচ্ছার স্বাধীনতা ও মৃত্যুর পর পাপাচারী মু'মিনের স্থান হবে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী স্থানে যাকে المنزلة بين منزلتين বলে। ওয়াসিল ও তাঁর অনুসারীদের এ নতুন মতবাদের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভিন্ন মতালম্বীদের সাথে বহু ঝগড়া ও বিতর্কের প্রয়োজন পড়ে। ফলে কালাম শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং তার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

এ যুগে এই ওয়া'আজের মাধ্যমে 'আকীদা ও বিশ্বাসগত তর্ক-বিতর্কের একটি শাখার উপত্তি হয়। সাফওয়ান ইবন মু'আত্তাল একে 'ইলমুত তাশাজুর' বলেছেন, এবং পরবর্তীকালে যাকে 'ইলমুল কালাম' বলা হয়েছে, মূলত তার প্রকাশের পথ তৈরী করে এ যুগের এই তর্ক-বিতর্ক। আল-হাসান আল-বাসরীর নেতৃত্বে কাদরিয়্যা সম্প্রদায় এবং গায়লান আদ-দিমাশকী ও অন্যদের নেতৃত্বে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এ সময় খিলাফতের সর্বত্র এসব আকীদা-বিশ্বাসগত দলগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং তাদের সাথে খারিজী, শী'আ এবং কোন কোন উমায়্যা খলীফাদের বাক-বিতণ্ডা, তর্ক-বাহাসের কথা শোনা যেত। কখনো কখনো এসব বাক-বিতণ্ডা তীব্ররূপ ধারণ করতো। 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংলনসমূহে এসব বাহাস-মুনাজারার যা কিছু সংরক্ষিত হয়েছে, তা দেখে বুঝা যায় যে, এতে তাদের বুদ্ধি যেমন শাণিত হয়েছে, তেমনি তাদের ভাষাও হয়েছে

২০৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১৪-১৫

www.nagorikpathagar.org

তীক্ষ্ণ ও সবল।[২০৪] এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো সেই তর্ক-বাহাসটি যা আল-হাসান আল-বাসরীর মাজলিসে কাবীরা গোনাহ সম্পাদনকারীর বিষয় নিয়ে ওয়াসিল ইবন 'আতা ও 'আমর ইবন 'উবায়দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওয়াসিল মনে করতেন, কাবীরা গোনাহ সম্পাদনকারীর স্থান হবে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে। সে মু'মিনও নয় এবং কাফিরও নয়। অন্য দিকে 'আমর ইবন 'উবায়দ-ছিলেন আল-হাসান আল-বাসরীর অন্যতম ছাত্র। আল-হাসান আল-বাসরীই তাঁদের এ মুনাজারার ব্যবস্থা করেন।[২০৫] ওয়াসিল তাঁর একদল সঙ্গী- সাথী সহ এবং তার মধ্যে 'আমর ইবন 'উবায়দও ছিলেন, উপস্থিত হলেন। প্রথমে 'আমর তাঁর মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। ওয়াসিল সে যুক্তি খণ্ডন করেন পাল্টা সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে। তিনি স্বীয় যুক্তির স্বপক্ষে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। 'আমর সেদিন ওয়াসিলের যুক্তি মেনে নেন এবং আল-হাসান আল-বাসরীর মত ত্যাগ করে ওয়াসিলের মতের অনুসারী হয়ে যান। পরবর্তীকালে এই 'আমর ইবন 'উবায়দ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একজন অন্যতম নেতায় পরিণত হন।[২০৬] এ যুগের ওয়া'ইজ ও তর্কবাগীশদের মুনাজারা ও তর্ক-বাহাস শুধু নয় বরং তাদের মনন ও চিন্তায় সূক্ষ্মতা সৃষ্টির পশ্চাতে ওয়াসিল ইবন 'আতাকে যে প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তা অনেকটা সঠিক ও সত্য। এ সব মুতাকাল্লিমের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার প্রভাবে 'আরবী খিতাবার ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল, একথা যদি বলা হয় তাহলে তা খুব বেশী বলা হবেনা। এর মধ্যে যুক্তি প্রমাণ শক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়, ভাব ও অর্থের সূক্ষ্মতা সৃষ্টি এবং তার ভিতর দিয়ে অনেক কিছু পূর্ণতা লাভ করে। শুধু এতটুকই নয় বরং এসব ওয়া'ইজ ও মুতাকাল্লিম তাঁদের খুতবাসমূহ ও যে জনগণ তা শুনতো তার মধ্যে তুলনা করতেন। আর এই শ্রোতাদের মধ্যে 'আরব-অনারব এবং অতি সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিরা থাকতেন। ফলে শ্রোতার মান ও শ্রেণী অনুযায়ী তাঁদের খুতবাও বিভিন্ন রকম ও শ্রেণীর হয়ে যায়। শ্রোতাদের মধ্যে যদি থাকতো অনারব মাওয়ালী তাহলে খুতবার ভাষা, শব্দ চয়ন ও পদ্ধতি হতো তাদের মত, সাধারণ 'আরব হলে, ভাষার মান হতো তাদের স্তরের, আর বিশেষ শ্রেণী হলে বিশুদ্ধতায় সাবলীলতায় ও সাজ-শোভায় ভাষা ও খুতবার স্টাইল হতো সেই স্তরের।

---

২০৪. দ্র. আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু, পৃ. ৭৯
২০৫. আল-মুরতাদা, আল-আমালী, খ. ১, পৃ. ১৬৫; শাওকী দায়ফ, তারীখ, খ, ২. পৃ. ৪৪২
২০৬. শাওকী দায়ফ, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৪৪২

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি ও মাজলিস-মাহফিলের খতীবদের মত মুতাকাল্লিম- দার্শনিক মতবাদের প্রচারক খতীবরা সাধারণত: দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন না। তাঁরা বসেই খুতবা দিতেন। তাঁদের ভক্ত-শিষ্যরা তাদের চারিদিকে বৃত্তাকারে বসে বসে মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনতো। অনেকে আবার তাঁদের খুতবায় সাজা' গদ্য ব্যবহার করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে আর-রাককাশী পরিবারের কথা বলা যায়।[২০৭] তবে তাঁদের মধ্যে আল-ফাদাল ইবন 'ঈসা ও আর-রাককাশীর মত কেউ কেউ মুতাকাল্লিম নন এমনও ছিলেন। কিন্তু এ ভাষারীতি তৎকালীন পরিবেশে প্রচলিত রীতি ছিল না। তখন অন্য একটি রীতি প্রচলিত হয় যার ভিত্তি হতো মিশ্র ও সমার্থবোধক শব্দের উপর। ওয়াসিল ইবন 'আতা, হাসান আল-বাসরী, গায়লান[২০৮] আদ-দিমাশকী প্রমুখের খুতবায় এ ভাষা-রীতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওয়া'আজ-নসীহতে সূক্ষ্ম ভাবের অবতারণা করার জন্যে তাঁদেরকে সমার্থবোধক কথার পুনরাবৃত্তির দিকে যেতে বাধ্য করেছে। মূলত: এ সব খতীবের প্রভাবে প্রখ্যাত লেখক 'আবদুল হামীদ ও তাঁর পরবর্তী 'আব্বাসী যুগের আল-জাহিজের মত অন্য গদ্য লেখকরা তা অনুসরণ করেছেন। এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, 'আব্বাসী যুগের লেখকদের লেখালেখিতে যে 'আত-তিবাক' অলঙ্কারের ছড়াছড়ি দেখা যায় তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এঁরাই।[২০৯]

এই মুতাকাল্লিম খতীবগণ 'আরবী গদ্যেরই শুধু উন্নতির পথ দেখাননি বরং তারা ভাষা-অলঙ্কারের বিভিন্ন দিকেরও পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁরা বসরা ও কূফার যুবকদেরকে ইশারা-ইঙ্গিতে হোক, কথার হোক অথবা অর্থ ও শব্দ বাছাই হোক- এ সব ক্ষেত্রে কিভাবে খুতবাকে সুন্দর করা যায় তা শিক্ষা দিতেন। কিভাবে ভাব ও ভাষা, বক্তব্য ও শ্রোতা এবং তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে, কখন বক্তব্য দীর্ঘ করা সঙ্গত, কখন সংক্ষেপ করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ও তাঁরা শিক্ষা দিতেন। উর্বর ও শক্তিশালী মাটিতে বৃষ্টি যেমন কাজ করে, তেমনি মানুষের অন্তরে ভাষা যাতে কাজ করতে পারে, তাই তাঁরা শিক্ষা দিতেন। আর এভাবে তাঁরা 'আরবী বালাগাত শাস্ত্রের রীতি-নীতি ও নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্র তৈরি করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বালাগাতের সংজ্ঞা সংক্রান্ত সর্বপ্রাচীন মূল রচনাটি আরোপ করা হয় এই মুতাকাল্লিম ওয়া'ইজদের একজনের

---

২০৭. এ পরিবার সম্পর্কে জানার জন্যে দ্রষ্টব্য আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩০৬

২০৮. 'উয়ূন আল-আখবার, খ. ২, পৃ. ২৪৫; গায়লান আদ-দিমাশ্কীর ওয়া'আজসমূহ দৃষ্টব্য

২০৯. শাওকী দায়ফ, খ. ২, পৃ. ৪৪৩

www.nagorikpathagar.org

প্রতি। আল-জাহিজ বর্ণনা করেছেন, একজন প্রশ্নকারী 'আমর ইবন 'উবায়দকে প্রশ্ন করে: "আল-বালাগা" কি? তিনি জবাব দেন:[২১০]

مابلغ بك الجنة وعدل بك من النار، وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك، قال السائل : ليس هذا أريد، قال عمرو : فكأنك إنما تريد تحبير اللفظ فى حسن إفهام؟ قال نعم، قال إنك إن أردت تقرير حجة الله فى عقول المكلفين وتخفيف المؤنة على المستمعين وتزيين تلك المعانى فى قلوب المريدين بالألفاظ الحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة فى سرعة استجابتهم ونفى الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أويت فصل الخطاب، واستحققت على الله جزيل الثواب.

বালাগা হলো এমন জিনিস যা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে, যা তোমাকে তোমার সঠিক পথের স্থানসমূহ এবং ভ্রান্তির পরিণতিসমূহ দেখাবে। প্রশ্নকারী বললো: আমি এটা জানতে চাইনি। 'আমর বললেন: সম্ভবতঃ তুমি সুন্দর ভাবে বুঝানোর ক্ষেত্রে শব্দ চয়নের কথা জানতে চেয়েছো। সে বললো: হ্যাঁ। বললেন: যদি তুমি ভারার্পিতদের বিবেক বুদ্ধিতে আল্লাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাও, শ্রোতাদের উপর বোঝা লাঘব করার ইচ্ছা পোষণ কর এবং সেই ভাব ও অর্থ অভীষ্ট ব্যক্তিদের অন্তরে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তুলতে চাও,- তাহলে এমন শব্দ দ্বারা করবে যা শ্রুতি মধুর, মানুষের মন মস্তিষ্কের নিকট গ্রহণ যোগ্য হয় এবং তা গ্রহণের জন্যে দ্রুত সাড়া দেয়। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সদুপদেশের উপর ভিত্তি করে তাদের অন্তর থেকে যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দূর করবে। আর তাহলে তোমাকে فصل الخطاب দান করা হয়েছে বলে বুঝবে। আর এর বিনিময়ে আল্লাহর উপর পর্যাপ্ত সাওয়াব দান করার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

এমন ভাবে খলিদ[২১১] ইবন সাফওয়ান ও শাবীর ইবন শায়বা[২১২] আল-বালাগাতের পরিচয় দিয়েছেন।

---

২১০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১৪; আল-'ইকদ আল ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৬০; যাহরুল আদাব, খ. ১, পৃ. ৯৩
২১১. আল-ইকদ আল-ফারীদ, খ. ২, পৃ. ২৬১
২১২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ১১২

www.nagorikpathagar.org

খুতবার আকার-আকৃতি

এ যুগে খারিজীদের খুতবা ছিল সার্বিক ভাবে দীর্ঘ। তাদের খুতবায় থাকতো যুক্তি-প্রমাণ, প্রতিপক্ষ উমায়্যা শাসকদের তীব্র সমালোচনা, সকল শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে সাম্যের ঘোষণা ইত্যাদি। এ জন্যে সাধারণভাবে কথা একটু দীর্ঘই হতো। কাতারী[২১৩] ইবন আল-ফুজাআ, আবূ হামযা আশ-শারী[২১৪] প্রমুখ প্রখ্যাত খারিজী খতীবদের খুতবার প্রতি লক্ষ্য করলে তা যে দীর্ঘ ছিল সেটা স্পষ্ট বুঝায় যায়। দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও তার অনেকগুলো খুতবা যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত ও বর্ণিত হয়েছে। আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, কিতাবুল আমালী ও আল-কামিলের মত গ্রন্থাবলীতে তা সংকলিত হয়েছে। আর এটাই সেগুলোর উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করে।

ওয়া'ইজ ও তাপস শ্রেণীর খতীব, যেমন শা'বী[২১৫], ইবন সীরীন[২১৬], আল-হাসান আল-বাসরী প্রমুখের খুতবা সাধারণ ভাবে সংক্ষিপ্ত হতো। এ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ববর্তী যুগের খুলাফায়ে রাশিদীনসহ সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করতেন।[২১৭] তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে খুতবা দীর্ঘ করতে নিষেধ করেছেন এবং দীর্ঘ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বকবকানি, বাচালতা ইত্যাদিতে নিপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে, সে কথা তাঁরা মনে রাখতেন।

উমায়্যা খলীফাগণ, তাঁদের ওয়ালী ও অনুসারীগণের নামে বর্ণিত খুতবাসমূহ

---

২১৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৪১, খ. ২, পৃ. ১২৬-১২৯

২১৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, প. ১২২-১২৫

২১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, খ. ১, পৃ. ৭৯

২১৬. প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৭৯

২১৭. খুলাফায়ে রাশিদীন সহ সাহাবায়ে কিরামের কারো তেমন দীর্ঘ খুতবা দেখা যায় না। সবই সংক্ষিপ্ত। 'আলী (রাঃ) এর কয়েকটি দীর্ঘ খুতবা দেখা যায় যা আল-গাবরা' ও আয-যাহ্রা' নামে প্রসিদ্ধ। নাহ্জুল বালাগা ও আল-'ইকদ আল-ফারীদ গ্রন্থে এগুলো সংকলিত হয়েছে। তাতে যে ভাব ও দীর্ঘ হামদ ও সানা এবং দরূদ ও সালাম দেখা যায়, তা 'আলী (রা)-এর হবার ব্যাপারে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ড. 'আব্দুল জালীল বলেছেন:

نحن نعلم أن الشريف الرضى صنع خطبا كثيرة مما فى نهج البلاغة وأن معظم من عمله، ولعل هذه الخطب مما صنع. الكتاب

'আমরা জানি যে, শারীফ আর-রাদীর নাহজুল বালাগা গ্রন্থে যত খুতবা আছে তার বহু তিনি নিজে তৈরী করেছেন এবং গ্রন্থটির বেশীর ভাগ তাঁর নিজেরই কর্ম। সম্ভবতঃ এ খুতবাগুলিও তাঁর নিজের তৈরী।' (আল-খিতবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৬৮)

www.nagorikpathagar.org

পর্যালোচনা করলে মোটামুটি তিন ধরণের খুতবা পাওয়া যায়। অতি দীর্ঘ, মধ্যম ধরণের এবং অতি সংক্ষিপ্ত। মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ানের (রা) দরবারে প্রদত্ত সাহবান ইবন ওয়াইলের খুতবাটি ছিল মাত্রা ছাড়া দীর্ঘ। 'ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হাজ্জাজের খুতবাটিও একটু দীর্ঘ খুতবা।[২১৮]

উমায়্যা খলীফাগণ এবং তাঁদের নিয়োগকৃত বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালীগণ জুমু'আ,'ঈদ ও হজ্জ উপলক্ষে যে সব খুতবা দিতেন তাতে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের তীব্র সমালোচনা করে শ্রোতাদের নিকট তাদেরকে তুচ্ছ ও হেয় করে তুলতেন। এতে অনেক সময় তাঁদের খুতবা খুবই দীর্ঘ হয়ে যেত। অনেক সময় তা এত দীর্ঘ হতো যে, জুমু'আর খুতবা হয়তো কেউ দিতে শুরু করেছেন কিন্তু 'আসরের নামাযের সময় হবার উপক্রম হয়েছে, তবুও তা শেষ হয়নি। আবার কেউ হয়তো 'আসরের সময় খুতবা দিতে শুরু করে সূর্য ডোবার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন। তাই জনগণ বিরক্ত হয়ে জুমু'আর নামাযে দেরীতে যেত এবং 'ঈদের নামায শেষ করেই খুতবা না শুনে দ্রুত 'ইদগাহ ত্যাগ করতো। মারওয়ান ইবন আল-হাকাম যখন মদীনার আমীর তখন মানুষ যাতে খুতবা শুনতে বাধ্য হয় সে জন্যে 'ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁকে বলা হলো: আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদ্ধতি পরিবর্তন করছেন। জবাবে তিনি বললেন:[২১৯]

> إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
>
> নামাযের পরে মানুষ আমাদের কথা শোনার জন্যে বসে না। এ কারণে আমি খুতবা নামাযের পূর্বে নিয়ে এসেছি।

এ ধারা অব্যাহত থাকে। অবশেষে আবূ মুসিলম আল-খুরাসানী তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন এবং সুলায়মান ইবন কুসায়্যিরকে তার অনুসারীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করতেন সে ভাবে আদায় করার নির্দেশ দেন।[২২০]

জুমু'আর খুতবা হাজ্জাজ এত দীর্ঘ করতেন যে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যেত। শ্রোতারা যখন বিরক্ত হয়ে বার বার সূর্যের দিকে তাকাতো তখন তিনি তাদেরকে ধমক দিতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর ওয়া'আজ না শোনার জন্যে তিরস্কার

---

২১৮. আল-কামিল ফিল লুগা, খ. ১, পৃ. ৩১২-৩১৭
২১৯. সাহীহ আল-বুখারী, আল-'ঈদায়ন: বাবুল খুরূজ ইলাল মুসাল্লা বিগায়রি মিম্বারিন
২২০. আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৬৭

www.nagorikpathagar.org

করতেন। হাসান আল-বাসরী হাজ্জাজের এরূপ আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করতেন। একবার তিনি এক ভাষণে হাজ্জাজ সম্পর্কে বলেন:[২২১]

> واعجبا من أخيفش أعيمش جاء ففتننا عن ديننا، يصعد على المنبر فيخطب والناس يتلفتون إلى الشمس، فيقول : ما بالكم تتلفتون إلى الشمس إنا والله ما نصلي للشمس، وإنما نصلي لرب الشمس، أفلا تقولون له : يا عدو الله، إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل؟ ثم يستدرك فيقول : كيف يقولون ذلك وعلى رأس كل واحد منهم علج قائم بالسيف.

> এই ক্ষীণ ও দুর্বল দৃষ্টির ক্ষুদ্র লোকটির কর্মকাণ্ড কতনা বিস্ময়ের! সে এসে আমাদের দীনের ব্যাপারে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছে। সে মিম্বারে উঠে খুতবা দিতে থাকে, আর লোকেরা সূর্যের দিকে তাকায়। সে বলে: তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা সূর্যের দিকে তাকাও কেন? আল্লাহর কসম! আমরা সূর্যের জন্যে নামায পড়ি না, আমরা নামায পড়ি সূর্যের প্রতিপালকের জন্যে। তোমরা কেন বলো না, হে আল্লাহর দুশমন, নিশ্চয় আল্লাহর রাতের কিছু অধিকার আছে যা তিনি দিনের বেলা কবুল করেন না। তেমনি ভাবে আছে দিনের বেলার কিছু অধিকার যা তিনি রাতের বেলা কবুল করেন না। তারপর তিনি বলেন : এমন কথা তারা কেমন করে উচ্চারণ করবে? তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর যে তারবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে তাগড়া জোয়ান সৈনিক।

ওয়ালীদ ইবন 'আব্দুল মালিক একবার জুমু'আর খুতবা এত দীর্ঘ করেন যে, 'আসরের নামাযের সময় হবার উপক্রম হয়ে যায়। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন এই বলে: 'আমীরুল মু'মিনীন, সময় আপনার অপেক্ষায় থাকবে না। আর নামাযে এত দেরী করার জন্যে আপনি আল্লাহর নিকট কৈফিয়তও দিতে পারবেন না।' জবাবে ওয়ালীদ বলে: 'হাঁ, তুমি সত্য বলেছো। তবে এমন সত্যবাদীর স্থান এটি নয় যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। ওহে লোকটির কাছাকাছি নিরাপত্তারক্ষী কে আছো, যে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করতে পারে?'[২২২]

হাজ্জাজ ইবন য়ূসুফের দীর্ঘ খুতবাদান ও জুমু'আর নামাযে দেরী করানোর জন্যে

---

২২১. ইবন আবিল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগা, খ. ৩, পৃ. ৪৭০; ড. 'আব্দুল জালীল আবদুহু শালবী, আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ-আল-খাতীব (কুয়েতঃ মাতাবা'আতু আত-তাকাদ্দুম, সং. ২, ১৯৮২), পৃ. ২৬৭

২২২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ১, পৃ. ৫২; খিলাফত ও মুলূকিয়াত, পৃ. ১৬৬-১৬৭

www.nagorikpathagar.org

একবার হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) প্রতিবাদ করেন। জবাবে হাজ্জাজ বলেন: 'আমার ইচ্ছে হয় তোমার এ দু'টি চোখ যে মাথা ধারণ করছে তা বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।'[২২৩]

হাজ্জাজ, যিয়াদ-ও অন্যদের মধ্যম ধরনের খুতবা বেশী। আর যাঁরা খুতবা দিতে গিয়ে ভীত কম্পিত হয়ে পড়তেন তাঁদের অনেকের খুতবা খুবই সংক্ষিপ্ত হতো। যেমন একদিন খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাসরী খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন, তারপর সংক্ষেপে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বিনীত ভাবে বসে পড়েন।[২২৪] অনেকে আবার কোন রকম ওজর ও প্রয়োজন ছাড়াই খুতবা সংক্ষেপ করেছেন। য়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার বায়'আত উপলক্ষে য়াযীদ ইবন আল মুকাফ্‌ফা প্রদত্ত অতি সংক্ষিপ্ত খুতবাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বলেন:[২২৫]

أمير المؤمنين هذا (وأشار إلى معاوية) فإن هلك فهذا (وأشار
إلى يزيد) فمن أبى فهذا (وأشار إلى سيفه)

আমীরুল মুমিনীন এই (মু'আবিয়ার প্রতি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে)। যদি ইনি মারা যান তাহলে ইনি (য়াযীদের প্রতি ঈঙ্গিত করে)। যে কেউ তাঁকে মানতে অস্বীকার করবে তার জন্যে এইটি (হাতের তরবারির প্রতি ইঙ্গিত করে।)

তার মুখ থেকে, এ ক'টি বাক্য উচ্চারিত হবার পর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন: বসে পড়। তুমিই হচ্ছো খতীবদের নেতা।

কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ খুতবা দানের পিছনে কাজ করতো তাঁদের বলার যোগ্যতা, দক্ষতা, ভাষার উৎকর্ষতা এবং এতে তাঁদের যে কোন রকম কষ্ট হয় না তা প্রদর্শনের মনোভাব। আর যাঁরা মাত্রা ছাড়া সংক্ষেপ খুতবা দিতেন তাঁদের উদ্দেশ্য হতো কথা অলঙ্করণ করা। কথা দীর্ঘ বা সংক্ষেপ যাই হোক না কেন,তাঁরা যে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দিতেন না, তা নয়। প্রত্যেকটি বক্তাই তাঁদের বেশীর ভাগ খুতবার ক্ষেত্রে স্থান-কাল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে প্রতীয়মাণ হয়।

---

২২৩. ইবন 'আব্দুল বার, আল-ইসতী'আব (হায়দ্রাবাদ: দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৬), খ. ১, পৃ. ৩৬৯। এরই কাছাকাছি একটি বর্ণনা ইবন সা'আদ নকল করেছেন। (তাবাকাত, খ, ৪, পৃ. ১৮৪)
২২৪. আল-খিতাবা, উসুলুহা, তারীহা, পৃ. ৩১১
২২৫. প্রাগুক্ত; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব, খ. ২, পৃ. ২৪৫

www.nagorikpathagar.org

এ যুগের প্রাপ্ত খুতবার সংখ্যা

এ যুগের বর্ণিত খুতবার সংখ্যা প্রচুর। তবে খতীবদের সংখ্যাধিক্য, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, কথার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপকতার তুলনায় তা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হলো, বর্ণনার প্রধান ভিত্তিই ছিল স্মৃতিতে ধরে রাখার উপর। স্মৃতি ভ্রষ্টতা কখনো তার উপর আপতিত হতো। অধ্যাপক আল-মাহদী বেক বলেন:[২২৬] 'আমি ভালো খতীবদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। দেখেছি, তা কবিদের সংখ্যার চেয়েও বেশী হবে। তবে তাঁদের থেকে যত খুতবা বর্ণিত হয়েছে তা কবিদের থেকে বর্ণিত কবিতার চেয়ে কম। এর কারণ সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি, আর তা হলো, লেখালেখির সাথে তখন 'আরবদের সবেমাত্র পরিচয় ঘটেছে। তখনো তারা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল তবে যতটুকু আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা একেবারে কম নয়। যদিও তা খতীবদের সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। কারণ এমন প্রসিদ্ধ খতীব আছেন যাঁর শুধুমাত্র একটি খুতবা সংরক্ষিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী

١- القرآن الكريم
٢- أحمد عبد الرحمن البنا ، الفتح الربانى مع بلوغ الأمانى ، (القاهرة : دار الشهاب).
٣- أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، (القاهرة : دار احياء الكتب المصرية ، ط - ١)
٤- أحمد أمين ، فجر الإسلام ، (بيروت : دار الكتب العربية ، ط-١، ١٩٦٩)
٥- الأند لسى، على بن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، تحقيق : عبد السلام هارون، (مصر : دار المعارف، ١٩٦٢).
٦- أحمد ركى صفوت ، جمهرة خطب العرب ، (بيروت ، المكتبة العلمية).
٧- أبو يوسف ، كتاب الخراج ، (مصر : المطبعة السلفية، ١٩٠٦)
٨- أحمد فؤاد سيد ، د. ، تاريخ الدعوة الإسلامية ، (القاهرة : مكتبة الخانجى ، ط-١، ١٩٩٤).
٩- الآبادى، فيروز ، تاج العروس ، تحقيق : المرتض الحسينى ، (بلا طباعة وتاريخ).
١٠- الآلوسى ، محمودشكرى ، بلوغ الأرب فى معرفة أجوال العرب ، (بيروت : دار الكتب العلمية).
١١- ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، (القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والتر جمة والنشر ، ط-٣، ١٩٦٩).
١٢- ابن كثير ، البداية والنهاية ، (القاهرة : دار الديان للتراث، ط- ١، ١٩٨٨).
١٣- ابن كثير ، تفسير القر ان الكريم،(مصر ، دار احياء الكتب العربية).
١٤- ابن كثير ، مختصر تفسير ابن كثير ، (بيروت ، دار القرآن الكريم ،ط- ٧، ١٩٨١).
١٥- ابن كثير ، السيرة النبوية ، (بيروت ، دار الكتب العلمية).
١٦- ايليا حاوى ، فن الخطابة وتطورها عند العرب ، (بيروت : دار الثلقافة).
١٧- ابن منظور ، لسان العرب ، (بيروت : دار لسان العرت ، ١٩٧.).
١٨- ابن قتيبة ، عيون الأخبار ، (القاهرة : دار الكتب المصرية ،.١٩٣).
١٩- ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ط- ١، ١٩٨١).
٢٠- ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة، (مصر : مطبعة الفتوح الأدبية ومطبعة البابى الحلبى ، -،١٩٣٧).

www.nagorikpathagar.org

٢١- ابن هشام، السيرة النبوية ، تحقيق : مصطفى السقا وغيره ، (بلا طبعة وتاريخ).
٢٢- ابن رشيق ، العمدة ، (القاهرة : مطبعة حجازى ، ١٩٣٤).
٢٣- الإسكندرى ، احمد ، المجمل فى تاريخ الأدب العربى ، (مصر : مطبعة الإعتماد ، ١٩٢٩).
٢٤- ابن الجوزى ، صفة الصفوة ، (حيدرباد : دئرة المعارف ، ١٣٥٧هـ).
٢٥- ابن سعد ، الطبعات الكبرى ، (بيروت : دار صا در ، ١٩٥٨).
٢٦- ابن الأثير ، أسد الغابة فى معرفة الصحابة ، (بيروت : دار إحياء التراث العربى).
٢٧- ابن الأثير ، تجريد أسماء الصحابة ، (حيدرباد : دائرة المعارف ، ط- ١، ١٣١٥هـ).
٢٨- ابن الأثير ، النهاية فى غريب الحديث ، (القاهرة : ١٣١١هـ)
٢٩- ابن الأثير ، الكامل فى التاريخ ، (بيروت : دار البيروت) ، (دار صادر ،١٩٦٥).
٣٠- إجسان النص ، الخطابة العربية ، (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٣).
٣١- ابن خلدون ، المقد مة ، (مصر : مطبعة أميرية ، .١٣٢هـ).
٣٢- ابن أبى الحديد ، شرح نهج البلاغة ، (القاهرة : البابى الحلبى ،١٣٢٩هـ).
٣٣- ابن عساكر ، التاريخ الكبير ، (الشام ، مطبعة الشام ، ١٣٢٩هـ).
٣٤- ابن دريد ، الجمهرة ، (مصر : المطبعة الخيرية).
٣٥- ابن عبد البر ، الاستيعاب ، (حيدرباد : دائرة المارف، ١٣٣٦هـ).
٣٦- ابن ماجه ، سنن ، (دهلى : مكتبه رشيديه).
٣٧- الاصفهانى ، أبو الفرج ، كتاب الأغانى ، (القاهرة : دار الكتب المصرية ، ١٩١٣-١٩١٩) ، (مصر :مطتعة التقدم).
٣٨- الاصفهانى ، الراغب ، المفردات فى غريب القران، (مصر : المطبعة الميمهية ، ط- ٣)
٣٩- الاصفهانى ، الراغب ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء، تحقيق : ابر اهيم زيدان ، (مصر : مطبعة الهلال ، ١٩٠٢).
٤٠- الاصفهانى ، الراغب ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والباغلء، تحقيق : ابراهيم زيدان ، (مصر : مطبعة الهلال، ١٩٠٢).
٤١- أرسطاليس ، الخطابة ، تعريب : إبراهيم سلامة ، (القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٠).
٤٢- الباقلانى ،أبوبكر محمد ، إعجاز القر ان ، (بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ،ط -١، ١٩٩١).
٤٣- البلاذرى، أحمد بن يحى ، أنساب الأشراف ، تحقيق : د. حميد الدين ، (مصر : دار المعارف ، ١٩٥٩).
٤٤- البخارى ، الصحيح الجامع ، (بيروت : دار إحياء التراث العر بى ، ١٩٥٨).

www.nagorikpathagar.org

٤٥- البغداى ، أبو منصور عبد القاهر ، الفرق بين الفرق ،(القاهرة : مطبعة المعارف ، ١٩١٠).
٤٦- البغدادى ، عبد القادر ، خزانة الأدب ،(مصر : مطبعة بو لاق ، ١٢٩٩هـ).
٤٧- البستانى ، بطرس ، أدباءالعرب فى الأندلس وعصر الإنبعاث ، (لبنان : دار مارون عبود).
٤٨- البعلبكى ، ما نير ، المورد ، معجم أعلام ، (بيروت : دار العلم للملا يين ، ط-١٦، ١٩٨٢).
٤٩- الثعلبى ، أبو إسحاق أحمد ، قصص الأنبياء المسمى بالعرائس، (المطبعة الكستلية ، ١٢٨٢هـ).
٥٠- الجوهرى ، الصحاح ، (بيروت : دار العلم الملايين).
٥١- الجاحظ ، أبو عثمان عمرو ، البيان و التبيين، تحقيق : عبد السلام هارون ، (بيروت : دار الفكر ، ط- ٤).
٥٢-الجاحظ ، أبو عثمان عمرو ، كتاب الحيوان ، تحقيق : عبد السلام هارون ، (القاهرة : المطبعة الحميدية ، ١٩٤٨) ، (القاهرة : عيسى البابى الحلبى ، ١٩٤٥).
٥٣- الجندى ، انعام، الرائد فى الأدب العربى ، (بيروت : دار الر ائد العربى ،ط - ٢,١٩٨٦).
٥٤- جواد على ، د.، المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ، (بيروت : دار العلم اللملايين).
٥٥-جرجي زيدان، تاريخ اداب اللغة العربية ، (بيروت : مكتبة الحياة ، ط-٣، ١٩٧٨).
٥٦-جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامى ، (بيروت : دار مكتبة الحياة ، ١٩٦٧).
٥٧-الجمحى ، محمد بن سلام ، طبقات الشعراء، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٨٠).
٥٨-الحارث بن حلزة ، ديوان ، (بيروت : مطبعة الكاثوليكية، ١٩٢٢).
٥٩- حسن ابراهيم حسن ، د. ، تاريخ الإسلام ، (بيروت : دار الأندلس،ط-٧، ١٩٦٤).
٦٠-الحاكم، المستدرك ، (لاهور : دار العربية).
٦١-الحوفى، أحمد ،د.، فن الخطابة ،(القلهرة : دار نهضة مصر ، ط- ٤).
٦٢-الحلبى ، ابن برهان الدين ، السيرة الحلبية، (مصر).
٦٣-الحموى ،ياقوت، معجم البلدان ،(بيروت ، دارصادر ، ١٩٥٧).
٦٤-الحنبلى ،بن العماد ، شذرات الذهب ، (بيروت : دار الفكر ، ١٩٥٨).
٦٥-الحصرى ،أبو إسحاق ، زهر الأداب ، (المطبعة الرحمانية ، ١٩٢٥).
٦٦-الخضرى ، محمد ، مهدب الأغانى ، (مصر : مطبعة مصر).

www.nagorikpathagar.org

٦٧- الخضرى، محمد ، تاريخ الأمم الإسامية ، (مصر : المكتبة التجارية ، ١٩٦٩).
٦٨- خفاجي ، عبد المنعم ،د. وغيره ، الحياة الأدبية فى عصرى الجا هلية والإسلام ، (القلهرة : مكتبة الكليات الأزهرية).
٦٩- الذهبى ، شمس الدين ،سير أعلام النبلاء ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط-٧، ١٩٩٠).
٧٠- الذهبى ، شمس الدين ، تذكرة الحفاظ ، (بيروت : دار إحياء التراث العربى).
٧١- الذهبى ، شمس الدين، تارخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ، (القاهرة : مكتبة القدسى ، ١٣٦٧هـ).
٧٢- الرافعى ، مصطفى صادق ، تاريخ آداب العرب، (مصر : مطبعة الاستقامة ، ط-٢، ١٩٤٠).
٧٣- الزمخشرى ، الكشاف ، (بيروت : دار الكتاب العربى).
٧٤- الزمخشرى ، أمثال العرب ، (بيروت : دار الكتب الإسلامية ،ط-٢).
٧٥- الزبيدى ، تاج العروس ، (القاهرة : المطبعة الخيرية).
٧٦- الزركلى ، خير الدين ، الأعلام ، (بيروت : دار العلم للملايين ، ط-٤ ،١٩٦٩).
٧٧- زكى مبارك ، النثر الفنى فى القرن الرابع ، (القاهرة : ١٩٣٤).
٧٨- الزينى ، محمود حسن ، د.، دراسات فى أدب الدعوة الإسلامية، (القاهرة : مكتبة الخانجى).
٧٩- السيوطى ، جلال الدين ، المزهر ، (القاهرة : دارإحياء الكتب العربية).
٨٠- السباعى ، بيومى ، تاريخ الأدب العربى ، (القاهرة : مطبعة الرسالة ، ط-٢ ،١٩٥٨).
٨١- السرخسى ، المبسوط ، (مصر : مطبعة السعادة ، ١٣٥٤هـ).
٨٢- شوقى ضيف ، د. ، البلاغة ، تطور وتاريخ، (القاهرة : دار المعارف ، ط-٧ ،١٩٨٣).
٨٣- شوقى ضيف،د.، تاريخ الأدب العربى، (القاهرة : دار المعارف، ط-٧ ، ١٩٦٧).
٨٤- شوقى ضيف ،د.، الفن ومذاهبة فى النثر العربى ، (القاهرة : دار المعارف ، ط- ١٠، ١٩٧٣).
٨٥- شوقى ضيف ،د.، الخطابة، (المدينة : الجامعة الإسلامية ، ١٣٩٨هـ).
٨٦- الشوكانى ، محمدبن على نيل لأوطار ،(بيروت : دارالجيل، ١٩٧٣).
٨٧- الشلبى ، عبد الجليل،د.، الخطابة وإعداد الخطيب ، (الكويت : مطبعة التقدم، ط-٢، ١٩٧٢).
٨٨- الشهر ستانى ، محمد ، الملل والنحل، (١٩٢٣).
٨٩- الشريف المرتض، الأمالى، (القاهرة : ١٩٠٧).

www.nagorikpathagar.org

٩٠-الطبرى ، محمدبن جرير ، تاريخ الأمم والملوك ،(ليدن : بريل، ١٩٦٥-١٩٦٤) ، (بيرووت :دار القلم).
٩١-الطبرى ، محب الدين ، الرياض الناضرةفى مناقب العشرة ، (مصر : مطبعة حسينية، ١٣٢٧).
٩٢-طه حسين ، د. ، من حديث الشعر والنثر ، (القاهرة : دار المعا رف، ط-١٠، ١٩٦٩م).
٩٣-طه حسين ، د. ، فى الأدب الجاهلى ، (القاهرة : دار المعارف).
٩٤-على محفوظ ، الخطابة ، (المدينة : المكتبة الإسلامية ، ط-٣).
٩٥-عبد القدوس ،د. ، وأحمد توفيق كليب، البلاغة والنقد ، (الرياض : جامعة الإمام محمدد بن سعود الإسلامية ، ط- ٢، ١٣١٢هـ).
٩٦-العسقلانى ، ابن حجر ، لسان الميزان، (حيدرباد ، ط- ١، ١٣٣١هـ).
٩٧-العسقلانى ، ابن حجر ، الاصابة فى تمييز الصحابة ، (بيروت : دار الفكر ، ١٩٨٧).
٩٨- العسقلانى ، ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، حيدرباد : دائرة المعارف، ١٣٢٥هـ).
٩٩-عمر فروخ ،د. تاريخ الأدب العربى ، (بيروت : دار العلم للملايين ، ط-٥ ، ١٩٧٤).
١٠٠- عبد العزيز بن عبد الله العواد ، د. ، الشعر الأند لسى فى ظلال الخلافة الأموية ، (الرياض : مطابع بحر العلوم ، ط-١، ١٩٧٢).
١٠١- عبد المالك بن هشام ، أبو محمد ، كتاب التيجان فى مملوك حمير ، (حيدرباد : مطبعة دا ئرة المعارف ، ط- ١، ١٣٤٨هـ).
١٠٢- العسكرى ، أبو هلال ، كتاب الصناعتين ، (استانة : مطبعة محمود بك ، ط- ١، ١٩٣٠).
١٠٣- العسكرى، أبو هلال ،جمهرة الأمثال ، (القاهرة : .١٣١هـ) ،(بمبى : ٧. ١٣هـ).
١٠٤- غنيمى هلال ،د.، النقد الأدبى الحديث ، (القاهرة : دار نهضة مصر).
١٠٥- قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجى ، (بيروت : دار الكتب العلمية).
١٠٦- قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، تحقيق : طه حسين وعبد الحميد عبادى، (القاهرة : دار الكتب المصرية ، ط-١٥، ١٩٣٣).
١٠٧- القلقشندى ، أبو العباس، صبح الأعشى ، (القاهرة : دار الكتب، ١٩٣٤).
١٠٨- القالى ، أبو على ، كتاب الأمالى، (القاهرة : دار الكتب المصرية ، ط-٢ ،١٩٢٦).
١٠٩- الكندهالوى ، يوسف، مولانا ، حياة الصحابة، (دمشق : دار القلم، ط-٢

www.nagorikpathagar.org

،١٩٧٩).
١١٠- لويس شيخو ،كتاب علم الأدب ، (بيروت : مطبعة الأباء اليسوقين ، ط-٣ ، ١٧٩٠).
١١١- المقرى ، أحمد بن محمد، نفح الطب من غصن الأندلس الرطيب، (القاهرة : المطبعة التجارية الكبرى، ١٩٤٩).
١١٢- المقرى ، أحمد بن محمد، كتاب المصباح المنير ، (مصر : المطبعة الأميرنة ، ط-٣، ١٩٦٠).
١١٣- مالك ، الإمام ، المؤطا ، (مصر : مطبعة مصطفى).
١١٤- الميدانى ، أبو الفضل، مجمع الأمثال ، (مصر : مكتبة السنية المحمدية ، ١٩٥٥).
١١٥- محمد أبو زهرة ، الخطابة ، أصو لها ، تار يخها فى أزهر عصورها عند العرب ، (دار الفكر الفعربى ، ط- ٢، ١٩٧٠).
١١٦- محمود محمد سليم، محاضرات فى الخطابة ، (المدينة : الجامعة الإسلامية ، ١٩٨٩).
١١٧- المرزبانى ، معجم الشعراء ، (مطبعة القدسى ، ١٣٤٥هـ).
١١٨- المرزوقى ، الأزمنة والأمكنة، (حيدرباد : ١٣٣٢هـ).
١١٩- محمد عثمان على ، فى أدب ماقبل الإسلام ، (دار الأوزاعى ، ط-٣ ، ١٩٨٣).
١٢٠- مسلم ، الإمام ، الصحيح ، (المملكة العربية السعودية : رياسة ادرات البحوث الإسلامية والافتاء والدعوة والإرشاد).
١٢١- محمد رشدى ، مدنية العرب فى الجاهلية والإسلام ، (مصر : مطبعة السعادة ، ١٩١١).
١٢٢- المبرد ، أبو العبأس ، الكامل فى اللغة و الأدب ، (بيروت : دلر الكتب العلمية ، ط-١، ١٩٨٧).
١٢٣- المتقى ، علاء ، كنز العمال ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط _ ٥، ١٩٨٥).
١٢٤- معجم الأدباء ، (من نشريات دار المأمون)، القاهرة : مطبعة دار المأمون ، ١٩٣٨).
١٢٥- محمد رواس قلعجى ، د.، فقه أبى بكر ، (لاهور : إدلرة معارف اسلامى ، ط-١، ١٩٩٤).
١٢٦- نقولا فياض ، د.، الخطابة ، (مصر : إدارة الهلال، . ١٩٣٠).
١٢٧- النويرى، شهاب الدين أحمد ، نهاية الأرب فى فنون الأدب، (القاهرة : دار الكتب المصرية ، ط-١، ١٩٢٩).
١٢٨- نقائض جرير والفرزدق، (ليدن).
١٢٩- الندوى ، أبو الحسن على ، قصص النبيين، (كرتش : مجلس نشريات اسلام).
١٣٠- النجار ، عبد الو هاب ، قصص القر ان ، (بيروت : دار الفكر).

www.nagorikpathagar.org

١٣١- النووى ، محى الدين بن شرف ، تهذيب الأسماء واللغات ، (مصر: الطباعة المغيرية).
١٣٢- ناصر الدين بن سعد الرشيد ،د.، سوق عكاظ ، تاريخه ونشاطاته وموقعه، (ط١٠، ١٩٧٧).
١٣٣- ناصر الدين الأسد ،د.، مصادر الشعر الجاهلى ،(القاهرة : دار المعارف، ط- ٦، ١٩).
١٣٤- الهاشمى، أحمد ، جواهر الأدب ، (مصر : مطبعة السعادة، ١٩٧٤).
١٣٥- وجدى ، فريد، كنز العلوم واللغة، (مصر : ١٩٥٠).
١٣٦- وجدى ، فريد، دائرة معارف القرن العشرين ، (مطبعة دائرة معارف القرن العشرين، ط-٢).

বাংলা

১. আল কুরআন আল কারীম, বাংলা অনুবাদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
২. নু'মানী, শিবলী, আল ফরুক, বাংলা অনুবাদ মুহীউদ্দীন খান (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৪)
৩. কোরআনুল কারীম, মূল : তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহীউদ্দীন খান (মদীনা : বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)
৪. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড., কুরআন পরিচিতি, (ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন্স, সং. ১, ১৯৯২)
৫. মুসলেহ উদ্দীন, আ.ত.ম., আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সং. ১, ১৯৮২)
৬. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, ড., আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সং. ২, ১৯৯৯)
৭. মাওদূদী, আবুল আ'লা, তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫)
৮. সিদ্দীক, মোঃ আবূ বকর, ড., আরবী সাহিত্য সমালোচনা, (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী, সং. ১, ১৯৮৯)

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজি

1. Hitti, P.K., History of the Arabs, (London, 1960).
2. Nicholson, R.A., Literary History of the Arabs, (Cambridge University press, 1969)

উর্দু

١- انوار انبياء، غلام على ستر پبليكشنز، (پاكستان : ١٩٨٥).
٢- حفظ الرحمن، مولانا، قصص القرآن، (دهلى : ندوة المصنفين، ايديشن ط - ٢، ١٩٤٦).
٣- ظهور أحمد أظهر، د.، فصاحت نبوى، (لاهور : اسلامك پبليكيشنز، ايديشن - ٢، ١٩٨٨).
٤- محمد، مولانا، خطبات محمدى، تحقيق : مختار أحمد ندوى، (بمبى : دار السلفية).
٥- المنجد، (عربى - اردو ديكشنرى)، كراچى : دار الاشاعت، ١٩٦٤).
٦- مودودى، أبو الأعلى، خلافت وملوكيت، (لاهور : اسلاميك پبليكشنز، ايديشن - ٤، ١٩٦٩).
٧- مودودى، أبو الأعلى، سيرت سرور عالم، دهلى : مركزى مكتبه اسلامى، ١٩٧٩).

www.nagorikpathagar.org

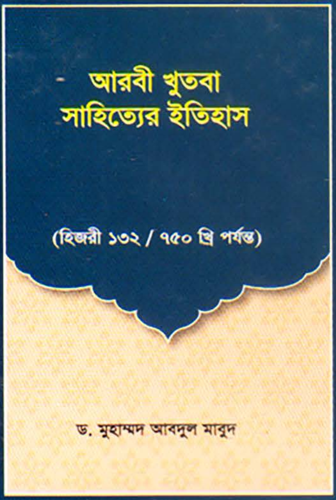

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.nagorikpathagar.org